রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

রাজকুমার ভরত যৎকালে মাতুলালয়ে গমন করেন, তখন প্রেমাস্পদ শত্রুঘ্নকেও সমভিব্যাহারে লইয়া যান। ঐ উভয় ভ্রাতা তথায় মাতুল যুধাজিতের প্রযত্নে অপত্যনির্বিশেষে আদৃত ও প্রতিপালিত হইয়াও বৃদ্ধ পিতাকে এক ক্ষণের নিমিত্ত ভুলেন নাই। রাজা দশরথও তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হন নাই। তিনি স্বদেহনির্গত বাহুচতুষ্টয়ের ন্যায় চারিটি পুত্রকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু যদিও তাঁহার তনয়েরা তাঁহার অতিমাত্র স্নেহের পাত্র ছিলেন, তথাচ তিনি রামকেই অপেক্ষাকৃত প্রীতির সহিত দেখিতেন। রাম ভূভৃগণের মধ্যে স্বয়ম্ভুর ন্যায় অনন্য-সাধারণ গুণ ধারণ করিতেন। তিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ; সুর-গণের অনুরোধে বাহুবলগর্বিত রাক্ষসরাজ রাবণের বধসাধন করিবার নিমিত্ত মর্ত্ত্য লোকে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

ফলতঃ দেবমাতা অদিতি যেমন বজ্রধর পুরন্দর দ্বারা শোভিত হন, সেইরূপ দেবী কৌশল্যাও এই অমিততেজা আত্মজ রামকে পাইয়া যার পর নাই শোভা ধারণ করিয়াছিলেন।

এই মহাবীর রাম অসূয়াশূন্য ও প্রিয়দর্শন। ভূতলে তাঁহার তুলনা নাই। তিনি পিতার ন্যায় গুণবান্ এবং প্রশান্ত-স্বভাব। তিনি মৃদুবচনে সকলের সহিত সম্ভাষণ করিয়া থাকেন। কেহ তাঁহার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে তিনি ঐরূপ কথা কখনই ওষ্ঠের বাহির করেন না। অন্যকৃত একটিমাত্র উপকারেও তাঁহার পরিতোষ জন্মে এবং অপকার অনন্ত হইলে স্বীয় উদারগুণে সমগ্র বিস্মৃত হন। তিনি অস্ত্রাভ্যাসের অবকাশকালেও সুশীল বয়োবৃদ্ধ জ্ঞানী সাধুগণে পরিবৃত হইয়া শাস্ত্ররহস্য অনুশীলন করিয়া থাকেন। তিনি বুদ্ধিমান ও প্রিয়ংবদ। কেহ অভ্যাগত হইলে তিনি সর্বাগ্রে তাহার সহিত আলাপ করিয়া থাকেন। তিনি অতি বলবান, কিন্তু আপনার বীর্য্যমদে কখনই উন্মত্ত হন না। তিনি সত্যবাদী বিদ্বান ও বৃদ্ধবর্গের মর্য্যাদাপালক। তিনি প্রজারঞ্জন, প্রজারাও তাঁহার প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে। তিনি বিপ্রভক্তিপরায়ণ ও দীনশরণ তাঁহার চরিত্র অতি পবিত্র। তিনি দুষ্টের নিয়ন্তা, ধর্ম্মজ্ঞ ও দেশকালজ্ঞ। তাঁহার বুদ্ধি স্বীয় বংশেরই অনুরূপ, এই

কারণে তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে বহুমান করিয়া থাকেন এবং ঐ ধর্ম্ম রক্ষা করিলে যে স্বর্গ লাভ হয় এইই তাঁহার স্থির বিশ্বাস। অমঙ্গল প্রসঙ্গে ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ কথায় তাঁহার অভিরুচি নাই। কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় তাহাতে উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুদায় সুলক্ষণসম্পন্ন। তিনি তরুণ ও নীরোগ এবং পুরুষপরীক্ষায় সুদক্ষ। জগতে তিনিই একমাত্র সাধু। সেই রাজকুমার প্রকৃতিবর্গের বহিশ্চর প্রাণের ন্যায় একান্ত প্রিয়তর। তিনি বেদ বেদাঙ্গে অধিকার লাভ করিয়া গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। সমন্ত্র ও অমন্ত্রক অস্ত্র শস্ত্রে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি কল্যাণের জন্মভূমি তেজস্বী ও সরল। সঙ্কট স্থলেও তিনি কখন মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করেন না। ধর্ম্মার্থদর্শী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার আচার্য্য। তিনি ত্রিবর্গ-তত্ত্বজ্ঞ স্মৃতিমান ও প্রতিভাসম্পন্ন। তিনি লৌকিকার্থ-কুশল বিনীত গম্ভীর গূঢ়মন্ত্র ও সহায়সম্পন্ন। তাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ কখনই নিষ্ফল হয় না। অর্থ যে ন্যায়ানুসারে উপার্জ্জন ও সৎ পাত্রে দান করিতে হয় তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। গুরুজনের প্রতি তাঁহার ভক্তি অতি অসাধারণ। তিনি অসৎ বস্তু গ্রহণে কখনই লোলুপ নহেন। তিনি আলস্য-শূন্য সাবধান এবং স্বদোষদর্শী। তিনি কৃতজ্ঞ ও লোকের

অন্তরজ্ঞ। তিনি ন্যায়ানুসারে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কাব্য ও দর্শন শাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছে এবং তিনি ধর্ম্ম ও অর্থের অবিরোধে সুখ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। কর্ত্তব্যভার বহনে তাঁহার আলস্য নাই। যে সমস্ত শিল্প বিহারকালে বিশেষ উপযোগী, তিনি তৎসমুদায় আয়ত্ত করিয়াছেন। তিনি অর্থবিভাগে সুপটু। হস্তী ও অশ্বে আরোহণ ও উহাদিগকে শিক্ষা দান এই উভয় কর্ম্মেই তিনি সুদক্ষ। বিপক্ষ সৈন্যের অভিমুখে গমন শত্রু সংহার ও ব্যূহরচনা এই সমস্ত কর্ম্মে তিনি সুপারগ। তিনি ধনুর্ব্বেদজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ও অতিরথ। দেবাসুরগণ রোষাবিষ্ট হইলেও তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভব করিতে পারেন না। তিনি কোন অংশে লোকের অবজ্ঞাভাজন নহেন। তিনি কালের অনায়ত্ত ও ত্রিলোকপূজিত; তিনি ক্ষমা গুণে পৃথিবীর ন্যায়, বুদ্ধিতে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বল বীর্য্যে সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। রাম পিতার প্রীতিকর প্রকৃতি বর্গের কমণীয় এইরূপ গুণগ্রামে করজালমণ্ডিত প্রদীপ্ত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন দেবী বসুমতী এই সচ্চরিত্র অধৃষ্যপরাক্রম লোকনাথসদৃশ রামকে অধিনাথ রূপে প্রার্থনা করিলেন।

বৃদ্ধ রাজা দশরথ রাম এইপ্রকারে গুণবান হইয়াছেন দেখিয়া

ভাবিলেন, আমার জীবদ্দশায় বৎস রাজা হইবেন তদ্দর্শনে না জানি আমার কিরূপ আনন্দই হইবে। কবে আমি প্রিয়পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত দেখিব। রাম সততই লোকের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিয়া থাকেন। সকল জীবেই তাঁহার দয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং তিনি জলবর্ষী জলদের ন্যায় আমা অপেক্ষা সকলেরই প্রিয়। যম ও ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার বল, বৃহস্পতির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি, পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার ধৈর্য্য। অধিক কি, তিনি আমা অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই গুণবান। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে এই পৃথিবী সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দেখিয়া স্বর্গ লাভ করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ রামকে এইরূপ ও অন্যান্য অপর অন্যনৃপতিদুর্লভ অপরিচ্ছিন্ন সর্বোৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করত তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্য প্রদানের বাসনা করিয়া মন্ত্রিগণকে কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আমার দেহে জরার সঞ্চার হইয়াছে এবং অন্তরীক্ষে গ্রহ নক্ষত্রের প্রতিকুলতা বাত্যা ও ভূমিকম্প প্রভৃতি নানা প্রকার উৎ-পাতও হইতেছে এই কারণে এই যৌবরাজ্য-প্রদান-প্রস্তাব আমার শোকাপহরণ পূর্ণচন্দ্রসুন্দরানন লোকাভিরাম রামের ও প্রকৃতি বর্গের সবিশেষ প্রীতিকর হইবে।

তখন সেই রাজাধিরাজ যোগ্য অবসরে আপনার ও প্রজাগণের হিতার্থ এবং রামের ও প্রজাগণের প্রতি স্নেহ প্রদর্শনার্থ রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিতে যত্নবান হইলেন। তিনি মন্ত্রিগণ দ্বারা নানা নগর ও জনপদের প্রধান প্রধান লোকদিগেকে আনয়ন করাইলেন এবং মর্যাদা অনুসারে তাঁহাদিগকে বাসগৃহ ও নানা প্রকার আভরণ প্রদান করিলেন। কিন্তু তৎকালে কেকয়রাজ ও মিথিলাধিনাথ জনককে এই সংবাদ প্রদান করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন না। তিনি মনে করিলেন ইহাঁরা অতঃপর এই প্রিয় সমাচার অবশ্যই পাইবেন।

অনন্তর বিজয়ী রাজা দশরথ সভাভবনে উপবেশন করিয়া আছেন, ইত্যবসরে লোকপ্রিয় পার্থিবগণ আগমন করিতে লাগিলেন। সেই সমস্ত অধীন রাজা উপস্থিত হইয়া দশরথ-প্রদর্শিত আসনে তাঁহারই অভিমুখে উপবেশন করিলেন। ইহাঁরা রাজভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত প্রায়ই আযোধ্যায় বাস করিয়া থাকেন। ইহাঁরা অতি বিনীত। রাজা দশরথও ইহাঁদিগকে সবিশেষ সম্মান করিয়া থাকেন। ইহাঁরা ও জনপদবাসী প্রধান প্রধান লোকেরা দশরথের সম্মুখে উপবেশন করিলে তিনি অমরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

অনন্তর রাজা দশরথ দুন্দুভিসদৃশ গম্ভীর মধুর ও অদ্ভুত স্বরে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া পরিষদ বর্গকে আমন্ত্রণ ও তাঁহাদিগের অভিনিবেশ আকর্ষণ পূর্বক হিতকর ও প্রীতিকর বাক্যে কহিলেন, পরিষদগণ! আমার পূর্ব পুরুষেরা এই বিস্তীর্ণ রাজ্য পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন ইহা তোমরা অবশ্যই জান। এক্ষণে আমি সেই ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি নৃপতি প্রতিপালিত সুখোচিত সমস্ত সাম্রাজ্যে সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধির প্রস্তাব করিতেছি। দেখ আমি পূর্বতন নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মসুখ নিরপেক্ষ হইয়া প্রতিনিয়ত শক্ত্যনুসারে প্রজাগণের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছি। আমি সমস্ত লোকের হিতা চরণে দীক্ষিত হইয়া শ্বেত ছত্রের ছায়ায় এই শরীর জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। এক্ষণে বহু সহস্র বৎসর আমার বয়ঃক্রম হইয়াছে, অতঃপর আমার ইচ্ছা এই যে, এই জীর্ণ দেহকে এক কালে বিশ্রাম দেই। আমি লোকের যে গুরুতর ধর্ম্মভার বহন করিতেছি, নিরঙ্কুশ মনুষ্য ইহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না এবং ইহা বীর পুরুষেরই উপযুক্ত। আমি এক্ষণে সেই গুরু-

ভারে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। অতএব এই সমস্ত সন্নিহিত ব্রাহ্মণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রকে প্রজাগণের হিতসাধনে নিয়োগ করিয়া বিশ্রাম লাভের ইচ্ছা করি। আমার আত্মজ মহাবীর রাম আমারই সমস্ত গুণ অধিকার করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বলবীর্য্যে সুররাজ পুরন্দরেরই অনুরূপ। এক্ষণে সেই পুষ্যাবিহারী চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ধার্ম্মিকপ্রধান রামকে প্রীত মনে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিব। তিনি তোমাদিগেরই যোগ্য, ত্রৈলোক্যও তাঁহাকে পাইয়া নাথবান হইবে। অতএব আমি অদ্যই বসুমতীর এই হিতানুষ্ঠান করিব এবং রামের প্রতি সমস্ত সাম্রাজ্যভার অর্পণ করিয়া সুখী হইব। এক্ষণে বল, আমার এই সাধু অভিপ্রায় তোমাদিগের অনুকূল হইবে কি না? অথবা যদি প্রীতিনিবন্ধন এইরূপ প্রস্তাব করিয়া থাকি, তবে এতদপেক্ষা হিতকর যাহা হইতে পারে, তোমরা তাহারও প্রসঙ্গ কর। কারণ মধ্যস্থ লোকের চিন্তা পূর্ব্বাপর পক্ষ সঙ্ঘর্ষে অধিকতর ফলোপধায়ক হইয়া থাকে।

জলভারপূর্ণ জলধরকে দেখিয়া ময়ূর যেমন সন্তুষ্ট হয়, সেইরূপ ভূপালগণ মহারাজ দশরথের বাক্য সন্তোষ সহকারে স্বীকার করিলেন। তখন রাজসভায় অগ্রে সামন্তগণের আনন্দ কোলাহলের প্রতিধ্বনি উত্থিত হইল; তৎপরে সাধারণের এতৎ বিষয়ক আন্দোলনে যেন মেদিনী কম্পিত হইতে লাগিল। অনন্তর

ব্রাহ্মণ ও সেনাপতিগণ পুরবাসী ও জানপদবর্গের সহিত ধর্ম্মার্থকুশল মহীপাল দশরথের অভিপ্রায় অবগত হইয়া একমতে পরস্পর পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ভূপালকৃত প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার বয়ঃক্রম বহু সহস্র বৎসর হইল। আপনি বৃদ্ধ হইয়াছেন; এই কারণে রামকেই যৌবরাজ্যে অভিষেক করা আপনার শ্রেয়। মহাবীর রাম একটি বৃহৎকায় মাতঙ্গের পৃষ্ঠে ছত্রে আনন সংবৃত করিয়া গমন করিতেছেন, আমরা এইটি দেখিতেই ইচ্ছা করি।

তখন অবনিপাল তাঁহাদিগের আন্তরিক ইচ্ছা বুঝিয়াও না বুঝিবার ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, রাজগণ! আমার প্রস্তাবমাত্র তোমরা যে রামের যৌবরাজ্যে সম্মত হইতেছ, ইহাতেই মনে একটি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে বল, তোমাদিগের অভিপ্রায় কি। আমি যখন জীবিত থাকিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতেছি, তখন তোমরা কি কারণে মহাবল রামকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার বাসনা কর?

অনন্তর ভূপালগণ এবং পৌর ও জানপদবর্গ তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! আপনার আত্মজ রামের বহু প্রকার সদ্‌গুণ আছে। এক্ষণে আপনার সমক্ষে তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ করুন। সেই অমোঘবীর্য্য দেব-

রাজ-সদৃশ রাম আপনার অসামান্য গুণে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। ভূলোকে তিনিই একমাত্র সৎপুরুষ ও সত্যপরায়ণ। ধর্ম্ম ও অর্থ তাঁহা হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তিনি প্রজাগণের সুখোৎপাদনে চন্দ্রের ন্যায়, ক্ষমাগুণে বসুন্ধরার ন্যায়, বুদ্ধিবলে বৃহস্পতির ন্যায় এবং বলবীর্য্যে শচীপতি ইন্দ্রের ন্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মজ্ঞ সত্যপ্রতিজ্ঞ সচ্চরিত্র ও অসূয়াশূন্য? কেহ দুঃখিত হইলে তিনিই সান্ত্বনা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল প্রিয়বাদী কৃতজ্ঞ ও জিতেন্দ্রিয়। তিনি কোমল স্বভাব স্থিরচিত্ত ও সুদৃশ্য। তিনি জ্ঞানবান্ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সেবা করিয়া থাকেন। এই গুণে ইহ লোকে তাঁহার অতুল কীর্ত্তি যশ ও তেজ পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সুরাসুর মনুষ্যে যে সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায়ই তিনি অধিকার করিয়াছেন। বিদ্যা তাঁহার সম্যক আয়ত্ত হইয়াছে এবং তিনি অঙ্গের সহিত সমুদায় বেদ অবগত আছেন। সঙ্গীতশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ অধিকার। তিনি শ্রেয়ের বাসভূমি ও সাধু। ক্ষোভের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি ক্ষুব্ধ হন না। ধর্ম্মার্থনিপুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেরা তাঁহার শিক্ষক। ঐ মহাবীর গ্রাম বা নগররক্ষার্থ সংগ্রাম উপস্থিত হইলে জয়শ্রী অধিকার না করিয়া লক্ষ্মণের সহিত প্রত্যাগমন করেন না।

তিনি যখন রণস্থল হইতে হস্তী বা রথে আরোহণ পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করেন, তখন স্বজনের ন্যায় পুরবাসিবর্গের সর্ব্বাঙ্গীন্ কুশল জিজ্ঞাসিয়া থাকেন। তিনি ঔরসজাত পুত্রের ন্যায় তাঁহাদিগের প্রত্যেককেই পুত্র কলত্র প্রেষ্য শিষ্য ও অগ্নি-সংক্রান্ত সমগ্র সংবাদ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করেন। "কেমন শিষ্যেরা আপনাদিগের শুশ্রূষা করিতেছে? ভৃত্যেরা একান্তমনে আপনাদিগের সেবা করিতেছে?" তিনি প্রায়ই আমাদিগকে এই রূপ কহিয়া থাকেন। প্রজাদের দুঃখ দেখিলে তিনি যার পর নাই দুঃখিত হন এবং উহাদের উৎসবেই পিতার ন্যায় পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তিনি যখন কথা কহেন, তাঁহার বদনারবিন্দে মন্দ মন্দ হাস্য নির্গত হয়। তিনি প্রাণপণে ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছেন। তাঁহার সমুদায় উদ্দেশ্যই শুভ ফল প্রসব করিয়া থাকে। বিবাদে তাঁহার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই। তিনি সুরগুরু বৃহস্পতির ন্যায় উত্তরোত্তর যুক্তি প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহার ভ্রূদ্বয় অতি সুদৃশ্য এবং লোচনযুগল বিস্তীর্ণ ও তাম্রবর্ণ, বোধ হয় যেন স্বয়ং বিষ্ণুই ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়াছেন শৌর্য্য বীর্য্য এবং রণক্ষেত্রে লঘু সঞ্চরণ এই সমস্ত গুণে সাধারণে যার পর নাই তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তিনি প্রজাপালক। বিষয়স্পৃহা তাঁহার চিত্ত বিকৃত করিতে পারে না। এই সামান্য পৃথিবীর কথা দূরে থাকুক ত্রৈলো-

ক্যের ভারও তিনি অনায়াসে বহন করিতে পারেন। তাঁহার ক্রোধ ও প্রসন্নতা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। তিনি নিয়মানু- সারে বধার্হকে বধদণ্ড প্রদান করেন, কিন্তু যাহারা নির্দোষ তাহা- দের উপর তাঁহার কিছুমাত্র বিরাগ উপস্থিত হয় না; প্রত্যুত তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া আপনার প্রসাদ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাম প্রজাগণের স্পৃহণীয় সাধারণের প্রীতিকর অতি উদার গুণযোগে ভাস্করের ন্যায় সর্বত্র বিকাশ লাভ করি- য়াছেন। মহারাজ! প্রজারা আপনার এই গুণবান্ পুত্রকে প্রার্থনা করিতেছেন। তিনি আমাদেরই ভাগ্যে প্রজাপালনরূপ শ্রেয়স্কর কার্য্যে চতুর হইয়াছেন। বলিতে কি, মরীচিতনয় কশ্য- পের ন্যায় আপনি ভাগ্যক্রমেই এইরূপ গুণের পুত্রকে পাই- য়াছেন। সুরাসুর মনুষ্য গন্ধর্ব ও উরগগণ এবং পুরবাসী ও জন- পদবাসী সকলেই রামের বল আরোগ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করিয়া থাকেন। কি স্ত্রী, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা সকলেই কি সায়ংকাল কি প্রাতঃকাল সকল কালেই রামের অভ্যুদয় কামনায় তদ্গতমনে দেবগণকে নমস্কার করেন। এক্ষণে আপনার প্রসাদে সকলের এই মনোরথ সিদ্ধ হউক। নরনাথ! আমরা ইন্দীবরশ্যাম রামকে যৌবরাজ্যে নিযুক্ত দেখিব। এক্ষণে আপনি সেই দেবদেবসদৃশ প্রিয়কারী পুত্রকে প্রফুল্ল মনে রাজ্যে অভিষেক করুন।

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর মহারাজ দশরথ পৌর ও জানপদবর্গের সহিত ভূপালগণের বিনীত ব্যবহারে শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক প্রিয় ও হিতকর বাক্যে কহিলেন, তোমরা আমার সর্বজ্যেষ্ঠ প্রিয় পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা করিতেছ; কি আনন্দ! কি আশ্চর্য্যই বা আমার প্রভাব!

দশরথ সকলকে এই রূপে সমাদর করিয়া সকলের সমক্ষে বশিষ্ঠ বামদেব প্রভৃতি বিপ্রবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! এক্ষণে পবিত্র চৈত্রমাস উপস্থিত, কানন সকল নানাবিধ কুসুমে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। অতএব এই সময়েই আপনারা রামকে যৌবরাজ্য প্রদানের সমুদায় আয়োজন করুন।

রাজা দশরথ এইরূপ কহিবামাত্র সভামধ্যে একটি তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রমশঃ সেই কোলাহল উপশমিত হইলে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, ভগবন্! রামের রাজ্যাভিষেকার্থ যেরূপ উপকরণ প্রয়োজন হইবে, আপনি তৎসমুদায় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত অধিকৃত ব্যক্তিবর্গকে অনুমতি প্রদান করুন। ঐ সময় মন্ত্রিগণ রাজার সম্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান ছিলেন; বশিষ্ঠ তাঁহাদিগকেই সম্বোধন পূর্বক

কহিলেন, মন্ত্রিগণ! সুবর্ণ প্রভৃতি রত্ন সমুদায়, পূজাদ্রব্য, সর্বৌষধি, শুক্লমাল্য, লাজ, পৃথক পৃথক পাত্রে মধু ও ঘৃত, দশাযুক্ত বস্ত্র, রথ, সমস্ত অস্ত্র, চতুরঙ্গ বল, সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী, চামরদ্বয়, ধ্বজদণ্ড, পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শতসংখ্য হেমময় অত্যুজ্জ্বল কুম্ভ, সুবর্ণ শৃঙ্গসম্পন্ন ঋষভ, অখণ্ড ব্যাঘ্রচর্ম্ম এবং অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক, তৎসমুদায়ই প্রাতে মহারাজের অগ্নিহোত্র গৃহে সংগ্রহ করিয়া করিয়া রাখ। মাল্য চন্দন ও সুগন্ধি ধূপে রাজ-প্রাসাদ ও সমস্ত নগরের দ্বারদেশ সুশোভিত কর। বহুসংখ্য ব্রাহ্মণের অভিমত ও পর্য্যাপ্ত হইতে পারে, এইরূপ দধি ও ক্ষীর-মিশ্রিত সুদৃশ্য সুসংস্কৃত অন্নসম্ভার, ঘৃত, লাজ ও প্রভুত দক্ষিণা প্রভাতে বিপ্রগণকে সমাদর পূর্বক প্রদান করিও। কল্য সূর্য্যোদয় হইবামাত্র স্বস্তিবাচন হইবে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ-গণকে নিমন্ত্রণ ও আসন সকল প্রস্তুত কর। সর্বত্র পতাকা উড্ডীন করিয়া দেও। রাজপথে জলসেক কর। গায়িকা গণিকা সকল সুসজ্জিত হইয়া প্রাসাদের দ্বিতীয় কক্ষে অবস্থান করুক। দেবতায়তন এবং চৈত্য সমুদায়ে অন্ন অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্য ও দক্ষিণার সহিত গন্ধপুষ্প প্রভৃতি পূজার উপকরণ দ্বারা দেবপূজা কর। বীর পুরুষেরা বেশভূষা করিয়া সুদীর্ঘ অসি চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ পূর্বক উৎসবময় অঙ্গন মধ্যে প্রবেশ করুক। বিপ্রবর বশিষ্ঠ ও বামদেব রাজকার্য্যে অধিকৃত

ব্যক্তিবর্গের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা প্রচার করিয়া পৌরহিত্য কর্ম্ম সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং এই আজ্ঞাদান ভিন্ন অন্যান্য আবশ্যক কার্য্য রাজা দশরথের গোচরে অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তৎপরে সমুদায় প্রস্তুত হইলে তাঁহারা প্রীতি সহকারে মহীপালকে নিবেদন করিলেন।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সারথি সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি ধার্ম্মিক রামকে শীঘ্র এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র "যথাজ্ঞা মহারাজ!" বলিয়া তাঁহার নিদেশে রথী রামকে রথে আরোপণ পূর্বক আনয়ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় চতুর্দ্দিকের রাজগণ এবং ম্লেচ্ছ আর্য্য আরণ্য ও পার্বত্য লোক সকল সভামধ্যে উপবেশন পূর্বক রাজা দশরথের উপাসনা করিতেছিলেন। দশরথ সুরগণপরিবৃত সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহাদিগের মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক প্রাসাদ হইতে দেখিলেন, গন্ধর্বরাজসদৃশ সুবিখ্যাত বীর দীর্ঘবাহু মহাবল মত্তমাতঙ্গগামী চন্দ্রের ন্যায় সুন্দরানন অতীব প্রিয়দর্শন রাম রূপ ও উদার গুণযোগে সকলের নয়ন ও মন অপহরণ পূর্বক নিদাঘতপ্ত প্রজাদিগকে জলদের ন্যায় সকলকে পুলকিত করত আগমন করিতেছেন। তৎকালে দশরথ নির্নিমেষলোচনে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ তৃপ্তি সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজকুমার রামকে রথ হইতে অবতারিত

করিলেন এবং রাম দশরথের সমীপে গমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলেন। পরে দাশরথি সুমন্ত্র সমভিব্যাহারে পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে সেই কৈলাস-শিখর-সদৃশ প্রাসাদে উত্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার সন্নিহিত হইয়া আপনার নামোল্লেখ পূর্বক তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। তখন মহীপাল দশরথ প্রিয়পুত্র রামকে আপনার পার্শ্ব দেশে প্রণত দেখিয়া তাঁহার অঞ্জলি গ্রহণ ও আকর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে বার বার আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহারই নিমিত্ত উপস্থাপিত মণিমণ্ডিত সুবর্ণখচিত রমণীয় সিংহাসনে তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুমতি দিলেন। তখন সুনির্ম্মল সূর্য্যমণ্ডল উদয়কালে স্বীয় প্রভাজালে যেমন সুমেরুকে উদ্ভাসিত করেন, সেইরূপ রাম উপবিষ্ট হইয়া সেই উৎকৃষ্ট আসনকে যার পর নাই সুশোভিত করিলেন। যেমন গ্রহনক্ষত্রসঙ্কুল শারদীয় অম্বর শশাঙ্ক-বিম্বে অলঙ্কৃত হয়, তদ্রূপ সেই বশিষ্ঠাদিবিপ্রবর্গবিরাজিত রাজসভা সমধিক শোভা ধারণ করিল। লোকে বেশবিন্যাস করিয়া আদর্শতলসংক্রান্ত আত্ম প্রতিবিম্ব দর্শনে যেমন পরিতোষ লাভ করে, সেইরূপ মহারাজ দশরথ সেই প্রাণাধিক পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর কশ্যপ যেমন সুরেন্দ্রকে তদ্রূপ তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি আমার সর্ব্বপ্রধানা সর্ব্বাংশসদৃশী মহিষী কৌশল্যার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তুমি সর্ব্বাংশে আমার অনুরূপ এবং সকল পুত্রের মধ্যে তুমিই সর্ব্বগুণে গুণবান, এই জন্য আমি তোমাকে যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকি। তুমি নিজগুণে এই প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়াছ; অতএব এক্ষণে চন্দ্রের পুষ্যাসংক্রম হইলে যৌবরাজ্য গ্রহণ কর। রাম! তুমি স্বভাবতই গুণবান। তথাচ আমি স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তোমাকে কিছু হিতোপদেশ প্রদানের ইচ্ছা করি। দেখ, তুমি যদিও বিনীত, তথাচ অপেক্ষাকৃত বিনয়ী হইয়া প্রতিনিয়ত ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্নবান হও। কাম ক্রোধ নিবন্ধন ব্যসন পরিত্যাগ কর। আয়ুধাগার ধনাগার ও ধান্যাগার পরিপূর্ণ করিয়া পরোক্ষ ও অপরোক্ষ বিচার দ্বারা অমাত্যাদি প্রজাবর্গের অনুরাগ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। যিনি অভিমত প্রজাদিগকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্য পালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ অমৃত লাভে অমরগণের ন্যায় আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব বৎস! তুমি আপনাকে এইরূপে নিয়ন্ত্রিত করিয়া স্বকার্য্য পর্য্যালোচনে যত্নবান হও।

তখন রামের প্রিয়কারী সুহৃদেরা মহারাজের আজ্ঞা শ্রবণ-

মাত্র দ্রুতপদে রাজমহিষী কৌশল্যার নিকট গমন পূর্বক তাঁহাকে এই প্রিয় সমাচার নিবেদন করিলেন । কৌশল্যা এই সংবাদ পাইয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং ঐ সমস্ত প্রিয় প্রচারককে প্রচুর সুবর্ণ, রত্নভার ও ধেনু প্রদানে আদেশ দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন ।

এদিকে রাম পিতা দশরথের পাদবন্দন পূর্বক রথে অরোহণ করিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন । পুরবাসিরাও অভিলষিত বস্তু লাভের ন্যায় ভূপতির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ পূর্বক গৃহে গমন করিলেন । গৃহে গিয়া রামের অভিষেক-বিঘ্ন শান্তির আশয়ে দেবার্চনা করিতে লাগিলেন ।

চতুর্থ সর্গ।

পৌরবর্গ বিদায় গ্রহণ করিলে রাজা দশরথ মন্ত্রিগণকে পুনর্বার কহিলেন, মন্ত্রিগণ! আগামী দিবসে চন্দ্রের পুষ্যা সংক্রম হইবে; ঐ দিনেই রাজীবলোচন রামকে রাজ্যে অভিষেক করা যাইবে। তিনি মন্ত্রিগণকে এইরূপ কহিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রামকে পুনরায় এই স্থানে আনয়ন কর। তখন সুমন্ত্র রাজা দশরথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া দ্রুতপদে রামের নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। রাম সুমন্ত্রের আগমন শ্রবণ করিবামাত্র অতিমাত্র শঙ্কিত হইয়া অবিলম্বে তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি কি কারণে পুনরায় আগমন করিলে সবিশেষ প্রকাশ করিয়া বল। তখন সুমন্ত্র কহিলেন, রাজকুমার! মহারাজ আপনাকে পুনর্বার দেখিবার বাসনা করিয়াছেন, এক্ষণে আপনার যেরূপ অভিপ্রায় হয়, আজ্ঞা করুন।

অনন্তর রাম মহারাজ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার আশয়ে অবিলম্বে রাজভবনে উপস্থিত হইলেন। মহা-

রাজও তাঁহাকে প্রীতিজনক কোন কথা কহিবার উদ্দেশে নিজ গৃহ প্রবেশে অনুজ্ঞা দিলেন। রাম গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দূর হইতে পিতাকে দর্শন ও কৃতাঞ্জলিপুটে অভি-বাদন করিলেন। তখন রাজা দশরথ তাঁহাকে উত্থাপন ও আলিঙ্গন করিয়া আসন গ্রহণে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক কহি-লেন, বৎস। আমি দীর্ঘ আয়ু লাভ ও ইচ্ছানুরূপ বিষয়-সুখ উপভোগ করিয়া বৃদ্ধ হইয়াছি। আমি যাচককে প্রার্থনা-ধিক অর্থ দান ও অধ্যয়ন করিয়াছি এবং অন্নদান ও প্রভূত দক্ষিণা দান সহকারে বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া দেবগণেরও অর্চ্চনা করিয়াছি। আজ যাহার তুলনা এই ভূলোকে নাই সেই তুমিই আমার আত্মজ। বৎস! এই রূপে দেবতা ঋষি বিপ্র ও আত্মঋণ হইতে আমার সম্পূর্ণই মুক্তি লাভ হইয়াছে। এক্ষণে তোমাকে রাজ্যে অভিষেক করা ব্যতিরেকে কর্ত্তব্যের আর কিছুই অবশেষ নাই। অতএব আমি তোমাকে যাহা আদেশ করিতেছি, তুমি তদ্বিষয়ে অভিনিবেশ প্রদান কর।

বৎস! অদ্য প্রজাবর্গ পালনভার তোমারই হস্তে দেখিবার বাসনা করিতেছেন, এই কারণে আমি তোমাকেই রাজ্যে অভিষেক করিব। বিশেষতঃ আজি আমি নিদ্রাযোগে অশুভ স্বপ্ন সমুদায় দেখিতেছি; যেন দিবসে বজ্রাঘাত ও ঘোররবে উল্কাপাত হইতেছে। দৈবজ্ঞেরা কহিতেছেন, সূর্য্য মঙ্গল ও

রাহু এই তিন দারুণ গ্রহ আমার জন্ম নক্ষত্র আক্রমণ করিয়াছেন। এইরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে প্রায়ই রাজা বিপদস্থ হন; এমন কি, ইহাতে তাঁহার মৃত্যুও সম্ভবপর হইতে পারে। বিশেষত মনুষ্যের মতি স্বভাবতই চপল। অতএব বৎস! আমার মনে ভাবান্তর উপস্থিত না হইতেই তুমি রাজ্যভার গ্রহণ কর। অদ্য পুনর্বসু নক্ষত্রে চন্দ্রের সঞ্চার হইয়াছে। জ্যোতির্বেত্তারা কহিতেছেন, চন্দ্রের পুষ্যাভোগ আগামী দিবসে অবশ্যই ঘটিবে। এক্ষণে আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং কল্যই আমি তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিব। তুমি অদ্যকার রাত্রি বধূ সীতার সহিত নিয়ম অবলম্বন ও উপবাস করিয়া কুশশয্যায় শয়ন করিয়া থাক। বৎস! শুভ কার্য্যে প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে, এই কারণে অদ্য তোমার সুহৃদেরা সাবধান হইয়া তোমাকে রক্ষা করুন। এক্ষণে বৎস ভরত প্রবাসে কালযাপন করিতেছেন, এই অবসরে তোমার অভিষেক সুসম্পন্ন হয়, ইহাই আমার প্রার্থনীয়। যথার্থতই তোমার ভ্রাতা ভরত ভ্রাতৃবৎসল ও অতি সজ্জন। ঈর্ষা তাঁহার মনকে কদাচই কলুষিত করিবে না এবং তিনি তোমার একান্ত অনুগত। কিন্তু আমার এই একটি স্থির বিশ্বাস আছে যে, কারণ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের চিত্ত অবশ্যই বিকৃত হইবে। যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ ও সাধু, তাঁহাদিগের মনও

রাগ দ্বেষাদি দ্বারা আকুল হইয়া উঠে। অতএব বৎস! এক্ষণে তুমি যাও, কল্যই তোমাকে রাজ্যভার লইতে হইবে।

অনন্তর রাম পিতা দশরথকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং জানকীকে পিতার আদেশ জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত স্বীয় বাসগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্তু তিনি তথায় জানকীকে দেখিতে না পাইয়া তথা হইতে জননীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন।

এ দিকে দেবী কৌশল্যা রামের রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দেহগৃহে গমন পূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে প্রাণয়াম দ্বারা পুরাণ-পুরুষকে ধ্যান করিতে ছিলেন এবং সুমিত্রা সীতা ও লক্ষ্মণ তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছেন। ইত্যবসরে রাম তথায় গিয়া দেখিলেন, জননী পট্টবস্ত্র পরিধান ও মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দেবভবনে দেবতার আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহারই রাজশ্রী প্রার্থনা করিতেছেন।

তখন রাম তাঁহার নিকট গমন ও অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাকে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট করিয়া কহিতে লাগিলেন, জননি! পিতা আমাকে প্রজাপালন কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আজ্ঞা হইল যে, কল্যই আমার রাজ্যাভিষেক হইবে। এক্ষণে জানকী এই রজনী আমার সহিত উপবাস করিয়া

থাকিবেন ; উপাধ্যায়েরা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং পিতাও আমাকে এইরূপ কহিয়া দিয়াছেন। অতএব কল্য রাজ্যাভিষেকে জানকীর যে সকল মঙ্গলাচার আবশ্যক, আপনি আজিই তাহার আয়োজন করুন।

দেবী কৌশল্যা রামের মুখে চিরদিনের কামনা সফল হইবে শুনিয়া গদ গদ বাক্যে কহিলেন, রাম! চিরজীবী হও, তোমার শত্রু দূর হউক। তুমি শ্রীলাভ করিয়া আমার ও সুমিত্রার অন্তরঙ্গদিগকে আনন্দিত কর। বাছা! আমি কি শুভক্ষণেই তোমাকে গর্ভে ধরিয়াছিলাম। তুমি আমার আপনার গুণে মহারাজকে পরিতুষ্ট করিয়াছ। আহ্লাদের কথা কি, বলিব আমি যে কমললোচন হরির প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া ব্রত উপবাস করিয়াছিলাম, তাহা সফল হইল। দেখ, রাজশ্রী তোমাকেই আশ্রয় করিবেন।

অনন্তর রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া হাস্যমুখে কহিলেন, লক্ষ্মণ! অতঃপর আমার সহিত তোমাকেও এই রাজ্যভার বহন করিতে হইবে। তুমি আমার অপর অন্তরাত্মা, সুতরাং রাজশ্রী আমার ন্যায় তোমাকেও আশ্রয় করিয়াছেন। বৎস! আমার জীবন ও রাজ্য কেবল তোমারই নিমিত্ত ; অতএব তুমি অভিলষিত ভোগ্য পদার্থ সমুদায় উপভোগ কর। রাম ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া

কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহাদের আজ্ঞাক্রমে জানকীর সহিত স্বভবনে গমন করিলেন।

পঞ্চম সর্গ।

এদিকে রাজা দশরথ আগামী দিবসের অভিষেক-বিষয়ে রামকে ঐরূপ আদেশ করিয়া কুলপুরোহিত বশিষ্ঠকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! অদ্য আপনি রামের বিঘ্ন শান্তি ও রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্ত সীতা ও তাঁহাকে উপবাস করাইয়া আসুন।

বেদবিদ্‌গণের অগ্রগণ্য মহর্ষি রাজাজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বিপ্রের অনুরূপ রথে আরোহণ পূর্ব্বক রাজকুমার রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অশ্ব মহাবেগে ধাবমান হইল। তিনি ক্ষণকালের মধ্যে সেই পাণ্ডুবর্ণ অভ্রখণ্ডের ন্যায় শোভমান ভবন-সন্নিধানে উপনীত হইয়া সবাহনে তিনটি প্রবেশ-দ্বার পার হইলেন। রামও সবিশেষ সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত ত্বরিতপদে গৃহ হইতে বহির্গত এবং তাঁহার রথের নিকট উপস্থিত হইয়া সাদরে করগ্রহণ পূর্ব্বক স্বয়ং তাঁহাকে অবতারিত করিলেন।

অনন্তর পুরোহিত বশিষ্ঠ রামের এইরূপ বিনীত ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ ও তাঁহার আনন্দবর্দ্ধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ তোমার প্রতি অতিশয় প্রসন্ন

হইয়াছেন। কারণ তিনি তোমারই হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্য-ভার অর্পণ করিবেন। অদ্য তুমি বৈদেহীর সহিত উপবাস করিয়া থাক। কল্য প্রাতে মহারাজ রাজা যযাতিকে নহুষের ন্যায় প্রীতি সহকারে তোমাকে রাজপদে অধিরূঢ় দেখিবেন। এই বলিয়া বিশুদ্ধস্বভাব মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বৈদেহীর সহিত রামকে উপবাসের সংকল্প করাইলেন এবং রামের প্রদত্ত পূজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাঁহার অভিমতে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রামও কিয়ৎক্ষণ প্রিয়বাদী সুহৃদ্গণের সহবাসে কালযাপন পূর্ব্বক তাঁহাদেরই অনুমতিক্রমে বাসগৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার বাসগৃহে নরনারী সকলেই আমোদ প্রমোদ করিতেছিল। তৎকালে বিকসিত-সরোজ-বিরাজিত মদমত্ত-বিহঙ্গগণশোভিত সরোবরের ন্যায় উহার অপূর্ব্ব এক শোভা হইল।

এদিকে বশিষ্ঠদেব রাজকুমার রামের রাজপ্রাসাদসদৃশ আবাস হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন, রাজমার্গ লোকারণ্য হইয়াছে। সকলে পরম কুতূহলে দলবদ্ধ হইয়া চলিয়াছে। পথে তিলার্দ্ধ স্থান নাই। লোকের সঙ্ঘর্ষ ও হর্ষে মহাসাগরের ন্যায় তুমুল শব্দ হইতেছে। ঐ দিবস সকল পথই পরিচ্ছন্ন ও জলসিক্ত এবং নগরীর চতুর্দ্দিক তোরণমালায় অলঙ্কৃত এবং সমস্ত গৃহে ধ্বজদণ্ড উচ্ছ্রিত হইয়াছে। নগরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আমোদে উন্মত্ত আছে এবং

রামাভিষেক দর্শনের অভিলাষে সূর্য্যোদয় প্রতীক্ষা করিতেছে। ফলত তৎকালে সকলেই প্রজাগণের শ্রীবৃদ্ধির নিদান প্রীতিবর্দ্ধন এই মহোৎসব দর্শন করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছে।

রাজপুরোহিত বশিষ্ঠ রাজমার্গে এইরূপ লোকের কোলাহল অবলোকন পূর্ব্বক সেই জনসংবাধ বিভাগ করিয়াই যেন মৃদু-গমনে রাজকুলে প্রবেশ করিলেন এবং হিমগিরি-সদৃশ রাজপ্রাসাদে আরোহণ করিয়া ইন্দ্রের সহিত বৃহস্পতির ন্যায় নরেন্দ্র দশরথের সহিত সমাগত হইলেন। তখন অবনিপাল মহর্ষিকে সমাগত দেখিয়া সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি গাত্রোত্থান করিলে সভাস্থ সমস্ত লোকই মহর্ষিকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত উত্থিত হইলেন। অনন্তর রাজা বিনীত ভাবে তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, তপোধন! আমার অভিপ্রেত কার্য্য কি আপনি সমাধা করিয়া আইলেন? মহর্ষি কহিলেন, মহারাজ! আপনার আদেশানুরূপ সমুদায়ই সাধন করা হইয়াছে।

তখন রাজা দশরথ কুলগুরু বশিষ্ঠের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সভাস্থ সকলকে পরিত্যাগ করিয়া গিরিদরী মধ্যে কেশরীর ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে শশাঙ্ক যেমন তারাগণসমাকীর্ণ নভোমণ্ডলকে একান্ত উজ্জ্বল

করিয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজা দশরথও সেই সুসজ্জিত নারীজনপরিপূর্ণ অমরাবতীপ্রতিম অন্তঃপুরকে যার পর নাই সমুদ্ভাষিত করিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ

কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ বিদায় গ্রহণ করিলে রাম কৃতস্নান হইয়া বিশাললোচনা জানকীর সহিত একান্তমনে নারায়ণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি ঐ মহান্ দেবতাকে নমস্কার করিয়া হবিঃপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার উদ্দেশে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎপরে হবির শেষাংশ ভক্ষণ পূর্বক নারায়ণ ধ্যান ও তাঁহার নিকট আপনার অভিপ্রেত প্রার্থনা করিয়া মৌনভাবে ঐ দেবালয়ের মধ্যেই সীতার সহিত কুশশয্যায় শয়ন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রহরমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে রাম শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অধিকৃত লোকদিগকে সুপ্রণালী-ক্রমে গৃহসজ্জায় অনুমতি প্রদান করিলেন। ইত্যবসরে সূত মাগধ ও বন্দিগণ শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছে দেখিয়া মধুর স্বরে গান করিতে প্রবৃত্ত হইল। রাম পূর্ব্বসন্ধ্যার উপা-সনা সমাপন পূর্ব্বক সমাহিতচিত্তে গায়ত্রী জপ করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি পবিত্র পট্ট বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক নারায়ণের স্তুতিবাদ ও বন্দনা করিয়া বিপ্রগণ দ্বারা স্বস্তি-

বাচন করাইলেন। তূর্য্যধ্বনি এবং বিপ্রগণের মধুর ও গম্ভীর পুণ্যাহ ঘোষে রাজধানী অযোধ্যা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। নগরবাসী সকলেই রাম জানকীর সহিত উপবাস করিয়া আছেন শুনিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল।

অনন্তর পৌরবর্গ পুরীর শোভা সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইল। শুভ্র অভ্রের ন্যায় প্রভা সম্পন্ন গিরিশিখর-সদৃশ দেবগৃহ, চতুষ্পথ, রথ্যা, চৈত্য, অট্টালিকা, পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ বাণিজ্যাগার, সুসমৃদ্ধ সুদৃশ্য লোকালয়, সভা ও অত্যুচ্চ বৃক্ষ সমূহে ধ্বজ ও পতাকা সুশোভিত হইতে লাগিল। রমণীয় রাজপথ ধূপগন্ধে সুবাসিত ও কুসুমদামে অলঙ্কৃত হইল। অভিষেক সমাপনান্তে যদি রাম রাত্রিকালে নগর পরিভ্রমণে নির্গত হন, এই আশ-ঙ্কায় সকলে পথপ্রান্তে আলোক প্রদান বাসনায় বৃক্ষাকার দীপস্তম্ভ সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিল। সকলে নট নর্ত্তক ও গায়কদিগের হৃদয়হারী নৃত্য গীত দর্শন ও শ্রবণ করিতে লাগিল। লোকের গৃহমধ্যে ও প্রাঙ্গনে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথোপকথন আরম্ভ হইল। বালকেরাও গৃহদ্বারে দলবদ্ধ হইয়া ক্রীড়াকালে পরস্পর অভিষেকের কথা কহিতে লাগিল। কতকগুলি লোক সভা ও প্রাঙ্গনে সঙ্গত হইয়া মহারাজ দশরথের প্রশংসা করিয়া কহিল এই ইক্ষাকু-কুল-প্রদীপ রাজা অতি মহাত্মা; দেখ, ইনি আপনার স্থবিরাবস্থা সমুপস্থিত

দেখিয়া রামের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিতেছেন। রাম লোক-পরীক্ষায় সুচতুর, তিনি যে চিরকালের জন্য আমাদের রক্ষক হইবেন, ইহাতেই আমরা যার পর নাই অনুগৃহীত হইলাম। রাম অতি বিনীত বিদ্বান ধর্ম্মশীল ও ভ্রাতৃবৎসল। তিনি ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে আমাদিকেও স্নেহ করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমাদিগের ধার্ম্মিক রাজা চিরজীবী হউন; আমরা তাঁহারই প্রসাদে রামের রাজ্যাভিষেক স্বচক্ষে দর্শন করিব।

ঐ সময়ে জনপদবাসিরা দিগ্‌দিগন্ত হইতে রামের অভিষেক বৃত্তান্ত শ্রবণ পূর্ব্বক দর্শন করিবার মানসে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, তাহারা পৌরগণের মুখে ঐ সমস্ত কথা শ্রবণ করিল। ক্রমশঃ বিদেশীয় লোকে রাজধানী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। পর্ব্বকালে প্রবলবেগ সাগরের ঘোর শব্দের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রবেশশীল লোকের কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন সেই অমরাবতীসদৃশ অযোধ্যা অভিষেক-দর্শনার্থী অভ্যাগত লোক সমূহের কলরবে একান্ত আকুল হইয়া জলজন্তু বিলোড়িত মহাসাগরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

সপ্তম সর্গ

রাজমহিষী কৈকেয়ীর মন্থরা নাম্নী এক কিঙ্করী ছিল। তিনি ঐ অনাথাকে মাতৃকুল হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন এবং আপনার নিকটে রাখিয়াই তাহাকে প্রতিপালন করিতেন। কিঙ্করী মন্থরা প্রাতঃকালে চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল শ্রবণ করিয়া যদৃচ্ছা ক্রমে শশাঙ্কধবল প্রাসাদের উপর আরোহণ করিয়া দেখিল, অযোধ্যার রাজপথ সকল চন্দনসলিলে সিক্ত এবং উহার সর্বত্র উৎপলদল বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইতস্ততঃ উৎকৃষ্ট ধ্বজদণ্ড ও পতাকা শোভা পাইতেছে। রাজধানীর স্থল বিশেষে নিম্নোন্নত পথ এবং স্থল বিশেষে স্বেচ্ছানুসারে গমনাগমন করিবার নিমিত্ত সুবিস্তৃত পথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। সকলে অভ্যঙ্গ স্নান করিয়াছে। বিপ্রগণ মাল্য ও মোদক হস্তে লইয়া কোলাহল করিতেছেন। দেবালয়ের দ্বার সকল সুধায় ধবলিত হইয়াছে। চারিদিকে বাদ্যধ্বনি হইতেছে। সকলে আমোদে উন্মত্ত। বেদধ্বনি নগরভেদ করিয়া উত্থিত হইতেছে। হস্তী অশ্ব গো বৃষ পর্য্যন্ত আনন্দনাদ পরিত্যাগ করিতেছে। পরিচারিকা মন্থরা অযোধ্যায় এইরূপ

উৎসবের আয়োজন দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল। অনন্তর সে অদূরে এক ধাত্রীকে ধবল পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক হর্ষোৎফুল্ল লোচনে দণ্ডায়মান দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, ধাত্রি! রামজননী কৌশল্যা ব্যয়কুণ্ঠ হইয়াও অদ্য কি কারণে মহা আনন্দে ধন দান করিতেছেন? আজ সকলের এই আত্যন্তিক হর্ষের কারণ কি? আজ মহীপালই বা এমন কি কার্য্য করিবেন? তখন ধাত্রী হর্ষভরে বিদীর্ণ হইয়াই যেন কহিল, মন্থরে! আজ মহারাজ পুষ্যা নক্ষত্রে শান্তপ্রকৃতি সুশীল রামকে যৌবরাজ্য প্রদান করিবেন।

অসাধুদর্শিনী মন্থরা ধাত্রীমুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল এবং সেই কৈলাসশিখরাকার প্রাসাদ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শয়নগৃহে কৈকেয়ীকে গিয়া কহিল, মূঢ়ে! গাত্রোত্থান কর, কি বৃথা শয়ন করিয়া আছ, তোমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত; তুমি কি বুঝিতেছ না যে, দুঃখভার প্রবলবেগে তোমাকে পীড়ন করিতেছে? তুমি মহারাজের অপ্রিয়, তবে কেন নিরর্থক সৌভাগ্য-গর্ব্বে স্ফীত হও। গ্রীষ্মকালীন নদীস্রোতের ন্যায় তোমার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী সন্দেহ নাই।

মন্থরা ক্রোধভরে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, মন্থরে! আমার কি কোন

অমঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে? আজি কি কারণে তোমাকে বিষণ্ণ ও দুঃখিত দেখিতেছি?

বচনচতুরা মন্থরা যথার্থতই কৈকেয়ীর হিতার্থিনী ছিল, সে তাঁহার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া বাহ্য আকারে অপেক্ষাকৃত বিষাদের লক্ষণ প্রদর্শন এবং তাঁহার অন্তরে রামের প্রতি বিদ্বেষ উৎপাদন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ ক্রোধে কহিতে লাগিল, দেবি! তোমার সর্ব্বনাশের উপক্রম হইতেছে। মহারাজ, রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি আপাতত এই বিপদের প্রতিকার কিছুই দেখিতেছি না। রামের অভিষেকের কথা শুনিয়া আমার মনে ভয় দুঃখ শোক যুগপৎ উপস্থিত হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। বলিতে কি, কেবল তোমার হিতার্থই এক্ষণে আমি এই স্থানে আইলাম। তুমি নিশ্চয় জানিও যে আমি তোমার দুঃখে দুঃখী এবং তোমারই সুখে সুখী হই। তুমি রাজার কন্যা এবং রাজার মহিষী হইয়া রাজধর্ম্মের কঠোরতা কেন বুঝিতে পার না? তোমার ভর্ত্তার কেবল মুখেই ধর্ম্ম, বস্তুত তিনি অতিশয় শঠ; তাঁহার বাক্য অতি মধুর, কিন্তু হৃদয় যার পর নাই ক্রূর। এইরূপ লোককে তুমি শুদ্ধসত্ত্ব বলিয়া জান এই কারণেই বঞ্চিত হইতেছ। আজ রাজা তোমাকে কতকগুলি বৃথা প্রিয় কথায় ভুলাইয়া কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। ঐ দুষ্ট ভরতকে মাতুলগৃহে পাঠাইয়া-

ছেন, এক্ষণে পৈতৃক রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে রামকে দিবেন। দেখ, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ; তুমি আপনার হিতাভিলাষে পতিব্যপদেশে ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রূর শত্রুকে মাতৃস্নেহে পোষণ ও অঙ্গে ধারণ করিয়াছ। কিন্তু সর্প কি বিপক্ষ উপেক্ষিত হইলে যেরূপ ঘটিয়া থাকে রাজা দশরথ হইতে তোমার ও তোমার পুত্রের সেইরূপই ঘটিল। তিনি পাপাত্মা, তাঁহার সান্ত্বনা বাক্য সমুদয়ই নিরর্থক। তিনি রামের রাজ্যদান প্রসঙ্গে তোমাকেই সপরিবারে বিনাশ করিতেছেন। এক্ষণে সময় উপস্থিত, যাহা আপনার হিতকর, অবিলম্বেই তাহার সাধনে প্রবৃত্ত হও এবং এই বিপদ হইতে আপনাকে আমাকে ও ভরতকে রক্ষা কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী কিঙ্করী মন্থরার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শরতের শশাঙ্কলেখার ন্যায় হাস্যমুখে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং রামের অভিষেকরূপ শুভ সংবাদে একান্ত বিস্ময়াবিষ্ট ও নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া মন্থরাকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার দিলেন। তিনি মন্থরাকে অলঙ্কার প্রদান করিয়া প্রফুল্লমনে কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমাকে কি আহ্লাদের কথাই শুনাইলে; ইহার অনুরূপ এমন আমার কি আছে, যাহা দিয়া তোমায় পরিতোষ করিতে পারি। আমার চক্ষে রাম ও ভরত উভয়ের কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই; অতএব মহারাজ যে রামকে রাজ্যদান করিবেন, ইহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম।

রামের রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা প্রিয়সমাচার আর আমার কিছুই নাই, আজি তুমিই আমাকে তাহা শুনাইলে। এক্ষণে বল, তোমার কি প্রার্থনীয় আছে, আমি তোমাকে তাহাই দান করিব।

অষ্টম সর্গ।

তখন মন্থরা দুঃখ ক্রোধে একান্ত অধীরা হইয়া পারিতোষিক অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিল এবং কৈকেয়ীর প্রতি অসূয়া প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে অস্থানে হর্ষ প্রকাশ করিতেছ। তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি দুঃখের পারাবারে পতিত হইয়াছ। আমি এক্ষণে অতি দুঃখে মনে মনে এই বলিয়া হাসিতেছি যে, তুমি বিপদে পড়িয়াও যে বিষয়ে শোক করিতে হয়, তাহাতেই আমোদ করিতেছ। কালস্বরূপ পরম শত্রু সপত্নীপুত্রের বৃদ্ধি দেখিয়া কোন্ বুদ্ধিমতী নারী আমোদ করিয়া থাকে? কিন্তু তোমার যে এই দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, ইহারই নিমিত্ত আমি শোকাকুল হইতেছি। দেখ, রাজ্য ভ্রাতৃসাধারণের ভোগ্য, এই নিমিত্ত ভরত হইতে রামের ভয় উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় জানিও যে, ভীত ব্যক্তিই ভয়ের কারণ হয়। বীর লক্ষ্মণ সকল প্রকারে রামের আশ্রিত, সুতরাং তিনি রামের কোন মতেই ভয়ের কারণ হইতে পারেন না; যেমন লক্ষ্মণ রামের আশ্রিত শত্রুঘ্নও সেইরূপ

ভরতের অনুগত, সুতরাং শত্রুঘ্ন হইতেও রামের স্বতন্ত্র কোন-রূপ ভয়প্রসঙ্গ নাই। জন্মক্রম ঘনিষ্ঠ বলিয়া ভরতেরই রাজ্য আক্রম সম্ভব, কিন্তু কনিষ্ঠত্ব নিবন্ধন লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের এই চেষ্টা সুদূরপরাহত হইয়া যাইতেছে। রাম আলস্যশূন্য শাস্ত্রজ্ঞ এবং সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্যের বিশেষজ্ঞ। সে যে ভবিষ্যতে ভরতের সর্ব্বনাশ করিবে, আমি এই চিন্তাতেই কম্পিত হইতেছি। দেবী কৌশল্যা অতি ভাগ্যবতী, কারণ আজ শুভক্ষণে ব্রাহ্মণেরা তাঁহার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিবেন। রাজ্য তাঁহার হইল, শত্রু-সব দূর হইয়া গেল, এক্ষণে তিনি মনের আনন্দে থাকিবেন, আর তুমি দাসীর ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অনুবৃত্তি করিবে। এইরূপে তোমাকে আমাদিগের সহিত কৌশল্যার দাস্য স্বীকার করিতে হইবে এবং তোমার পুত্র ভরতও রামের দাস হইয়া থাকিবে। জানকী সহচরীদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদে কালযাপন করিবে, আর ভরতের প্রভাব পরাহত দেখিয়া তোমার বধূরা মনের দুঃখে ম্রিয়মাণ হইবে।

কৈকেয়ী মন্থরাকে রামের প্রতি এইরূপ অপ্রীতিভাব বিস্তার করিতে দেখিয়া রামের গুণের কথা উল্লেখ করিয়া কহি-লেন, মন্থরে! বৎস রাম ধর্ম্মিক গুণবান সুশিক্ষিত কৃতজ্ঞ সত্য-বাদী ও পবিত্র। তিনি মহারাজের জ্যেষ্ঠ সন্তান, সুতরাং রাজ্য সম্পূর্ণই তাঁহাকে অর্শিতে পারে। ঐ দীর্ঘজীবী, ভ্রাতা ও

ভৃত্যদিগকে পিতার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন; অতএব তুমি কেন তাঁহার অভিষেক-সংবাদ পাইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতেছ? ভরত রামের শতবৎসর পরে নিশ্চয়ই পৈতৃক রাজ্য পাইবেন তবে কেন তুমি এই উৎসবের সময় অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ? আমি যেমন ভরতের কল্যাণ কামনা করি, সেইরূপ বা তদপেক্ষা অনেক গুণে রামের শুভাকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি, এই কারণে রামও জননীর অধিক আমার সেবা করেন। এক্ষণে রাজ্য যদিও রামের হয়, তথাচ উহা ভরতেরই হইবে, কারণ রাম আত্মনির্ব্বিশেষে ভ্রাতৃগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইল এবং দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, তাঁহাকে কহিল, কৈকেয়ি! যাহা শুভ, তাহাই তুমি কুদৃষ্টিতে দেখিতেছ। দুঃখ শোক ও বিপদ তোমাকে আক্রমণ করিতেছে; কিন্তু তুমি নির্বুদ্ধিতা বশত আপনার দুরবস্থা বুঝিতেছ না। এখন রাম রাজা হইতেছে, আবার রামের পুত্রও রাজ্যে অধিকার পাইবে; সুতরাং ভরত এককালেই রাজবংশ হইতে পরিভ্রষ্ট হইলেন। দেখ, রাজার সকল পুত্রেরা কিছু রাজ্য পান না; প্রাপ্ত হইলে একটি মহান অনর্থ উপস্থিত হয়; এই কারণে নৃপতিরা পুত্রগণের মধ্যে হয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ না হয় যিনি সর্বাপেক্ষা গুণশ্রেষ্ঠ তাঁহাকেই

রাজকার্য্য পর্য্যালোচনের ভারার্পণ করিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই কহিতেছি, তোমার তনয় ভরত অনাথের ন্যায় রাজবংশ ও সুখ-সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হইবেন। দেবি! আমি তোমারই মঙ্গলের নিমিত্ত প্রাণ পণ করিতেছি কিন্তু তুমি আমাকে বুঝিতেছ না; প্রত্যুত সপত্নীর শ্রীবৃদ্ধিতে পারিতোষিক দিতেও ইচ্ছা করিতেছ। তুমি নিশ্চয়ই জানিও রাম নিষ্কণ্টকে রাজ্যলাভ করিয়া ভরতকে দেশান্তর বা লোকান্তর প্রেরণ করিবে। ভরত বালক, কিছুই জানেন না, কেবল তুমিই তাঁহাকে মাতুলালয়ে পাঠাইয়াছ। এ সময় তিনি এ স্থানে থাকিলে মহারাজ তাঁহার প্রতি অবশ্যই অনুরাগ প্রকাশ করিতেন। তৃণ লতা গুল্ম একস্থানে থাকে বলিয়াই পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এ সময় না হয় কেবল ভরতই যান, তাঁহার সঙ্গে আবার শত্রুঘ্নও গিয়াছেন। তিনি থাকিলে অবশ্যই বিপদের একটা প্রতিকার হইত। এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে বনজীবিরা একটি বৃক্ষকে ছেদন করিবার বাসনা করিয়াছিল, কিন্তু কণ্টকবন বেষ্টন করিয়াছিল বলিয়া উহা রক্ষা পায়। রাম ও লক্ষ্মণ পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে, অশ্বিনীকুমার যুগলের ন্যায় তাহাদের সৌভ্রাত্র ত্রিলোকে প্রথিতই আছে। এই কারণে রাম লক্ষ্মণের কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ করিবে না। কিন্তু সে যে ভরতের প্রাণহন্তারক হইবে তাহাতে

কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ভরত মাতুল-বাসভূমি রাজগৃহ হইতে বন প্রস্থান করুন, আমার ত ইহাই প্রীতিকর বোধ হইতেছে। বস্তুত ইহাতে তোমার ও তোমার পরিজনদিগেরও মঙ্গল হইবে। আর যদি ভরত ধর্ম্মানুসারে পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই যে শুভ লাভ হইবে, ইহার আর বক্তব্য কি আছে। হা! তোমার বালক লক্ষ্মীর কোমল অঙ্কে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন তিনি রামের সহজ শত্রু; রামের উন্নতি তাঁহার অবনতি, সুতরাং তিনি রামের বশে থাকিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিতে পারিবেন। দেবি! তুমি অরণ্যে মৃগেন্দ্রানুসৃত করীন্দ্রের ন্যায় ভরতকে এই পরাভব হইতে রক্ষা কর। রামের জননী কৌশল্যা তোমার সপত্নী, তুমি ভর্ত্তৃসৌভাগ্যে গর্বিত হইয়া তাঁহাকে অপহেলা করিয়াছিলে, এক্ষণে তিনি কেনই না বৈরনির্য্যাতন করিবেন। কৈকেয়ি! অধিক আর কি কহিব, যখন রাম এই শৈলসাগরপূর্ণা পৃথিবীর অধিরাজ হইবে, তখন তুমি পুত্রের সহিত নিশ্চয়ই পরাভব সহ্য করিবে। অতএব এক্ষণে কি উপায়ে ভরতের রাজ্য লাভ হইতে পারে, কি উপায়েই বা রামের বনবাস সিদ্ধ হয়, তুমি তাহা অবধারণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ

পূর্ব্বক কহিলেন, মন্থরে! আজিই আমি রামকে বনবাস দিব এবং আজিই ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিব। এক্ষণে কি উপায়ে আমার এই মনোরথ সিদ্ধ হইতে পারে, তুমিই তাহা আলোচনা করিয়া দেখ।

নবম সর্গ।

তখন অসাধুদর্শিনী মন্থরা রামের রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিবার আশয়ে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! এক্ষণে যে উপায়ে কেবল তোমার পুত্র ভরতেরই রাজ্য হইবে, তাহা কহিতেছি শুন এবং উহা সঙ্গত হয় কি না স্বয়ংই তাহার বিচার করিয়া দেখ। ভদ্রে! এখন কি আর তোমার কিছু স্মরণ হয় না, তুমি স্বয়ং যে কথা অনেকবার আমায় কহিয়াছিলে, তাহা কি কেবল আমার মুখে শুনিবার আশয়ে গোপন করিতেছ? যদি সেইরূপই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তবে শ্রবণ কর।

রাজমহিষী কৈকেয়ী মন্থরার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সুরচিত শয়নতল হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া কহিলেন, মন্থরে! বল, এমন কি উপায় আছে, যাহাতে রাজ্য রামের না হইয়া কেবল ভরতেরই হইবে। মন্থরা কহিল, দেবি! দক্ষিণ-

দিকে দণ্ডকারণ্য নামক প্রদেশে বৈজয়ন্ত নামে একটি নগর আছে। তথায় তিমিধ্বজ নামা মায়াবী এক অসুর বাস করিত। ইহার অপর নাম শম্বর। ইহারই সহিত পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই দেবাসুর সংগ্রামে মহারাজ দশরথ তোমাকে লইয়া রাজর্ষিগণের সহিত দেব-রাজ ইন্দ্রের সাহায্য করিতে যান। ঐ যুদ্ধে সৈনিক পুরুষেরা অস্ত্র শস্ত্রে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া রাত্রিতে নিদ্রিত থাকিত আর রাক্ষ-সেরা তাহাদিগকে বল পূর্বক লইয়া গিয়া বিনাশ করিত। রাজা দশরথ তৎকালে অসুরগণের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল। তিনি রণস্থলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। ঐ সময় তুমি তাঁহার সমভিব্যাহারে ছিলে। তুমি তাঁহাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তথা হইতে অপসারিত করিয়া রক্ষা কর। তখন মহারাজ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিবার বাসনা করেন, কিন্তু তুমি কহিয়া-ছিলে, নাথ! আমার যখন ইচ্ছা হইবে, তখন বর গ্রহণ করিব। তৎকালে মহারাজও তোমার এই কথায় সম্মত হন। দেবি! আমি এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গও জানিতাম না, পূর্বে তুমিই আমাকে ইহা কহিয়াছিলে। ফলত তোমার প্রতি স্নেহ আছে বলিয়া আমি ইহার কিছুই বিস্মৃত হই নাই। এক্ষণে তুমি মহারাজকে বল পূর্বক রামের রাজ্যাভিষেক হইতে ক্ষান্ত

কর এবং তাঁহার নিকট উহার চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস ও ভরতের অভিষেক প্রার্থনা কর। চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত রামকে বনবাস দিলে তোমার পুত্র ভরত এতাবৎকালের মধ্যে প্রজাগণকে অনুরক্ত করিয়া রাজ্যে অটল হইয়া বসিতে পারিবেন। অতএব তুমি অদ্য মলিন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক ক্রোধাগারে গিয়া ক্রোধ ভরে ধরা-শয্যায় শয়ন করিয়া থাক। সাবধান, মহারাজ আসিলে তুমি তাঁহার পানে চাহিও না, তাঁহার সহিত বাক্যালাপও করিও না; কেবল শোকে আকুল হইয়া রোদন করিবে। তোমাকে মহারাজ যে বড়ই ভাল বাসেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার নিমিত্ত তিনি অনলেও প্রবেশ করিতে পারেন। তোমাকে ক্রোধাবিষ্ট করিতে তাঁহার কিছুতেই সাহস হইবে না এবং তুমি ক্রুদ্ধ হইলে তোমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেও পারিবেন না। তিনি তোমার প্রীতির উদ্দেশে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে পারেন। তিনি যে তোমার কথা উল্লঙ্ঘন করিবেন মনেও এইরূপ করিও না। এক্ষণে তুমি নিজের সৌভাগ্য-বল বুঝিয়া দেখ। আমি তোমাকে আরও সতর্ক করিয়া দিতেছি, মহারাজ তোমার ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত মণি মুক্তা সুবর্ণ ও অন্যান্য বিবিধ রত্ন প্রদান করিতে চাহিবেন; কিন্তু দেখিও তোমার মন যেন তাহাতে লোলুপ না হয়। দেবাসুর সংগ্রামে তিনি যে

তোমাকে দুইটি বর দিয়াছিলেন, তুমি তাঁহাকে তাহাই স্মরণ করাইয়া দিবে এবং যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্নবান থাকিবে। যখন মহারাজ স্বয়ং তোমাকে ধরাসন হইতে তুলিয়া বর দানে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিবেন, তখন তুমি অগ্রে তাঁহাকে বচনবদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ তাঁহার নিকট আপনার অভিমত বিষয় প্রার্থনা করিবে। দেবি! রামকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিলে তোমার পুত্র ভরতের সকল অভিলাষই সিদ্ধ হইবে। রাম নির্ব্বাসিত হইলে তাহার উপর প্রজাগণের অনুরাগ আর থাকিবে না এবং ভরতও নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। যে সময়ে রাম বন হইতে আসিবে, তত দিনে ভরত সকলের প্রীতিভাজন হইয়া সুহৃদ্গণের সহিত প্রকৃতিবর্গের অন্তর্বাহে লব্ধাস্পদ হইতে পারিবে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি নির্ভয়ে মহারাজকে রামের অভিষেক-সংকল্প হইতে নিবৃত্ত কর; তাঁহাকে অভিষেক সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার ইহাই প্রকৃত অবসর।

এইরূপে মন্থরা কৈকেয়ীর অন্তরে এই অসঙ্গত বিষয়কে সঙ্গতরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিল। কৈকেয়ী পুলকিতমনে তাহার বাক্য প্রতিগ্রহ করিলেন। তিনি বালবৎসা বড়বার ন্যায় মন্থরার প্রবর্ত্তনায় অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত হইয়া বিস্ময়াবেশ সহকারে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! তুমি অতি সৎ-

কথাই কহিতেছ। আমি তোমার প্রজ্ঞার অবমানন৷ করিতেছি না। পৃথিবীতে যত কুব্‌জা আছে বুদ্ধিনিশ্চয় বিষয়ে তুমি তাহাদের সকলেরই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি নিয়তই আমার হিতৈষণা করিয়াথাক এবং নিয়তই আমার শুভ সাধনে নিযুক্ত আছ। ফলত আমি মহারাজের এই দুশ্চেষ্টার বিষয় অগ্রে কিছুই বুঝিতে পারি নাই। মন্থরে! এই পৃথিবীতে ত্বদ্ব্যতিরিক্ত অনেকানেক বিকৃতাকার বক্র ও পাপদর্শন কুব্জা আছে, কিন্তু তুমি ন্যুব্জভাবাপন্ন হইয়াও বায়ুভগ্ন উৎপলের ন্যায় একান্ত প্রিয়দর্শন হইয়াছ। তোমার বক্ষঃ উভয় পার্শ্বে অবনত এবং মধ্য হইতে স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছে; বক্ষের অধঃস্থলে শোভন নাভি যুক্ত উদর উহার এতাদৃশ উন্নতি দর্শন করিয়া যেন লজ্জায় কৃশ হইয়া গিয়াছে। তোমার স্তনযুগল অতি কঠিন, জঘন অতি বিস্তীর্ণ ও কাঞ্চীদাম শোভিত এবং উহাতে ক্ষুদ্র ঘণ্টা সকল শব্দায়মান হইতেছে। তোমার বদনমণ্ডল চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। মন্থরে! মরি তোমার কি শোভাই হইয়াছে! তোমার চরণ ও উরুযুগল কেমন আয়ত! তুমি যখন আমার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাও, তখন রাজহংসীর ন্যায় বিরাজ করিয়া থাক। অসুররাজ শম্বরের যে সহস্র মায়া আছে, তৎসমুদায় ও অন্যান্য তোমার এই হৃদয়ে নিবিষ্ট রহিয়াছে। তোমার বক্ষঃস্থলে এই যে রথঘোণের ন্যায় উন্নতা-

কার মাংসপিণ্ড আছে, উহা ঐ সমস্ত মায়ার সন্নিবেশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উহাতে তোমার বুদ্ধি ও রাজনীতি বাস করিতেছে। সুন্দরি! রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিতে পারিলে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তোমার এই মাংসপিণ্ডে চন্দন লেপন করিয়া উত্তম সুবর্ণের আভরণ পরাইব এবং তোমার মুখে সুবর্ণময় বিচিত্র তিলক প্রস্তুত করিয়া দিব। তুমি উত্তম বস্ত্র ও উত্তম অলঙ্কার ধারণ করিয়া দেবীর ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিবে। তোমার এই বদন কমল চন্দ্রমাকেও স্পর্দ্ধা করিতে থাকিবে, ইহার উপমাই মিলিবে না। তুমি শত্রু বর্গে গর্ব প্রকাশ করিয়া সর্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। তুমি যেমন নিরন্তর আমার চরণ সেবা করিয়া থাক, সেইরূপ অন্যান্য কুব্জারা তোমারও করিবে।

কৈকেয়ী বেদিমধ্যে অগ্নিশিখার ন্যায় শয্যায় শয়ন করিয়া মন্থরাকে এইরূপ প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তখন মন্থরা তাঁহার বাক্যে একান্ত উৎসাহিত হইয়া কহিল, ভদ্রে! জল নির্গত হইলে আলিবন্ধন করা বিধেয় নহে। এক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া যাহাতে আপনার কল্যাণ হয়, তাহারই চেষ্টা দেখ এবং সত্বরে ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়া রাজাকে রোষ প্রদর্শন কর।

অনন্তর কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যে সবিশেষ উৎসাহ পাইয়া সৌভাগ্য-গর্বে তাহারই সহিত ক্রোধাগারে প্রবিষ্ট হইলেন।

তিনি তথায় প্রবেশ করিয়া আপনার কণ্ঠ হইতে বহুমূল্য মুক্তাহার এবং অন্যান্য অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্তর সেই স্বর্ণবর্ণা ভূমিতে উপবেশন পূর্বক কহিলেন, মন্থরে! এই ক্রোধাগারে হয় প্রাণত্যাগ করিব, না হয় বৎস ভরতকে রাজ্য দিব। আমার ধনরত্ন ও অন্যান্য ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। যদি মহারাজ, রামকে রাজ্যে অভি-ষেক করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি এই প্রাণ আর রাখিব না।

তখন কিঙ্করী মন্থরা ভরতের হিতকর রামের অহিতকর ক্রূর বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিল, দেবি! যদি রাম রাজ্য-লাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমাকে পুত্রের সহিত অনুতাপ করিতে হইবে। অতএব রাজ্য যাহাতে ভরতের হয়, তুমি তাহারই চেষ্টা কর।

কৈকেয়ী মন্থরার বাক্যবাণে বারংবার আহত হইয়া বিস্ম-য়াবেশে হৃদয়ে হস্তার্পণ পূর্বক ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, মন্থরে! আমায় এই স্থানে দেহত্যাগ করিতে শুনিয়া হয় তুমি মহারাজের গোচর করিবে, না হয় রামের বহুদিনের নিমিত্ত বনবাস ও ভরত পূর্ণাভিলাষ হইবে। যদি রাম অরণ্যে না যায়, তাহা হইলে আমার শয্যা মাল্য চন্দন অঞ্জন পান ভোজন, অধিক কি জীবনেও প্রয়োজন নাই। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ

কঠোর কথা ওষ্ঠের বাহির করিয়া স্বর্গভ্রষ্ট কিন্নরীর ন্যায় ধরাসনে শয়ন করিলেন। ক্রোধান্ধকার তাহার মুখশ্রীকে আক্রমণ করিল, দেহে আভরণ নাই, সুতরাং তৎকালে তারকাশূন্য তামসী নিশার আকাশের ন্যায় তাঁহার অপূর্ব এক শোভা হইল। তিনি একান্ত বিমনায়মান হইলেন।

দশম সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ী নাগকন্যার ন্যায় দীনভাবে দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ আপনার সুখের পথ চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং মনে মনে কর্ত্তব্য স্থির করিয়া মন্থরার নিকট মৃদুবচনে সমুদায়ই কহিলেন। তখন তাঁহার হিতকরী সুহৃৎ তাঁহার অধ্যবসায়ের বিষয় সম্যক অবগত হইয়া স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়াই যেন আনন্দিত হইল। রাজমহিষী কৈকেয়ী রোষারুণ-লোচনে ভ্রুকুটী বন্ধন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিলেন। তাঁহার বিচিত্র মাল্য দিব্য আভরণ গৃহের ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত ছিল, তৎকালে উহা নক্ষত্রমালাসঙ্কুল নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বেণি বন্ধন পূর্ব্বক মলিন বসনে বলহীনা কিন্নরীর ন্যায় পতিত হইয়া রহিলেন।

এদিকে রাজা দশরথ রামের রাজ্যাভিষেকে আদেশ প্রদান করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোকের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অদ্য যে রামের অভিষেক হইবে, কৈকেয়ী ইহা জানিতে পারেন নাই, তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে এই প্রিয় সংবাদ দিবার নিমিত্ত ধবল-জলদ-পরি-

শোভিত রাহুযুক্ত অম্বর মধ্যে শশধরের ন্যায় তাঁহার কক্ষায় প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, কুব্জা ও বামনাকার স্ত্রীলোক সকল উহার চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। শুক ময়ূর ক্রৌঞ্চ ও হংস কলরব করিতেছে। বাদ্য বাদিত হইতেছে। লতাগৃহ ও চিত্রিতগৃহ সকল শোভা পাইতেছে। যাহা প্রতিনিয়ত পুষ্প ও ফল প্রদান করিয়া থাকে, এইরূপ বৃক্ষ এবং চম্পক ও অশোক সকল শ্রেণিবদ্ধ হইয়া আছে। গজদন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বেদি ও আসন প্রস্তুত রহিয়াছে। দীর্ঘিকা সকল অতি সুন্দর। মহারাজ দশরথ সেই নানাবিধ অন্ন পানে ও মহামূল্য অলঙ্কারে পরিপূর্ণ সুরপুরপ্রতিম সুসমৃদ্ধ স্বীয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া শয়নতলে প্রিয়তমা কৈকেয়ীকে দেখিতে পাইলেন না। তৎকালে তিনি অনঙ্গের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কৈকেয়ী ঐ সময় কোনস্থলেই থাকিতেন না এবং মহারাজও পূর্ব্বে কখনই এইরূপ শূন্যগৃহে প্রবেশ করেন নাই। ঐ অসাধুদর্শিনী যে স্বপুত্র ভরতের রাজশ্রী অভিলাষ করিতেছেন, তিনি ইহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তিনি কখন কৈকেয়ীকে দেখিতে না পাইলে যেমন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন, শূন্যহৃদয়ে সেইরূপে এক প্রতীহারীকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসিলেন। প্রতীহারী ভীত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল মহারাজ! রাজ্ঞী অতিশয় রোষ পরবশ হইয়া ক্রোধাগারে প্রবেশ করিয়াছেন।

তখন রাজা দশরথ প্রতীহারীর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত বিমনায়মান হইলেন। তাঁহার চিত্ত নিতান্ত আকুল হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধাগারে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন যিনি দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন, তিনি ভূতলে পতিত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয় দুঃখ তাপে দগ্ধ হইতে লাগিল। তখন সেই নিষ্পাপ বৃদ্ধ রাজা প্রাণপ্রিয়া তরণী ভার্য্যা পাপীয়সী কৈকেয়ীকে ছিন্নলতার ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় পরিচিত্ত-মোহন-প্রযুক্ত মায়ার ন্যায় বাগুরাবদ্ধ হরিণীর ন্যায় এবং নিষাদের বিষাক্ত বাণবিদ্ধ করেণুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া চকিত মনে স্নেহভরে তাঁহার কলেবরে কর পরামর্ষণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই কামী ঐ কমললোচনা দুঃখিতা কামিনীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার যে কি নিমিত্ত ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহার কিছুই জানি না। বল কে তোমার অবমাননা কেই বা তোমাকে তিরস্কার করিল? তুমি ধুলির উপর শয়ন করিয়া কেন আমায় অসুখী করিতেছ? আমি তোমার শুভ কামনাই করিয়া থাকি, সুতরাং আমার প্রাণসত্ত্বে তুমি কেন এইরূপ অবস্থায় কুগ্রহগ্রস্তার ন্যায় নিপতিত রহিয়াছ? আমার অধিকারে বহুসংখ্য সুবিজ্ঞ বৈদ্য আছেন। আমি তাঁহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া পরিতুষ্ট করিয়া রাখিয়াছি। এক্ষণে

তোমার কিরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, বল ঐ সমস্ত বৈদ্যেরাই তাহার প্রতীকার করিবে। প্রিয়ে! তোমায় প্রেমে মন উন্মত্ত হইয়া আছে; এক্ষণে অকপটে বল, তুমি কাহার উপকার ও কাহারই বা অপকার করিবার বাসনা করিয়াছ? আর আপনার শরীরে নিরর্থক ক্লেশ প্রদান করিও না। দেখ আমি ও আমার আত্মীয় অন্তরঙ্গ সকলেই তোমার বশংবদ। এক্ষণে বল, কোন্ নিরপরাধীকে বধ এবং কোন্ অপরাধীকেই বা মুক্ত করিতে হইবে? কোন্ অসম্পন্নকে সম্পন্ন এবং কোন্ সম্পন্নকেই বা অসম্পন্ন করিতে হইবে? আমি তোমার কোন ইচ্ছারই প্রতি-রোধ করিতে সাহসী নহি। যদি নিজের প্রাণ দিয়াও তাহা পূর্ণ করিতে পারি করিব। এক্ষণে বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? আমি যে তোমার প্রতি অসাধারণ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকি, তুমি ইহা অবশ্যই জান; সুতরাং আমা হইতে তোমার মনোরথ সফল হইবে কি না, এইরূপ আশঙ্কা কখনই করিও না। আমি নিজের সুকৃতি দ্বারা শপথ করিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই করিব। এই বসুন্ধরায় যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করে, তাবৎ আমার অধিকার। দ্রাবিড় সিন্ধু সৌবীর সৌরাষ্ট্র দক্ষিণাপথ অঙ্গ বঙ্গ মগধ মৎস্য কাশী ও কোসলা এই সমুদায়ই আমার শাসনে রহিয়াছে। এই সমস্ত দেশে ধন ধান্য পশু প্রভৃতি যা কিছু পদার্থ আছে সমুদায়ই আমার। এই সমস্ত

পদার্থের মধ্যে যাহা তোমার মনে লয় প্রার্থনা কর। এই রূপে ক্লেশ স্বীকার করিবার আর আবশ্যক নাই। গাত্রোত্থান কর। তোমার ভয়ের প্রকৃত কারণ কি বল, যেমন দিবাকর স্বীয় কর-জালে নীহারকে বিনষ্ট করেন, সেইরূপ আমিও তোমার আশঙ্কা সমূলে উন্মূলিত করিব।

একাদশ সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ী কামার্ত্ত মহারাজ দশরথের এইরূপ প্রীতিকর বাক্যে সম্যক আশ্বস্ত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর যন্ত্রণা প্রদানার্থ নিদারুণ ভাবে কহিলেন, নাথ! কেহ আমাকে অবমাননা ও কেহই আমাকে তিরস্কার করেন নাই। আমি মনে মনে একটি সংকল্প করিয়াছি, তোমাকে তাহা সিদ্ধ করিতে হইবে। এক্ষণে যদি তুমি আমার মনোরথ সিদ্ধির বাসনা করিয়া থাক, তবে আমার প্রত্যয়ের নিমিত্ত অগ্রে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হও। নচেৎ কিছুতেই আপন ইচ্ছা ব্যক্ত করিব না।

তখন মহারাজ ঈষৎ হাসিয়া প্রিয়তমা কৈকেয়ীর মস্তক ধরাসন হইতে আপনার উৎসঙ্গে লইয়া কহিতে লাগিলেন, সৌভাগ্য-মদ-গর্ব্বিতে! তুমি কি জান না, যে রাম ভিন্ন তোমা অপেক্ষা জগতে আর কেহই আমার প্রিয় নাই। এক্ষণে আমি সেই সকলের অজেয় সকলের শ্রেষ্ঠ আমার জীবনের অবলম্বন রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, বল তোমার মনে কি উদয় হইয়াছে? যিনি এক ক্ষণের নিমিত্ত নয়নের অন্তরাল হইলে প্রাণ অস্থির হয়, কৈকেয়ি! আমি সেই রামকে উল্লেখ করিয়া

শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে তাহাই করিব। আমি আপনার অপেক্ষা এবং অন্যান্য পুত্রের অপেক্ষা যাঁহাকে প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি, কৈকেয়ি! সেই রামকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব। আমার বাক্যের ন্যায় মনও যে তোমার কার্য্য সাধনে উন্মুখ রহিয়াছে, এইরূপ বিশ্বাস করিয়া অকপটে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে এই দুঃখ হইতে উদ্ধার কর। তুমি আমার অনুরাগের উপর নির্ভর করিয়া স্বীয় প্রার্থনাভঙ্গে অণুমাত্র আশঙ্কা করিও না। আমি স্বীয় সুকৃতি দ্বারা শপথ করিয়া কহিতেছি যে, তোমার যাহা অভিলাষ, অসঙ্কুচিত মনে তাহাই করিব।

রাজা দশরথ এই রূপে বচনবদ্ধ হইলে দেবী কৈকেয়ী আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে এক প্রকার নিঃসংশয় হইলেন এবং হৃষ্টমনে ভরতের রাজ্যাভিষেক কামনা করিয়া কৃতান্তের ন্যায় ভয়ঙ্কর কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! তুমি যে যথাক্রমে শপথ করিয়া অঙ্গীকৃত বর প্রদানে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইতেছ, ইহা ইন্দ্রাদি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতারা শ্রবণ করুন। চন্দ্র সূর্য্য দিবা রাত্রি দশ দিক আকাশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভুবনদেবতা গৃহদেবতা গন্ধর্ব রাক্ষস ও অন্যান্য প্রাণিসমুদায়ও তোমার এই প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত হউন।

এক জন শুদ্ধস্বভাব সত্যপ্রতিজ্ঞ সত্যবাদী ধার্ম্মিক আমাকে বর প্রদান করিতেছেন, দেবতারা তাহা শ্রবণ করুন। কৈকেয়ী স্বকার্য্যে স্থৈর্য্য সম্পাদনার্থ রাজা দশরথকে এইরূপ স্তব করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি এক্ষণে দেবাসুর সংগ্রামের বিষয় একবার স্মরণ করিয়া দেখ। ঐ সময় অসুরেশ্বর শম্বর তোমার প্রাণ নাশ করিতে পারে নাই; কিন্তু তোমাকে অত্যন্তই বলহীন করিয়া ফেলে। তৎকালে আমি জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া সবিশেষ যত্নসহকারে তোমাকে রক্ষা করিয়াছিলাম, এই কারণে তুমি আমায় বর দিবার বাসনা কর। কিন্তু আমি কিছুই লই নাই। এক্ষণে সময় উপস্থিত, আমিও প্রার্থনা করিতেছি। তুমি ধর্ম্মানুসারে অঙ্গীকার করিয়া যদি আমায় বর দান না কর, তাহা হইলে আমি আজিই এই অপমানে প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী কামোন্মত্ত রাজা দশরথকে স্বসৌন্দর্য্যে বশীভূত করিয়াছিলেন। দশরথ আর তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃগ যেমন আত্মবিনাশের নিমিত্ত পাশে বদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি সত্য পালন করিব, বলিয়া আপনার মৃত্যু-পাশে বদ্ধ হইলেন। তখন কৈকেয়ী কহিলেন মহারাজ! তুমি রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত না করিয়া ভরতকেই অভিষেক কর। আর সুধীর রাম চীর চর্ম্ম পরিধান ও মস্তকে জটাভার ধারণ পূর্ব্বক দণ্ডকারণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর তপস্বিবেশে কাল যাপন

করুন। মহারাজ! আজিই ভরত নির্বিঘ্নে যৌবরাজ্য গ্রহণ এবং আজিই রাম অরণ্যে প্রস্থান করিবেন এই আমার ইচ্ছা, তোমার নিকট এইই আমার প্রার্থনা। মহারাজ! তুমি সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া আপনার কুল শীল রক্ষা কর, তপস্বীরা কহিয়া থাকেন, যে সত্য বাক্য লোকান্তরে মনুষ্যের হিতকর হয়।

দ্বাদশ সর্গ।

তখন দশরথ কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল পরিতাপ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি কি দিবাভাগে স্বপ্ন দেখিলাম, না আমার চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হইয়াছে। ইহা কি গ্রহবিশেষের আবেশ, না আমার মনের বাস্তবিকই কোন বিপ্লব ঘটিয়াছে। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইলেন। পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল। কৈকেয়ীর সেই নিদারুণ বাক্য তাঁহার মনে পড়িল। তিনি যার পর নাই সন্তপ্ত এবং ব্যাঘ্রী দর্শনে মৃগের ন্যায় ব্যথিত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে উপবেশন করিলেন। তৎপরে মন্ত্রবলে যন্ত্রমণ্ডল-নিরুদ্ধ মহাবিষ আশীবিষের ন্যায় সামর্ষচিত্তে 'হা ধিক্' এই বলিয়া শোকভরে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

অনন্তর তিনি বহুক্ষণের পর চেতনা পাইয়া দুঃখানলে কৈকেয়ীকে দগ্ধ করিয়াই যেন রোষাবিষ্ট মনে কহিতে লাগিলেন, নৃশংসে! দুশ্চারিণি! কুলনাশিনি! পাপীয়সি! রাম তোমার কি অপকার করিয়াছেন এবং আমিই বা এমন কি অনিষ্ট করিয়াছি। রাম জননীর ন্যায় তোমার শুশ্রূষা করিয়া থাকেন, তবে তুমি কি কারণে তাঁহার সর্ব্বনাশের উপক্রম করিতেছ। হা! আমি আত্মনাশার্থ না জানিয়াই তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় তোমায় গৃহে আনিয়াছিলাম। যখন সমুদায় লোক রামের গুণে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া থাকে, তখন আমি কোন্ অপরাধে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। আমি, কৌশল্যা সুমিত্রা ও রাজশ্রী সকলকেই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু জীবনধন পিতৃবৎসল রামকে কিছুতেই পারি না। হা! তাঁহাকে দেখিলে আমার মন প্রসন্ন হয়, কিন্তু তিনি চক্ষের অন্তরাল হইলে আর আমার জ্ঞান থাকে না। সূর্য্য-বিরহে লোক সকল থাকিতে পারে, সলিল ব্যতিরেকেও শস্য থাকিতে পারে, কিন্তু রাম বিনা আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না। অতএব তুমি এখনই এই অভিপ্রায় পরিত্যাগ কর। আমি তোমার নিকট প্রণত হইতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। এই নিদারুণ বিষয় মনে আর আনিও না।

পাপীয়সি! আমি ভরতকে ভাল বাসি কি না তুমি কখন

কখন ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, কর, তাহাতে রামের প্রতি স্নেহ সঙ্কোচ হইবে না, কিন্তু শ্রীমান্ রাম আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং সকলের অপেক্ষা রামই ধার্ম্মিক, পূর্ব্বে তুমি যে এইরূপ কহিতে; বোধ হয় ইহা আমার মনোরঞ্জনার্থই হইবে; নতুবা তুমি রামের রাজ্যাভিষেক সংবাদে শোকাকুল হইতে না এবং আমাকেও এইরূপ সন্তপ্ত করিতে না। অথবা বোধ হয় তোমাতে ভূতাবেশ হইয়াছে, তুমি ভূতাবেশে বিবশ হইয়াই এইরূপ কহিতেছ, সেইরূপ না হইলে কখনই তোমার মনের এই প্রকার ভাবান্তর হইত না।

দেবি! তুমি পূর্ব্বে আমার কোনরূপ অন্যায় আচরণ কি অপকার কিছুই কর নাই, এই নিমিত্ত বিশেষ কারণ ভিন্ন তোমার চিত্তের যে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়াছে, এই বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। ইক্ষ্বাকুবংশে জ্যেষ্ঠাতিক্রম রূপ দুর্নীতি এই সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইতেছে, এই বিষয়ে তোমার বিকৃত বুদ্ধিই কারণ। তুমি অনেক বার আমাকে কহিয়াছ যে, আমি রামকে ভরতের সহিত অভিন্নভাবে দেখিয়া থাকি, এক্ষণে সেই ধর্ম্মশীল যশস্বী রামের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কিরূপে অভিলাষ করিতেছ। তিনি অত্যন্ত সুকুমার, নিদারুণ অরণ্য কিরূপে তাঁহার যোগ্য হইতে পারে। লোকাভিরাম রাম সর্ব্বদাই তোমার সেবা করিয়া করিয়া থাকেন, বল দেখি,

তুমি কি বলিয়া তাঁহাকে বনে পাঠাইবে। রাম তোমার পুত্র ভরত হইতে অধিকগুণে তোমার শুশ্রূষা করেন, রাম অপেক্ষা ভরতের বিশেষ কিছুই তোমাতে লক্ষিত হয় না। তোমার সেবা সম্মান ও নিদেশ পালন রাম বিনা অধিকতররূপে আর কে করিবে। বহুসংখ্য স্ত্রী ও বহুসংখ্য ভৃত্যের মধ্যে এক জনও তাঁহার অযশ খ্যাপন করিতে পারে না। তিনি নির্ম্মল মনে সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া প্রিয়কার্য্যে দেশ-বাসীদিগকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তিনি সত্যব্যবহারে সকল লোককে, দানে ব্রাহ্মণগণকে, সেবায় গুরুজনদিগকে এবং শরাসনে শত্রুগণকে আয়ত্ত করিয়াছেন। সত্য, তপ, মিত্রতা, বিশুদ্ধাচার, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এই সমস্ত গুণ রামে বিদ্যমান আছে। দেবি! সেই মহর্ষির ন্যায় তেজস্বী অমরপ্রভাব রামের এইরূপ বনবাসদুঃখ কিরূপে প্রার্থনা করিতেছ। যিনি প্রিয়বাক্যে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ স্মরণ হইলেও কষ্ট বোধ হয়, এক্ষণে তোমার অনুরোধে তাঁহাকে কি প্রকারে এই নিদারুণ কথা কহিব। যিনি অহিংস্রক, ক্ষমার আধার, ধর্ম্ম ও কৃতজ্ঞতা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে, হা! সেই রাম বিনা আমার আর কি গতি আছে। কৈকেয়ি! আমি বৃদ্ধ, আমার চরম কাল উপস্থিত, এইরূপ শোচনীয় অবস্থায় দীনভাবে

তোমার নিকট বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে দয়া কর। এই সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি সমুদায়ই তোমায় দিতেছি, তুমি এই দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর। আমি করযোড়ে কহিতেছি, তোমার চরণে ধরিতেছি, তুমি আমায় রক্ষা কর। দেখিও, যেন নিরপরাধকে পরিত্যাগ করিয়া আমায় অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে না হয়।

মহারাজ দশরথ দুঃখে ও শোকে একান্ত আকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি কখন বিলাপ করিতে লাগিলেন, কখন মূর্চ্ছিত হইলেন, কখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল, কখন এই দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াও ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ী কঠোর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! বর দান করিয়া যদি তোমাকে পুনরায় পরিতাপই করিতে হইল, তবে তুমি পৃথিবীতে আপনার ধার্ম্মিকতা কি প্রকারে প্রচার করিবে। যখন রাজর্ষিগণ তোমার সহিত সমবেত হইয়া আমার এই বর দানের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাঁহাদিগের প্রশ্নে কিরূপ প্রত্যুত্তর দিবে? আমি যাহার প্রযত্নে জীবন পাইয়াছি, যে আমাকে নানা প্রকারে পরিচর্য্যা করিয়াছে, সেই কৈকেয়ীর নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ণ করিতে পারি নাই, এই

কথাই কি বলিবে? মহারাজ! তুমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিয়া পুনর্ব্বার অন্য প্রকার কহিতেছ, তোমার এই দোষে বংশের সকল রাজারই অযশ হইবে। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়াই শ্যেন ও কপোতকে আপনার মাংস প্রদান করিয়াছিলেন, রাজা অলর্ক কোন অন্ধ ব্রাহ্মণকে আপনার চক্ষু দিয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করেন, স্রোতস্বতীপতি সমুদ্র অদ্যাপি বেলা ভূমি লঙ্ঘন করেন না। অতএব তুমি এক্ষণে এই সমস্ত দৃষ্টান্ত দর্শন কর, কিছুতেই আপনার প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিও না। নরনাথ! দেখিতেছি, তোমার নিতান্ত দুর্বুদ্ধি উপস্থিত, তুমি ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামকে রাজ্য দিয়া কৌশল্যার সহিত নিরন্তর বিহারের বাসনা করিতেছ। সুতরাং আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি, তাহাতে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মই হউক এবং তুমি আমার নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা সত্য বা মিথ্যাই হউক, কিছুতেই ইহা ব্যতিক্রম হইবার নহে। যদি তুমি রামকে রাজ্যে অভিষেক কর, তাহা হইলে নিশ্চয় কহিতেছি, আমি আজিই তোমার সমক্ষে বিষপান করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। যদি আমায় এক দিনের নিমিত্তও কৌশল্যার সম্মান দেখিতে হয়, তবে মরণই শ্রেয়। আমি প্রাণাধিক ভরতকে উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি যে, রামের বনবাস ব্যতিরেকে কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না। দেবী কৈকেয়ী এইরূপ কহিয়া

তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন; তিনি মহীপালের বিলাপে কর্ণ পাতও করিলেন না।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর মুখে এই দুঃখশোকজনক বজ্রসম অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তৎকালে তাঁহার মন অতিশয় অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল কৈকেয়ীর সহিত বাক্যালাপ করিলেন না এবং মনে মনে তাঁহার এই আশয় ও আপনার শপথের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে হা রাম! এই বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছিন্ন তরুর ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইলেন। ঐ সময় তাঁহাকে বিকৃত চিত্ত উন্মত্তের ন্যায় বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ও নিস্তেজ ভুজঙ্গের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল।

অনন্তর তিনি দীনমনে করুণবচনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, কৈকেয়ি! বল তোমাকে কে এই অসৎ বিষয় সৎ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিল? ভূতাবিষ্টার ন্যায় আমায় এইরূপ কহিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না? তোমার স্বভাব যে এইরূপ দূষিত, পূর্ব্বে আমি ইহার কিছুই জানিতে পারি নাই, এখন বস্তুতই বিপরীতের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। বল, তুমি আমার নিকট কেন এই নিদারুণ বর প্রার্থনা করিতেছ, কি কারণেই বা রাম হইতে তোমার এইরূপ

আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি প্রজাবর্গের, ভরতের ও আমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে তুমি ক্ষান্ত হও। বৃথা কথা লইয়া আর আন্দোলন করিও না।

নৃশংসে! আমি ও রাম আমরা উভয়ে কি অপরাধ করিয়াছি? তোমায় দুঃখ দিবার নিমিত্তই বা কি মন্ত্রণা করিতেছি? দেখ, তোমার এই সংকল্প সিদ্ধ হইবার নহে; আমি ভরতকে রাম অপেক্ষা ধার্ম্মিক বিবেচনা করিয়া থাকি, তিনি যে রামকে বঞ্চিত করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবেন, কিছুতেই ইহা সম্ভব হয় না। হা! যখন রামকে কহিব, বৎস! আমি তোমায় বনবাস দিলাম, আমার এই কথা শুনিয়া রাহুগ্রস্ত শশাঙ্কের ন্যায় তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া যাইবে, বল দেখি তৎকালে কি রূপে তাহা চক্ষে দেখিব। আমি এই মাত্র মিত্রগণের সহিত রামের রাজ্যাভিষেকের কথা স্থির করিয়া আইলাম, এখন পরাভূত সেনার ন্যায় কি রূপে তাহার প্রত্যাহার দর্শন করিব। আমি অনুরোধে এইরূপ অবিবেচনার কার্য্য করিলে মহীপালগণ দিক দিগন্ত হইতে আগমন করিয়া নিশ্চয়ই কহিবেন যে, এই ইক্ষ্বাকুতনয় রাজা অতিশয় বালক, ইনি কেন এতকাল রাজ্য পালন করিলেন? যখন শাস্ত্রজ্ঞ গুণবান্ বৃদ্ধবর্গ আসিয়া আমাকে রামের বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি রূপে কহিব যে, কৈকেয়ীর যন্ত্রণায় তাঁহাকে

বনবাস দিয়াছি। যদি এই সত্য কথাও ব্যক্ত করি, তথাচ ইহা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইবে না।

হা! রামের এই দশা ঘটিলে কৌশল্যা আমায় কি বলিবেন! আমিই বা এই প্রকার অপকার করিয়া তাঁহাকে কি কহিব! তিনি সেবায় কিঙ্করীর ন্যায় রহস্যকথায় সখীর ন্যায় ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায় হিতোপদেশদানে ভগিনীর ন্যায় এবং স্নেহ প্রদর্শনে জননীর ন্যায় আমার অনুবৃত্তি করেন। সেই প্রিয়বাদিনী রমণী নিরন্তর আমার শুভানুধ্যান করিয়া থাকেন। তিনি সম্মানের যোগ্য হইলেও আমি তোমার নিমিত্ত তাঁহাকে সম্মান করি নাই। আমি এতদিন যে তোমার ছন্দানুবর্ত্তন করিতাম, অপথ্যব্যঞ্জনসম্পন্ন অন্ন যেমন আতুর ব্যক্তিকে পীড়া দিয়া থাকে, সেইরূপ আমাকেও পীড়া দিতেছে। দেবী সুমিত্রা রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস দর্শন করিয়া অতিশয় ভীত হইবেন। তিনি আর আমায় বিশ্বাস করিবেন না।

হা! বধূ জানকীকে আমার মরণ ও রামের নির্ব্বাসন এই অপ্রিয় সংবাদ শ্রবণ করিতে হইবে। তিনি হিমাচলে কিন্নরবিরহিত কিন্নরীর ন্যায় শোকে শোকে জীবন ত্যাগ করিবেন। যখন আমি জানকীকে অশ্রুজল মোচন ও রামকে অরণ্যে গমন করিতে দেখিব, তখন আর আমায় বড় অধিক দিন প্রাণ ধারণ করিতে হইবে না, সুতরাং তুমি বিধবা হইয়া

ভরতের সহিত রাজ্য পালন করিবে। লোকে দৃষ্টিপ্রিয়া মদিরা পান করিয়া পশ্চাৎ চিত্তবিকার দর্শনে তাহা বিষাক্ত বোধ করে, সেইরূপ আমি বাহ্য ব্যাপারে এতকাল তোমাকে সতী বলিয়া জানিতাম, কিন্তু এক্ষণে ব্যবহারে অসতী বলিয়া জানিলাম। তুমি বৃথা কথায় আমার তুষ্টি সম্পাদন পূর্ব্বক আপনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছ; ব্যাধ যেমন সঙ্গীতস্বরে মৃগকে মোহিত করিয়া বধ করে, তোমার এই কার্য্য তদ্রূপই হইল। আমি পুত্রের বিনিময়ে স্ত্রীসুখ ক্রয় করিলাম, অতঃপর ভদ্র লোকে সুরাপায়ী বিপ্রের ন্যায় আমাকে পথমধ্যে নীচাশয় বলিয়া নিশ্চয়ই তিরস্কার করিবেন।

হা কি কষ্ট! বরদান অঙ্গীকার করিয়া আমায় এইরূপ কথা সহ্য করিতে এবং জন্মান্তরীণ অশুভ ফলের ন্যায় দুর্নিবার দুঃখও অনুভব করিতে হইল! কৈকেয়ি! আমি অতি নরাধম, কণ্ঠলগ্না উদ্বন্ধনী রজ্জুর ন্যায় তোমাকে মোহ বশতই বহুকাল পালন করিয়াছি। তোমাকে লইয়া কতই আমোদ প্রমোদ করিয়াছি, কিন্তু তুমি যে সাক্ষাৎ মৃত্যু, এত দিন তাহা জানিতে পারি নাই, বালক যেমন নির্জ্জনে কালসর্পকে স্বহস্তে স্পর্শ করে, ভাগ্যে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। আমি অতি দুরাত্মা, আমি এমন মহাত্মা পুত্রকে পিতৃহীন করিলাম! লোকে এই বিষয়ের নিমিত্ত নিশ্চয়ই আমাকে এই বলিয়া নিন্দা

করিবে যে, রাজা দশরথ অতি কামুক ও মুর্খ, তিনি স্ত্রীর অনুরোধে পুত্রকে বনবাস দিলেন। হা! বৎস রাম বাল্যাবধি বেদ ব্রহ্মচর্য্য ও আচার্য্য এই তিনের অনুবৃত্তি করিয়া কৃশ হইয়াছেন, এই ভোগের সময়ও আবার কি বনবাস ক্লেশ সহ্য করিবেন? তিনি আমার কথায় দ্বিরুক্তি করেন না, বনগমনে আদেশ পাইলেই তৎক্ষণাৎ তাহা শিরোধার্য্য করিয়া লইবেন। যদি তিনি অস্বীকার করেন, তাহা আমার পক্ষে উত্তমই হয়, কিন্তু কদাচই করিবেন না। রাম বনে গমন করিলে এই দুঃসহচরিত্র সকলের ধিক্কৃত পামরকে মৃত্যু নিশ্চয়ই আত্মসাৎ করিবেন। কৈকেয়ি! আমি লোকান্তরিত ও রাম নির্ব্বাসিত হইলে আর যাঁহারা আমার প্রিয় জন থাকিবেন, জানি না তুমি তাঁহাদিগের কিরূপ দুর্দ্দশা করিবে। দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রা আমাদিগের বিচ্ছেদ-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আমার দেহান্তেই লোকান্তর দর্শন করিবেন। পাপীয়সি! তুমি এখন কৌশল্যা সুমিত্রা রাম লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন ও আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করিয়া সুখী হও। এই ইক্ষ্বাকুকুল কোনরূপেই আকুল হইবার নহে, কিন্তু কালসহকারে তাহাই ঘটিল; ইহার সহিত রাম ও আমার সম্পর্ক শূন্য হইয়া গেল, এক্ষণে তুমি এই বংশ স্বয়ংই পালন কর। রামের নির্ব্বাসন যদি ভরতের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সে

যেন আমার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই অনুষ্ঠান না করে।

কৈকেয়ি! তুমি যখন দুর্দ্দৈববশত আমার আলয়ে বাস করিতেছ, তখন আমাকে অকীর্ত্তি পরাভব এবং পাপীর ন্যায় সকলের অবজ্ঞা সহ্য করিতে হইবে। হা! বৎস রাম হস্তী অশ্ব রথে বারংবার গমনাগমন করিয়া থাকেন, তিনি এক্ষণে মহারণ্যে কিরূপে পাদচারে সঞ্চরণ করিবেন। যাঁহার ভোজন-বেলা উপস্থিত হইলে কুণ্ডলমণ্ডিত পাচকেরা সর্ব্বাগ্রে ব্যগ্র হইয়া প্রসন্নমনে পান ভোজন প্রস্তুত করে, তিনি এক্ষণে বনের কটু তিক্ত কষায় ফলমূল ভক্ষণ করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবেন। রাম জন্মাবধি দুঃখ কাহাকে বলে জানেন না; তিনি সকল সময়েই মহামূল্য উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন, এক্ষণে কাষায় বস্ত্র কিরূপে ধারণ করিবেন। রামকে বনে প্রেরণ ও ভরতকে রাজ্যে স্থাপন, জানি না তুমি কোন্ নিষ্ঠুর হইতে এই নিদারুণ উপদেশ পাইয়াছ। স্ত্রীলোক অতিশয় শঠ ও স্বার্থপর, তাহাদিগকে ধিক্। না, আমি স্ত্রীজাতিকেই লক্ষ্য করিয়া কহিতেছি না, কেবল ভরত-জননী কৈকেয়ীকেই এইরূপ কহিলাম।

নৃশংসে! বিধাতা কি আমায় যন্ত্রণা দিবার নিমিত্তই তোমার মন এইরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তুমি আমার ও

হিতকারী রামের কি অপরাধ দেখিতেছ? রামের দুঃখ দেখিলেই সমুদায় জগতে বিশৃঙ্খলা ঘটিবে; পিতা পুত্রকে এবং প্রণয়িণী ভার্য্যা পতিকে পরিত্যাগ করিবেন। হা! আমি যখন সেই দেবকুমারের ন্যায় সুরূপ রামকে সুবেশে আমার নিকট আসিতে শুনি, তখন যেন চাক্ষুষ দর্শনের আনন্দ পাই এবং তাঁহাকে দেখিলে এই বৃদ্ধ দশায়ও যুবার ন্যায় সজীবতা লাভ করিয়া থাকি। সূর্য্য বিরহে লোকের অবস্থান সম্ভব, মেঘ ব্যতিরেকেও সকলে তিষ্ঠিতে পারে, কিন্তু আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রামকে বনে প্রস্থান করিতে দেখিলে কেহই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না। কৈকেয়ি! তুমি অহিতকারী শত্রু হইয়া আমার বিনাশ কামনা করিতেছ। আমি আপনার মৃত্যুর ন্যায় তোমাকে নিজগৃহে স্থান প্রদান করিয়া তীক্ষ্ণবিষ বিষধরীর ন্যায় এতদিন ক্রোড়ে রাখিয়াছিলাম, সেই কারণেই এক কালে উৎসন্ন হইতেছি। এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও আমার সংশ্রব শূন্য হইয়া ভরত কেবল তোমার সহিত রাজ্য শাসন করুন এবং তুমিও পতিপুত্র বিনাশ করিয়া আমার শত্রুবর্গের আনন্দ বর্দ্ধন কর। তুমি অতি নিষ্ঠুর, আমার এই চরম দশাতেও পুত্র বিচ্ছেদ যাতনা প্রদান করিতেছ। আজি যখন তুমি পতিপত্নী-ভাব পরিত্যাগ করিয়া এই দারুণ কথা মুখাগ্রে আনয়ন করিলে, তখন তোমার দন্ত সহস্রধা চূর্ণ হইয়া কেন ভূতলে

নিপতিত হইল না। রাম তোমার প্রতি কোনরূপ অপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করেন নাই, তিনি নিষ্ঠুর কথা ওষ্ঠে আনিতে জানেন না, সুতরাং কি প্রকারে তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিতেছ। এক্ষণে তুমি ক্লেশই পাও, ভূগর্ভেই লীন হও, অগ্নি প্রবেশ বা বিষ পানই কর, তোমার এই অনিষ্টকর কঠিন অনুরোধ কখনই রক্ষা করিব না। তুমি খরধার ক্ষুরের ন্যায় নিতান্ত ভীষণ, বৃথা প্রিয় কথায় লোকের মনোরঞ্জন করাই তোমার কার্য্য, তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ মন সমুদায় দগ্ধ হইয়া যাই-তেছে; প্রার্থনা করি, তুমি এখনই কালগ্রাসে পতিত হও।

হা! সুখের কথা দূরে থাকুক, আমার জীবনেই সংশয় উপস্থিত; আত্মজ ব্যতীত আত্মজ্ঞদিগের সুখ সম্ভবই নহে। দেবি! তুমি আমার অহিতাচরণ করিও না, আমি তোমার চরণে ধরি, প্রসন্ন হও।

কৈকেয়ী চরণ প্রসারণ পূর্ব্বক উপবেশন করিয়াছিলেন; দশরথ যেমন তাহা স্পর্শ করিতে অগ্রসর হইলেন, তৎ-ক্ষণাৎ মূর্চ্ছা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, তিনি ভূতলে নিপতিত হইলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ

ভোগাবসানে দেবলোক-পরিভ্রষ্ট রাজা যযাতির ন্যায় দশরথ হতচেতন হইয়া ধরাশনে শয়ন করিয়া আছেন, তদ্দৃষ্টে কুলকলঙ্কিনী কৈকেয়ী কিছুমাত্র কষ্ট অনুভব করিলেন না, প্রত্যুত তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন পূর্ব্বক নির্ভয়ে কহিলেন, মহা-রাজ! তুমি আপনাকে সত্যবাদী ও সত্যসঙ্কল্প বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাক, এক্ষণে বল কি কারণে আমায় বর দান করিতে সঙ্কুচিত হইতেছ।

মহীপাল দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে মুহূর্ত্ত কাল বিহ্বল হইয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন, কৈকেয়ি! তুমি অতি নীচাশয়, এক্ষণে রাম বনে গমন এবং আমি লোকলীলা সম্বরণ করিলে তুমি পূর্ণ-কাম হইয়া সুখী হও। হা! আমি দেহান্তে স্বর্গে আরোহণ করিলে সুরগণ যখন আমাকে রামের কুশলবার্ত্তা

জিজ্ঞাসা করিবেন তখন তাঁহাদিগকে কি প্রত্যুত্তর দিব; তাঁহারা রামের বনবাসের কথা শুনিয়া অবশ্যই ভর্ৎসনা করিবেন তাহাই বা কিরূপে সহ্য করিব? আমি কৈকেয়ীর মনোরঞ্জনার্থ রামকে নির্বাসিত করিয়াছি, যদি এই কথা কহি, কেহই বিশ্বাস করিবেন না। দেখ আমি নিঃসন্তান ছিলাম, অতিযত্নে রামকে লাভ করিয়াছি, এক্ষণে বল কিরূপে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিব। রাম মহাবীর কৃতবিদ্য ক্ষমাশীল ও শান্ত-প্রকৃতি, আমি সেই পদ্মপলাশলোচনকে কিরূপে বনবাস দিব। আমি সেই ইন্দীবরশ্যাম রামকে কোন প্রাণে দণ্ডকারণ্যে প্রেরণ করিব। তিনি কখনই দুঃখের মুখ অবলোকন করেন নাই, জন্মাবধিই ভোগসুখে কাল হরণ করিয়াছেন, এক্ষণে কিরূপে তাঁহার দুর্দ্দশা দর্শন করিব। অতঃপর তাঁহাকে কোন ক্লেশ না দিয়া যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই সুখী হই। কৈকেয়ি! তুমি কি কারণে আমার প্রিয়তম রামের অপকার চেষ্টা করিতেছ। যদি সত্যই রামকে বনবাস দিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রৈণ অপবাদ আমার চিরসঞ্চিত যশ নিশ্চয় বিলুপ্ত করিবে।

রাজা দশরথ এই রূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল। সেই শশাঙ্ক-লাঞ্ছিত শর্ব্বরী দুঃখার্ত্ত রাজাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিল না। প্রত্যুত, তাঁহার শোকা-

বেগ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। তিনি শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাতরভাবে কহিলেন, অয়ি নক্ষত্রমালিনি রজনি! প্রভাত হইও না, আমি কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতেছি, কৃপা কর। অথবা শীঘ্রই প্রভাত হও, প্রাতে রামের বনগমন ও আমার মৃত্যু হইলে, যাহার নিমিত্ত আমায় এত দুঃখ সহ্য করিতে হইতেছে, সেই নির্দয় নিষ্ঠুর কৈকেয়ীকে আর দেখিতে হইবে না!

দশরথ শর্বরীকে এই রূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কৈকেয়ীকে কহিলেন দেবি! দেখ, আমি ধন প্রাণ সমুদায়ই তোমায় অর্পণ করিয়াছি। আমার শেষ দশা উপস্থিত, আমি অতি দীন, এক্ষণে তুমি প্রসন্ন হও। প্রিয়ে! আমি যে রাজা, রাজা বলিয়াও কি তোমার দয়া হইবে না। আমি অতি দুঃখেই কার্য্যাকার্য্য বিবেকশূন্য হইয়া তোমার প্রতি কটূক্তি করিয়াছি। সরলে! প্রসন্ন হও; ভাল, আমার রাম তোমারই প্রদত্ত রাজ্যসম্পদ লাভ করুন; ইহাতে জগতে তোমারই যশ হইবে এবং ইহা আমার, রামের, ভরতের ও বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরও প্রীতিকর হইবে।

বলিতে বলিতে রাজা দশরথের নেত্রযুগল অশ্রু-পূর্ণ ও তাম্রবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি করুণভাবে এই রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিলেও কৈকেয়ী কর্ণপাত করিলেন না। প্রত্যুত অত্যন্ত

অসন্তুষ্ট হইয়া প্রতিকূল বাক্যে বারংবার রামের নির্বাসন প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন, ব্যথিতহৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। রজনীও অতিক্রান্ত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে বৈতালিকেরা স্তুতিগান দ্বারা তাঁহাকে জাগরিত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি দুঃখাবেগে উহা অসহ্য বোধ করিয়া তৎক্ষণাৎ নিবারণ করিলেন।

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর কৈকেয়ী রাজা দশরথকে পুত্রবিয়োগশোকে ভূতলে মুমূর্ষুর ন্যায় বিকৃত ভাবে নিপতিত দেখিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি কি নিমিত্ত অঙ্গীকার করিয়া পাপীর ন্যায় বিষণ্ণভাবে শয়ান রহিয়াছ? নিজের মর্য্যাদা পালন করা তোমার কর্ত্তব্য। ধার্ম্মিকেরা সত্যকেই পরম ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আমিও সেই সত্য পালনের উদ্দেশেই বরদান বিষয়ে তোমায় উৎসাহিত করিতেছি। দেখ, মহীপাল শৈব্য সত্যে বদ্ধ হইয়া শ্যেন পক্ষীকে আপনার দেহ অর্পণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট গতিলাভ করেন। তেজস্বী রাজা অলর্ক প্রার্থিত হইয়া কোন এক বেদজ্ঞ বিপ্রকে অসঙ্কুচিত মনে আপনার নেত্র উৎপাটন পূর্ব্বক দান করিয়াছিলেন। মহাসাগর সাধ্য সত্ত্বে কেবল সত্যানুরোধে পর্ব্বকালেও তীরভূমি অতিক্রম করেন না।

সত্যই ব্রহ্ম, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যই অক্ষয় বেদ এবং সত্যের প্রভাবেই পরম পদ লাভ হয়। অতএব তোমার যদি ধর্ম্মে কিছুমাত্র আস্থা থাকে, তাহা হইলে সত্যের অনুবৃত্তি কর। তুমি যে বর দান অঙ্গীকার করিয়াছ, তাহা যেন নিষ্ফল না হয়। আমি তোমার ধর্ম্মের ফলসিদ্ধি উদ্দেশ করিয়াই কহিতেছি, বার বার কহিতেছি, তুমি রামকে নির্বাসিত কর। যদি তুমি ইহা না কর, আমি এই উপেক্ষা-দোষে তোমার সম্মুখেই প্রাণত্যাগ করিব।

কৈকেয়ী অকাতরে এইরূপ কহিলে রাজা দশরথ বামনের বলে বলীর ন্যায় কৈকেয়ীর সত্যপাশে বদ্ধ হইলেন। তৎকালে তাঁহার মুখশ্রী বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি যুগচক্রের মধ্যবর্ত্তী ধুর কাষ্ঠের ন্যায় নিতান্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর কথঞ্চিৎ মনের আবেগ সংবরণ করিয়া অস্পষ্ট দর্শনে যেন কৈকেয়ীকে না দেখিয়াই কহিতে লাগিলেন, পাপীয়সি! আমি অগ্নি সাক্ষী করিয়া মন্ত্রসংস্কার পূর্ব্বক তোর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে তোকে ও আমার ঔরসজাত পুত্র তোর ভরতকেও পরিত্যাগ করিলাম। রজনী প্রভাত হইয়াছে। গুরুজনেরা সূর্য্যোদয় হইলেই রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ত্বরা দিবেন। তৎকালে আমি কিছুতেই তোর কথা শুনিব না। তোকে অবমাননা করিব ও রামকে রাজ্য

দিব। যদি তুই গুরুলোকদিগকে অবহেলা করিয়া আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিতে না দিস্, তবে নিশ্চয়ই কহিতেছি, আমি মরিলে রামই অভিষেকের সমস্ত উপকরণ লইয়া আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিবেন। এই বিষয়ে ভরত ও তোর কিছুতেই অধিকার থাকিবে না। অধিক আর কি কহিব, আমি রামের যে মুখ একবার প্রফুল্ল দেখিয়াছি, আজ কোনমতেই তাহা মলিন ও ম্লান দেখিতে পারিব না।

কৈকেয়ী এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ক্রোধানলে প্রজ্বলিত হইয়া নিষ্ঠুর বাক্যে কহিলেন, মহারাজ! তুমি এখন এ আবার কিপ্রকার কথা কহিতেছ? শুনিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। তুমি এখনই রামকে এই স্থানে আনাও এবং তাহাকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা কর। তুমি আমার শত্রু দূর না করিয়া এস্থান হইতে এক পদও যাইতে পারিবে না।

তখন অশ্ব যেমন কশাহত হইয়া আরোহীর বশীভূত হয়, সেইরূপ রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্যে বশীভূত হইয়া কহিলেন, কৈকেয়ি! আমি ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ বলিয়া হতজ্ঞান হইয়াছি; এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, কর, আমি আর দ্বিরুক্তি করিব না। অতঃপর কেবল রামকে একবার চক্ষে দেখিয়া লইব।

এদিকে দিবাকর উদিত এবং শুভ নক্ষত্র ও মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে বশিষ্ঠদেব শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অভিষেকের সামগ্রী সংভার গ্রহণ পূর্ব্বক পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উহার পথ সকল সলিলসিক্ত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। আপণ সকল পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। চতুর্দ্দিকে পতাকা উড্ডীন হইতেছে। চন্দন অগুরু ও ধূপের গন্ধ চারিদিক্ আমোদিত করিতেছে। সর্ব্বত্রই মহোৎসব, সকলেই আহ্লাদে উন্মত্ত ও রামের অভিষেক দর্শনার্থে উৎসুক। বশিষ্ঠ সেই পুরন্দর-পুর-প্রতিম পুরী অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, তথায় ধ্বজদণ্ড শোভা পাইতেছে। পুরবাসী ও জনপদবাসী প্রজা সকল সমবেত হইয়াছে এবং যজ্ঞবিৎ ব্রাহ্মণ ও সদস্যগণ আগমন করিয়াছেন। তখন তিনি অন্যান্য ঋষিগণের সহিত সেই জনসমর্দ্দ ভেদ করিয়া প্রীতমনে গমন করিতে লাগিলেন।

ঐ সময় প্রিয়দর্শন সারথি সুমন্ত্র নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, বশিষ্ঠদেব দ্বারদেশে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি মহারাজকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর এবং তাঁহাকে গিয়া বল, সাগরজলে এবং গঙ্গাসলিলে সুবর্ণময় কলস পরিপূর্ণ করিয়া আনয়ন করা হইয়াছে। ঔডুম্বর পাঠ, সর্ব্ব প্রকার বীজ, গন্ধ, বিবিধ রত্ন, মধু, দধি, ঘৃত,

সেনার ন্যায় এবং বৃষবিযুক্ত ধেনুর ন্যায় নিতান্ত শোচনীয় হইয়া থাকে।

মন্ত্রী সুমন্ত্র এইরূপ শান্ত ও সুসঙ্গত বাক্যে স্তব করিলে মহীপাল দশরথ পুনর্ব্বার শোকে অভিভূত হইলেন এবং নিরানন্দমনে আরক্তলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তোমার এই স্তুতিবাদ আমায় অধিকতর মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছে।

সহসা রাজা দশরথের মুখে এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ ও তাঁহার দীন দশা দর্শন করিয়া সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে তথা হইতে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইলেন। তখন দেবী কৈকেয়ী মহারাজকে ঘন বিষাদে আবৃত ও বাক্যপ্রয়োগে অসমর্থ দেখিয়া সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, মহীপাল রামাভিষেক-হর্ষে সমস্ত রজনী জাগরণ করিয়াছেন, এক্ষণে নিতান্ত পরিশ্রান্ত ও একান্ত ক্লান্ত হইয়া নিদ্রিত আছেন। অতএব তুমি অকুণ্ঠিতমনে রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। তোমার মঙ্গল হইবে। সুমন্ত্র কহিলেন, দেবি! রাজাজ্ঞা ভিন্ন এক্ষণে আমি কি রূপে গমন করিব।

অনন্তর মহারাজ দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সূতনন্দন! আমি প্রিয়দর্শন রামকে দেখিবার বাসনা করিয়াছি, তুমি সত্বর তাঁহাকে আনয়ন কর। তখন

সুমন্ত্র রামের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে বোধ করিয়া হৃষ্টমনে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইবার কালে কৈকেয়ী পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, মন্ত্রি! তুমি রাজকুমারকে শীঘ্র আনয়ন কর। সুমন্ত্র কৈকেয়ীর মুখে বারংবার এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন, বুঝি দেবী রাজকুমারের অভিষেক-মহোৎসব দর্শনে একান্ত উৎসুক হইয়াই ত্বরা দিতেছেন। এক্ষণে মহারাজও বোধ হয় জাগরণ-ক্লেশে বহির্দেশে আর আসিবেন না। সুমন্ত্র এইরূপ অবধারণ করিয়া সমুদ্রান্তর্বর্ত্তী হ্রদের ন্যায় অন্তঃপুর হইতে বহির্গমন করিলেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

বেদপারগ ব্রাহ্মণেরা মন্ত্রী সৈনাধ্যক্ষ বণিক ও রাজ-পুরোহিত বশিষ্ঠের সমভিব্যাহারে দ্বারে অবস্থান করিতে-ছিলেন। তাঁহারা পুষ্যা নক্ষত্র এবং রামের জন্মকালস্থ কর্কট লগ্ন লাভ করিয়া অভিষেকের সমুদায় উপকরণ আনয়ন করিয়াছেন। অলঙ্কৃত পীঠ, ব্যাঘ্র চর্ম্মের আস্তরণযুক্ত রথ, গঙ্গা যমুনার পবিত্র সঙ্গমস্থল হইতে আনীত জল, অন্যান্য নদী হ্রদ কুপ সরোবর ও সমুদ্রের জল, মধু, দধি, ঘৃত, লাজ, কুশ, পুষ্প, পরম সুন্দরী আটটি কুমারী, মত্ত হস্তী, বট-পল্লব-শোভিত কমলদল-সমলঙ্কৃত বারিপূর্ণ সুবর্ণ ও রজত-নির্ম্মিত কুম্ভ, জ্যোৎস্নার ন্যায় ধবল রত্নদণ্ড চামর, চন্দ্রমণ্ডল-সদৃশ পাণ্ডুবর্ণ ছত্র, শ্বেত বৃষ, শ্বেত অশ্ব, বাদ্য, বন্দী এবং সূর্য্যবংশীয়দিগের অভিষেকার্থ যে সমস্ত বস্তু আহৃত হইয়া

থাকে, রাজার আদেশে সমুদায়ই তাঁহারা আনয়ন করিয়াছেন। তৎকালে ঐ সমস্ত ব্রাহ্মণ মহীপালের সন্দর্শন না পাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে রাজা দশরথকে কে আমাদিগের আগমন সংবাদ নিবেদন করিবে। দিবাকর গগনে উদিত হইয়াছেন। রামের অভিষেক সামগ্রীও প্রস্তুত, কিন্তু মহারাজকে এখনও দেখিতে পাইতেছি না। তাঁহারা পরস্পর এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইত্যবসরে রাজসারথি সুমন্ত্র তথায় আগমন করিলেন, কহিলেন, আমি রাজার নিয়োগে রাজকুমার রামকে আনয়ন করিতে চলিয়াছি। কিন্তু আপনারা মহারাজ ও রাম উভয়েরই পূজনীয়, সুতরাং আপনাদিগের হইয়া আমিই সুখশয়ন প্রশ্ন পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া আসি, তিনি প্রবোধিত হইয়াও কি নিমিত্ত অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইতেছেন না।

বৃদ্ধ সুমন্ত্র তাঁহাদিগকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং স্বেচ্ছানুসারে রাজা দশরথের শয়নগৃহে গমন পূর্ব্বক যবনিকার অন্তরালে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, মহারাজ! চন্দ্র সূর্য্য শিব বৈশ্রবণ বরুণ হুতাশন ও ইন্দ্র আপনাকে বিজয় প্রদান করুন। এক্ষণে রজনী অতিক্রান্ত এবং শুভ দিনও সমুপস্থিত হইয়াছে। অতএব আপনি গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করুন। মহা-

রাজ! ব্রাহ্মণ সেনাপতি ও বণিকেরা দ্বারদেশে আপনার দর্শনের অপেক্ষায় অবস্থান করিতেছেন, এক্ষণে আপনি নিদ্রা পরিত্যাগ করুন।

তখন দশরথ কণ্ঠস্বরে সুমন্ত্র আসিয়াছেন বুঝিয়া তাঁহাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুমন্ত্র! রামকে এই স্থানে আনিবার নিমিত্ত আমি তোমায় আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি কি কারণে আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতেছ। আমি এক্ষণে নিদ্রিত নহি; তুমি শীঘ্র যাও, গিয়া রামকে আনয়ন কর।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া তথা হইতে নির্গত হইলেন এবং ধ্বজপতাকা-পরিশোভিত রাজপথে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে গমন করিতে লাগিলেন। গমন কালে পথিমধ্যে সকলের মুখে রামাভিষেক সংক্রান্ত কথা শুনিতে পাইলেন। ক্রমশঃ কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া দেখিলেন, রাজকুমার রামের প্রাসাদ কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতেছে। উহার দ্বার দেশে অতি বিশাল দুই কপাট লম্বমান, চতুর্দ্দিকে শত শত বেদি প্রস্তুত, এবং শিখরে বহুসংখ্য কাঞ্চনময়ী প্রতিমা রহিয়াছে। উহার তোরণ সমুদায় প্রবাল নির্ম্মিত ও মণি মুক্তা খচিত এবং বর্ণ শারদীয় জলদের ন্যায় শুভ্র। ঐ প্রাসাদের সর্ব্বত্রই সুবর্ণের কুসুমমালা মধ্যমণিসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া লম্বিত রহিয়াছে,

স্বর্ণাদি ধাতুনির্ম্মিত ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ও শিল্পিগণের সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে খচিত আছে এবং ইতস্ততঃ সারস ও ময়ূরগণ নিরন্তর কলরব করিতেছে। ঐ প্রাসাদ সুমেরু-শৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ও অমরাবতীর ন্যায় সুদৃশ্য। উহাতে দৃষ্টিপাত মাত্রই মন ও চক্ষু প্রলোভিত হয়, প্রবেশ মাত্রেই অগুরু ও চন্দনের গন্ধ উন্মত্ত করিয়া তুলে।

সুমন্ত্র সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন, ঐ প্রাসাদের দ্বারে জনপদবাসী প্রজারা নানাবিধ উপহার লইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ঊর্দ্ধমুখে রামাভিষেক দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছে। ক্রমশঃ তিনি রথ লইয়া সেই জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত ও পুরবাসীগণের মন পুলকিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি সেই সুসমৃদ্ধ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া কণ্টকিত কলেবরে তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন এবং রামের বশবর্ত্তী বহুসংখ্য ব্যক্তিকে অপসারিত করিয়া অপ্রতিহতগমনে রত্নাকর মধ্যে মকরের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তথায় সকলেই হৃষ্টমনে রামের রাজ্যাভিষেক সংক্রান্ত কথা লইয়া আন্দোলন করিতেছিল, তদ্দর্শনে সুমন্ত্র যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। তিনি গমনকালে কোন স্থলে দেখিলেন রামের প্রিয় অমাত্যেরা অবস্থান করিতেছেন। কোন স্থলে অশ্ব ও রথ সুসজ্জিত আছে। কোন স্থলে বা রামের গমনাগমনের নিমিত্ত

শত্রুঞ্জয় নামে এক মহাকায় মত্ত মাতঙ্গ জলদ-জাল-জড়িত পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান রহিয়াছে। সুমন্ত্র ক্রমশঃ এই সমস্ত অতিক্রম করিয়া রামের নিকট যাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

অনন্তর রাজমন্ত্রী রামের প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় লোকের কিছুমাত্র কোলাহল নাই; কেবল কুণ্ডলধারী যুবকেরা প্রাস ও শরাসন ধারণ পূর্ব্বক সাবধানে প্রহরীর কার্য্য সমাধান করিতেছে এবং কতক গুলি বৃদ্ধা স্ত্রী কাষায় বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সুসজ্জিত হইয়া বেত্রহস্তে দ্বারে উপবিষ্ট আছে। এই সমস্ত দ্বাররক্ষক সুমন্ত্রকে নিরীক্ষণ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিল। তখন সুমন্ত্র বিনীতহৃদয়ে তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা গিয়া শীঘ্র রাজকুমারকে আমার আগমন সংবাদ দেও। দ্বারপালগণ তাঁহার আদেশ পাইয়া যে স্থানে রাম জানকীর সহিত উপবেশন করিয়া আছেন তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল যুবরাজ! সুমন্ত্র আপনার দর্শনার্থ আগমন করিয়াছেন। রাম পিতার অন্তরঙ্গ মন্ত্রী সুমন্ত্র আসি-

য়াছেন শুনিয়া পিতারই হিতাভিলাষে তাঁহাকে গৃহ প্রবেশে অনুমতি প্রদান করিলেন।

সুমন্ত্র গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখিলেন রাম উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ধারণ পূর্ব্বক উত্তরচ্ছদমণ্ডিত সুবর্ণময় পর্য্যঙ্কে সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার কলেবর বরাহরুধিরাকার সুগন্ধি রক্ত চন্দনে রঞ্জিত। দেবী জানকী চামরহস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন; বোধ হইতেছে যেন চিত্রার সহিত ভগবান শশাঙ্ক মিলিত হইয়াছেন। তখন বিনীত সুমন্ত্র মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় স্বতেজঃ প্রদীপ্ত রামের সন্নিহিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে বিহারাসনে আসীন ও প্রসন্ন দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, যুবরাজ! রাজা দশরথ ও দেবী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছেন অতএব অনতিবিলম্বে তথায় গমন করা আপনার কর্ত্তব্য হইতেছে।

রাম হৃষ্টমনে সুমন্ত্রের বাক্য প্রতিগ্রহ করিয়া জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে! আমার নিমিত্ত পিতা দেবী কৈকেয়ীর সহিত সমাগত হইয়া আমারই অভিষেকের পরামর্শ করিতেছেন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণলোচনা কৈকেয়ী নিরন্তর মহারাজের শুভ কামনা করিয়া থাকেন। রাজা আমায় রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে একান্ত উৎসুক হইয়াছেন দেখিয়া তিনি প্রফুল্লমনে

আমারই নিমিত্ত তাঁহাকে ত্বরা দিতেছেন। ভাগ্যগুণেই তাঁহারা এই মন্ত্রীকে প্রেরণ করিয়াছেন। মন্ত্রী আমারই হিতাভিলাষ-পরতন্ত্র। অন্তঃপুরে সভা যেরূপ দূতও তাহার অনুরূপ আসিয়াছেন। পিতা নিশ্চয়ই আজ আমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। অতএব তুমি সহচরীদিগের সহিত ক্রীড়া কৌতুকে অবস্থান কর, আমি গিয়া শীঘ্র পিতার সহিত সাক্ষাৎকার করিয়া আসি।

রাম পরম সমাদরে এইরূপ কহিলে জনকদুহিতা সীতা মঙ্গলাচরণার্থ দ্বারদেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন, কহিলেন নাথ! যেমন ব্রহ্মা সুররাজ ইন্দ্রকে সুররাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন সেইরূপ মহারাজ তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ মহারাজ্য প্রদান করুন। তুমি দীক্ষিত ও ব্রত পরায়ণ হইয়া মৃগ চর্ম্ম ও কুরঙ্গ শৃঙ্গ ধারণ করিবে, আমি এক্ষণে তাহাই দর্শন করিব। অতঃপর ইন্দ্র তোমার পূর্ব্বদিক যম দক্ষিণ দিক বরুণ পশ্চিম দিক ও কুবের উত্তর দিক রক্ষা করুন।

জানকী এইরূপে অভিষেকার্থ মঙ্গলাচার পরিসমাপ্ত করিলে রাম তাঁহার সম্মতি লইয়া সুমন্ত্রের সহিত গিরি-দরী-বিহারী কেশরীর ন্যায় বাসভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি নিষ্ক্রান্ত হইয়াই দ্বার দেশে বিনীত লক্ষ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে

দণ্ডায়মান দেখিতে পাইলেন। তৎপরে দেখিলেন মধ্যপ্রকোষ্ঠে তাঁহারই সুহৃদেরা একত্র সমবেত হইয়া আছেন। অনন্তর তিনি অর্থীদিগকে সবিশেষ সমাদর করিয়া ব্যাঘ্রচর্ম্মসম্বৃত রজতনির্ম্মিত মণিকাঞ্চনমণ্ডিত রথে আরোহণ করিলেন। করি-শাবকের ন্যায় হৃষ্ট পুষ্ট উৎকৃষ্ট অশ্বযান বায়ুবেগে ধাব-মান হইল। মেঘের ন্যায় রথের ঘর্ঘর শব্দ হইতে লাগিল। পথে একদৃষ্টে সকলেই উহার প্রতি চাহিয়া রহিল। রাম দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিয়া বহির্গত হইলেন। বোধ হইল যেন চন্দ্র জলদপটল ভেদ করিয়া চলিয়াছেন। তৎকালে মহাবীর লক্ষ্মণ বিচিত্র চামরহস্তে রথপৃষ্ঠে আরো-হণ পূর্ব্বক রামকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। বহু সংখ্য পর্ব্বতাকার হস্তী ও অশ্ব রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। চন্দনচর্চ্চিতকলেবর বীর পুরুষেরা অসি চর্ম্ম ও বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। নানা প্রকার বাদ্যধ্বনি ও বন্দিবর্গের স্তুতিবাদ গগণ ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পুরনারীগণ বেশভূষা ধারণ ও গবাক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক রামের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ হর্ম্মে ও কেহ কেহ নিম্নে অবস্থান পূর্ব্বক রামের তুষ্টি সম্পাদনার্থ কহিতে লাগিল, আজ রাজ-

মহিষী কৌশল্যা রামকে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণে নির্গত দেখিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইতেছেন। রামের হৃদয়হারিণী সীতা সকল সীমন্তিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অতি কঠোর তপঃসাধন করিয়া ছিলেন, নতুবা চন্দ্রের প্রণয়িনী রোহিণীর ন্যায় কদাচই ইহাঁর সহচারিণী হইতেন না। রাজকুমার রাম চতুর্দ্দিকে এইরূপ শ্রুতিসুখকর মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

একস্থলে বহুসংখ্য লোক একত্র হইয়া পরস্পর কহিতেছিল, এই রাজকুমার আজ রাজার প্রসাদে রাজশ্রী লাভার্থ পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। ইনি যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন তখন আমাদের সকল মনোরথই পূর্ণ হইবে। ইনি যে এক কালে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করিতেছেন প্রজাবর্গের ইহাই পরম লাভ; ইহাঁর রাজ্যকালে কাহাকেই কখন কোন রূপ অশুভ দর্শন করিতে হইবে না।

রাম সকলের মুখে স্বসংক্রান্ত এই সমস্ত কথা শ্রবণ এবং সূত মাগধ ও বন্দিগণের স্তুতিবাদ গ্রহণ পূর্ব্বক পিতৃভবনে গমন করিতে লাগিলেন।

সপ্তদশ সর্গ।

তিনি ক্রমশঃ রাজপথে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন, পৌরদিগের অঙ্গনে দধি অক্ষত হবি লাজ ও ধূপ নিপতিত আছে। করী করিণী অশ্ব ও রথ রাজপথ আকুল করিয়া তুলিয়াছে। সর্ব্বত্রই লোকারণ্য ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূর্ণ। নানাস্থানে ধ্বজ ও পতাকা শোভা পাইতেছে। কোথাও বা মুক্তাস্তবক ও স্ফাটিক মণি রহিয়াছে। কোন স্থলে চন্দন ও উৎকৃষ্ট অগুরুর গন্ধ চতুর্দ্দিক আমোদিত এবং পট্টবস্ত্রের বিচিত্র রচনা সকলকে চমৎকৃত করিতেছে। ঐ রাজপথের পরিসর অতিবিস্তীর্ণ। উহার ইতস্ততঃ পুষ্প সকল বিকীর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রস্তুত। রাজকুমার রাম সুরপতি ইন্দ্রের ন্যায় এইরূপ সুসজ্জিত রাজপথ দর্শন এবং বহুলোকের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন! ঐ সময় তাঁহার বন্ধুবর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

তাঁহারা রামকে লক্ষ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, যুবরাজ! অদ্য তুমি রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রবর্ত্তিত প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রতিপালন কর। তোমার পিতা ও পিতামহগণ আমাদিগকে যেরূপ সুখে রাখিয়াছিলেন, তুমি রাজা হইলে আমরা তদপেক্ষাও অধিকতর সুখে বাস করিতে পারিব। যদি আজ আমরা তোমাকে অভিষিক্ত ও পিতৃগৃহ হইতে নির্গত দেখিতে পাই, তাহা হইলে ঐহিক ও পারত্রিক কিছুই প্রার্থনা করি না। তোমার রাজ্যাভিষেক অপেক্ষা আমাদিগের প্রিয়তর আর কিছুই নাই। রাম সুহৃদ্গণের মুখে এইরূপ প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া অবিকৃতমনে গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে তিনি রাজমার্গে সকলের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া চলিলেও কেহ তাঁহা হইতে মন ও চক্ষু আকর্ষণ করিয়া লইতে পারিল না। ফলতঃ যে রামকে দর্শন না করে এবং রাম যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত না করেন সে ব্যক্তি সকলের নিন্দিত, সে আপনাকেও হেয়জ্ঞান করিয়া থাকে। ধর্ম্মপরায়ণ রাম চাতুর্বর্ণের মধ্যে আবালবৃদ্ধ সকলকেই কৃপা করেন বলিয়া সকলেই তাঁহার অনুগত ছিল।

অনন্তর তিনি চতুষ্পথ দেবালয় চৈত্য ও আয়তন সকল বাম পার্শ্বে রাখিয়া গমন করিতে লাগিলেন। দূর হইতে

দেখিলেন, রাজপ্রাসাদ জলদজালসদৃশ কৈলাসশিখরাকার ধবলবর্ণ বিমানের ন্যায় বিবিধ শৃঙ্গে নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তিনি উজ্জ্বলবেশে সেই অমরাবতীপ্রতিম সর্ব্বোত্তম প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কার্ম্মুকধারী পুরুষ-রক্ষিত তিনটি প্রকোষ্ঠ পার হইলেন। তৎপরে পাদচারে আর দুইটি অতিক্রম করিয়া অনুচরগণকে প্রতিগমনে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক অন্তঃপুরে চলিলেন। তৎকালে সকলে রাজকুমারকে পিতৃসন্নিধানে গমন করিতে দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইল এবং মহাসমুদ্র যেমন চন্দ্রোদয়ের প্রতীক্ষা করে, সেইরূপ তাঁহার বহির্গমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

অষ্টাদশ সর্গ।
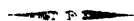
রাজা দশরথ শুষ্ক মুখে ও দীন ভাবে দেবী কৈকেয়ীর সহিত পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিয়া আছেন, এই অবসরে রাম তাঁহার সন্নিহিত হইলেন এবং বিনয় সহকারে অগ্রে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পশ্চাৎ প্রসন্নমনে কৈকেয়ীকে অভিবাদন করিলেন। তখন দশরথ রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, রাম!——নাম গ্রহণমাত্র তাঁহার নেত্রযুগল অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর তাঁহাকে দর্শন ও তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর রাজকুমার পাদস্পৃষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায়, নৃপ[illegible] কন্ত অদৃষ্টপূর্ব্ব অতিভীষণ রূপ নিরীক্ষণ পূর্ব্বক [illegible]ছেন; তাহা পরোনাস্তি ভীত[illegible] হইলেন। মহীপাল[illegible] পালন করিতে নিতান্ত ক্লিষ্ট হইয়া ব্যথিত মনে [illegible] বর দান করিয়া পশ্চাৎ

ত্যাগ করিতেছিলেন। তরঙ্গ-মালা-সঙ্কুল ক্ষুভিত সাগরের ন্যায় রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় তাঁহার অন্তঃকরণ একান্ত আকুল হইয়াছিল। ঋষি অনৃতভাষী হইলে যেরূপ নিষ্প্রভ হন, তিনি তৎকালে সেইরূপই হইয়াছিলেন।

পিতৃবৎসল সুচতুর রাম তাঁহার এইরূপ অসম্ভাবিত শোক অকস্মাৎ কিপ্রকারে উপস্থিত হইল এই ভাবিয়া পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। মনে করিলেন, মহা-রাজ আজ কেন আমায় লইয়া হর্ষ প্রকাশ করিতেছেন না। অন্য দিন আমাকে দেখিলে যদি কোন কারণে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া থাকেন, প্রসন্ন হন, কিন্তু আজ কেন এইরূপ দুঃখিত হইতেছেন। রাম এই চিন্তা করিয়া শোকাকুলিত মনে বিষণ্ণ-বদনে কৈকেয়ীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, অম্ব! আমি ভ্রম প্রমাদে কি কোন অপরাধ করিয়াছি? বলুন, পিতা কেন আমার প্রতি কুপিত হইয়াছেন? এক্ষণে আমারই দোষ পরি-হারের নিমিত্ত আপনি ইহাঁকে প্রসন্ন করুন। পিতা আমায় দা যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিয়া থাকেন, আজি কি নিমিত্ত সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না? কি কারণেই বা এই- রহিয়াছেন? শরীর ধারণে সকল সময় সুখ শারীরিক বা মানসিক কি কোন অশান্তি য়দর্শন কুমার ভরত এবং মহামতি

শত্রুঘ্নের ত কোন অমঙ্গল ঘটে নাই? আমার মাতৃগণ ত কুশলে আছেন? আমি মহারাজের অবাধ্য হইয়া রোষ ও অসন্তোষ উৎপাদন পূর্ব্বক মুহূর্ত্তকালও বাঁচিতে চাহি না। মনুষ্য যাঁহার প্রসাদে এই পৃথিবীতে জন্ম লাভ করিয়াছে, কোন্ ব্যক্তি সেই প্রত্যক্ষদেবতা পিতার প্রতিকুলতাচরণ করিবে। মাতঃ! আপনি অভিমানে বা ক্রোধে পিতাকে কি কিছু কঠোর কথা কহিয়াছেন? তাহাতেই কি ইহাঁর মন এইরূপ বিরূপ রহিয়াছে? যাহাই হউক ইহার নিগূঢ় কারণ অবগত হইবার নিমিত্ত আমার মন অস্থির হইয়াছে। বলুন মহারাজের এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব চিত্তবিকার কি নিমিত্ত উপস্থিত হইল?

তখন নির্লজ্জা কৈকেয়ী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বার্থ সাধনার্থ গর্ব্বিতভাবে কহিলেন, রাম! রাজা ক্রোধাবিষ্ট হন নাই, ইহাঁর বিপদও কিছুই দেখিতেছি না। ইনি মনে মনে কোন সংকল্প করিয়াছেন, তোমার ভয়ে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তুমি ইহাঁর অতিশয় প্রিয়, সুতরাং তোমায় কোন রূপ অপ্রিয় কহিতে ইহাঁর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইবেক না। কিন্তু মহারাজ যে আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন; তাহা তোমার অনিষ্টকর হইলেও তোমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে। ইনি অগ্রে আমাকে সম্মান ও বর দান করিয়া পশ্চাৎ

নিতান্ত নীচের ন্যায় অনুতাপ করিতেছেন। জল নির্গত হই-য়াছে, আলিবন্ধনে যত্ন নিরর্থক। কিন্তু, রাম! মহারাজ ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। মহাত্মাদিগের সত্যই ধর্ম্ম, বোধ হয় তুমি ইহা অবশ্যই জান। এক্ষণে সাবধান রাজা যেন তোমার অনুরোধে আমার প্রতি ক্রোধ করিয়া সেই সত্য পরিত্যাগ না করেন। এক্ষণে ইনি যাহা কহিবেন, তুমি তাহার ভাল মন্দ কিছুই বিচার করিবে না, অমনিই শিরোধার্য্য করিয়া লইবে, যদি এইরূপ হয় তবে আমি সমুদায় বৃত্তান্তই তোমায় কহিতে পারি। অথবা মহারাজ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাকে কিছুই বলিবেন না, ইহাঁর নিদেশে আমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করি-লাম, যদি তাহাতে সম্মত হও তাহা হইলে আমি সমুদায়ই ব্যক্ত করিব।

রাম কৈকেয়ীর মুখে এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ব্যথিতমনে নৃপতি সন্নিধানে কহিতে লাগিলেন, দেবি! আমাকে এরূপ কথা বলিবেন না। আমি মহারাজের নিদেশে অগ্নিপ্রবেশ ও বিষ-পান করিতে পারি। ইনি পিতা, পরম গুরু, বিশেষতঃ রাজা; ইহাঁর নিয়োগে সাগরগর্ভেও নিমগ্ন হইতে পারি। অতএব ইনি যেরূপ সঙ্কল্প করিয়াছেন বলুন, প্রতিজ্ঞা করিতেছি অবশ্যই তাহা রক্ষা হইবে। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, রাম কখনই দুই প্রকার কথা কহিতে জানে না।

তখন অনার্য্যা কৈকেয়ী ঋজুস্বভাব সত্যবাদী রামকে নিষ্ঠুর বচনে কহিলেন, রাম! পূর্ব্বে দেবাসুর সংগ্রামে মহারাজ বিপক্ষশরে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন, তৎকালে কেবল আমিই ইহাঁর প্রাণ রক্ষা করি। আমার এই পরিচর্য্যায় রাজা সবিশেষ প্রীত হইয়া আমাকে দুইটি বর দান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ উভয় বরের মধ্যে এক বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক, দ্বিতীয় বরে তোমার দণ্ডকারণ্য বাস প্রার্থনা করিয়াছি। রাম! যদি তুমি পিতার ও আপনার প্রতিজ্ঞা সত্য রাখিতে চাও আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। তোমার পিতা আমার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাঁর নিদেশের বশীভূত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য। অদ্যই রাজ্যাভিষেকের লোভ সংবরণ পূর্ব্বক মস্তকে জটাভার বহন ও বল্কল ধারণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত বনচারী হও। মহারাজ তোমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভরতই অভিষিক্ত হইবেন। তিনি হস্ত্যশ্বরথসঙ্কুল রত্নবহুল বসুন্ধরাকে শাসন করিবেন। মহারাজ আমায় এইরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়া এক্ষণে শোকে শুষ্কমুখ হইয়া গিয়াছেন এবং এই কারণেই ইনি তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইতেছেন না। অতএব রাম! তুমি মহারাজের এই বাক্য রক্ষা করিয়া ইহাঁকে উদ্ধার কর।

মহানুভব রাম কৈকেয়ীর এইরূপ কঠোর বাক্য শুনিয়া কিছু-মাত্র ব্যথিত ও শোকাবিষ্ট হইলেন না। তৎকালে কেবল দশরথই ভাবী পুত্রবিয়োগদুঃখে যার পর নাই যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ঊনবিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম কৈকেয়ীর এই করাল কাল বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিষণ্নমনে কহিলেন, অম্ব! আপনি যেরূপ অনুমতি করিলেন, তাহাই হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক এ স্থান হইতে বন প্রস্থান করিব। কিন্তু এইটি জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে যে, মহীপাল পূর্ব্ববৎ কেন আমায় সম্ভাষণ করিতেছেন না? দেবি! আপনার সমক্ষেই কহিতেছি, এই প্রশ্নে রুষ্ট হইবেন না, প্রসন্ন হউন, আমি এইটি জানিতে পারিলেই জটা বল্কল ধারণ পূর্ব্বক বন প্রস্থান করিব। হিতকারী, গুরু, পিতা, কার্য্যজ্ঞ রাজা নিয়োগ করিলে এমন কি আছে, যাহা প্রিয়জ্ঞানে অশঙ্কিতমনে সাধন করিতে না পারি। কিন্তু মনের এই দুঃখে আমার অন্তর্দাহ হইতেছে যে, মহারাজ স্বয়ং কেন ভরতের অভি-

ষেকের কথা উল্লেখ করিলেন না। দেবি! রাজাজ্ঞার অপেক্ষা কি, আপনার অনুমতি পাইলে ভ্রাতা ভরতকে নিজেই রাজ্য ধন প্রাণ ও প্রফুল্লমনে সীতা পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন ও আপনার হিত সাধন করিব। এক্ষণে মহারাজ অতিশয় লজ্জিত হইয়াছেন, আপনি ইহাঁকে সান্ত্বনা করুন। ইনি কি নিমিত্ত অধোদৃষ্টি করিয়া মন্দ মন্দ অশ্রুপাত করিতেছেন? দূতেরা আজিই ইহাঁর আদেশে দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিতে যাক! আমি এখনই পিতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অবিচারিত মনে চতুর্দশ বৎসরের নিমিত্ত দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করি।

কৈকেয়ী রামের এইরূপ অধ্যবসায় দেখিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বনগমন বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় না করিয়া কহিলেন, দূতেরা না হয় দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া ভরতকে মাতুলকুল হইতে আনিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবে; কিন্তু রাম! তোমায় এক্ষণে বনগমনে একান্ত উৎসুক দেখিতেছি, আমার মতে তোমার আর বিলম্ব করা বিধেয় হয় না, তুমি এখনই এ স্থান হইতে যাও। দেখ, মহারাজ লজ্জিত হইয়াছেন বলিয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন না। লজ্জা ভিন্ন ইহাঁর এইরূপ মৌন থাকিবার অন্য কোন কারণই নাই। অতএব তুমি শীঘ্র বহির্গত হইয়া ইহাঁর এই দীনদশা

অপনীত কর। যতক্ষণ না তুমি এই পুরী হইতে বনবাসোদ্দেশে নির্গত হইতেছ, তদবধি তোমার পিতা স্নান ভোজন কিছুই করিবেন না।

রাজা দশরথ স্বকর্ণে কৈকেয়ীর এইরূপ নিষ্ঠুর বাক্য শ্রবণ করিয়া হা ধিক্ কি কষ্ট! এই বলিয়া এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোকভরে সেই হেমমণ্ডিত পর্য্যঙ্কে মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন রাম শশব্যস্তে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক স্বয়ং কশাহত অশ্বের ন্যায় বনগমনে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং কৈকেয়ীর কঠোর বাক্যে কিছুমাত্র কাতর না হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি স্বার্থপর হইয়া এই পৃথিবীতে বাস করিতে চাহি না। আপনি আমাকে তত্ত্বদর্শীর ন্যায় বিশুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ী বলিয়া জানিবেন। প্রাণান্ত করিয়াও যদি পূজনীয় পিতার হিতসাধন আমার সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা করাই হইয়াছে, মনে করিবেন। পিতৃশুশ্রূষা ও পিতৃ-আজ্ঞা পালন অপেক্ষা জগতে মহৎ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই। এক্ষণে পিতার আদেশ না পাইলেও আপনার নিদেশেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া বাস করিব। দেবি! আপনি আমার অধীশ্বরী হইয়াও যখন এই বিষয়ের নিমিত্ত মহারাজকে অনুরোধ করিয়াছেন, তখন বোধ হইতেছে, আমার কোন গুণই আপনার গোচর নাই। আমি আজিই জননীর অনুমতি গ্রহণ পূর্বক

জানকীকে অনুনয় করিয়া দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। এক্ষণে ভরত যাহাতে রাজ্য পালন ও পিতৃশুশ্রূষা করেন, আপনি তদ্বিষয়ে যত্নবতী থাকিবেন। দেবি! পিতার সেবা করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম।

দশরথ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শোকে বাক্য-স্ফূর্ত্তি করিতে না পারিয়া মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন সুধীর রাম তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া অন্তঃপুর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ এতক্ষণ এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিতেছিলেন, তিনিও ক্রোধে একান্ত আকুল হইয়া বাষ্পপূর্ণ লোচনে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। রাম অভিষেকশালা প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক তাহাতে দৃক্পাত না করিয়াই মৃদুমন্দ সঞ্চারে চলিলেন। তিনি সর্ব্বজনকমনীয় ও প্রিয়দর্শন ছিলেন, সুতরাং চন্দ্রের যেমন হ্রাস, সেইরূপ রাজ্যনাশ তাঁহার স্বাভাবিক শোভাকে কিছুমাত্র মলিন করিতে পারিল না। জীবন্মুক্ত যেমন সুখে দুঃখে একই ভাবে থাকেন তিনি তদ্রূপই রহিলেন; ফলত ঐ সময় তাঁহার চিত্তবিকার কাহারই অণুমাত্র লক্ষিত হইল না।

অনন্তর রাম মনে মনে দুঃখাবেগ সংবরণ এবং দুঃখের বাহ্য লক্ষণ সংহরণ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট ছত্র চামর আত্মীয় স্বজন ও পৌর জনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া এই অপ্রিয় সংবাদ দিবার আশয়ে

জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন এবং মধুর বাক্যে তত্রত্য সকলকেই সবিশেষ সমাদর করিয়া তাঁহার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তুল্যগুণাবলম্বী বিপুলপরাক্রম ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখ গোপন পূর্ব্বক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। ঐ সময় দেবী কৌশল্যার অন্তঃপুরে অভিষেকমহোৎসব প্রসঙ্গে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদ হইতেছিল। রাম তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই বিপদেও ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রহিলেন। জ্যোৎস্না-পূর্ণ শারদীয় শশধর যেমন আপনার নৈসর্গিক শোভা ত্যাগ করেন না, সেইরূপ তিনিও চিরপরিচিত হর্ষ পরিত্যাগ করিলেন না। পাছে আমার বিচ্ছেদে জনক জননী জীবন বিসর্জন করেন, তাঁহার অন্তরে কেবল এই আশঙ্কাই উপস্থিত হইতে লাগিল।

বিংশ সর্গ।

ক্রমশঃ পুরীমধ্যে রামের রাজ্যনাশ ও বনবাস-বার্ত্তা প্রচারিত হইল। তখন রাজমহিষীরা প্রাণাধিক রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে বিদায় গ্রহণার্থ আগমন করিতে দেখিয়া আর্ত্তস্বরে এই বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, হা! যে রাম পিতার নিয়োগ ব্যতি-রেকেও আমাদিগের তত্ত্বাবধান করিতেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। যিনি জননীনির্ব্বিশেষে জন্মাবধি আমাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া থাকেন, যাঁহাকে কেহ কঠোর কথায় কিছু কহিলে কদাচ ক্রোধ করেন না, যিনি অন্যের ক্রোধজনক বাক্য মুখেও আনেন না, প্রত্যুত কেহ ক্রোধাবিষ্ট হইলে প্রসন্ন করিয়া থাকেন, আজ তিনিই বনে চলিলেন। দশরথের প্রিয়মহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। অবিরলগলিত নেত্রজলে তাঁহাদের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল

এবং সকলেই বারংবার রাজার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে এই ঘোরতর আর্ত্তরব শ্রবণ পূর্ব্বক পুত্রশোকে দেহ কুণ্ডলিত করিয়া আসনে অধোমুখে লীন হইয়া রহিলেন।

অনন্তর রাম মাতৃগণের এইরূপ কাতরতা দেখিয়া বদ্ধ কুঞ্জরের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করত জননীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন। উহার দ্বারদেশে একটি বৃদ্ধ ও অন্যান্য অনেকেই উপবিষ্ট ছিল। তাহারা রামকে দেখিবামাত্র সন্নিহিত হইয়া জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ করিল। তৎপরে রাম প্রথম প্রকোষ্ঠ অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন। তথায় রাজার বহুমানপাত্র বহুসংখ্য বেদজ্ঞ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া তৃতীয় প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলেন। তথায় আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই দ্বাররক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। তন্মধ্য হইতে কতকগুলি স্ত্রীলোক রামকে জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক সংবর্দ্ধনা করিয়া হৃষ্টমনে অগ্রে গৃহ প্রবেশ পূর্ব্বক কৌশল্যাকে তাঁহার আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল।

কৌশল্যা সংযম পূর্ব্বক রজনী যাপন করিয়া প্রাতে পুত্রের হিতার্থ স্বয়ং বিষ্ণু পূজা করিয়াছেন। তৎপরে শুক্ল বর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান ও মঙ্গলাচার সমাপন পূর্ব্বক পুলকিতমনে ঋত্বিগ্-

গণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। গৃহমধ্যে দধি ঘৃত অক্ষত মোদক হবনীয় দ্রব্য লাজ শ্বেতমাল্য পায়স কৃশর * সমিধ ও পূর্ণকুম্ভ রহিয়াছে। কৌশল্যা ব্রতপালন-ক্লেশে কৃশাঙ্গী হইয়া দৈবকার্য্য সাধনে ব্যতিব্যস্ত আছেন। ঐ সময় তিনি দেবতর্পণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাঁহার বহুদিনের বাসনার ধন আনন্দবর্দ্ধন রাম উপস্থিত হইলে তিনি দৈবকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বালবৎসা বড়বার ন্যায় তাঁহার নিকটস্থ হইলেন।

অনন্তর রাম কৌশল্যার চরণে প্রণাম করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া পুত্রবাৎসল্যে প্রিয়বাক্যে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্মশীল বৃদ্ধ রাজর্ষিগণের আয়ুঃ কীর্ত্তি এবং কুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর। দেখ, মহারাজ কেমন সত্যপ্রতিজ্ঞ, তিনি আজ নিশ্চয়ই তোমাকে যৌবরাজ্যে নিয়োগ করিবেন। এই বলিয়া কৌশল্যা রামকে উপবেশনার্থ আসন প্রদান পূর্ব্বক ভোজনে অনুরোধ করিলেন। তখন বিনীতস্বভাব রাম উপবিষ্ট না হইয়া দণ্ডকারণ্যে প্রস্থান করিবার উদ্দেশে মাতৃগৌরব রক্ষার্থ অবনতমুখে অঞ্জলি প্রসারণ পূর্ব্বক কহিলেন, জননি! ~~আপনার, লক্ষ্মণের~~

* তিল মুদ্গ ও তণ্ডুল মিশ্রিত অন্ন।

~~কহিলেন, জননি~~ ! আপনার জানকীর ও লক্ষ্মণের কোন দুঃখ-জনক ঘটনা উপস্থিত, বোধ হয় আপনি তাহা জানিতে পারেন নাই। আমি এখনই দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। আর আসনে আমার প্রয়োজন কি? এক্ষণে আমাকে ঋষিগণের বিষ্টরাসন ব্যবহার এবং তাঁহাদিগেরই ন্যায় আমিষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কন্দ-মূলফলে শরীর ধারণ করিয়া বনে বনে চতুর্দশ বৎসর অতিবাহিত করিতে হইবে। মহারাজ আজ আমায় তপস্বিবেশে অরণ্যে নির্বাসিত করিয়া ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিতেছেন। অতএব আমি চতুর্দ্দশ বৎসর বল্কল ধারণ ও বানপ্রস্থের ন্যায় আচরণ করিব।

কৌশল্যা এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র কুঠারচ্ছিন্ন শাল-যষ্টির ন্যায় সুরলোক-পরিভ্রষ্ট সুরনারীর ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপতিত হইলেন। যিনি কখনই দুঃখ সহ্য করেন নাই, রাম তাঁহাকে কদলীর ন্যায় ধরাসনে শয়ান ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া ব্যস্তসমস্তচিত্তে উত্থাপিত করিলেন এবং বড়বা যেমন ভার বহন পূর্ব্বক শ্রমাপনোদনার্থ ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হয়, তাঁহাকে সেইরূপ লুণ্ঠিত ও ধূলিধূসরিত দেখিয়া স্বয়ং স্বহস্তে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ মুছাইতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা এই অপ্রিয় সংবাদে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া লক্ষ্মণের সমক্ষে রামকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস.!

কেবল ক্লেশের নিমিত্ত যদি না তোমায় উদরে ধরিতাম, তাহা হইলে লোকে নয় আমাকে বন্ধ্যা বলিত, কিন্তু তদপেক্ষা অধিক দুঃখ আর আমায় সহ্য করিতে হইত না। 'আমি নিঃসন্তান' বন্ধ্যার কেবল এই একটি মাত্রই দুঃখ, তদ্ভিন্ন আর কিছুই নাই। রাম! স্বামী অনুরক্ত হইলে স্ত্রীলোকের যে সুখসৌভাগ্য লাভ হয়, ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই; একটি পুত্র হইলে সব দুঃখই দূর হইবে, এই আশ্বাসেই এত কাল প্রাণ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি রাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী, অতঃপর আমায় কনিষ্ঠাদিগের হৃদয়বিদারক অপ্রীতিকর কথা শুনিতে হইবে। বৎস! সপত্নীগণের বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের কষ্টকর আর কি আছে। আমার যেমন দুঃখ শোকের সীমা নাই এরূপ আর কাহারই দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি থাকিতেই যখন সপত্নীরা আমার এইরূপ দুর্দ্দশা করিল, তখন তুমি নির্বাসিত হইলে যে কি হইবে বলিতে পারি না; হা! পতি প্রতিকুল বলিয়া কৈকেয়ীর কিঙ্করী সকল কতই অবমাননা করিয়াছে। আমি উহাদের সমান বা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি। যাহারা আমার অনুগত হয়, আমার সেবা শুশ্রূষা করে, তাহারা কৈকেয়ীর পুত্র ভরতকে আসিতে দেখিলে ভয়ে আর আমায় সম্ভাষণ করে না। বৎস! কৈকেয়ী সর্ব্বদাই

ক্রোধভরে রহিয়াছে, তোমাকে বনে বিসর্জন দিয়া বল কিরূপে ঐ কর্কশভাষিণীর মুখ দর্শন করিব। উপনয়নের পর তোমার বয়স সপ্তদশ বৎসর হইয়াছে, এতদিন কেবল দুঃখাবসানের আশাতেই অতিবাহিত হইয়া গেল; এখন আমি জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছি, চির দিনের নিমিত্ত তোমার এই অক্ষয় বনবাস দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না এবং সপত্নীদিগের অত্যাচারও আর আমায় সহিবে না। তোমার এই পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সুন্দর আনন সন্দর্শন না করিয়া বল কিরূপে দীনভাবে কালাতিপাত করিব। হা! অতঃপর সকলে এই বলিয়া আক্ষেপ করিবে যে কৌশল্যার জীবন কেবল ক্লেশে ক্লেশেই গিয়াছে। আমি অতি মন্দভাগিনী, কত কষ্ট কত উপবাস করিয়া তোমায় বাড়াইলাম, দুরদৃষ্টক্রমে সমুদায় পণ্ড হইয়া গেল। বর্ষাসলিলে নদীকূলের ন্যায় আমার হৃদয় যখন এই দুঃখেও বিদীর্ণ হইল না, তখন বোধ হইতেছে ইহা নিতান্তই কঠিন। এই হতভাগিনীর মৃত্যু নাই—যমালয়েও স্থল নাই। মৃগরাজ সিংহ যেমন সহসা সজলনয়না কুরঙ্গীকে লইয়া যায়, কৃতান্ত আজ কেন আমায় সেইরূপ লইলেন না। এখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, আমার এই হৃদয় লৌহময়! তোমার মুখে এই দুঃখের কথা যেমন শুনিলাম, দণ্ডবৎ অমনিই ভূতলে পড়িলাম, কিন্তু ইহা বিদীর্ণ হইল না, এই দুঃখভারশ্রান্ত দেহও শতধা চূর্ণ হইয়া গেল না। এক্ষণে

বোধ হইতেছে, অসময়ে মৃত্যু সকলের ভাগ্যে সুলভ নহে; যদি হইত, তবে তোমা বিনা আজিই তাহা দেখিতে পাইতাম। বাছা! তোমারে বনবাস দিয়া আমার এই জীবনে প্রয়োজন কি? ধেনু যেমন বৎসের অনুসরণ করে, সেইরূপ স্নেহের প্রেরণায় আজ অরণ্যে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব। হা! আমি পুত্রের নিমিত্ত এত যে তপ জপ করিয়াছি, ঊষর-ক্ষেত্র-নিপতিত বীজের ন্যায় সমুদায়ই নিষ্ফল হইয়া গেল!

দেবী কৌশল্যা রামকে সত্যপাশে বদ্ধ দেখিয়া এবং তাঁহার বিয়োগে সপত্নীকৃত দুঃখপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিয়া পাশ-সংযত পুত্র-দর্শনে কিন্নরীর ন্যায় শোকাবেগে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন।

একবিংশ সর্গ।

অনন্তর দীন লক্ষ্মণ রামজননী কৌশল্যাকে এইরূপ শোকাকুল দেখিয়া তৎকালোচিত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে ! এই রঘুপ্রবীর রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া যে বন প্রস্থান করিবেন, ইহা সুসঙ্গত হইতেছে না। মহারাজ বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার প্রকৃতির বৈপরীত্য ঘটিয়াছে। তিনি বিষয়াসক্ত কামার্ত্ত ও স্ত্রৈণ, সুতরাং স্ত্রীলোকের মন্ত্রণায় তিনি কি না বলিবেন। আর্য্য রাম নির্বাসিত হইবেন এমন কি অপরাধ করিয়াছেন। পরোক্ষেও ইহাঁর দোষ কীর্ত্তনে সাহস করিতে পারে, অপরাধী শত্রুর মধ্যেও আমি অদ্যাবধি এমন কাহাকেই দেখি না। ইনি দেবপ্রভাব সরল-স্বভাব ও নির্লোভ। শত্রুর প্রতিও ইহাঁর অসাধারণ স্নেহ। এক্ষণে ধর্ম্মের মুখাপেক্ষা করিয়া কোন্ ব্যক্তি অকারণে এইরূপ গুণবান পুত্রকে পরিত্যাগ করিবে। মহারাজ পুনরায় বালকের ন্যায় নিতান্ত অবিবেচক হইয়াছেন,

কোন্ পুত্রই বা পূর্ব্ব-নৃপতি-চরিত্র পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইবে। আর্য্য! আপনার এই নির্বাসন-সংবাদ প্রচার না হইতেই আপনি আমার সাহায্যে সমস্ত রাজ্য হস্তগত করুন। আমি যখন সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় শরাসন ধারণ পূর্ব্বক আপনার পার্শ্ব রক্ষা করিব, তখন কাহার সাধ্য যে, অভিষেকের বিঘ্ন সম্পাদন করিবে। যদি বিঘ্নের কোন সূচনা দেখি, নিশ্চয়ই কহিতেছি, সুতীক্ষ্ণ শরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মনুষ্য করিব। যে ব্যক্তি ভরতের পক্ষ, যে তাহার হিতাভিলাষ করিয়া থাকে, আমি আজ তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করিব; আপনি নিশ্চয় জানিবেন যে মৃদুতাই পরাভবের কারণ হইয়া থাকে। আর্য্য! অধিক আর কি কহিব, পিতা কৈকেয়ীর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহারই উৎসাহে যদি আমাদিগের বিপক্ষতা করেন, তবে তাঁহাকেও সংহার করিতে হইবে। গুরু যদি কার্য্যা-কার্য্যবিচার-শূন্য ও গর্ব্বিত হন, তাঁহাকে শাসন করা ধর্ম্মসঙ্গত। দেখুন জ্যেষ্ঠত্ব-নিবন্ধন রাজ্য আপনারই প্রাপ্য, সুতরাং মহারাজ কোন্ বলে এবং কোন্ যুক্তিতেই বা কৈকেয়ীকে তাহা দিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতেছি, আপনার ও আমার সহিত শত্রুতা করিয়া অন্য কেহই ভরতকে রাজ্য প্রদান করিতে পারিবে না।

দেবি! আমি যথার্থতই হৃদয়ের সহিত রামকে প্রীতি করিয়া থাকি। এক্ষণে সত্য, শরাশন ও প্রিয় বস্তুর উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যদি রাম হুতাশন বা অরণ্যে প্রবেশ করেন, আপনি নিশ্চয় জানিবেন আমি ইহাঁর অগ্রেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইব। দিবাকর যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ আমি স্ববীর্য্য প্রভাবে আপনার দুঃখ দূর করিব। এক্ষণে আপনি ও আর্য্য রাম আপনারা উভয়েই আমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ করুন। আমি কৈকেয়ীর প্রতি অনুরক্ত বৃদ্ধ হইয়াও বাল-স্বভাবাপন্ন পিতাকে এখনই বিনাশ করিব।

দেবী কৌশল্যা মহাবীর লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া শোকাকুলিত মনে সাশ্রুনয়নে রামকে কহিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ যাহা কহিলেন, তুমিত তাহা শ্রবণ করিলে? এক্ষণে যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে ইহাঁরই মতানুবর্ত্তী হও। তুমি আমার সপত্নী কৈকেয়ীর অধর্ম্মজনক বাক্যে শোক-বিহ্বলা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। যদি তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের বাসনা হইয়া থাকে, গৃহে অবস্থান করিয়াই আমার সেবা কর, তাহাতেই তোমার ধর্ম্ম সঞ্চয় হইতে পারিবে। দেখ, মহর্ষি কাশ্যপ নিয়তকাল গৃহে থাকিয়াই মাতৃ সেবা করিয়া-ছিলেন, সেই পুণ্যবলেই স্বর্গলাভ করেন। গুরুত্ব নিবন্ধন মহা-রাজের ন্যায় আমিও তোমার পূজনীয়, এই কারণে আমি তোমায়

বনগমন করিতে দিব না। বৎস! তোমাকে বিদায় দিয়া আমার জীবন ও সুখেই বা প্রয়োজন কি, তোমায় লইয়া তৃণ ভক্ষণ পূর্ব্বক কালাতিপাত করাও আমার শ্রেয়। তুমি আমাকে শোকাকুল দেখিয়াও যদি পরিত্যাগ করিয়া বনে যাও, তাহা হইলে আমি অনশনে দেহপাত করিব। আমি আত্মঘাতিনী হইলে সমুদ্র যেমন ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ তুমিও এই অধর্ম্মে নরকস্থ হইবে।

রাম জননীকে দীন ভাবে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, মাতঃ! আমি পিতৃ আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না; আপনার চরণে ধরি, বনগমনে আমায় অনুজ্ঞা করুন। দেখুন, বনবাসী মহর্ষি কণ্ডু অধর্ম্ম জানিয়াও পিতৃ-আজ্ঞায় ধেনু নষ্ট করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে আমাদিগেরই বংশে মহারাজ সগরের আদেশে তাঁহার ষষ্টি সহস্র পুত্র ভূমি-খননে প্রবৃত্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন। জমদগ্নিনন্দন মহাবীর রামও পিতৃনিয়োগ লাভ করিয়া অরণ্যে কুঠার দ্বারা জননীর শিরশ্ছেদন করিয়াছিলেন। দেবি! এই সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মা এবং অন্যান্য অনেকেই পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন; অতএব যাহাতে পিতার মঙ্গল হয়, আমি তাহাই করিব। দেখুন কেবল আমিই যে পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতেছি, তাহা নহে, যে সমস্ত দেবতুল্য মহাত্মার নামো-

ল্লেখ করিলাম, ইহাঁরা অগ্রেই ইহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে যাহার অনুষ্ঠান না হইয়াছে, আমি এইরূপ ধর্ম্মে আপনাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছি না, পূর্ব্বতন মহাত্মাদিগের অভিপ্রেত ও অনুসৃত পথই আমার স্পৃহনীয়। জননি! পিতৃ-আজ্ঞা পালন মনুষ্যের একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এই জন্যই আমি এই বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান্ হইয়াছি। আপনি কিছুতে ইহা অধর্ম্ম বিবেচনা করিবেন না। দেখুন পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইলে কোন কালে কাহারই ধর্ম্মহানি হয় না।

মহাবীর রাম জননী কৌশল্যাকে এইরূপ কহিয়া পুনরায় লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি যে আমাকে স্নেহ করিয়া থাক, আমি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছি এবং তোমার বল বীর্য্য ও দুর্ব্বিষহ তেজও সম্যক জানিয়াছি। এক্ষণে জননী আমার সত্য ও শান্ত অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া আমার বনগমন-বার্ত্তায় যার পর নাই কাতর হইতেছেন। দেখ, লোকে ধর্ম্মকেই উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া স্বীকার করে, এবং ধর্ম্মেই সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। পিতা আমাকে যে বিষয়ে আদেশ করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মসংক্রান্ত। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক, পিতা মাতা বা ব্রাহ্মণের নিকট অঙ্গীকার করিয়া রক্ষা না করা তাঁহার নিতান্ত অকর্ত্তব্য। সুতরাং আমি যখন পিতার নিদেশ ও দেবী কৈকেয়ীর আদেশ পাইয়াছি, তখন বনগমনে কোন মতে ক্ষান্ত হইতে

পারি না। এই কারণে কহিতেছি তুমি নিতান্ত গর্হিত ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুরূপ বুদ্ধি এখনই পরিত্যাগ কর। যে ধর্ম্ম অতি কঠোর, তাহা আশ্রয় করিও না। এক্ষণে আমারই মতানুবর্ত্তী হও।

রাম ভ্রাতৃস্নেহে ভ্রাতা লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি বনে যাইব, আপনি অনুমতি প্রদান করুন। আমার দিব্য, আপনি আমার এই শ্রেয়ের বিঘ্নাচরণ করিবেন না। রাজর্ষি যযাতি যেমন ভূমি হইতে স্বর্গে আগমন করেন, সেইরূপ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় গৃহে প্রত্যাগমন করিব। শোক করিবেন না, মনের দুঃখ মনেই সংবরণ করুন। আমি নিশ্চয় কহিতেছি, পিতার আদেশ পালন করিয়া বনবাস হইতে পুনর্ব্বার গৃহে প্রত্যাগমন করিব। দেখুন আপনি, আমি, জানকী, লক্ষ্মণ ও সুমিত্রা আমরা এই কএক জন, পিতা যাহা বলিবেন, তাহাই করিব, ইহাই যথার্থ ধর্ম্ম। এক্ষণে দুঃখ শোক পরিত্যাগ করুন এবং অভিষেক ব্যাপারে ক্ষান্ত হইয়া আমারই এই ধর্ম্মবুদ্ধির অনু-সারিণী হউন।

রাম অবিকৃত মনে বিনীত বচনে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ করিলে দেবী কৌশল্যা মূর্চ্ছিতের ন্যায় যেন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিলেন এবং নির্নিমেষ লোচনে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে অতি

যত্নে ও স্নেহে লালন পালন করিয়া থাকি, সুতরাং মহারাজের ন্যায় আমিও তোমার গুরু। বল, তুমি কি বলিয়া এক্ষণে এই দুঃখিনীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে যাইবে। রাম! তোরে বিদায় দিয়া পৃথিবীতে বাঁচিবার ফল কি, অন্যান্য আত্মীয় স্বজনেই প্রয়োজন কি, দেবপূজা ও তত্ত্বজ্ঞানেই বা আর কি হইবে? যদি সংসারের সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া তোরে মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও দেখিতে পাই, তাহাও ভাল।

তখন অন্ধকারপ্রবিষ্ট হস্তী যেমন উল্কা-দণ্ড-স্পৃষ্ট হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেইরূপ রাম জননী কৌশল্যার এই প্রকার করুণ বাক্যে একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া উঠিলেন। সম্মুখে মাতা শোকে বিচেতনপ্রায়, ভ্রাতা লক্ষ্মণও দুঃখে একান্ত আর্ত্ত ও সন্তপ্ত, তদ্দর্শনে রাম আপনার ধর্ম্মবুদ্ধিরই অনুরূপ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ! আমার উপর তোমার যে ঐকান্তিক ভক্তি আছে, আমি তাহা জ্ঞাত আছি এবং তোমার পরাক্রম যে অসাধারণ, তাহাও জানি; কিন্তু আমি তোমাকে ভূয়োভূয়ঃ নিষেধ করিতেছি, তুমি আমার অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া জননীর সহিত আমাকে আর দুঃখিত করিও না। এই জীবলোকে পূর্ব্বকৃত ধর্ম্মের ফলোৎপত্তিকাল উপস্থিত হইলে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং যে কার্য্যে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই প্রাপ্ত

হওয়া যায়, তাহা হৃদয়হারিণী একান্ত বশ্যা পুত্রবতী ভার্য্যার ন্যায় অবশ্যই স্পৃহনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহাতে ধর্ম্মাদি কিছুরই সমাবেশ দৃষ্ট হয় না, তাহার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর নহে। যাহাতে ধর্ম্ম সংগ্রহ হয়, তাহাই করিবে। যে ব্যক্তি উপেক্ষা-দোষে ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া স্বার্থপর হয়, সে লোকের দ্বেষভাজন হইয়া থাকে। আর ধর্ম্মবিরহিত কামও কোনরূপে প্রশস্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। দেখ আমাদিগের বৃদ্ধ পিতা ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতিতে আমাদিগকে সম্যক উপদেশ দিয়াছেন। তিনি কাম ক্রোধ অথবা হর্ষ বশতই হউক, যেরূপ আজ্ঞা দিবেন, ধর্ম্মবোধে কে তাহার অনুষ্ঠান না করিবে? এই কারণে পিতা যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আমি সমর্থ হইতেছি না। মহারাজ আমাদিগের পিতা, আমাদিগের উপর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন প্রভুতা আছে। বিশেষতঃ দেবীর তিনি ভর্ত্তা, তিনিই গতি ও তিনিই ধর্ম্ম। অধিক আর কি কহিব তিনি জীবিত আছেন, বিশেষত পুত্র পরিত্যাগ করিয়াও ধর্ম্ম-রক্ষায় প্রস্তুত হইয়াছেন, এইরূপ অবস্থায় তাঁহার আজ্ঞাক্রমে দেবীও অন্য অনাথা স্ত্রীলোকের ন্যায় আমার সহিত এই স্থান হইতে বহিষ্কৃত হইতে পারেন। অতএব ইনি বনগমন বিষয়ে আমায় আদেশ করুন, আমি ব্রতকাল পূর্ণ করিয়া যাহাতে প্রত্যাগমন করিতে পারি, আমায় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করুন।

দেবি! আমি রাজ্য লোভে মহাফলজনক যশে কিছুতেই উপেক্ষা করিতে পারিব না। জীবন কাহারই চিরস্থায়ী নহে, সুতরাং অধর্ম্মানুসারে অদ্য এই তুচ্ছ পৃথিবীকে হস্তগত করিতে আমার কিছুতেই স্পৃহা হইবে না।

মনুজপ্রধান রাম অক্ষুব্ধচিত্তে দণ্ডকারণ্য প্রস্থান করিবার নিমিত্ত বীর লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রসন্ন করিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

অনন্তর লক্ষ্মণ রামের এইরূপ রাজ্যনাশ ও বনবাস আলোচনা করিয়া দুঃখে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। রামের দুর্দ্দশা তাঁহার কোন মতেই সহ্য হইল না; নেত্রযুগল ক্রোধে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তখন সুধীর রাম ক্রোধাবিষ্ট হস্তীর ন্যায় প্রিয়মিত্র সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণকে সম্মুখীন করিয়া অবিকৃতমনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! এক্ষণে ক্রোধ শোক এবং এই অবমাননাকে হৃদয়ে স্থান প্রদান করিও না। আমার নিমিত্ত যে অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে, ধৈর্য্য ও হর্ষের সহিত তাহা বিদূরিত কর এবং এই বনগমনরূপ অবিনশ্বর যশের সাহায্যে প্রবৃত্ত হও। আমার অভিষেকের দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত তুমি যেরূপ যত্ন স্বীকার করিয়াছিলে, অভিষেক নিবৃত্তির নিমিত্তও সেইরূপ যত্ন কর। রাজ্যাভিষেকের কথা শুনিয়া যাঁহার সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদিগের সেই মাতা কৈকেয়ীর

যাহাতে শঙ্কা দূর হয়, তুমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার অন্তরে যে অনিষ্ট-আশঙ্কা-মূলক দুঃখ উৎপন্ন হইয়াছে, আমি মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তও তাহা উপেক্ষা করিতে পারি না। জ্ঞান বা অজ্ঞান বশতই হউক পিতামাতার নিকট যে সামান্য মাত্র অপরাধ করিয়াছি, ইহা কদাচই আমার স্মরণ হয় না। আমার পিতা সত্যবাদী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ। তিনি পরলোক-ভয়ে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার ভয় দূর হউক। অভি-ষেকের অভিলাষে ক্ষান্ত না হইলে পিতা আপনার কথা রক্ষা হইল না দেখিয়া যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ পাইবেন, তাঁহার দুঃখ আমাকেও মর্ম্মবেদনা দিবে; এই কারণে আমি রাজ্য-লোভ পরিত্যাগ করিয়া এখনই এই পুরী হইতে নির্গত হইবার ইচ্ছা করি। আমি নির্গত হইলে আজ কৈকেয়ী কৃতকার্য্য হইয়া নিষ্কণ্টকে আপনার পুত্র ভরতকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন। আমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রস্থান করিলে তিনি মনের সুখে কালযাপন করিতে পারিবেন। যিনি কৈকেয়ীকে এই বুদ্ধি প্রদান করিয়াছেন, তিনিই আবার এই বুদ্ধির অনুযায়ী কার্য্যসাধনে তাঁহাকে অটল রাখিয়া-ছেন; সুতরাং আমি দেবীর মনঃক্ষোভ জন্মাইতে কোন মতেই পারিব না, এখনই বনবাসোদ্দেশে প্রস্থান করিব। লক্ষ্মণ! প্রাপ্তরাজ্যের পুনঃ প্রত্যাহরণ ও আমার নির্ব্বাসন এই

দুই বিষয়ে দৈবই কারণ সন্দেহ নাই। আমার প্রতি কৈকেয়ীর মনের ভাব যে এইরূপ কলুষিত হইয়াছে, দৈবই ইহার নিদান, তাহা না হইলে কৈকেয়ী আমায় দুঃখ দিবার নিমিত্ত কখনই এইরূপ অধ্যবসায় করিতেন না। ভাই! তুমি ত জানই যে আমি কোন কালে মাতৃগণের মধ্যে কাহাকেই ইতর বিশেষ করি নাই, আর কৈকেয়ীও আমাকে ও ভরতকে কখন ভিন্ন ভাবে দেখেন নাই; সুতরাং তিনি অতি কঠোর বাক্যে যে আমার রাজ্যনাশ ও বনবাস প্রার্থনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে দৈব ভিন্ন অন্য কোন কারণই দেখি না। দেবী কৈকেয়ী সৎস্বভাবা ও গুণবতী হইয়া ভর্ত্তৃসমক্ষে সামান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় যে আমায় ক্লেশকর বাক্য প্রয়োগ করিবেন, দৈব ভিন্ন ইহার অন্য কোন কারণই দেখি না। যাহা অচিন্তনীয় তাহাই দৈব; জীবগণের অধিষ্ঠাতা ব্রহ্মাদি দেবতারাও এই দৈবকে অতিক্রম করিতে পারেন না। এই দৈব প্রভাবেই কৈকেয়ীর ভাব-বৈপরীত্য ও আমার রাজ্যনাশ উপস্থিত হইয়াছে। বৎস! কর্ম্মফল ব্যতীত যাহার জ্ঞেয় আর কিছুই নাই, সেই দৈবের সহিত কোন্ ব্যক্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে সাহসী হইবে। সুখ দুঃখ ভয় ক্রোধ ক্ষতি লাভ বন্ধন ও মুক্তি এই সমস্ত বিষয়ের মধ্যে দুর্জ্ঞেয়-কারণ এমন যাহা কিছু ঘটিতেছে, তৎসমুদায়ের মূলই দৈব। দেখ

উগ্রতপা তাপসেরা দৈববশতই কঠোর নিয়ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকেন। এই জীবলোকে আরব্ধ কার্য্য প্রতিহত করিয়া অকস্মাৎ যে কোন অসংকল্পিত বিষয় প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা দৈবের বিলাস ভিন্ন আর কিছুই নহে।

লক্ষ্মণ! এক্ষণে যদিও অভিষেকের ব্যাঘাত ঘটিতেছে, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আপনাকে প্রবোধিত করিতে পারিলে তোমার আর কিছুমাত্র পরিতাপ উপস্থিত হইবে না। তুমি এই উপদেশ-বলে দুঃখ সংবরণ করিয়া আমার মতানুবর্ত্তী হও এবং অভি-ষেকের আয়োজনে শীঘ্র সকলকে নিরস্ত কর। আমার অভিষেক সাধনার্থ যে সকল জলপূর্ণ কলস স্থাপিত রহিয়াছে, এক্ষণে ঐ সমস্ত দ্বারা আমার তাপস-ব্রতের স্নানক্রিয়া সমাহিত হইবে। অথবা অভিষেকসংক্রান্ত এই সমুদায় দ্রব্যে দৃষ্টিপাত করিবার আর আবশ্যকতা নাই, আমি স্বহস্তেই কূপ হইতে জল উদ্ধৃত করিয়া বনবাস-ব্রতে দীক্ষিত হইব। ভাই! রাজ্য-লক্ষ্মী হস্তগত হইল না বলিয়া তুমি দুঃখিত হইও না, রাজ্য ও বন এই উভয়ের মধ্যে বনই প্রশস্ত। দৈবের প্রভাব যে কিরূপ তুমিত তাহা জ্ঞাত হইলে; সুতরাং এই রাজ্যনাশ বিষয়ে দৈবোপহত পিতা ও কনিষ্ঠা মাতার দোষা-শঙ্কা করা আর তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দুঃখ ও হর্ষের মধ্যগত হইয়া অবনতমুখে কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিলেন এবং ললাটপট্টে ভ্রূকুটী বন্ধন পূর্ব্বক বিলমধ্যস্থ ভুজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহার বদনমণ্ডল নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত সিংহের মুখের ন্যায় অতিভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনন্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ করিয়া থাকে, তদ্রূপ তিনি হস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানা প্রকারে গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বক্রভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! ধর্ম্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্টান্তে লোকদিগকে মর্য্যাদায় স্থাপন এই দুই কারণে বন গমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আপনার যদি আবেগ উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে ভবাদৃশ ব্যক্তির মুখ হইতে কি এইরূপ বাক্য নির্গত

হওয়া সম্ভব ? আপনি অনায়াসেই দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত একান্ত শোচনীয় অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ? মহারাজ অতি পাপাত্মা, রাজমহিষী কৈকেয়ী অতি পাপীয়সী, ইহাঁদিগের পাপস্বভাবে আপনার কেন বিশ্বাস জন্মিতেছে না ? ধর্ম্মাত্মন্! আপনি কি বিদিত নহেন যে, এই জীবলোকে অনেকেই কেবল ধর্ম্মের ভান করিয়া কালাতিপাত করিয়া থাকে ? দেখুন, মহারাজ ও কৈকেয়ী স্বার্থের অনুরোধে ভবাদৃশ সচ্চরিত্র পুত্রকে শঠতা পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতেছেন। শঠতা দ্বারা আপনাকে বঞ্চিত করা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় না হইলে, তাঁহারা রাজ্যাভিষেকের উদ্‌যোগ করিয়া কদাচই তাহার বিঘ্নাচরণ করিতেন না। আর যদি বরপ্রসঙ্গ সত্য হইত, অভিষেক আরম্ভের পূর্ব্বেই কেন তাহার সূচনা না হইল ? যাহাই হউক জ্যেষ্ঠকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠের রাজ্যাভিষেক নিতান্ত গর্হিত, মহারাজ তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছেন। হে বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। এক্ষণে আমি মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্ম্মের মর্ম্ম অনুধাবন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে, আমি সেই ধর্ম্মকেই দ্বেষ করি। আপনি কর্ম্মক্ষম,

তবে কি কারণে সেই স্ত্রৈণ রাজার ঘৃণিত অধর্ম্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? এই যে রাজ্যাভিষেকের বিঘ্ন উপস্থিত হইল, বরদানচ্ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্ম্ম-বুদ্ধি নিতান্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই। আপনি অকারণে রাজ্য-পদ পরিত্যাগ করিয়া যে অরণ্যে প্রস্থান করিবেন, ইহাতে ইতর সাধারণ সকলেই আপনার অবশ ঘোষণা করিবে। মহা-রাজ ও কৈকেয়ী কেবল নামমাত্রে পিতা মাতা, বস্তুত তাঁহারা পরম শত্রু, যাহাতে আমাদিগের অনিষ্ট হয়, প্রতিনিয়ত তাহারই চেষ্টা করিয়া থাকেন; আপনি ব্যতিরেকে মনে মনেও তাঁহাদিগের সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে কেহই সম্মত নহে। তাঁহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিঘ্নাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্ব্বুদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নির্ব্বীর্য্য, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাঁহারা বীর, লোকে যাঁহা-দিগের বল বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাঁহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরস্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাঁহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না। আর্য্য! আজ লোকে দৈববল এবং

পুরুষের পৌরুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষ-কার উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিষেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, আজ তাহা-রাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দ্দান্ত মদস্রাবী মত্ত কুঞ্জরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত লোকপাল, অধিক কি ত্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। যাহারা পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দ্দশ বৎসরের নিমিত্ত নির্বা-সিত হইতে হইবে। আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত রাজা ও কৈকেয়ীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব। যে আমার বিরোধী, আমার দুর্ব্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রূপ দৈববল কদাচই সুখের নিমিত্ত হইবেক না। আর্য্য! আপনি সহস্র বৎসর অন্তে বন প্রবেশ করিলে, আপ-নার পুত্রেরাই রাজসিংহাসন অধিকার করিবে। পুত্র অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনে সমর্থ হইলে তাহার হস্তে সমস্ত রাজ্যভার অর্পণ পূর্ব্বক পূর্ব্ব রাজর্ষিগণের দৃষ্টান্তানুসারে বন প্রস্থান করাই শ্রেয়।

মহারাজ চপলতা দোষে প্রতিকূল হইলে পাছে রাজ্য হস্তান্তর হয়, এই আশঙ্কায় রাজসিংহাসন গ্রহণে আপনি অসম্মত হইবেন না। প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রূপ আমি আপনার রাজ্য রক্ষা করিব। এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্নবান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রব্যে অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোন প্রকার বিরোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাঁহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য্য! আমার যে এই ভুজদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতেছেন, ইহা কি কেবল শোভার্থ? এই খড়্গ কি কাষ্ঠ বন্ধন এই শরে কি কাষ্ঠভার অবতরণ করা হয়?—মনেও করিবেন না; এই চারিটি পদার্থ শত্রুবিনাশার্থই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক্ষণে বজ্রধারী ইন্দ্রই কেন আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হউন না বিদ্যুতের ন্যায় ভাস্বর তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা তাঁহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হস্তীর শূণ্ড অশ্বের ঊরুদেশ এবং পদাতির মস্তক আমার খড়্গে চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দুরবগাহ করিয়া তুলিবে। অদ্য বিপক্ষেরা আমার অসিধারায় ছিন্নমস্তক হইয়া শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় বিদ্যুদ্দাম শোভিত মেঘের ন্যায় রণক্ষেত্রে নিপতিত হইবে। আমি যখন গোধাচর্ম্ম-

নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ ও শরাসন ধারণ করিয়া সমরসাগরে অবতীর্ণ হইব তখন, পুরুষের মধ্যে এমন কে আছে যে, বীর-দর্পে জয়ী হইতে পারিবে। আমি বহু সংখ্য শরে এক ব্যক্তিকে এবং একমাত্র শরে বহু ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া হস্তী অশ্ব ও মনুষ্যের মর্ম্মদেশ অনবরত বিদ্ধ করিব। অদ্য মহা-রাজের প্রভুত্ব নাশ এবং আপনার প্রভুত্ব সংস্থাপন এই উভয় কারণে আমার অস্ত্রপ্রভাব প্রদর্শিত হইবে। যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধনদান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনকার অভিষেক-বিঘাতকদিগের নিবারণ বিষয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্ শত্রুকে ধন প্রাণ ও সুহৃদ্গণ হইতে বিযুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিঙ্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব।

রঘুবংশাবতংস রাম লক্ষ্মণের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বারংবার তাঁহাকে সান্ত্বনা ও তাঁহার অশ্রুজল মার্জনা করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি পিতৃআজ্ঞা পালন করিব সর্ব্বাবয়বে ইহাই সৎপথ বলিয়া আমার বোধ হইতেছে।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা ধার্ম্মিক রামকে পিতৃআজ্ঞা পালনে একান্ত অধ্যবসায়ারূঢ় দেখিয়া বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হা! যিনি আমার গর্ভে মহারাজ দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাকে কখনই দুঃখের মুখ দর্শন করিতে হয় নাই, সেই প্রিয়ংবদ রাম কি প্রকারে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা দিনপাত করিবেন। যাঁহার ভৃত্যেরা সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিয়া থাকে, তিনি অরণ্যে কি রূপে ফল মূল আহার করিবেন। রাজার প্রিয় পুত্র গুণবান রাম নির্বাসিত হইতেছেন এই বাক্যে কে বিশ্বাস করিবে, বিশ্বাস করিলেও কাহার না অন্তরে ভয় উপস্থিত হইবে। যখন হৃদয়রঞ্জন রামের বনবাস ঘটনা হইল, তখন সকলের নিয়ন্তা দৈবই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল, তাহা নিঃশংসয়েই বোধ হইতেছে। বৎস! গ্রীষ্মকালে হুতাশন যেমন তৃণ লতা সকল দগ্ধ করিয়াথাকে, তদ্রূপ এই শোকানল আমার হৃদয় ভেদ করিয়া উত্থিত হইবে, তোমার অদর্শন-

রূপ বায়ু উহাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে; দুঃখ উহার কাষ্ঠ, চক্ষের জল আহুতি এবং চিন্তা-জনিত বাষ্প ধূমস্বরূপ হইবে। বৎস! এক্ষণে তুমি যথায় যাইবে, বৎসানুসারিণী ধেনুর ন্যায় আমি তোমার সমভিব্যাহারিণী হইব।

পুরুষপ্রধান রাম শোকাতুরা জননীর এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, মাতঃ! কৈকেয়ী বঞ্চনা করিয়া মহারাজকে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত করিয়াছেন; এক্ষণে আমি ত বনে চলিলাম, আবার আপনিও যদি আমার অনুসরণ করেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই প্রাণ বিসর্জ্জন করিবেন। স্ত্রীলোকের স্বামিপরিত্যাগ অপেক্ষা নিষ্ঠুরতা আর কিছুই নাই, সেই জঘন্য বিষয় আপনি মনেও স্থান দিবেন না। জগতের পতি পিতা যত দিন জীবিত থাকিবেন, আপনি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করুন, ইহাই আপনার ধর্ম্ম।

শুভদর্শনা কৌশল্যা রামের এই কথা শুনিয়া প্রীতমনে কহিলেন, বৎস! স্বামীর শুশ্রূষা করা স্ত্রীলোকের অবশ্য কর্ত্তব্য সন্দেহ নাই। জননী স্বামিসেবায় অনুমোদন করিলে, ধর্ম্মপরায়ণ রাম পুনর্ব্বার কহিলেন, মাতঃ! মহারাজ আপনার ভর্ত্তা এবং আমার পরম গুরু পিতা, বিশেষতঃ তিনি সকলের অধীশ্বর ও প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন করা আমাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য। নিশ্চয়ই কহিতেছি আমি এই চতুর্দ্দশবৎসর কাল

অরণ্য পর্য্যটন পূর্ব্বক প্রত্যাগমন করিয়া প্রীতমনে আপনার সেবা শুশ্রূষা করিব।

তখন পুত্রবৎসলা কৌশল্যা দুঃখিতমনে বাষ্পপূর্ণ লোচনে কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে বিদায় দিয়া এই সপত্নী-দিগের মধ্যে কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিব না। যদি পিতার নিমিত্ত বনবাসই স্থির করিয়া থাক, তবে আমাকেও বন্য মৃগীর ন্যায় সঙ্গে লইয়া যাও; এই বলিয়া কৌশল্যা করুণ কণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে রাম স্বয়ং কাতর না হইয়া কহিলেন, জননি! স্ত্রীলোক যতদিন জীবিত থাকিবে, তত দিন ভর্ত্তাই তাহার দেবতা ও প্রভু; সুতরাং মহারাজ আপনার ও আমার উপর যে যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তিনি সত্ত্বে নির্ম্মস্তকের ন্যায় জ্ঞান করা আমাদিগের কর্ত্তব্য নহে। ভরত অতি প্রিয়বাদী ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তিনি সর্ব্বতোভাবেই আপনার মনোরঞ্জন করিবেন, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাবধান, আমি নিষ্ক্রান্ত হইলে মহারাজ আমার শোকে যেন ক্লান্তি অনুভব না করেন। আমার বিয়োগ-দুঃখ তাঁহার পক্ষে অতি দারুণ হইয়া উঠিবে, দেখিবেন, যেন অতঃপর তাঁহার প্রাণান্তকর কিছুই উপস্থিত না হয়। মাতঃ! কায়মনে সেই বৃদ্ধ রাজার হিত সাধন করা আপনার বিধেয়। যে নারী

ব্রতোপবাস-শীল হইয়া ভর্ত্তৃসেবা না করে, তাহার অধোগতি লাভ হয়; ভর্ত্তৃসেবা করিলে স্বর্গ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। দেবতাকে পূজা ও নমস্কার করিতে যাহার শ্রদ্ধা নাই, তাহার ভর্ত্তৃসেবা করাই শ্রেয়। দেবি! বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির এইরূপই ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। এক্ষণে আপনি স্বামিসেবায় মনোনিবেশ করিয়া আহার সংযম পূর্ব্বক আমারই শুভোদ্দেশে অগ্নিকার্য্যে দেবগণের অর্চ্চনা এবং ব্রতশীল বিপ্রবর্গের পূজা করিবেন। এই ভাবে কিছু দিন আমার আগমন প্রতীক্ষায় ক্ষেপণ করুন। যদি মহারাজ জীবিত থাকেন, আমি প্রত্যাগমন করিলে ইহার ফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইবেন।

দেবী কৌশল্যা রামের এইরূপ প্রবোধ জনক বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে সজলনয়নে কহিলেন, রাম! তুমি বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছ, তোমাকে ক্ষান্ত করা আর আমার সাধ্য নহে। বোধ হয় অবশ্যম্ভাবী বিয়োগ-কাল অতিক্রম করা নিতান্তই সুকঠিন। যাহাই হউক তুমি এক্ষণে একাগ্রমনে গমন কর; তোমার মঙ্গল হউক। তুমি প্রত্যাগমন করিলে আমার সকল দুর্ভাবনা দূর হইবে। তুমি এই চতুর্দ্দশ বৎসর ব্রত পালন পূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরম সুখে নিদ্রা যাইব। বৎস! আমার অনুরোধ না রাখিয়া অচিন্তনীয় দৈবই তোমায় অরণ্যবাসে প্রেরণ করিতেছেন।

এক্ষণে প্রস্থান কর, নির্ব্বিঘ্নে আসিয়া হৃদয়হারী সান্ত্বনায় আমাকে আনন্দিত করিও। বাছা! ভাগ্যে কি সেই দিন উপস্থিত হইবে, যে দিনে দেখিব তুমি জটাবল্কল ধারণ পূর্ব্বক বন হইতে আগমন করিলে? এই বলিয়া কৌশল্যা সাদরমনে রামকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর কৌশল্যা শোক সংবরণ পূর্ব্বক পবিত্র সলিলে আচমন করিয়া রামের নিমিত্ত নানা প্রকার মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, বৎস! আমি তোমাকে কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না। এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিও। তুমি প্রীতিভরে নিয়ম-সহকারে যে ধর্ম্ম প্রতিপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। তুমি দেবালয়ে যে সমস্ত দেবতাদিগকে প্রতিনিয়ত প্রণাম করিয়া থাক, বনমধ্যে তাঁহারা তোমায় রক্ষা করুন। ধীমান বিশ্বামিত্র তোমাকে যে সমস্ত অস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারাও তোমায় রক্ষা করুন। বৎস! পিতৃ-সেবা মাতৃসেবা ও সত্য পালনের প্রভাবে রক্ষিত হইয়া চির-জীবী হও। সমিধ কুশ পবিত্র বেদি আয়তন স্থণ্ডিল পর্ব্বত বৃক্ষ হ্রদ পতঙ্গ পন্নগ ও সিংহ সকল তোমায় রক্ষা করুন।

সাধ্য বিশ্বদেব মরুত ইন্দ্রাদি লোকপাল বসন্তাদি ছয় ঋতু মাস সংবৎসর দিন রাত্রি মুহূর্ত্ত কলা এবং বিরাট্ বিধাতা পূষা ভগ অর্য্যমা শ্রুতি স্মৃতি ও ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন। ভগবান স্কন্দ সোম বৃহস্পতি সপ্তর্ষি নারদ ও অন্যান্য মহর্ষিগণ তোমায় রক্ষা করুন। প্রসিদ্ধ অধিপতির সহিত দিক সমুদায় আমার স্তুতিবাদে প্রসন্ন হইয়া বনমধ্যে প্রতিনিয়ত তোমায় রক্ষা করুন। তুমি যখন মুনিবেশে অটবীমধ্যে পর্য্যটন করিবে, তখন কুলপর্বত, বরুণদেব, স্বর্গ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, স্থির ও অস্থির বায়ু, সমস্ত নক্ষত্র, অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সহিত গ্রহ সমুদায় এবং উভয় সন্ধ্যা তোমায় রক্ষা করিবেন। দেবতা ও দৈত্যেরা তোমাকে নিরন্তর সুখে রাখিবেন। ক্রূরকর্ম্মপরায়ণ অতিভীষণ রাক্ষস পিশাচ ও মাংসভোজী অন্যান্য হিংস্র জন্তু হইতে যেন তোমার অন্তরে ভয়সঞ্চার না হয়। বানর বৃশ্চিক দংশ মশক সরীসৃপ ও কীট সকল বনমধ্যে তোমার যেন কোনরূপ অনিষ্টাচরণ না করে। হস্তী ব্যাঘ্র বিষালদশন ভল্লূক শৃঙ্গসম্পন্ন করালদর্শন মহিষ এবং অন্যান্য মনুষ্য-মাংস-ভোজী ভয়ঙ্কর জন্তু সকলকে আমি এই স্থান হইতে পূজা করিব, তাহারা যেন তোমায় প্রাণে বিনাশ না করে। তোমার পরাক্রম সিদ্ধ হউক, পথের বিঘ্ন দূর হউক। তুমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ফলমুল প্রাপ্ত হইয়া নিরাপদে প্রস্থান

কর। অন্তরীক্ষচর ও পার্থিব প্রাণি সমুদায় এবং যে সমস্ত দেবতা তোমার প্রতিকূল্য তাঁহারা তোমার মঙ্গল বিধান করুন। শুক্র সোম সূর্য্য কুবের যম অগ্নি বায়ু ধূম এবং ঋষিমুখোচ্চরিত মন্ত্র সকল স্নানকালে তোমায় রক্ষা করুন। সর্ব্বলোকপ্রভু ভূতভাবন ভগবান স্বয়ম্ভূ এবং অন্যান্য দেবতারা তোমায় রক্ষা করুন।

বিশাললোচনা কৌশল্যা রামকে এইরূপ আশীর্বাদ করিয়া মাল্য গন্ধ ও স্তুতিবাদ দ্বারা দেবগণকে অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে বিপ্রগণের সাহায্যে বহ্নিস্থাপন পূর্বক রামের শুভোদ্দেশে হোম করাইবার সংকল্প করিলেন এবং এই কার্য্যের উপযোগী ঘৃত শ্বেত মাল্য সমিধ ও সর্ষপ আহরণ করিয়া দিলেন। তখন উপাধ্যায় শান্তি ও আরোগ্য উদ্দেশ করিয়া বিধানানুসারে প্রজ্বলিত হুতাশনে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হুতাবশেষ দ্বারা লোকপালাদি বলি সমাধান ও ব্রাহ্মণগণকে মধুপর্ক প্রদান করিয়া রামের বনবাসোদ্দেশে স্বস্তিবাচন করাইলেন।

অনন্তর যশস্বিনী রামজননী উপাধ্যায়কে ইচ্ছানুরূপ দক্ষিণা দান করিয়া রামকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! বৃত্রাসুর-বিনাশকালে সর্বদেব-পূজিত দেবরাজ ইন্দ্রের যে শুভ লাভ হইয়াছিল, তোমার তাহাই হউক। পূর্বে বিনতা অমৃত-

প্রার্থী বিহগরাজ গরুড়ের যে শুভ কামনা করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। অমৃতোদ্ধার সময়ে বজ্রধর ইন্দ্র দৈত্যদলনে প্রবৃত্ত হইলে দেবী অদিতি তাঁহার নিমিত্ত যে শুভ অনুধ্যান করিয়াছিলেন, তুমি তাহাই লাভ কর। অতুলবল বামন যখন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আক্রমণ করেন, তৎকালে তাঁহার যে শুভ উপস্থিত হইয়াছিল, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। এক্ষণে মহাসাগর দ্বীপ ত্রিলোক বেদ ও দিক সমুদায় তোমার মঙ্গল করুন। এই বলিয়া দেবী কৌশল্যা রামের মস্তকে অক্ষত প্রদান, সর্বাঙ্গে গন্ধ লেপন এবং মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক পরীক্ষিত ওষধি ও শুভ বিশল্যকরণী হস্তে বন্ধন করিয়া দিলেন।

তৎপরে তিনি বারংবার রামকে আলিঙ্গন এবং তাঁহার মস্তক আনমন ও আঘ্রাণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর বাস্পগদ্গদ কণ্ঠে, মনের সহিত নহে, বাক্যমাত্রে দুঃখিতা হইয়াও যেন হৃষ্টার ন্যায় কহিলেন, বৎস! এক্ষণে তোমার যথায় ইচ্ছা প্রস্থান কর। তুমি নীরোগে অভীষ্ট সাধন পূর্বক অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইবে, আমি পরম সুখে তাহাই দর্শন করিব। তুমি আমার নির্বিঘ্নে প্রত্যাগমন করিয়া বধূ জানকীর বাসনা পূর্ণ করিবে। আমি রুদ্রাদি দেবগণ ভূতগণ ও উরগগণকে অর্চ্চনা করিয়াছি, তুমি এক্ষণে বহুদিনের

নিমিত্ত বনবাসী হইতেছ, ইহাঁরা তোমার শুভসাধন করুন। এই বলিয়া কৌশল্যা স্বস্ত্যয়ন সমাপন পূর্ব্বক জলধারাকুল-লোচনে রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং তাঁহাকে বারংবার আলিঙ্গন করিয়া একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ষড়্বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া দেহ-প্রভায় জনসঙ্কুল রাজপথ সুশোভিত এবং গুণগ্রামে তত্রত্য সকলের হৃদয় চমকিত করত তথা হইতে জানকীর আবাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে জানকী রামের বনবাসবৃত্তান্ত কিছুই জানিতে পারেন নাই, অদ্য তাঁহার যৌবরাজ্য হস্তগত হইবে মনের এই উল্লাসেই মগ্ন হইয়া আছেন। তিনি ঐ সময় রাজধর্ম্মের অনুরূপ আচার অবলম্বন পূর্ব্বক প্রীত মনে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে দেবপূজা সমাপন করিয়া তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এই অবসরে রাম লজ্জাবনত বদনে তথায় প্রবেশ করিলেন। তখন জানকী প্রিয়তমকে একান্ত চিন্তিত ও শোকসন্তপ্ত দেখিয়া কম্পিত কলেবরে উত্থিত হইলেন। জানকীর সমক্ষে রামের মনোগত শোক আর গোপন রহিল না, আকার ইঙ্গিতে যেন সুস্পষ্টই প্রকাশ পাইতে লাগিল।

অনন্তর জানকী রামের মুখকান্তি মলিন দেখিয়া দুঃখিত

মনে কহিলেন, নাথ! এখন কেন তোমার এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত? অদ্য চন্দ্রের সহিত পুষ্যা নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে, এই শুভলগ্নে বৃহস্পতি দেবতা আছেন, বিজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা কহিতেছেন, আজিকার দিনই রাজ্যাভিষেকে প্রশস্ত, তবে কেন তুমি এইরূপ বিমনা হইয়াছ? শতশলাকা-রচিত শ্বেতছত্রে তোমার এই সুকুমার মুখকমল কেন আবৃত, নাই! শশাঙ্ক ও হংসের ন্যায় ধবল চামরযুগল লইয়া ভৃত্যেরা কি নিমিত্ত ইহা বীজন করিতেছে না! সূত মাগধ ও বন্দিগণ প্রীতমনে মঙ্গল গীতি গান করিয়া আজ কৈ তোমায় স্তুতিবাদ করিল! বেদপারগ বিপ্রেরা স্নানান্তে কেন তোমার মস্তকে মধু ও দধি প্রদান করেন নাই! গ্রাম ও নগরের প্রজাবর্গ এবং প্রধান প্রধান সমস্ত পারিষদ বেশভূষা করিয়া অভিষেকান্তে কি কারণে তোমার অনুসরণ করিলেন না! সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুষ্পরথ চারিটি সুসজ্জিত বেগবান অশ্বে যোজিত হইয়া কি নিমিত্ত তোমার অগ্রে অগ্রে ধাবমান হইল না! মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতাকার সুদৃশ্য সুলক্ষণাক্রান্ত হস্তী কেন তোমার অগ্রে নাই! পরিচারকেরা সুবর্ণনির্ম্মিত ভদ্রাসন স্কন্ধে লইয়া কৈ তোমার অগ্রে অগ্রে আগমন করিল! যখন অভিষেকের সমস্তই প্রস্তুত, তোমার মুখশ্রী কেন মলিন হইল! কেনই বা সেইরূপ মধুর হাস্য আর দেখিতে পাই না!।

রাম জানকীর এইরূপ করুণ বিলাপ কর্ণগোচর করিয়া কহিলেন, জানকি! পূজ্যপাদ পিতা আমাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিতেছেন। আজ যে সূত্রে আমার ভাগ্যে এই ঘটনা উপস্থিত হইল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা পূর্ব্বে দেবী কৈকেয়ীকে দুইটি বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। আজ তিনি আমায় রাজ্যে নিয়োগ করিবার বাসনায় সকল আয়োজন করিলে কৈকেয়ী তাঁহাকে বরসংক্রান্ত পূর্ব্ব কথা স্মরণ করাইয়া দেন। মহারাজ ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিতে পারেন নাই। এক্ষণে সেই বরপ্রভাবে আমার চতুর্দ্দশ বৎসর দণ্ডকারণ্য বাস আদেশ হইয়াছে। যৌবরাজ্য ভরতেরই হইল। প্রিয়ে! আমি এক্ষণে বিজন বনে গমন করিব, এই কারণেই তোমায় একবার দেখিতে আইলাম।

সাবধান, তুমি ভরতের নিকট কদাচ আমার প্রশংসা করিও না; যাহারা বিভবশালী হয়, অন্যের গুণানুবাদ কখনই সহ্য করিতে পারে না। তুমি যদি সর্ব্বাংশে অনুকূল হইতে পার, তবেই ভরতের নিকট তিষ্ঠিতে পারিবে। মহারাজ তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন, এক্ষণে তিনিই রাজা, সুতরাং তাঁহাকে প্রসন্ন রাখা তোমার কর্ত্তব্য। জানকি! আমি পিতার অঙ্গীকার রক্ষার্থ এখন বনে চলিলাম, কিছুমাত্র

চিন্তা করিও না। আমি অরণ্যবাস আশ্রয় করিলে তুমি ব্রত উপবাস লইয়া থাকিবে। প্রতিদিন প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিধানানুসারে দেবপূজা করিয়া আমার সর্বাধিপতি পিতার পাদবন্দন করিবে। আমার জননী অতিদুঃখিনী, বিশেষ তাঁহার শেষ দশা উপস্থিত, তুমি কেবল ধর্ম্মের মুখ চাহিয়া তাঁহাকে সেবা ভক্তি করিবে। আমার মাতৃগণের মধ্যে সকলেই আমাকে একরূপে স্নেহ ও ভক্ষ্য ভোজ্য প্রদান করিয়া থাকেন, তুমি প্রতিদিন তাঁহাদিগকে প্রণাম করিবে। প্রাণাধিক ভরত ও শত্রুঘ্নকে ভ্রাতা ও পুত্রের ন্যায় দেখিবে। ভরত এই দেশ ও বংশের অধীশ্বর হইলেন, দেখিও তুমি কখনই তাঁহার অপকার করিও না। সৌজন্য ও যত্নে মনোরঞ্জন করিতে পারিলে মহীপালগণ প্রসন্ন হইয়া থাকেন, বৈপরীত্য ঘটিলে কুপিত হন। তাঁহারা আপনার ঔরসজাত পুত্রকে অহিতকারী দেখিলে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন, কিন্তু সুযোগ্য হইলে এক জন নিঃসম্বন্ধ লোককেও আদর করিয়া থাকেন। জানকি! আমি এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রাজা ভরতের মতে থাকিয়া এই স্থানে বাস কর। আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার অনুরোধ এই, আমি তোমায় যে সকল কথা কহিলাম, তাহার একটিও যেন বিফল না হয়।

সপ্তবিংশ সর্গ।

প্রিয়বাদিনী জানকী রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রণয়কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! তুমি কি জঘন্য ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ? তোমার কথা শুনিয়া যে, আর হাস্য সংবরণ করিতে পারি না। তুমি যাহা কহিলে, ইহা এক জন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের নিতান্ত অযোগ্য একান্তই অপযশের, বলিতে কি এ কথা শ্রবণ করাই অসঙ্গত বোধ হইতেছে।

নাথ! পিতা মাতা ভ্রাতা পুত্র ও পুত্রবধূ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু একমাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। সুতরাং যখন তোমার দণ্ডকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে, তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাক, স্ত্রীলোক, আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না, ইহ-লোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদ-

শিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত হইয়া স্বামীর চরণছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতা মাতাও উপদেশ দিয়াছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনী হইবে। অতএব নাথ! তুমি যদি অদ্যই গহন বনে গমন কর, আমি পদতলে পথের কুশকণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ সলিল লইয়া যায়, তদ্রূপ তুমি অশঙ্কিত মনে আমায় সঙ্গী করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই, যে আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, তোমার সহবাসই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের সুখও আমার স্পৃহণীয় নহে। এক্ষণে এই উপস্থিত প্রসঙ্গে আমি যাহা করি, আমায় কোন কথাই কহিও না।

জীবিতনাথ! আমার একান্তই অভিলাষ যে, যে স্থানে মৃগ ও ব্যাঘ্র সকল বাস করিতেছে, পুষ্পের মধুগন্ধ চারিদিক আমোদিত করিতেছে, সেই নিবিড় নির্জ্জন অরণ্যে তাপসী হইয়া নিয়ত তোমার চরণ সেবা করি। যে জলাশয়ে কমল-দল প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, হংস ও কারণ্ডব কলরব করিতেছে, প্রতিদিন নিয়ম পূর্ব্বক তথায় গিয়া অবগাহন করি। সেই বানরসঙ্কুল বারণবহুল প্রদেশে পিতৃগৃহের ন্যায় অক্লেশে

তোমার চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক তোমারই আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকি এবং তোমার সহিত নির্ভয়ে শৈল সরোবর ও পল্বল সকল দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই। জানি, তুমি আমাকে বনেও সুখে প্রতিপালন করিতে পারিবে। আমার কথা দূরে থাকুক, অসংখ্য লোকের ভার লইলেও তোমার কোন আশঙ্কা হইবে না। এই কারণে কহিতেছি, আজ কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোন মতেই আমাকে পরাঙ্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে, আমি উৎকৃষ্ট অন্ন পানের নিমিত্ত তোমায় কোন কষ্টই দিব না। তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব এবং তোমার আহারান্তে আহার করিব। এই রূপে বহুকাল অতিক্রান্ত হইলেও দুঃখ কিছুই জানিতে পারিব না।

নাথ! আমি একান্তই ত্বৎসংক্রান্তমনা ও অনন্যপরায়ণা হইয়া আছি। যদি আমায় ত্যাগ করিয়া যাও, এ প্রাণ আর কিছুতেই রাখিব না। এখন আমার অনুরোধ রক্ষা কর, আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল, দেখ আমারে লইলে তোমার কিছুই ভার বোধ হইবে না।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মবৎসল রাম মনে মনে বনবাসের দুঃখ সকল আলোচনা করিয়া সীতাকে সমভিব্যাহারে লইতে অভিলাষী হইলেন না এবং তাঁহাকে এই বিষয়ে বিরত করিবার আশয়ে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মহৎ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠাও আছে; এক্ষণে আমার প্রতীক্ষায় এই স্থানে থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ কর, তাহা হইলেই আমি সুখী হই। যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে আমি সেই বিবেচনা করিয়াই কহিতেছি, তুমি বনগমনের বাসনা এককালেই পরিত্যাগ কর। প্রিয়ে! অরণ্যে বিস্তর ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। তথায় গিরি-কন্দর-বিহারী সিংহ নিরন্তর গর্জ্জন করিতেছে, উহা নির্ঝরজলের পতনশব্দে মিশ্রিত হইয়া কর্ণকুহর বধির করিয়া তুলে। দুর্দ্দান্ত হিংস্র জন্তু সকল উন্মত্ত হইয়া নির্ভয়ে সর্বত্র বিচরণ করিতেছে, তাহারা সেই জনশূন্য প্রদেশে আমাদিগকে দেখিলেই বিনাশ করিতে আসিবে। নদী সকল নক্রকুম্ভীর-সংকুল, নিতান্ত পঙ্কিল, উন্মত্ত মাতঙ্গেরাও সহজে পার হইতে

পারে না। গমনপথে অনবরত কুক্কুট-রব শ্রুতিগোচর হয় এবং উহা কণ্টকাকীর্ণ ও লতাজালে আচ্ছন্ন হইয়া আছে, পানীয় জলও সর্ব্বত্র সুলভ নহে। সমস্ত দিন পর্য্যটনের পর রাত্রিতে বৃক্ষের গলিত পত্রে শয্যা প্রস্তুত করিয়া ক্লান্তদেহে শয়ন এবং মিতাহারী হইয়া ভোজনকালে স্বয়ংপতিত ফলে ক্ষুধা শান্তি করিতে হয়। শক্তি অনুসারে উপবাস, জটাভার বহন, বল্কল ধারণ এবং প্রতিদিন দেবতা পিতৃ ও অতিথি-গণকে বিধি পূর্ব্বক অর্চ্চনা করা আবশ্যক। যাঁহারা দিবাভাগে নিয়মাবলম্বন করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে প্রতিদিন ত্রিকালীন স্নান এবং স্বহস্তে কুসুম চয়ন করিয়া বানপ্রস্থদিগের প্রণালী অনুসারে বেদিতে উপহার প্রদান করাও কর্ত্তব্য। তথায় বায়ু সততই প্রবলবেগে বহিতেছে, কুশ ও কাশ আন্দোলিত এবং কণ্টক বৃক্ষের শাখা সকল কম্পিত হইতেছে। রজনীতে ঘোর-তর অন্ধকার, ক্ষুধার উদ্রেক সর্ব্বক্ষণ হয়, আশঙ্কাও বিস্তর। তন্মধ্যে বিবিধাকার বহুসংখ্য সরীসৃপ আছে, তাহারা পথে সদর্পে ভ্রমণ করিতেছে। স্রোতের ন্যায় বক্রগতি নদী-গর্ত্তস্থ উরগেরা গমনপথ অবরোধ করিয়া রহিয়াছে। বৃশ্চিক কীট এবং পতঙ্গ ও দংশ মশকের যন্ত্রণা সর্ব্বদাই ভোগ করিতে হয়, কায়ক্লেশও বিস্তর, এই কারণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। তথায় ক্রোধ লোভ পরিত্যাগ ও তপস্যায় মনোনিবেশ করিতে

হইবে, এবং ভয়ের কারণ সত্ত্বেও নির্ভয় হইতে হইবে এই কার-ণেই কহিতেছি অরণ্য সুখের নহে। নিবারণ করি, তুমি তথায় যাইও না। বনবাস তোমায় সাজিবে না, জানকি! আমি এখন হইতেই দেখিতেছি তথায় বিপদেরই আশঙ্কা অধিক।

একোনত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সীতা রামের নিবারণ না শুনিয়া দুঃখিতমনে সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন নাথ! তোমার স্নেহ যখন আমায় অগ্রসর করিয়া দিতেছে তখন এই মাত্র বনবাসের যে সকল দোষের উল্লেখ করিলে ঐ গুলি আমার পক্ষে গুণেরই হইবে। দেখ, তোমায় সকলেই ভয় করে; বন মধ্যে সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী শরভ * চমর গবয় প্রভৃতি যে সকল বন্যজন্তু আছে তাহারা তোমাকে দেখে নাই দেখিলেই পলায়ন করিবে। আমি এক্ষণে গুরুজনের অনুমতি লইয়া তোমার সঙ্গে যাইব; তোমার বিরহ সহ্য হইবে না, নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করিব। নাথ! তোমার সন্নিহিত থাকিলে সুররাজ ইন্দ্রও আমায় পরাভব করিতে পারিবেন না। তুমি অরণ্যে যে সকল দুঃখের কথা কহিলে, তাহা সত্য; কিন্তু স্ত্রীলোক

* অষ্টপদ মৃগ।

স্বামি-বিরহে কিছুতেই জীবিত থাকিতে পারে না, উপদেশ-কালে তুমিই আমাকে এইরূপ কহিয়াছ, সুতরাং তোমার সহিত গমন করা সর্ব্বতোভাবে আমার শ্রেয় হইতেছে। আরও পূর্ব্বে পিত্রালয়ে দৈবজ্ঞদিগের মুখে শুনিয়াছি যে, আমার অদৃষ্টে নিশ্চয় বনবাস আছে, তদবধি বনবাস বিষয়ে আমারও বিশেষ আগ্রহ রহিয়াছে। দৈবজ্ঞেরা যাহা সূচনা করিয়াছেন, তাহা অবশ্য ফলিবে; সময়ও উপস্থিত; এক্ষণে আমি কোনমতেই ক্ষান্ত হইব না। তুমি বনগমনে অনুমোদন কর, ব্রাহ্মণগণের বাক্যও যথার্থ হউক। নাথ! যে পুরুষ জিতেন্দ্রিয় নহে, স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তাহাকেই অরণ্যবাসের ক্লেশপরম্পরা সহিতে হয়, কিন্তু তুমি নির্লোভ, সুতরাং তোমার কোন আশঙ্কাই নাই। শুনিয়াছি, আমি যখন বালিকা ছিলাম, সেই সময় এক সাধুশীলা তাপসী আসিয়া মাতার নিকট আমার এই বনগমনের কথা কহিয়াছিলেন। তিনি তপোবলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি অলীক? তোমার সহিত বনবাসে আমার অত্যন্তই অভিলাষ, আমি পূর্ব্বে এমন অনেক দিন অনুনয় করিয়া তোমার নিকট ইহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তুমিও সম্মত হও, এই কারণেই এক্ষণে তথায় তোমার পরিচর্য্যা করা আমার একান্তই প্রীতিকর হইতেছে। নাথ! স্বামী স্ত্রীলোকের পরম দেবতা, সুতরাং প্রীতিভাবে তোমার অনুগমন করিলে

আমি নিষ্পাপ হইব। ইহ লোকের কথা কি, লোকান্তরেও তোমার সমাগম আমার সুখের কারণ হইয়া উঠিবে। যে স্ত্রী দানধর্ম্মানু-সারে যাহার হস্তে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক প্রদত্ত হইয়াছে, পরলোকে সে তাহারই হইবে, আমি যশস্বী ব্রাহ্মণগণের মুখে এই পবিত্র শ্রুতি শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি কি কারণে সুশীলা পতিব্রতা স্বীয় দয়িতাকে সঙ্গে লইতে অভিলাষ করিতেছ না। আমি তোমার সুখে সুখী ও তোমারই দুঃখে দুঃখী হই; আমি তোমার একান্ত ভক্ত ও নিতান্তই অনুরক্ত, দীনভাবে কহিতেছি আমারে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। যদি তুমি এই দুঃখিনীকে না লইয়া যাও, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিষ পান অগ্নি বা সলিলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব।

জানকী বনগমনের নিমিত্ত এইরূপ বহুপ্রকার কহিলেও রাম কোনমতেই সম্মত হইলেন না। তখন সীতা প্রিয়তমকে একান্ত অসম্মত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। নয়নজলে তাঁহার বক্ষঃস্থল প্লাবিত হইয়া গেল। তৎকালে রামও তাঁহাকে বনবাস রূপ অধ্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর উৎকণ্ঠিতা সীতা প্রীতিভরে অভিমান সহকারে মহাবীর রামকে উপহাস পূর্ব্বক কহিলেন, নাথ! আমার পিতা যদি তোমাকে আকারে পুরুষ ও স্বভাবে স্ত্রীলোক বলিয়া জানিতেন, তাহা হইলে তোমার হস্তে কখনই আমায় সম্প্রদান করিতেন না। লোকে কহিয়া থাকে যে, রামের যেরূপ তেজ প্রখর সূর্য্যের সে প্রকার নাই, এই কথা এক্ষণে বৃথা-প্রলাপ হইয়া উঠিবে। তুমি কি কারণে বিষণ্ণ হইয়াছ, কিসেরই বা এত আশঙ্কা যে অনন্যপরায়ণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ? তুমি আমাকে দ্যুমৎসেন-তনয় সত্যবানের সহধর্ম্মিণী সাবিত্রীর ন্যায় তোমারই বশবর্ত্তিনী জানিবে। আমি কুল-কলঙ্কিনীর ন্যায় তোমা ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন মনেও দর্শন করি নাই। এই কারণে কহিতেছি, আমি তোমার সমভিব্যাহারে গমন করিব। তুমি আমাকে অনন্যপূর্ব্বা জানিয়াই আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছ, বহুদিন হইল, আমি

তোমার আলয়ে অবস্থান করিতেছি, এক্ষণে জায়াজীবের ন্যায় আমাকে কি অন্য পুরুষের হস্তে সমর্পণ করা তোমার শ্রেয় হইতেছে ?

নাথ! সতত যাহার হিতাভিলাষ করিতেছ, যাহার নিমিত্ত রাজ্য লাভে বঞ্চিত হইলে তুমিই সেই ভরতের বশ-বর্ত্তী হইয়া থাক, আমাকে তদ্বিষয়ে কিছুতে সম্মত করিতে পারিবে না। ভূয়োভূয়ঃ কহিতেছি, আমি তোমার সমভি-ব্যাহারে গমন করিব। তোমার সহিত তপস্যা হউক, অরণ্য বা স্বর্গই হউক, কোনটিতে সঙ্কুচিত নহি। আমি যখন তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইব, বিহার-শয্যার ন্যায় পথ মধ্যে কোনরূপ ক্লান্তি অনুভব করিব না। কুশ কাশ শর ও ইষীকা প্রভৃতি যে সকল কণ্টক বৃক্ষ আছে, আমি তাহা তূল ও মৃগচর্ম্মের ন্যায় সুখস্পর্শ বোধ করিব। প্রবল বায়ুবেগে যে ধূলিজাল উড্ডীন হইয়া আমায় আচ্ছন্ন করিবে, তাহা অত্যুত্তম চন্দনের ন্যায় জ্ঞান করিব। আমি যখন বনমধ্যে তৃণশ্যামল ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিব, পর্য্যঙ্কের চিত্র কম্বল কি তদপেক্ষা অধিকতর সুখের হইবে? ফল মূল পত্র অল্প বা অধিকই হউক, তুমি স্বয়ং যাহা আহরণ করিয়া দিবে, আমি অমৃতের ন্যায় তাহা মধুর বিবেচনা করিব। বসন্তাদি ঋতুর ফল পুষ্প ভোগ করিয়া সুখী হইব। পিতা মাতার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইব না, গৃহের কথাও

মনে আনিব না। এই সমস্ত ত্যাগ করিয়া দূরান্তরে থাকিব বলিয়া তোমায় কিছুমাত্র দুঃখ দিব না। এই কারণেই কহিতেছি, তুমি আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চল। তোমার সহবাস স্বর্গ, বিচ্ছেদই নরক, এইটি তোমার হৃদয়ঙ্গম হউক। অধিক কি, আমি বনবাসে কিছুই দোষ দেখিতেছি না, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, আমি বিষ পান করিব, কোনমতেই বিপক্ষ ভরতের বশবর্ত্তিনী হইয়া এই স্থানে থাকিব না। নাথ! তুমি বনে গমন করিলে তোমার বিরহে জীবন ধারণ করা আমার সুকঠিন হইবে। চতুর্দ্দশ বৎসরের কথা দূরে থাকুক, আমি মুহূর্ত্তেকের নিমিত্তও তোমার শোক সংবরণ করিতে পারিব না।

জনকনন্দিনী বিষাক্ত-বাণ-বিদ্ধ করিণীর ন্যায়, রামের প্রতিষেধ বাক্যে একান্ত আহত হইয়াছিলেন। তিনি সন্তপ্তমনে করুণবচনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া প্রিয়তমকে গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। অরণি কাষ্ঠ যেমন অগ্নি উদ্গার করিয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার নেত্র হইতে বহুকাল-সঞ্চিত অশ্রু উদ্গাত হইল; কমলদল হইতে যেমন নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, তদ্রূপ ঐ সময় স্ফটিক-ধবল জলধারা দরদরিত ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং প্রবল শোকানলে সেই বিশাললোচনার পূর্ণ-চন্দ্র-সুন্দর

বদনমণ্ডল বৃন্তচ্ছিন্ন পঙ্কজের ন্যায় একান্ত ম্লান হইয়া গেল।

তখন রাম জানকীকে দুঃখ শোকে বিচেতন-প্রায় দেখিয়া কণ্ঠালিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! তোমায় যন্ত্রণা দিয়া আমি স্বর্গও প্রার্থনা করি না। স্বয়ংভূ ব্রহ্মার ন্যায় আমার কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই। তোমার প্রকৃত অভি-প্রায় কি, আমি তাহা জানিতাম না, তোমাকে রক্ষা করিতে আমার সামর্থ্য থাকিলেও কেবল এই কারণে আমি এতক্ষণ সম্মত হই নাই। এক্ষণে বুঝিলাম, তুমি আমার সহিত বনগমনে সম্যক্ প্রস্তুত হইয়াছ, সুতরাং আত্মজ্ঞ যেমন দয়া ত্যাগ করিতে পারেন না, সেইরূপ আমিও তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। পূর্ব্বে সদাচার পরায়ণ রাজর্ষিগণ সস্ত্রীক হইয়া এই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, আমি তাহাই করিব; তুমি সূর্য্যানুসারিণী সুবর্চ্চলার ন্যায় আমার অনুগমন কর। পিতা সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া যখন আমায় আদেশ করিতেছেন, তখন আমি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। জানকি! পিতা মাতার বশ্যতা স্বীকার করাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম; আমি তাহা লঙ্ঘন করিয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। দৈব অপ্রত্যক্ষ, ধ্যান ধারণাদি সাধন দ্বারা তাঁহার আরাধনা করিতে হয়, কিন্তু পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা, তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া দৈবের শরণা-

পন্ন হওয়া শ্রেয়স্কর নহে, এই কারণে পিতৃআজ্ঞায় ও দৈবের মুখাপেক্ষা করিয়া এই স্থানে বাস করা উচিত বোধ করি না। পিতার উপাসনা করিলে ত্রিলোকের উপাসনা করা হয় এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কাম এই তিনই উপলব্ধ হইয়া থাকে, এই জীবলোকে ইহা অপেক্ষা পবিত্র বিষয় আর কিছুই নাই; এই কারণেই আমি পিতার আদেশ পালনে যত্নবান্ হইয়াছি। দেখ, পিতৃসেবার ন্যায় সত্য দান মান ও ভূরিদক্ষিণ যজ্ঞও পরলোকে হিতকর হয় না। পিতার চিত্তবৃত্তি অনুবৃত্তি করিলে স্বর্গ ধন ধান্য বিদ্যা পুত্র ও সুখ সুলভ হইয়া থাকে। যে সমস্ত মহাত্মা মাতা পিতার শরণাগত হন, তাঁহাদিগের দেবলোক গন্ধর্ব্বলোক গোলোক ব্রহ্মলোক ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট লোক লাভ হয়। সুতরাং সত্যপরায়ণ পিতা যেরূপ আদেশ করিতেছেন, আমি তাহাই করিব, ইহাই আমার যথার্থ ধর্ম্ম। জানকি! তোমার দণ্ডকারণ্য গমনে আমার অভিলাষ ছিল না, কিন্তু তুমি যখন তদ্বিষয়ে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছ, তখন অবশ্যই সঙ্গে লইব। এক্ষণে আমি কহিতেছি, যাহা আমার ধর্ম্ম, তুমিও তৎসাধনে প্রবৃত্ত হও। প্রিয়ে! তুমি যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছ, তাহা সর্ব্বাংশে উত্তম এবং আমাদের বংশেরও অনুরূপ হইয়াছে। এক্ষণে তুমি বনগমনের উপযুক্ত অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও। ব্রাহ্মণগণকে রত্ন এবং ভক্ষণার্থী ভিক্ষুক

দিগকে ভোজ্য প্রদান কর। মহামূল্য অলঙ্কার উৎকৃষ্ট বস্ত্র ক্রীড়াসাধন রমণীয় উপকরণ শয্যা যান এবং আমার ও তোমার অন্যান্য যা কিছু আছে, বিপ্রগণকে দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদায়ই ভৃত্যবর্গকে বিতরণ কর। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, এখনই প্রস্তুত হও।

তখন জানকী বনগমনে রামের সম্মতি পাইয়া অবিলম্বে হৃষ্টমনে সমস্ত দান করিতে লাগিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

মহাবীর লক্ষ্মণ রামের অগ্রেই তথায় আগমন করিয়াছিলেন, তিনি উভয়ের এইরূপ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রামের বিরহদুঃখ সহিতে পারিবেন না ভাবিয়া তাঁহার চরণ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, আর্য্য! মৃগমাতঙ্গসঙ্কুল অরণ্যে যদি একান্তই আপনার যাইবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিও ধনুর্ধারণ পূর্ব্বক আপনার অগ্রে অগ্রে গমন করিব। যে স্থান পতঙ্গ ও মৃগযূথের কণ্ঠস্বরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, সেই রমণীয় প্রদেশে আপনি আমার সহিত বিচরণ করিবেন। আপনাকে ছাড়িয়া আমি উৎকৃষ্ট লোক কি অমরত্ব কিছুই চাহি না, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও প্রার্থনা করি না।

তখন রাম লক্ষ্মণকে অনুগমনে একান্ত সমুৎসুক দেখিয়া সান্ত্বনা বাক্যে বারংবার নিবারণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ

নিরস্ত হইলেন না, কৃতাঞ্জলি পুটে পুনরায় কহিলেন, আর্য্য! পূর্ব্বে আপনি আমাকে আপনারই অনুসরণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছেন, তবে কি কারণে এখন নিবারণ করিতেছেন? বলুন, এবিষয়ে আমার অতিশয় সংশয় উপস্থিত হইল।

অনন্তর রাম সুধীর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ধর্ম্ম-পরায়ণ শান্তস্বভাব ও সৎপথাবলম্বী। আমি তোমায় প্রাণাধিক প্রিয় জ্ঞান করিয়া থাকি এবং তুমি আমার বশ্য ও সখা। আজ তুমিও যদি আমার সহিত বনে যাও, তবে যশস্বিনী কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে কে প্রতিপালন করিবে? যিনি কামনা পূর্ণ করিবেন, সেই মহীপাল কামের বশবর্ত্তী হইয়া কৈকেয়ী-সংক্রান্ত অনুরাগে আসক্ত হইয়াছেন। কৈকেয়ী রাজ্য হস্ত-গত করিলে দুঃখিত সপত্নীদিগের যন্ত্রণার আর পরিশেষ রাখিবেন না; ভরতও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাতারই পক্ষ হইবেন, কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে স্মরণও করিবেন না। এই কারণেই কহিতেছি তুমি নিজে বা রাজার অনুগ্রহে যে রূপেই পার, এই স্থানে থাকিয়া উহাঁদিগকে ভরণ পোষণ কর। এইরূপ অনুষ্ঠানে আমার প্রতি তোমার যথার্থতই ভক্তি প্রদর্শিত হইবে। বৎস! গুরু লোকের সেবা করিলে সবিশেষ ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে; অতএব তুমি আমার জন্য আমার জননীর ভার গ্রহণ কর। যদি আমরা সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ

করিয়া যাই, তাহা হইলে তিনি কোন রূপে সুখী হইতে পারিবেন না।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক বিনীতভাবে কহিলেন, বীর! ভরত আপনারই প্রতাপে ভীত ও তৎপর হইয়া আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে প্রতিপালন করিবে, যদি সে রাজ্য হস্তগত করিয়া কুপথগামী হয়, দুরভিসন্ধিক্রমে ও গর্ব্বপ্রভাবে যদি ইহাঁদিগের রক্ষণাবেক্ষণে যত্ন না করে, তাহা হইলে সেই দুরাশয় ক্রূরকে নিঃশংসয়েই সংহার করিব; ত্রিলোকের সমস্ত ব্যক্তি তাহার পক্ষ হইলেও আমি সকলকেই বিনাশ করিব। আর দেখুন, যিনি উপজীব্যদিগকে বহুসংখ্য গ্রাম প্রদান করিয়াছেন, সেই দেবী কৌশল্যা আমাদিগের ন্যায় সহস্র লোকের ভরণ পোষণ করিতে পারেন; সুতরাং তিনি নিজের ও আমার মাতা সুমিত্রার উদরান্নের নিমিত্ত যে লালায়িত হইবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হয় না। অতএব এক্ষণে আপনি আমাকে আপনার অনুসরণে অনুমতি প্রদান করুন, এই কার্য্যে বিধর্ম্ম কিছুই নাই; প্রত্যুত ইহাতে আপনার স্বার্থ সিদ্ধি হইবে এবং আমিও কৃতার্থ হইব। আর্য্য! আমি খনিত্র পেটক ও সগুণ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক আপনার পথপ্রদর্শক হইয়া অগ্রে অগ্রে যাইব। প্রতিদিন তাপসগণের আহারোপযোগি বন্য ফল মূল আনিয়া

দিব। আপনি দেবী জানকীর সহিত গিরিশৃঙ্গে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনকার সকল কর্ম্মই আমি সাধন করিব।

রাম লক্ষ্মণের এই বাক্যে সবিশেষ প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! তবে তুমি আত্মীয় স্বজনের অনুমতি লইয়া আমার সঙ্গে আইস। মহাত্মা বরুণ রাজর্ষি জনকের মহাযজ্ঞে ভীষণদর্শন দিব্য শরাসন দুর্ভেদ্য বর্ম্ম তূণ অক্ষয় শর এবং সূর্য্যের ন্যায় নির্ম্মল কনকখচিত খড়্গ এই সকল অস্ত্র দুই প্রস্থ প্রদান করিয়াছিলেন। যৌতুক-স্বরূপ সকলই আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। আমি আচার্য্যের গৃহে আচার্য্যকে পূজা করিয়া তৎসমুদায় রাখিয়া আসিয়াছি এক্ষণে তুমি ঐ গুলি লইয়া শীঘ্রই আগমন কর।

অনন্তর মহাবীর লক্ষ্মণ বনবাসে দৃঢ়সংকল্প হইয়া স্বজনবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে গুরুগৃহে গমন এবং অর্চ্চিত মাল্যসমলঙ্কৃত অস্ত্রগ্রহণ পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে রাম যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন, লক্ষ্মণ! আমার বাঞ্ছিত সময়েই তুমি আসিয়াছ। এক্ষণে আমি তোমার সহিত একত্রে আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি তপস্বী ও বিপ্রদিগকে বিতরণ করিব। সুদৃঢ় গুরুভক্তি পরায়ণ অনেক ব্রাহ্মণ আমার আশ্রয়ে রহিয়াছেন।

তাঁহাদিগকে ও অন্যান্য পোষ্যবর্গকে অর্থ দান করিতে হইবে। তুমি বশিষ্ঠতনয় আর্য্য সুযজ্ঞকে শীঘ্র আনয়ন কর। আমি তাঁহাকে ও অপরাপর ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত অর্চনা করিয়া অরণ্য যাত্রা করিব।

---

(২২)

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

তখন সুমিত্রাতনয় লক্ষ্মণ রামের এই হিতজনক আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া সুযজ্ঞের আয়তনে গমন করিলেন এবং অগ্নিহোত্র গৃহে তাঁহাকে অধ্যাসীন দেখিয়া অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! আর্য্য রাম রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনে গমন করিবেন, অতএব তুমি একবার শীঘ্র তাঁহার আলয়ে আইস।

অনন্তর বেদবিৎ সুযজ্ঞ মধ্যাহ্ণ সন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত রামের রমণীয় সম্পদ-পূর্ণ নিকেতনে সমুপস্থিত হইলেন। সেই হুতহুতাশনের ন্যায় প্রদীপ্ত ঋষিকুমার তথায় উপস্থিত হইবামাত্র রাম কৃতাঞ্জলিপুটে সীতার সহিত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং তাঁহাকে উৎকৃষ্ট অঙ্গদ, কুণ্ডল, স্বর্ণসূত্র-গ্রথিত মুক্তাহার, কেয়ূর, বলয় ও নানাবিধ রত্ন প্রদান করিয়া সীতার অভিপ্রায় ক্রমে কহিলেন, সখে! তুমি তোমার ভার্য্যাকে গিয়া এই হার ও কণ্ঠমালা দেও; আমার অরণ্যসহচরী জানকী তোমায় এই রশনা দিতেছেন, বিচিত্র অঙ্গদ ও কেয়ূর

দিতেছেন; এবং উৎকৃষ্ট আস্তরণের সহিত নানারত্নখচিত পর্য্যঙ্ক প্রদান করিতেছেন। আমি মাতুলের নিকট শত্রুঞ্জয় নামে যে হস্তী প্রাপ্ত হইয়াছি, এক্ষণে নিষ্ক সহস্র দক্ষিণার সহিত তাহাও তোমাকে অর্পণ করিলাম।

ঋষিতনয় সুযজ্ঞ ধনরত্ন সমুদায় প্রতিগ্রহ করিয়া হৃষ্টমনে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন ব্রহ্মা যেমন ইন্দ্রকে তদ্রূপ রাম প্রিয়ংবদ লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! তুমি অতঃপর মহর্ষি অগস্ত্য ও বিশ্বামিত্রকে আহ্বান এবং অর্চণা সহকারে গোসহস্র, সুবর্ণ, রজত ও মহামূল্য রত্ন প্রদান করিয়া পরিতৃপ্ত কর। যিনি দেবী কৌশল্যাকে প্রতিনিয়ত আশীর্ব্বাদ করিতে আইসেন, সেই তৈত্তিরীয় শাখার অধ্যাপক, প্রশংসনীয় ব্রাহ্মণকে পরিতোষ পূর্ব্বক কৌশেয় বস্ত্র, যান ও পরিচারিকা প্রদান কর। আর্য্য চিত্ররথ আমাদিগের মন্ত্রী ও সারথি, তিনি অত্যন্তই বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে বহুমূল্য বস্ত্র রত্ন পশু ও সহস্র গো দান কর। আমার আশ্রয়ে কঠ-শাখাধ্যায়ী দণ্ডধারী বহুসংখ্য ব্রহ্মচারী আছেন। তাঁহারা বেদানুশীলনে সততই ব্যাপৃত থাকেন বলিয়া কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। সুস্বাদু খাদ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট প্রয়াস আছে, কিন্তু তাঁহারা অত্যন্তই অলস। তুমি সেই সমস্ত সাধুসম্মত মহাত্মাদিগকে রত্নভারপূর্ণ অশীতি উষ্ট্র সহস্র বলীবর্দ চণক মুদ্গ এবং দধি দুগ্ধের নিমিত্ত বহুসংখ্য ধেনু

প্রদান কর। আমার জননীর নিকটেও ঐরূপ অনেক ব্রাহ্মণ আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেককে সহস্র নিষ্ক দেও। এবং যাহাতে মাতার মনস্তুষ্টি জন্মে, সেই পরিমাণে উহাঁদিগকে দক্ষিণা দান কর।

তখন লক্ষ্মণ রামের নিদেশানুসারে ধনাধিপতি কুবেরের ন্যায় বিপ্রগণকে ধন দান করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ভৃত্যেরা তাঁহাদের বনগমনের এইরূপ উদ্যোগ দেখিয়া দুঃখিত মনে রোদন করিতেছিল। রাম তাহাদিগকে জীবিকার উপযোগী অর্থ প্রদান করিয়া কহিলেন, দেখ, যত দিন না আমি প্রত্যাগমন করি তাবৎ তোমরা আমার ও লক্ষ্মণের প্রত্যেক গৃহে ক্রমান্বয়ে বাস করিবে। রাম অনুচরদিগকে এই রূপ অনুমতি দিয়া ধনাধ্যক্ষকে ধন আনয়নার্থ আদেশ করিলেন। তাঁহার আজ্ঞা মাত্র পরিচারকেরা ধন আনিয়া তথায় স্তূপাকার করিল। রাম লক্ষ্মণের সহিত দীন দুঃখী আবাল বৃদ্ধ সকলকেই অকাতরে তাহা বিতরণ করিতে লাগিলেন।

ঐ প্রদেশে ত্রিজট নামে গর্গ-গোত্র-সম্ভূত পিঙ্গলকলেবর এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ফাল কুদ্দাল ও লাঙ্গল দ্বারা বনমধ্যে ভূমি খনন করিয়া তাঁহাকে দিনপাত করিতে হইত। ত্রিজটের পত্নী তরুণী, দারিদ্র দুঃখে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতেছিলেন। রাম ধন দান করিতেছেন এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি

শিশু সন্তান সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণকে গিয়া কহিলেন, দেখ, তুমি এক্ষণে ফাল কুদ্দাল পরিত্যাগ করিয়া আমি যাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। আজ রাজকুমার রাম বনে যাইবেন, এই উদ্দেশে তিনি দীন দুঃখীদিগকে ধন দান করিতেছেন। তুমি যদি এই সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার, তোমার অবশ্যই কিঞ্চিৎ লাভ হইবে।

অনন্তর ভৃগু ও অঙ্গিরার ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর মহাত্মা ত্রিজট এক ছিন্ন শাটী দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত রামের আবাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং অনিবার্য্য-গমনে রাজভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রামের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! আমি নির্ধন, অনেকগুলি সন্তান সন্ততি হইয়াছে, ভূমি খনন করিয়াই আমাকে দিনপাত করিতে হয়, অতএব তুমি আমার প্রতি একবার কটাক্ষপাত কর। তখন রাম বিপ্রকে পরিহাস পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, আমার অসংখ্য ধেনু আছে, কিন্তু তন্মধ্যে এক সহস্রও বিতরণ করা হয় নাই। এক্ষণে তুমি যতদূর এই দণ্ড নিক্ষেপ করিতে পারিবে, ততদূর যে পরিমাণে ধেনু থাকিবে, সমুদায়ই তোমার। তখন ব্রাহ্মণ সত্বর কটিতটে শাটী বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডকাষ্ঠ ঘূর্ণিত করিয়া প্রাণপণে নিক্ষেপ করিলেন। দণ্ড নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র মহা বেগে সরযূর পরপারবর্ত্তী বৃষভবহুল গোষ্ঠে গিয়া পতিত হইল।

তদ্দর্শনে ধর্ম্মপরায়ণ রাম নদীর অপর পার পর্য্যন্ত যত ধেনু ছিল সমুদায়ই ত্রিজটের আশ্রমে প্রেরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন ও সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি তোমায় পরিহাস করিতেছিলাম, এই বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ক্রোধ করিও না। দূরে দণ্ডনিক্ষেপশক্তি তোমার আছে কি না, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমি তোমায় ঐরূপ কার্য্য প্রবৃত্ত করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার আর যদি কোন অভিলাষ থাকে, প্রকাশ কর। সত্যই কহিতেছি তুমি ইহাতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিও না। আমার যা কিছু ধন সম্পত্তি আছে, সমুদায়ই বিপ্রবর্গের স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নিয়োগ করিতে প্রস্তুত আছি। ধর্ম্মানুসারে সঞ্চিত এই সমস্ত অর্থ তোমাদিগকে দান করিলে অবশ্যই সার্থক হইবে।

তখন ত্রিজট হৃষ্ট মনে বহুসংখ্য ধেনু প্রতিগ্রহ করিয়া যশ, বল, প্রীতি ও সুখ বৃদ্ধির নিমিত্ত রামকে আশার্ব্বাদ পূর্ব্বক ভার্য্যার সহিত প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে প্রবলপৌরুষ রাম বান্ধবগণের নির্ব্বাচনে প্রবর্ত্তিত হইয়া ধর্ম্মবলোপার্জ্জিত অর্থ ব্রাহ্মণ ভৃত্য সুহৃৎ এবং ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র সকলকেই আদর সহকারে দান করিতে লাগিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে রাম ও লক্ষ্মণ সমুদায় ধনসম্পত্তি বিতরণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে সীতা সমভিব্যাহারে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সীতা স্বহস্তে যে সমস্ত অস্ত্র মাল্যচন্দনে অলঙ্কৃত করিয়াছেন, দুইটি পরিচারিকা তৎসমুদায় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। রাজপথ লোকাকীর্ণ, তথায় গমনাগমন করা নিতান্তই সুকঠিন, এই কারণে তৎকালে সকলে প্রাসাদ হর্ম্ম্য ও বিমানশিখরে আরোহণ পূর্ব্বক দীননয়নে রামকে অবলোকন করিতে লাগিল। তাহারা রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত পদব্রজে যাইতে দেখিয়া দুঃখিত হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, হা! যাঁহার গমন কালে চতুরঙ্গ বল সঙ্গে যাইত, আজ সেই রাম একাকী, কেবল লক্ষ্মণ ও জানকী তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। রাম ঐশ্বর্য্যসুখ ও ভোগ বিলাসের সম্পূর্ণ আস্বাদন পাইয়াছেন, তথাচ ধর্ম্মগৌরব নিবন্ধন পিতার কথা অন্যথা করিতে পারিলেন না।

যাঁহাকে পূর্ব্বে অন্তরীক্ষচর পক্ষীরাও দেখিতে পায় নাই, আজ সেই সীতাকে পথের লোক সকল অবলোকন করিতেছে। অরণ্যে গ্রীষ্মের উত্তাপ বর্ষার জলধারা ও দুরন্ত শীত শীঘ্রই ইহাঁর এই রক্তচন্দনরঞ্জিত অঙ্গ বিবর্ণ করিয়া ফেলিবে। আজ রাজা দশরথ নিশ্চয়ই পিশাচ-গ্রস্থ হইয়াছেন, নতুবা তিনি কখনই রামকে বনবাস দিতেন না, বলিতে কি, এইরূপ প্রিয় পুত্রকে নির্ব্বাসিত করা তাঁহার একান্তই অন্যায় হইল। যাঁহার চরিত্রে পৃথিবীস্থ সমস্ত লোক মোহিত হইয়া আছে, তাঁহার কথা দূরে থাকুক, যে পুত্র নির্গুণ, তাহার প্রতিও লোকে এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে পারে না। অহিংসা দয়া শাস্ত্র-জ্ঞান সুশীলতা এবং বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহ, রাজকুমার রামের এই ছয়টি গুণ বিদ্যমান আছে, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে সরোবরের জলশোষ হইলে মৎস্যাদি জলজন্তু যেমন আকুল হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা ইহাঁর বিরহে যার পর নাই আকুল হইবে। এই ধর্ম্মশীল মহাত্মা সকল মনুষ্যেরই মূল ; অন্যান্য সকলে ইহাঁর শাখা পল্লব পুষ্প ও ফল, সুতরাং মূলের উচ্ছেদ হইলে ফলপুষ্পপূর্ণ বৃক্ষ যেমন বিনষ্ট হইয়া থাকে, সেই রূপ ইহাঁর বিপদে সকলকেই বিপদস্থ হইতে হইবে। অতএব আইস, আমরা গৃহ উদ্যান ও ক্ষেত্র সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক দুঃখের দুঃখী ও সুখের সুখী হইয়া ইহাঁরই অনুসরণ করি।

ইনি যে পথে যাইবেন, আমরা লক্ষ্মণের ন্যায় ভার্য্যা ও সুহৃদ্গণের সহিত তাহাই আশ্রয় করি। অতঃপর গৃহদেবতারা আমাদিগের এই বাস্তুভূমিতে আর অবস্থিতি করিবেন না। যাগ যজ্ঞ হোম যপ মন্ত্র ও বলি বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। যে সকল ধন ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে তাহা উদ্ধৃত এবং ধেনু ও ধান্য অপহৃত হইবে। গৃহের সর্ব্বস্থল ধূলিধূষর এবং প্রাঙ্গন নিতান্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে। মৃৎপাত্র সকল চূর্ণ এবং ভিত্তি সকল বিপ্লব কালের ন্যায় ভগ্ন হইয়া যাইবে। মূষিকেরা গর্ত্ত হইতে নির্গত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিবে। রন্ধনের ধূম উদ্গত হইবে না, জলের সম্পর্কও থাকিবে না। আমরা আবাসভূমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম, কৈকেয়ী আসিয়া স্বচ্ছন্দে অধিকার করুন। অতঃপর রাম যে বন দিয়া যাইবেন, তাহা নগর হউক, এবং আমাদের পরিত্যক্ত নগরও অরণ্য হউক। ভুজঙ্গেরা আমাদিগের ভয়ে ভীত হইয়া বিবর, মৃগপক্ষিগণ গিরিশৃঙ্গ এবং মাতঙ্গ ও সিংহ সকল বন পরিত্যাগ করুক। আমরা যাহা অতিক্রম করিয়া যাইব উহাদিগকে সেই প্রদেশ অধিকার এবং যে স্থানে তৃণ মাংস ফল মূল সুলভ দেখিব উহাদিগকে তাহা পরিহার করিতে হইবে। আমরা রামের সহিত বনে গিয়া পরম সুখে বাস করিব, এক্ষণে কৈকেয়ী পুত্র ও মিত্রবর্গের সহিত নির্ব্বিঘ্নে এই দেশ শাসন করুন।

রাম তৎকালে অনেকের মুখে এইপ্রকার বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেন না। তিনি মত্তমাতঙ্গের ন্যায় মৃদুমন্দ-গমনে কৈলাশগিরিশৃঙ্গসদৃশ পিতৃভবনে যাইতে লাগিলেন। দ্বারে বিনীত বীর পুরুষেরা প্রহরীর কার্য্য সম্পাদন করিতেছিল, তিনি তাহা অতিক্রম করিয়া, অদূরে দেখিতে পাইলেন, সুমন্ত্র ঘন-বিষাদে আবৃত হইয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি স্বয়ং বিমর্ষ না হইয়া, ফুল্লারবিন্দ বদনে গমন করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর সেই পদ্মপলাশলোচন ঘনশ্যাম রাম সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! তুমি গিয়া পিতার নিকট আমার আগমন সংবাদ প্রদান কর। তখন সুমন্ত্র অবিলম্বে রাজা দশরথের নিকট গমন করিলেন, দেখিলেন, তিনি রাহুগ্রস্থ দিবাকরের ন্যায়, ভস্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায়, সলিলশূন্য তড়াগের ন্যায় সন্তাপে একান্ত কলুষিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রামের উদ্দেশে শোক করিতেছেন। সারথি সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া, জয়াশীর্ব্বাদ প্রয়োগ পূর্ব্বক ভয়সম্বিগ্ন মনে মৃদুমন্দ বচনে কহিলেন, মহারাজ! করজালমণ্ডিত সূর্য্যের ন্যায় বিবিধ গুণালঙ্কৃত রাম ব্রাহ্মণ ও অনুজীবিগণকে ধন দান ও সুহৃদ্বর্গকে আমন্ত্রণ করিয়া, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি শীঘ্রই বনে যাইবেন, আপনার আদেশ হয় ত এখনই প্রবেশ করিতে পারেন।

তখন সমুদ্রসদৃশ গম্ভীর আকাশের ন্যায় নির্ম্মল ধর্ম্মপরায়ণ সত্যবাদী দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! এই আলয়ে আমার যতগুলি পত্নী আছেন, তুমি অগ্রে তাঁহাদিগকে আনয়ন কর। আমি তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রামকে দর্শন করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র দ্রুতবেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, রাজপত্নীদিগকে কহিলেন, মহীপাল আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, আপনারা শীঘ্রই তাঁহার নিকট আগমন করুন। তখন তিন শত পঞ্চাশত রাজপত্নী সুমন্ত্রের মুখে রাজা দশরথের এইরূপ আদেশ পাইয়া, রামজননী কৌশল্যাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক তথায় উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে দশরথ সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি অতঃপর রামকে এই স্থানে আনয়ন কর। সুমন্ত্রও তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাম লক্ষ্মণ ও সীতাকে লইয়া, তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন।

তখন দশরথ, দূর হইতে রামকে কৃতাঞ্জলিপুটে আগমন করিতে দেখিয়া, দুঃখিত মনে শীঘ্র আসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিহিত না হইতেই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাকে ধারণ করিবার নিমিত্ত ধাবমান হইলেন। সভাস্থলে সহসা বহুসংখ্য স্ত্রীলোক

'হা রাম' বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। মস্তকে ও বক্ষঃস্থলে অনবরত করাঘাত করিতে লাগিলেন; ভূষণের শব্দ হইতে লাগিল। তখন রাম লক্ষ্মণ ও সীতা বাস্পাকুললোচনে বিচেতন রাজাকে গ্রহণ পূর্ব্বক পর্য্যঙ্কে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর দশরথ ক্ষণকালপরে সংজ্ঞা লাভ করিলে রাম কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, নরনাথ! আমি এক্ষণে দণ্ডকারণ্যে গমন করিব; আপনি আমাদিগের সকলেরই অধীশ্বর, আমি আপনাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আপনি সৌম্য দৃষ্টিতে দর্শন করুন। আমি, লক্ষ্মণ ও সীতাকে প্রকৃত হেতু প্রদর্শন পূর্ব্বক নিবারণ করিয়াছি, কিন্তু ইহাঁরা বারণ না শুনিয়া আমার অনুসরণে অভিলাষ করিয়াছেন। অতএব এক্ষণে, প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন পুত্রগণকে তপশ্চরণার্থ আদেশ করিয়াছিলেন আপনি বীতশোক হইয়া সেইরূপে আমাদের সকলকেই বন গমনে আদেশ করুন।

রাজা দশরথ রামের এইপ্রকার বাক্য শ্রবণ এবং তাঁহাকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! আমি কৈকেয়ীকে বরদান করিয়া যার পর নাই মুগ্ধ হইয়াছি, অতএব অদ্য তুমি আমাকে বন্ধন করিয়া স্বয়ংই অযোধ্যা রাজ্য গ্রহণ কর। ধার্ম্মিক রাম পিতার এই কথা শুনিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, পিতঃ! আপনি অতঃপর সহস্র বৎসর আয়ু লাভ করিয়া পৃথিবী শাসন

করুন। রাজ্যে আমার কিছুমাত্র স্পৃহা নাই, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্য পর্যটন এবং আপনারই প্রতিজ্ঞা পূরণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ আসিয়া আপনাকে অভিবাদন করিব।

ইত্যবসরে কৈকেয়ী রামের এই বাক্যে অনুমোদন করিবার নিমিত্ত অন্তরাল হইতে রাজা দশরথকে সঙ্কেত করিতে ছিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ জলধারাকুল লোচনে কাতর বচনে কহিলেন, বৎস! তুমি ইহলোক ও পরলোকে অভ্যুদয় কামনায় নির্ভাবনায় গমন কর; তোমার সুখ ও শান্তি লাভ হউক। চতুর্দ্দশ বৎসর পূর্ণ হইলেই, পুনরায় প্রত্যাগমন করিও। বৎস! তুমি সত্যপরায়ণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ, তোমার মতবৈপরীত্য সম্পাদন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। এক্ষণে অনুরোধ করি, তুমি আমার ও তোমার জননীর মুখাপেক্ষা করিয়া, আজিকার এই রজনী এই স্থানে অবস্থান কর। আমি আজ তোমাকে নয়নে নয়নে রক্ষা করিয়া তোমার সহিত পানাহার করিব। তুমি সকল প্রকার ভোগ্য পদার্থে তৃপ্তি লাভ করিয়া, কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে। বলিতে কি, তুমি অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, এবং আমারই লোকান্তর সুখের নিমিত্ত অরণ্যযাত্রা স্বীকার করিতেছ। কিন্তু বৎস! আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, তোমার বনবাসে আমার কিছুমাত্র অভিলাষ নাই। যে কৈকেয়ী ভস্মাবগুণ্ঠিত অনলের ন্যায়

প্রচ্ছন্ন, যাহার অভিপ্রায় অতিশয় ক্রূর ও গূঢ়, সেই তোমার অভিষেক-বাসনা হইতে আমায় বিরত করিয়াছে। আমি ঐ কুলধর্ম্মনাশিনীর অনুরোধে যে বঞ্চনাজালে পতিত হইয়াছি, তুমি তাহারই ফল ভোগ করিতে চলিলে। বৎস! পুত্রগণের মধ্যে তুমি সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ; তুমি যে পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ যত্ন করিবে, ইহা নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় নহে।

রাম শোকার্ত্ত রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীন ভাবে কহিলেন, পিতঃ! আজ আমি যেরূপ রাজভোগ প্রাপ্ত হইব, কল্য তাহা আমাকে কে প্রদান করিবে? সুতরাং এক্ষণে সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ক্রমণই আমার প্রার্থনীয় হইতেছে। আমি এই ধনধান্যপূর্ণ লোকসঙ্কুল রাজ্যবহুল বসুমতীকে ত্যাগ করিতেছি, আপনি ভরতকেই ইহা প্রদান করুন। অদ্য বনবাসের যে সংকল্প করিয়াছি, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইবে না। অতঃপর আপনি, সুরাসুরসংগ্রাম কালে দেবী কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিয়া সত্যবাদী হউন। আর আমি আপনার আজ্ঞাপালনার্থ চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে থাকিয়া, তাপসগণের সহিত কালযাপন করি। পিতঃ! আপনি আমার বাক্যে কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না; স্বচ্ছন্দে ভরতকে রাজ্য দান করুন। আমি নিজের বা আত্মীয় স্বজনের সুখাভিলাষে রাজ্যলাভে লোলুপ নহি। আপনি যেরূপ

আজ্ঞা করিবেন, তাহা সাধন করাই আমার উদ্দেশ্য। এক্ষণে আপনার দুঃখ দূর হউক, আর রোদন করিবেন না; সুগভীর সমুদ্র কখনই নিজের সীমা অতিক্রম করে না। পিতঃ! আমি এই সমস্ত ভোগ্য বস্তু, স্বর্গ ও জীবনকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করি; আমি আপনার সমক্ষে সত্য ও সুকৃতির উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, আপনি যে, কথার অন্যথা করিবেন ইহা আমার বাঞ্ছনীয় নহে। এই জন্য এক্ষণে আমি এই পুরমধ্যে ক্ষণকালও থাকিতে সমর্থ হইতেছি না। দেবী কৈকেয়ী আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করাতে আমি কহিয়াছিলাম 'চলিলাম।' এখন সেই সত্য পালন করা আমার আবশ্যক; বিপরীত আচরণ কোনমতেই হইবে না। এক্ষণে আপনি আমার বিয়োগশোক সংবরণ করুন, আর উৎকণ্ঠিত হইবেন না। যথায় হরিণেরা প্রশান্ত ভাবে সঞ্চরণ এবং বিহঙ্গেরা কলকণ্ঠে কুজন করিতেছে, আমরা সেই কানন মধ্যে পরম সুখে পর্য্যটন করিব। শাস্ত্রে কহে যে, পিতা দেবগণেরও দেবতা; দেবতা বলিয়াই আমি পিতৃবাক্য পালনে তৎপর হইতেছি। পিতঃ! চতুর্দশ বৎসর অতীত হইলেই আবার প্রত্যাগমন করিব, তবে কেন আপনি অকারণ সন্তপ্ত হইতেছেন। দেখুন; আমার নিমিত্ত সকলেই ক্রন্দন করিতেছেন, ইহাঁদিগকে শান্ত রাখা আপনার কর্ত্তব্য কিন্তু নিজেই যদি অধীর হন তবে এই উদ্দেশ্য কিরূপে

সিদ্ধ হইবে? মহারাজ! আমি এক্ষণে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি ইহা ভরতকে প্রদান করুন। ভরত নিরাপদ প্রদেশে অবস্থান করিয়া এই শৈলকাননশোভিত গ্রামনগরপূর্ণ পৃথিবীকে শাসন করুন। আপনি কৈকেয়ীর নিকট যাহা অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা সফল হউক। উদার রাজভোগে আমার অভিলাষ নাই, প্রীতিকর কোন পদার্থেরই স্পৃহা করি না; আপনকার শিষ্টানুমোদিত আদেশই আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জন্য আর পরিতাপ করিবেন না। আমি আপনাকে মিথ্যাবাদিতা দোষে লিপ্ত করিয়া আজ বিপুল রাজ্য অতুল ভোগ ও প্রিয়তমা মৈথিলীকেও চাহি না। অধিক কি, আপনি যে আমার নিমিত্ত এত চিন্তিত হইয়াছেন, আপনারও মুখাপেক্ষা করিতে পারি না। পিতঃ! আপনার সঙ্কল্প সত্য হউক। আমি গহন কাননে প্রবেশ করিয়া ফলমূল ভক্ষণ এবং সরিৎ সরোবর ও শৈল দর্শন করিয়াই সুখী হইব, আপনি নির্ব্বিঘ্নে থাকুন।

তখন রাজা দশরথ যার পর নাই দুঃখিত হইয়া রামকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইলেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিষ্পন্দ হইয়া গেল। তদ্দর্শনে কৈকেয়ী ভিন্ন অন্যান্য মহিষীরা রোদন করিতে লাগিলেন; পরিচারিকা সকল হাহাকার করিতে লাগিল; সুমন্ত্রও নেত্রজলে প্লাবিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

ক্ষণকাল পরে সুমন্ত্রের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। নেত্রযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, মস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। করে অনবরত কর পরামর্ষণ এবং দশনে দশন ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখশ্রীও বিবর্ণ হইল। তিনি মহারাজের মানসিক ভাব সম্যক পরীক্ষা করিয়া সন্তপ্তমনে বাক্যবাণে কৈকেয়ীর হৃদয় কম্পিত ও মর্ম্ম স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, রাজ্ঞি! চরাচর জগতের অধিপতি দশরথ তোমার স্বামী, তুমি যখন ইহাঁকেও ত্যাগ করিতে পারিলে, তখন জগতে তোমার অকার্য্য আর কিছুই নাই। বুঝিলাম তুমি পতিঘাতিনী ও কুলনাশিনী। রাজা দশরথ ইন্দ্রের ন্যায় অজেয়, পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল এবং মহাসাগরের ন্যায় গম্ভীর, তুমি স্বীয় কর্ম্মদোষে ইহাঁকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছ। ইনি তোমার

স্বামী, তুমি ইহাঁর অবমাননা করিও না; ভর্ত্তার ইচ্ছানুসারে কার্য্য সাধন স্ত্রীলোকের কোটি পুত্র অপেক্ষাও অধিক হইয়া থাকে। দেখ, রাজার লোকান্তর হইলে রাজকুমারদিগের বয়ঃ-ক্রম অনুসারে রাজ্যাধিকার হয়, এই আচারটি অনাদিকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু মহারাজের জীবদ্দশাতেই তুমি তাহা লোপ করিবার চেষ্টা পাইতেছ। এক্ষণে তোমার পুত্র ভরত রাজা হইয়া পৃথিবী শাসন করুন, আমরা রামেরই অনুসরণ করিব। তুমি আজ যে জঘন্য আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার রাজ্যে আর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ বাস করিবেন। রামের যে পথ সকলেরই সেই পথ। এক্ষণে বল দেখি, আত্মীয় স্বজন ও বিপ্রগণ তোমায় ত্যাগ করিয়া যাইলে কেবল রাজ্য লইয়া কি সুখোদয় হইবে? আশ্চর্য্য! তোমার এইরূপ ব্যবহারে মেদিনী কেন সদ্যই বিদীর্ণ হইল না, ব্রাহ্মর্ষিগণ ভয়ঙ্কর অগ্নিকল্প ধিক্কারে তোমাকে কেন ভস্মসাৎ করিলেন না। মহরাজ যে তোমার অনুবৃত্তি করিতেছেন, জানি না তাহার পরিণাম কিরূপ হইবে। কুঠারাঘাতে আম্র বৃক্ষ ছেদন করিয়া কে নিম্বের পরি-চর্য্যা করিয়া থাকে? মুলে জলসেক করিলে নিম্ব কি কখন মধুর হয়? দেবি! তোমার জননীর যেমন আভিজাত্য, তোমারও তদ্রূপ। লোকে কহিয়া থাকে যে, নিম্ব বৃক্ষ হইতে কখনই মধু নিঃসৃত হয় না, এ কথা অলীক নহে। আমি বৃদ্ধগণের মুখে

শুনিয়াছি যে, তোমার প্রসূতির পাপে আসক্তি ছিল। এক্ষণে যে কারণে আমি এইরূপ কহিতেছি তাহাও শ্রবণ কর।

পূর্ব্বে কোন এক মহাতপা মহর্ষি তোমার পিতা কেকয়রাজকে বর দান করিয়াছিলেন। ঋষিপ্রদত্ত বরপ্রভাবে তিনি পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল জীবেরই বাক্য বুঝিতে পারিতেন। একদা কেকয়নাথ শয়ন করিয়া আছেন ইত্যবসরে একটী স্বর্ণকান্তি জৃম্ভ পক্ষী ডাকিতেছিল। তোমার পিতা তাহা শ্রবণ ও তাহার অভিপ্রায় অনুধাবন করিয়া হাসিতে লাগিলেন। তোমার জননী রাজাকে অকারণ এইরূপ হাস্য করিতে দেখিয়া ক্রোধাবিষ্ট মনে কহিলেন, দেখ, তুমি কি কারণে হাসিতেছ? যদি না প্রকাশ কর, এখনই আত্মহত্যা করিব। কেকয়াধিনাথ কহিলেন, দেবি! আমি যদি এই হাস্যের বিষয় ব্যক্ত করি তাহা হইলে সদ্যই আমার মৃত্যু ঘটিবে সন্দেহ নাই। তোমার জননী পুনর্ব্বার কহিলেন, মহারাজ! তুমি বাঁচ আর মর, অবশ্যই কহিতে হইবে; কারণ অবগত হইলে অতঃপর আর কখনই আমায় লক্ষ্য করিয়া হাসিতে পাইবে না।

তখন কেকয়রাজ রাজমহিষীর নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শন করিয়া যাঁহার বর প্রভাবে এই শক্তি অধিকার করিয়াছেন, সেই মহর্ষির নিকট গমন ও আনুপূর্ব্বিক সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। ঋষি কহিলেন, মহারাজ! তোমার পত্নী আত্মহত্যা করুন আর

যাই করুন তুমি কিছুতেই এই রহস্য প্রকাশ করিও না।

তপোধন প্রসন্নমনে এইরূপ কহিলে তোমার পিতা তদ্দণ্ডে তোমার জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৈকেয়ি! তুমিও মহারাজকে মোহে অভিভূত করিয়া অসৎ পথে প্রবর্ত্তিত করিতেছ। প্রবাদ আছে যে, পুরুষেরা পিতার এবং স্ত্রীলোক মাতার স্বভাবানুযায়ী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে, এক্ষণে ইহা সত্যই বোধ হইল। বারণ করি, তুমি তোমার জননীর ন্যায় ব্যবহার করিও না, মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, তাহা-তেই সম্মত হও। তুমি ইহাঁর ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিয়া আমাদি-গকে রক্ষা কর। নীচ কামনায় উৎসাহিত হইয়া ইন্দ্রতুল্য, সর্ব্বলোকপালক স্বামীকে বিধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা উচিত হইতেছে না। এই কমললোচন শ্রীমান মহারাজ লীলা-প্রসঙ্গে যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা হইবার নহে। রাম সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মহাবল কার্য্যকুশল স্বধর্ম্মরক্ষক ও জীবলোকের প্রতিপালক, অতএব ইহাঁকেই রাজ্যে নিয়োগ কর। যদি রাম পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া বনে যান, তাহা হইলে জগতে তোমার অপ-যশ ঘটিবে। এক্ষণে ইনি আপনার রাজ্য রক্ষা করুন, তুমিও নিশ্চিন্ত হও। রাম ব্যতীত এখানকার আর কেহই তোমার অনুকূল হইতে পারিবেন না। ইনি যৌবরাজ্য গ্রহণ করিলে মহারাজ পূর্ব্বতন নৃপতিগণের দৃষ্টান্তে বন প্রস্থান করিবেন।

সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলিপুটে সেই সভা মধ্যে এইরূপ তীক্ষ্ণ ও শান্ত বাক্য প্রয়োগ করিলে কৈকেয়ী ক্ষুব্ধ হইলেন না, তাঁহার মুখ-রাগও কিছুমাত্র বিকৃত হইল না।

ষটত্রিংশ সর্গ।

রাজা দশরথ প্রতিজ্ঞা করিয়া অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছিলেন। তিনি বাষ্পাকুল লোচনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অরণ্যে রামের সুখসেবার্থ চতুরঙ্গ বল শীঘ্র সুসজ্জিত কর। সৈন্যের সঙ্গে বচনচতুরা গণিকারা গমন করুক, ধনবান বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া যাক। যাহারা রামের আশ্রয়ে থাকিয়া প্রতিপালিত হইতেছে এবং যে সকল মল্লেরা বীর্য্য পরীক্ষার নিমিত্ত ইহাঁর সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে তাহাদিগকে, অর্থ দিয়া প্রেরণ কর। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র ও শকট সকল সমভিব্যাহারে দেও, অরণ্যমর্ম্মজ্ঞ ব্যাধ এবং নগরের সমুদায় লোকই গমন করুক। ইহারা কাননে গিয়া মৃগবধ বন্যমধু পান ও নদ নদী সন্দর্শন করিয়া নগরবাস বিস্মৃত হইয়া যাইবে। ধনকোশ ধান্যকোশ যা কিছু আমার অধিকারে আছে, পরিচারকেরা এই সমুদায় লইয়া প্রস্থান করুক। কুমার পবিত্র স্থানে যজ্ঞানুষ্ঠান

ও প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া ঋষিগণের সহিত পরম সুখে বাস করিবেন। অতএব সকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য ইহাঁরই সমভিব্যাহারে দেও, তৎপরে ভরত আসিয়া অযোধ্যা শাসন করিবেন।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রকে এইরূপ আদেশ করিবামাত্র কৈকেয়ীর যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল, তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল এবং কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। তিনি অত্যন্তই বিষণ্ণ হইয়া দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! যদি সমুদায় বিলাস-সামগ্রী বহির্ভূত হইয়া যায়, তাহা হইলে ভরত পীতসার সুরার ন্যায় শূন্যরাজ্য লইয়া কি করিবে।

কৈকেয়ী নির্লজ্জা হইয়া এইরূপ নিদারুণ বাক্য প্রয়োগ করিলে রাজা দশরথ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, অনার্য্যে! তুমি ভার বহনে আমায় নিযুক্ত করিয়াছ, আমিও বহিতেছি, তবে কেন আর ব্যথিত কর। তুমি এক্ষণে যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিলে, রামের বনবাস প্রার্থনা কালে কি নিমিত্ত ইহা প্রকাশ কর নাই। তখন কৈকেয়ী দ্বিগুণ ক্রোধের সহিত কহিলেন, দেখ তোমারই বংশে সগর রাজা জ্যেষ্ঠ পুত্র অসমঞ্জকে রাজ্য ভোগে বঞ্চিত করিয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করেন, এক্ষণে রামকে সেইরূপেই বহিষ্কৃত কর।

দশরথ এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র কহিলেন, দুঃশীলে! তোরে

ধিক্। সভাস্থ সকলেই লজ্জিত হইলেন; কিন্তু কৈকেয়ী ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে কি কহিলেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

ঐ স্থানে মহারাজের প্রিয়পাত্র সিদ্ধার্থ নামে সর্বপ্রধান এক জন বৃদ্ধ উপস্থিত ছিলেন, তিনি কৈকেয়ীর এইরূপ অসম্বদ্ধ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দেবি! অসমঞ্জ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত ছিল। ঐ দুর্ম্মতি পথে যে সকল বালকেরা ক্রীড়া করিত, তাহাদিগকে ধরিয়া সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিত। তদ্দর্শনে প্রজারা যৎপরোনাস্তি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, একদা রাজাকে গিয়া কহিল মহারাজ! আপনি অসমঞ্জকে চাহেন? না আমরা রাজ্যে বাস করিয়া থাকিব, এইরূপ অভিলাষ করেন? অবনিপাল কহিলেন, প্রকৃতিগণ! বল, আজ কি কারণে তোমরা এইরূপ ভীত হইয়াছ? প্রজারা কহিল, মহারাজ! আমাদের যে সকল শিশু পথে ক্রীড়া করে আপনার অসমঞ্জ মূর্খতা বশত তাহাদিগকে সরযূর জলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাকে। তখন নৃপতি প্রকৃতিগণের শুভোদ্দেশে অনুচরদিগকে কহিলেন, দেখ, প্রজাগণের অহিতকারী অসমঞ্জকে নির্ব্বাসন-বেশ পরিধান করাইয়া যাবজ্জীবন ভার্য্যার সহিত বনবাস দিয়া আইস। পাপচারী অসমঞ্জও তৎক্ষণাৎ ফাল ও পেটক লইয়া আবাস হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং চতুর্দ্দিকে গিরিদুর্গ দর্শন ও পর্য্যটন করিতে লাগিল। কৈকেয়ি! অসমঞ্জ

এইরূপ দুর্ব্বিনীত ছিল বলিয়া ধর্ম্মশীল সগর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু রামের এমন কি অপরাধ আছে যে, তুমি ইহাঁর এইরূপ দুর্দ্দশা করিবে। আমরা ত রামের কোন দোষই দেখিতেছি না। রাম চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। এক্ষণে তুমি যদি ইহাঁর কোনপ্রকার দোষ প্রত্যক্ষ করিয়া থাক প্রকাশ কর, পশ্চাৎ ইহাঁকে বনবাস দিবে। যিনি শিষ্ট ও সাধু, তাঁহাকে ত্যাগ করিলে ধর্ম্মবিরোধনিবন্ধন সুররাজ ইন্দ্রেরও মহিমা খর্ব্ব হইয়া যায়। দেবি! এই কারণেই কহিতেছি, তুমি রামের রাজশ্রী বিনষ্ট করিও না, ইহাতে তোমার অত্যন্ত লোকাপবাদ ঘটিবে।

মহারাজ দশরথ সিদ্ধার্থের এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে শোকাকুলিত বাক্যে কৈকেয়ীকে কহিলেন, পাপে! দেখিতেছি, বৃদ্ধ সিদ্ধার্থের কথা তোমার প্রীতিকর হইল না। আমার ও তোমার যাহাতে হিত হইবে সে দিকেই তুমি যাইবে না। এইরূপ নীচ পথ আশ্রয় করিয়া নীচ কার্য্যের অনুষ্ঠানই তোমার উদ্দেশ্য। যাহাই হউক, এক্ষণে আমি সুখ সম্পদ সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া রামের অনুগমন করিব। তুমি রাজা ভরতের সহিত বহু দিনের নিমিত্ত রাজ্য উপভোগ কর।

সপ্তত্রিংশ সর্গ

অনন্তর রাম রাজা দশরথকে বিনয় সহকারে কহিলেন, পিতঃ! আমি ভোগসুখ ও অন্যান্য সকল সম্পর্ক পরিত্যাগ করিয়া যখন বনমধ্যে ফলমূল মাত্র ভক্ষণ পূর্ব্বক প্রাণযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চলিলাম তখন সৈন্যসামন্ত লইয়া আর আমার কি হইবে ? হস্তী দান করিয়া বন্ধন-রজ্জুর মমতা করা নিরর্থক। এক্ষণে আমি সমস্তই ভরতকে দিতেছি। অতঃপর কেহ আমার অরণ্যগমনের নিমিত্ত চীরবস্ত্র. খনিত্র ও পেটক আনয়ন করিয়া দিন্।

রাম এইরূপ কহিবামাত্র কৈকেয়ী স্বয়ং গিয়া চীরবস্ত্র আনয়ন করিলেন এবং নির্লজ্জা হইয়া রামকে সেই সভামধ্যে কহিলেন, রাম! আমি এই চীর আনয়ন করিলাম, তুমি ইহা পরিধান কর। তখন সেই পুরুষপ্রধান পরিধেয় সূক্ষ্ম বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মুনিবস্ত্র গ্রহণ করিলেন। লক্ষ্মণও পিতার

সমক্ষে তাপস-বেশ ধারণ করিলেন। অনন্তর কৌশেয়-বসনা জানকী চীর গ্রহণ করিয়া বাগুরা দর্শনে হরিণীর ন্যায় অত্যন্ত ভীত হইলেন এবং একান্ত বিমনায়মান হইয়া জলধারাকুল লোচনে গন্ধর্ব্বরাজপ্রতিম ভর্ত্তাকে কহিলেন, নাথ! বনবাসী ঋষিরা কিরূপে চীর বন্ধন করিয়া থাকেন? এই বলিয়া তিনি কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া এক খণ্ড কণ্ঠে ও অপর খণ্ড হস্তে লইয়া লজ্জাবনত বদনে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম সত্বর তাঁহার সন্নিহিত হইয়া স্বয়ংই কৌশেয় বস্ত্রের উপর চীর বন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পুরনারীগণ জানকীর অঙ্গে রামকে চীর বন্ধন করিতে দেখিয়া কাতর মনে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন, কহিলেন বৎস! জানকী তোমার ন্যায় বনবাসে নিযুক্ত হন নাই। তুমি নৃপতির অনুরোধে বনে গমন করিয়া যত দিন না আসিবে, তাবৎ সীতাকে দেখিয়া আমরা শীতল হইব। এক্ষণে তুমি সহচর লক্ষ্মণের সহিত প্রস্থান কর। সীতা তাপসীর ন্যায় বনবাস আশ্রয় করিতে পারিবেন না। তুমি ধর্ম্মপরায়ণ; তুমি স্বয়ং এই স্থানে থাকিতে সম্মত হইবে না, কিন্তু অনুরোধ করি, জানকীকে রাখিয়া যাও।

রাজকুমার রাম পুরনারীগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়াও বিরত হইলেন না। তদ্দর্শনে কুলগুরু বশিষ্ঠ বাষ্পাকুললোচনে

জানকীকে চীর ধারণে নিবারণ করিয়া কৈকেয়ীকে কহিলেন, দুষ্টে! তুমি মহারাজকে বঞ্চনা করিয়াছ। বঞ্চনা করিয়া যত দূর বাসনা ছিল, এক্ষণে তাহাও অতিক্রম করিতেছ। দুঃশীলে! দেবী জানকীর কখনই বনে গমন করা হইবে না। ইনিই রামের রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ভার্য্যা গৃহীদিগের অর্দ্ধাঙ্গ। সুতরাং সীতা রামের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া রাজ্য পালন করিবেন। যদি ইনি রামের সহচারিণী হন, তাহা হইলে আমরা নগরের অন্যান্য সকলেরই সহিত যথায় রাম সেই স্থানেই যাইব। অন্তঃপুর-রক্ষকেরাও গমন করিবে। ভরত ও শত্রুঘ্ন চীরধারী হইয়া জ্যেষ্ঠ রামের অনুসরণ করিবেন। জীবনযাত্রার উপযোগী অর্থ দাস দাসী কিছুই এই স্থলে থাকিবে না। অতঃপর এই রাজ্য নির্জ্জন, শূন্য এবং বন জঙ্গলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তুমি প্রজাগণের অহিতকারিণী হইয়া একাকিনী ইহা শাসন কর। যথায় রাম রাজা নহেন তাহা রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে না, এবং ইনি যে স্থানে অবস্থিতি করিবেন, সেই বনই রাজ্য হইবে। যখন মহারাজ অনুরুদ্ধ হইয়া দিতেছেন তখন ভরত এই রাজ্য কখন শাসন করিবেন না, এবং তিনি যদি দশরথের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন তবে তোমার প্রতি পুত্রোচিত ব্যবহার প্রদর্শনেও পরাঙ্মুখ হইবেন। ভরত নিজের বংশাচার বিলক্ষণ পরিজ্ঞাত

আছেন, তুমি যদি ভূতল হইতে অন্তরীক্ষে উত্থিত হও তথাচ তাহার অন্যথাচরণ করিবেন না। সুতরাং তুমি এক্ষণে পুত্রের রাজ্য কামনা করিয়া পুত্রেরই অনিষ্ট সাধন করিলে। রামের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শন করে না এই জীবলোকে এমন লোকই নাই। তুমি আজই দেখিতে পাইবে, বনের পশু পক্ষী-রাও রামের অনুসরণ করিতেছে, এবং বৃক্ষ সকল ইহাঁর প্রতি উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি জানকীর চীর অপনীত করিয়া ইহাঁকে উৎকৃষ্ট অলঙ্কার প্রদান কর। মুনিবস্ত্র কোনরূপেই ইহাঁর যোগ্য বোধ হইতেছে না। দেখ, তুমি একমাত্র রামেরই বনবাস প্রার্থনা করিয়াছ, কিন্তু যিনি প্রতি নিয়ত বেশ বিন্যাস করিয়া থাকেন, সেই সীতা সুবেশে রাম সহবাসে কাল যাপন করিবেন, ইহাতে তোমার ক্ষতি কি? এক্ষণে এই রাজকুমারী উৎকৃষ্ট যান, পরিচারক, বস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ লইয়া গমন করুন। দেবি! বর গ্রহণ কালে তুমি রামকেই লক্ষ্য করিয়াছিলে, কিন্তু সীতাকে প্রার্থনা কর নাই।

জানকী রামের ন্যায় মুনিবেশ ধারণে অভিলাষিণী হইয়াছি-লেন, বিপ্রবর বশিষ্ঠ এইরূপ কহিলেও তদ্বিষয়ে কিছুতেই বিরত হইলেন না।

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

জনকনন্দিনী সনাথা হইয়াও অনাথার ন্যায় চীর ধারণে প্রবৃত্ত হইলে তত্রত্য সকলেই দশরথকে ধিক্কার প্রদান করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে দশরথ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, কৈকেয়ি! জানকী সুকুমারী ও বালিকা এবং ইনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগ সুখেই কাল হরণ করিয়া থাকেন। গুরুদেব কহিলেন, ইনি বনবাসের ক্লেশ সহিবার যোগ্য নহেন, এ কথা যথার্থই বোধ হইতেছে। এই সুশীলা রাজকুমারী কাহারও কোন অপকার করেন নাই, ইনি বনবাসিনী ভিক্ষুকীর ন্যায় চীর গ্রহণ করিয়া বিন্যাস-প্রসঙ্গে বিমোহিত হইয়াছিলেন। এক্ষণে ইনি ইহা পরিত্যাগ করুন, রামের ন্যায় ইহাঁকেও চীরবাস পরিগ্রহ করিতে হইবে, আমি কিছু, পূর্ব্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। এক্ষণে ইনি সকল প্রকার রত্নভার লইয়া বনে গমন করুন। আমি মুমূর্ষু

হইয়াই শপথ পূর্ব্বক রামের বনবাস বিষয়ে নিষ্ঠুর প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে জানকীর তাপসী-বেশ অভিলাষ করিতেছ, ইহা তোমার অজ্ঞানতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুষ্পোদ্গম হইলে বেণু যেমন বিনষ্ট হয় তদ্রূপ তোমার এই প্রবৃত্তিই আমার বিনাশের মূল হইবে। পাপীয়সি! স্বীকার করিলাম যে, রাম তোমার নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকিবেন, কিন্তু বল দেখি, এই হরিণনয়না মৃদুস্বভাবা জানকী তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রামের নির্ব্বাসনই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইতেছে, তাহার পর এই সমস্ত দুঃখাবহ পাতকের অনুষ্ঠানে আর ফল কি? রাম রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অভিলাষে এই স্থানে আগমন করিলে তুমি ইহাঁকে জটাচীরধারী হইয়া বন গমনের আদেশ করিয়াছিলে, আমি তাহাতেই সম্মত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার অত্যন্ত দুরাশা উপস্থিত হইয়াছে, তুমি জানকীকেও চীরবাস পরিধান করাইবার বাসনা করিয়াছ। বলিতে কি, এইরূপ ব্যবহারে তোমায় অচিরাৎ নরকস্থ হইতে হইবে।

রাম রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া অবনত মুখে কহিলেন, পিতঃ! এই উদারশীলা জননী কৌশল্যা আমাকে বনপ্রস্থানে উদ্যত দেখিয়াও আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। ইনি কখন দুঃখ সহ্য করেন নাই,

অতঃপর আমার বিযোগ-শোকে অত্যন্তই কষ্ট পাইবেন, এই কারণে কহিতেছি, আপনি ইহাঁকে সম্মানে রাখিবেন। আমি যে চক্ষের অন্তরালে থাকি ইহাঁর সে ইচ্ছা নাই; এক্ষণে দেখিবেন যেন আমার শোকে ইহাঁকে প্রাণ ত্যাগ করিতে না হয়।

একোনচত্বারিংশ সর্গ।

মহারাজ দশরথ রামের এই কথা শ্রবণ এবং তাঁহার মুনি-বেশ নিরীক্ষণ করিয়া পত্নীগণের সহিত হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। দুর্নিবার দুঃখ তাঁহার অন্তর দগ্ধ করিতেছিল, তৎকালে তিনি আর রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে সমর্থ হইলেন না; দেখিলেও আর কথা কহিতে পারিলেন না, একান্তই বিমনা হইলেন এবং ক্ষণকাল যেন বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

অনন্তর তিনি রামের চিন্তায় যার পর নাই আকুল হইয়া কহিলেন, হা! পূর্ব্বে আমি নিশ্চয়ই অনেক ধেনুকে বিবৎসা করিয়াছি, এবং অনেক জীবের প্রাণ হিংসা করিয়াছি, সেই পাপেই আমার এই দুর্গতি ঘটিল। অনলের ন্যায় তেজস্বী রাম আমার সম্মুখে সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তপস্বি-বেশ ধারণ করিলেন, আমি স্বচক্ষেই তাহা দেখিলাম। বোধ হয় অসময়ে মৃত্যু হয় না, নতুবা কৈকেয়ী যে আমায় এত যন্ত্রণা দিতেছে, সম্ভবত ইহাতেই

তাহা হইত। যে, বঞ্চনা দ্বারা আপনার স্বার্থ সাধন করিতেছে সেইএক কৈকেয়ীই এই সকল লোককে ক্লেশ প্রদান করিল!

রাজা দশরথ জলধারাকুললোচনে কাতর মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া রামকে কহিলেন, রাম!——নাম গ্রহণ করিবামাত্র বাষ্পভরে আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। তৎপরে মুহূর্ত্ত মধ্যে মনের আবেগ সংবরণ করিয়া সজলনয়নে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি বাহনোপযোগি রথ অশ্বসমূহে যোজিত করিয়া আন এবং রামকে জনপদের বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া আইস। এক জন সাধু মহাবীরকে পিতা মাতা নির্ব্বাসিত করিতেছেন ইহাই গুণবান্‌দিগের গুণের যথেষ্ট পরিচয়, সন্দেহ নাই।

অনন্তর সুমন্ত্র ত্বরিত পদে নির্গত হইয়া রথ সুসজ্জিত ও অশ্বে যোজিত করিয়া আনিলেন। রথ আনীত হইলে দশরথ ধনাধ্যক্ষকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন দেখ, তুমি বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীর নিমিত্ত শীঘ্র উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার আনয়ন কর।

রাজার আদেশ মাত্র ধনাধ্যক্ষ অবিলম্বে কোষ গৃহে গমন ও বসন ভূষণ গ্রহণ পূর্ব্বক আসিয়া সীতাকে প্রদান করিল। অযোনিসম্ভবা জানকী সুশোভন অঙ্গে ঐ সমস্ত বিচিত্র আভরণ ধারণ করিলেন। প্রাতঃকালে উদিত দিবাকরের প্রভা যেমন

নভো-মণ্ডলকে রঞ্জিত করে সীতার কমনীয় কান্তি তৎকালে ঐ গৃহ সেইরূপ সুশোভিত করিল।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া কহিলেন, বৎসে! যে নারী প্রিয়জনদিগের আদর-ভাজন হইয়াও বিপদে স্বামিসেবায় পরাঙ্মুখ হয়, সে ইহলোকে অসতী বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ অসতীদিগের স্বভাব এই যে উহারা স্বামীর সম্পদের সময় সুখ ভোগ করে কিন্তু বিপদ উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নানা দোষে দূষিত অধিক কি পরিত্যাগও করিয়া থাকে। উহারা মিথ্যা কহে, দুর্গম স্থানে গমন ও নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে এবং পতির প্রতি একান্ত বিরস বলিয়া অল্প কারণে বিরক্ত হইয়া উঠে। ঐ সকল স্ত্রীলোক অত্যন্তই অস্থিরচিত্ত; উহারা কুলের অপেক্ষা রাখে না, বসন ভূষণে বশীভূত হয় না, কৃতঘ্ন হয়, ধর্ম্মজ্ঞান তুচ্ছ বিবেচনা করে, এবং দোষ প্রদর্শন করিলেও অস্বীকার করিয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা গুরুজনের উপদেশ গ্রহণ এবং আপনার কুলমর্য্যাদা পালন করেন, যাঁহারা সত্যবাদী ও শুদ্ধস্বভাব সেই সকল সতী একমাত্র পতিকেই পুণ্যসাধন জ্ঞান করিয়া থাকেন। এক্ষণে আমার রাম যদিও নির্ব্বাসিত হইতেছেন, কিন্তু তুমি ইহাঁকে অনাদর করিও না, ইনি দরিদ্র বা সম্পন্নই হউন, তুমি ইহাঁকে দেবতুল্য বিবেচনা করিবে।

জানকী দেবী কৌশল্যার এইরূপ ধর্ম্মসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আর্য্যে! আপনি আমাকে যেরূপ আদেশ করিতেছেন আমি অবশ্যই তাহা পালন করিব। স্বামীর প্রতি কিরূপ আচরণ করিতে হয়, আমি তাহা জানি ও শুনিয়াছি। আপনি আমাকে অসতী দিগের তুল্য মনে করিবেন না। শশাঙ্ক হইতে রশ্মির ন্যায় আমি ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহি। যেমন তন্ত্রীশূন্য বীণা এবং চক্রশূন্য রথ নিরর্থক হয় সেইরূপ স্ত্রীলোক শত পুত্রের মাতা হইয়াও যদি ভর্ত্তৃহীন হয়, কদাচই সুখী হইতে পারে না। পিতা মাতা ও পুত্র পরিমিত বস্তুই দান করিয়া থাকেন কিন্তু জগতে স্বামি ভিন্ন অপরিমেয় পদার্থের দাতা আর কেহ নাই, সুতরাং তাঁহাকে কে না আদর করিবে? আর্য্যে! আমি মাতার নিকট সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মোপদেশ পাইয়াছি, আমি কি কারণে স্বামির অবমাননা করিব। পতিই আমার পরম দেবতা।

দেবী কৌশল্যা জানকীর এইরূপ হৃদয়হারি বাক্য শ্রবণ করিয়া দুঃখ ও হর্ষ উভয় কারণেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন ধর্ম্মপরায়ণ রাম সেই সর্বজনপূজনীয়া জননীকে নিরীক্ষণ করিয়া মাতৃগণ সমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, মাতঃ! তুমি দুঃখ শোকে বিমনা হইয়া আমার পিতাকে দেখিও না। এই চতুর্দ্দশ বৎসর চক্ষের পলকেই অতিবাহিত

হইবে; তৎপরেই দেখিবে, আমি, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই রাজধানী অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছি।

রাম অসন্দিগ্ধ বচনে জননীকে এইরূপ সান্ত্বনা করিয়া অনুক্রমে শোকার্ত্ত মাতৃগণকে দর্শন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত বাক্যে কহিলেন, মাতৃগণ! একত্র অধিবাস নিবন্ধন ভ্রান্তি ক্রমেও যদি কখন রূঢ় ব্যবহার করিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবেন।

শোকাতুরা রাজপত্নীরা সুধীর রামের এইরূপ ধর্ম্মানুকুল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। পূর্বে যে গৃহে মৃদঙ্গ ও পণব প্রভৃতি বাদ্য মেঘের ন্যায় ধ্বনিত হইত, তাহা এখন মহিলাগণের বিলাপ ও পরিতাপে আকুল হইয়া উঠিল।

চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত দীনভাবে কৃতাঞ্জলি-পুটে মহারাজ দশরথের চরণে প্রণাম ও তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তৎপরে তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া শোকসন্তপ্তমনে জননীকে অভিবাদন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ সর্ব্বাগ্রে কৌশল্যা তৎপরে সুমিত্রাকে প্রণাম করিলে, সুমিত্রা তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক হিতাভিলাষে কহিলেন, বৎস! যদিও সকলের প্রতি তোমার অনুরাগ আছে, তথাচ আমি তোমাকে বনবাসের আদেশ দিতেছি। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, দেখিও তুমি সতত ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি। বাছা! জ্যেষ্ঠের বশবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার জানিবে। বিশেষতঃ এইরূপ কার্য্য এই বংশের যোগ্য; দান যজ্ঞানুষ্ঠান ও সমরে দেহত্যাগ এই সমস্ত কার্য্য এই বংশেরই সমুচিত। এক্ষণে রামকে পিতা,

জানকীকে জননী এবং গহন কাননকে অযোধ্যা জ্ঞান করিও। সুমিত্রা প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, বাছা! তবে তুমি এখন স্বচ্ছন্দে বনে প্রস্থান কর।

অনন্তর সুমন্ত্র বিনীত ভাবে রামকে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে রথে আরোহণ কর। তুমি যে স্থানে বলিবে শীঘ্রই তথায় লইয়া যাইব। দেবী কৈকেয়ী অদ্য তোমাকে গমনের আদেশ দিয়াছেন, সুতরাং আজ হইতেই চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস কালের আরম্ভ করিতে হইতেছে।

তখন সীতা পুলকিত মনে সর্বাগ্রে সেই সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল কনকখচিত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে রাম ও লক্ষ্মণ, পিতা বৎসর সংখ্যা করিয়া জানকীকে যে সমস্ত বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রদান করিয়াছেন সেই গুলি এবং বিবিধ অস্ত্র, বর্ম্ম, চর্ম্মপরিবৃত পেটক ও খনিত্র রথমধ্যে রাখিয়া উত্থান করিলেন। সুমন্ত্র বায়ুর ন্যায় বেগবান মনোমত অশ্বে কষাঘাত করিবামাত্র রথ ঘর্ঘর রবে ধাবমান হইল। তদ্দর্শনে নগরবাসীরা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। চতুর্দ্দিকে তুমুল আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল। মাতঙ্গগণ উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া অনবরত গর্জন করিতে লাগিল। সর্ব্বত্রই ভয়ঙ্কর কোলাহল। নগরের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া নীর দর্শনে উত্তাপ তপ্ত

পথিকের ন্যায় রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। বিস্তর লোক রথে লম্বমান হইয়া, অশ্রুপূর্ণ মুখে পৃষ্ঠ ও পার্শ্ব হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, সুমন্ত্র! তুমি অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পূর্ব্বক মৃদু বেগে যাও, আমরা রাজকুমারের মুখকমল বহু দিন আর দেখিতে পাইব না, একবার ভাল করিয়া দেখিব। বোধ হয়, রামজননী কৌশল্যার হৃদয় লৌহময়, নতুবা এমন কার্ত্তিকেয়তুল্য তনয়কে বনে বিসর্জ্জন দিয়া কেন বিদীর্ণ হইল না। ধর্ম্মপরায়ণা জানকী ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা হইয়া কৃতার্থা হইলেন। সূর্য্যপ্রভা যেমন সুমেরুকে পরিত্যাগ করে না, ইনিও সেইরূপ রামের সংসর্গ পরিত্যাগ করিলেন না। লক্ষ্মণ! তুমিই ধন্য, তুমি বনমধ্যে প্রিয়বাদী দেবপ্রভাব রামের পরিচর্য্যা করিবে। তুমি যে ইহাঁর অনুগমন করিতেছ, এই বুদ্ধি অতি প্রশংসনীয়, ইহাই তোমার উন্নতি এবং ইহাই স্বর্গের সোপান। এই বলিয়া সকলে রোদন করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে মহারাজ দশরথ রামকে দেখিবার আশয়ে দীন ভাবে ভার্য্যাদিগের সহিত গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। হস্তী বদ্ধ হইলে, করিণীরা যেমন আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সর্ব্বাগ্রে কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই রোদনের মহাশব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তৎকালে মহারাজ রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিষাদে অবসন্ন হইয়া রহিলেন। অচিন্ত্যগুণ রামও সুমন্ত্রকে

পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এক দিকে রাম ত্বরা দিতে লাগিলেন, অন্য দিকে পৌর-জন রথ-বেগ সংবরণ করিবার নিমিত্ত চীৎকার করিতে লাগিল, সুমন্ত্র কোন দিক্ রাখিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। লোকের চক্ষের জলে পথের ধূলিজাল নির্মূল হইয়া গেল। পুরমধ্যে সর্বত্রই হাহাকার, সকলেই বিচেতন। মৎস্যের আস্ফা-লনে পঙ্কজদল চঞ্চল হইলে যেমন তাহা হইতে নীরবিন্দু নিঃসৃত হয়, সেইরূপ স্ত্রীলোকদিগের নেত্র হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল। রাজা দশরথ নগরবাসিদিগের মনের ভাব দুঃখভরে একই প্রকার হইয়াছে দেখিয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। রামের পশ্চাৎ ভাগে যে সকল লোক ছিল মহারাজকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া মহা কোলাহল করিয়া উঠিল। তাঁহাকে ভার্য্যাগণের সহিত মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া কতকগুলি লোক হা রাম! অনেকে হা কৌশল্যা! এই বলিয়া শোক করিতে লাগিল।

অনন্তর রাম পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, জনক জননী বিষণ্ণ ও উদ্ভ্রান্তচিত্ত হইয়া পদব্রজে আগমন করিতে-ছেন। শৃঙ্খলবদ্ধ অশ্বশাবক যেমন মাতাকে দেখিতে পারে না, সেইরূপ তিনি সত্যপাশে সংযত হওয়াতে, তৎকালে তাঁহাদিগকে আর সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পারিলেন না। পিতা

মাতার দুঃখের সেই বিষণ্ণ মূর্ত্তি তাঁহার একান্তই অসহ্য হইয়া উঠিল। যাঁহারা যানে গমনাগমন করেন, আজ তাঁহারা পথে পদব্রজে, যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগ করেন, আজ তাঁহাদের দুর্ব্বিষহ দুঃখ; তদ্দর্শনে রাম অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া, বারংবার সুমন্ত্রকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র রথ লইয়া চল। এ দিকে বদ্ধবৎসা ধেনু যেমন বৎসের উদ্দেশে গোষ্ঠাভিমুখে ধাবমান হয়, দেবী কৌশল্যা সেই রূপে ধাবমান হইলেন। তিনি কখন রামের কখন সীতার ও কখন বা লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র, রাজা দশরথ রথবেগ সংবরণ এবং রাম দ্রুত গমন করিতে কহিতেছেন দেখিয়া, যুদ্ধার্থী উভয়-পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যগত পুরুষের ন্যায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। তদ্দর্শনে রাম তাঁহাকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি প্রত্যাগমন করিলে, মহারাজ যদি তোমায় তিরস্কার করেন, লোকের কোলাহলে আদেশ শুনিতে পাও নাই বলিলেই চলিবে, কিন্তু বিলম্ব ঘটিলে আমায় বিষম ক্লেশ পাইতে হইবে। সুমন্ত্র সম্মত হইলেন এবং রথের সঙ্গে যে সকল লোক আসিতেছিল, তাহাদিগকে প্রতিগমন করিতে কহিয়া, অধিকতর বেগে অশ্বসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। তখন রাজপরিবার ও অন্যান্য লোক মনে মনে রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন,

কিন্তু যে দিকে রাম সেই দিকেই তাঁহাদের মন প্রধাবিত হইল।

অনন্তর অমাত্যেরা কহিলেন, মহারাজ! যাহার পুনরাগমন অপেক্ষা করিতে হইবে, বহু দূর তাহার সমভিব্যাহারে গমন করা নিষিদ্ধ। সস্ত্রীক দশরথ অমাত্যগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রামের অনুগমনে ক্ষান্ত হইলেন এবং তথায় ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বিষণ্ণ মুখে রামের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দণ্ডায়মান রহিলেন।

একচত্বারিংশ সর্গ।

রাম নিষ্ক্রান্ত হইলে, অন্তঃপুরমধ্যে স্ত্রীলোকেরা হাহাকার করিতে লাগিলেন, কহিলেন, হা! যিনি অনাথ, দুর্ব্বল ও শোচনীয় ব্যক্তির আশ্রয় ছিলেন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি অতিশয় শান্তস্বভাব, মিথ্যা দোষ প্রদর্শনেও যিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন না, যিনি অপ্রীতিকর কথা কহেন না, যিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তিকে প্রসন্ন করেন, এবং লোকের দুঃখে দুঃখিত হন, তিনি এখন কোথায় চলিলেন? যিনি জননীনির্বিশেষে আমাদিগকে দর্শন করিয়া থাকেন, যিনি আমাদের সকলের রক্ষক তিনি কৈকেয়ী-নিপীড়িত রাজার নিয়োগে এখন কোথায় চলিলেন। হা! রাজা কি হতজ্ঞান হইয়া গিয়াছেন, যিনি জীবলোকের আশ্রয় সত্যব্রতপরায়ণ ও ধার্ম্মিক তাঁহাকেও বনবাস দিলেন। এই বলিয়া রাজমহিষীরা বিবৎসা ধেনুর ন্যায় দুঃখিত মনে করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ দশরথ অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রীলোকদিগের এইরূপ ঘোরতর আর্ত্তস্বর শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে যারপর নাই দুঃখিত ও সন্তপ্ত হইলেন। তৎকালে রাম-বিরহে আর কাহারই অগ্নি পরিচর্য্যায় প্রবৃত্তি রহিল না। দিবাকর উত্তাপদানে বিরত ও তিরোহিত হইলেন, সমীরণ উষ্ণভাবে বহিতে লাগিল, চন্দ্র প্রখর মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, হস্তী সকল মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিল, ধেনুগণ বৎস রক্ষায় বিরত হইল। ত্রিশঙ্কু, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও বুধ প্রভৃতি গ্রহ সকল চন্দ্রে সংক্রান্ত হইয়া অতি ভীষণ হইয়া উঠিল। নক্ষত্র সকল নিস্তেজ শনৈশ্চর প্রভৃতি জ্যোতিঃপদার্থ সকল নিষ্প্রভ হইয়া বিপথে সধূমে প্রকাশিত হইতে লাগিল। জলদজাল প্রবল বায়ুবেগে নভোমণ্ডলে উত্থিত ও মহাসাগরের ন্যায় প্রসারিত হইয়া নগর কম্পিত করিয়া তুলিল। সমস্ত দিক আকুল, যেন ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, নগরবাসীরা সহসা দীন ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল, আহার ও বিহারে আর কাহারই অভিরুচি রহিল না; শোকে সকলেই কাতর, বারংবার দীর্ঘনিশ্বাস ও দশরথের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নাই। যাহারা রাজ-পথে ছিল অনবরত রোদন করিতে লাগিল, কাহারই অন্তরে হর্ষের লেশ মাত্র রহিল না। সমস্ত জগত যারপর নাই ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পুত্র পিতা মাতার, ভ্রাতা ভ্রাতার এবং

স্বামী ভার্য্যার অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল রামকে চিন্তা করিতে লাগিল। যাঁহারা রামের সুহৃৎ তাঁহারা দুঃখভারে আক্রান্ত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন। তখন সুররাজ পুরন্দরের বজ্রাস্ত্রে এই সশৈলা পৃথিবী যেমন কম্পিত হইয়াছিল, সেইরূপ রাম-বিরহে অযোধ্যা কম্পিত হইল এবং হস্তী অশ্ব ও যোদ্ধা সকল ভয় ও শোকে আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ

রাম নির্গত হইলে যতক্ষণ রথের ধূলি দৃষ্ট হইল দশরথ ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। যতক্ষণ ধর্ম্মপরায়ণ রামকে দেখিতে পাইলেন, তদবধি তিনি উপবিষ্ট ছিলেন; রামও চক্ষের অন্তরাল হইলেন, তিনিও বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

অনন্তর দেবী কৌশল্যা তাঁহাকে উত্থাপন ও তাঁহার দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন এবং কৈকেয়ী তাঁহার বামপার্শ্বে থাকিয়া গমন করিতে লাগিলেন। তখন নীতি-নিপুণ বিনয়ী ধার্ম্মিক দশরথ বামপার্শ্বে কৈকেয়ীকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, পাপীয়সি! তুই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিস্ না, আমি তোরে আমার পত্নী কি দাসীভাবেও দেখিতেছি না। যাহারা তোর আশ্রয়ে আছে তাহারা আমার নহে এবং আমিও তাহাদের নহি। তুই অত্যন্তই অর্থলুব্ধ, ধর্ম্ম কিরূপ তাহা জানিস্ না, এক্ষণে আমি তোকে পরিত্যাগ করি-

লাম। আমি তোর পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক তোকে যে অগ্নি প্রদক্ষিণ করাইয়াছিলাম ইহলোক ও পরলোকে তাহার ফল কিছুই চাহি না। যদি ভরত এই অক্ষয় রাজ্য হস্তগত করিয়া সন্তুষ্ট হয় তাহা হইলে সে আমার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যের উদ্দেশে যাহা দান করিবে লোকান্তরে তাহা যেন আমার ত্রিসীমায় না যায়।

শোকাতুরা দেবী কৌশল্যা সেই ধূলি-ধূষর মহারাজ দশরথের দক্ষিণ বাহু গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। স্বেচ্ছানুসারে ব্রহ্মহত্যা ও জ্বলন্ত অঙ্গার মধ্যে হস্তক্ষেপ করিলে যেমন অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইতে হয়, রামচিন্তায় রাজা দশরথের সেইরূপই হইতে লাগিল। তিনি গমনকালে এক একবার ফিরিয়া রথের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, অমনি অবসন্ন হন। তাঁহার কান্তি রাহুগ্রস্ত দিবাকরের ন্যায় অত্যন্তই মলিন হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন, এতক্ষণে রাম নগরান্তে উপনীত হইয়াছেন। এই ভাবিয়া দুঃখিত মনে কহিতে লাগিলেন, হা! যে সকল অশ্ব, আমার রামকে বহিতেছে, পথে তাহাদের পদচিহ্ন দেখিতেছি, কিন্তু সেই মহাত্মা আর দৃষ্ট হইতেছেন না। যিনি চন্দনরাগে রঞ্জিত হইয়া উপধানে অঙ্গ বিন্যাস পূর্ব্বক সুখে শয়ন করিলে স্ত্রীলোকেরা চামর বীজন করিত, আজ তিনি কোন এক স্থানে বৃক্ষমুল আশ্রয় করিয়া পাষাণ বা কাষ্ঠে

মস্তক রাখিয়া শয়ন করিবেন এবং গিরিপ্রস্থ হইতে মাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিত দেহে ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইবেন। সেই লোকনাথ অনাথের ন্যায় তরুতল পরিহার পূর্ব্বক গমন করিবেন. বনচারী পুরুষেরা ইহা নিশ্চয় দেখিতে পাইবে। রাজা জনকের প্রিয়তনয়া সীতা সততই সুখে কালাতিপাত করিয়া থাকেন, আজ তিনি পথে কণ্টকক্ষত ও ক্লান্ত হইয়া বনপ্রবেশ করিবেন। জানকী অরণ্যের কিছুই জানেন না, আজ হিংস্র জন্তুগণের লোমহর্ষণ ভীষণ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নিশ্চয়ই ভীত হইবেন। কৈকেয়ি! এক্ষণে তোর্ কামনা পূর্ণ হউক, তুই বিধবা হইয়া রাজ্য শাসন কর্, আমি রাম-বিরহে কোনমতেই প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না।

রাজা দশরথ জনসমূহে পরিবৃত হইয়া এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে মৃতোদ্দেশে কৃতস্নান পুরুষের ন্যায় সেই দুঃখপূর্ণ পুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহ সকল সর্ব্বতোভাবে শূন্য হইয়া আছে, পণ্যস্থাপন-বেদি সমুদায় সংবৃত রহিয়াছে, লোকেরা ক্লান্ত দুর্ব্বল ও দুঃখার্ত্ত, রাজপথে জন-সঞ্চার নিতান্তই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। দশরথ নগরীর এইরূপ দুরবস্থা অবলোকন পূর্ব্বক রাম-চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঘ মধ্যে সূর্য্যের ন্যায় স্বীয় আবাসে প্রবেশ করিলেন। তথা হইতে রাম লক্ষ্মণ ও সীতা প্রস্থান করিয়াছেন, সুতরাং বিহঙ্গরাজ, যাহার গর্ভ

হইতে ভুজঙ্গ অপহরণ করিয়াছে সেই অগাধ গম্ভীর হ্রদের ন্যায় উহা হইল। তখন দশরথ গদ্গদ লক্ষিত বাক্যে ক্ষীণ স্বরে দ্বার-প্রদর্শকদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে রাম-জননী কৌশল্যার বাসভবনে লইয়া চল, এখন আমি অন্যত্র থাকিয়া নির্বৃতি লাভ করিতে পারিব না।

অনন্তর দ্বারদর্শকেরা তাঁহাকে কৌশল্যার গৃহে লইয়া গেল। রাজা তন্মধ্যে বিনীতের ন্যায় অবনতমুখে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার মন একান্তই ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। তিনি ঐ গৃহ শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় শূন্য দেখিলেন এবং বাহুযুগল উত্তোলন পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে এই বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন, হা রাম! তুমি কি তোমার জনক জননীকে ত্যাগ করিয়া গেলে? যাহারা তোমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে এবং তোমাকে আলিঙ্গন ও তোমার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবে তাহারাই সুখী।

অনন্তর তিনি, আপনার কালরাত্রির ন্যায় রজনী উপস্থিত হইলে দ্বিপ্রহরের সময় কৌশল্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি পাণিতল দ্বারা আমার অঙ্গ স্পর্শ কর। আমার দৃষ্টি রামের সঙ্গে গিয়াছে, এখনও প্রত্যাগমন করিতেছে না। তখন কৌশল্যা মহারাজকে শয়নতলে রামচিন্তায় আকুল দেখিয়া তাঁহার

সন্নিধানে উপবেশন করিলেন এবং যৎপরো নাস্তি কাতর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর তিনি শোকাকুলিত মনে কহিলেন, মহারাজ! কুটিলমতি কৈকেয়ী বৎস রামের প্রতি বিষ ত্যাগ করিয়া নির্ম্মোকমুক্তা উরগীর ন্যায় বিচরণ করিবে। সে রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছে, অতঃপর আবাসমধ্যস্থ দুষ্ট সর্পের ন্যায় আমাকে অধিকতর ভয় প্রদর্শন করিবে। যদি রাম গৃহে থাকিয়া নগরে ভিক্ষা করিত, যদি তাহাকে কৈকেয়ীর দাস করিয়া দিতাম, তাহাও বরং আমার শ্রেয় ছিল। পর্ব্বকালে যাজ্ঞিক যেমন রাক্ষসদিগের যজ্ঞভাগ নিক্ষেপ করে, কৈকেয়ী সেইরূপ স্বেচ্ছাক্রমে রামকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে। সেই গজরাজগতি মহাবীর এতক্ষণে লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত বনে প্রবেশ করিতেছে। তাহারা অরণ্যের দুঃখ কিছুই জানে না, তুমি কৈকেয়ীর কথায় তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে, এখন বল দেখি, তাদের কি দুর্দ্দশা ঘটিবে? তাহা-

দিগের সঙ্গে কিছু নাই, সকলেরই তরুণ বয়স, ভোগের সময়েই তুমি আবার বনবাস দিলে, জানি না, এখন তাহারা ফল মূল আহার করিয়া কিরূপে দিনপাত করিবে। ভাগ্যে কি এখনই সেই দিন উপস্থিত হইবে যে, বৎস রামকে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে দেখিয়া শোক তাপ বিস্মৃত হইয়া যাইব। কবে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ আসিয়াছেন শুনিয়া, অযোধ্যার অধিবাসিরা পর্ব্বকালীন সমুদ্রের ন্যায় হর্ষে পুলকিত হইবে এবং সমস্ত নগর মাল্যে অলঙ্কৃত ও পতাকায় পরিশোভিত করিবে। কবে বহুসংখ্য লোক উহাদিগকে পুর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজপথে উহাদের মস্তকে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিবে। কবে দেখিব, আমার দুইটি বৎস কর্ণে কুণ্ডল এবং করে ধনু ও খড়্গ ধারণ করিয়া সশৃঙ্গ শৈলের ন্যায় আসিতেছে। কবে তাহারা, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণকন্যাদিগকে ফল পুষ্প প্রদান পূর্ব্বক হৃষ্টমনে পুরী প্রদক্ষিণ করিবে। কবে সেই পরিণতমতি ধর্ম্মপরায়ণ রাম, জানকীকে সঙ্গে লইয়া বর্ষার জলধারার ন্যায় সকলকে পুলকিত করিয়া উপস্থিত হইবে। মহারাজ! নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে শিশুগণ দুগ্ধপানে লালস হইলে এই জঘন্যা তাহাদের মাতৃস্তন ছেদন করিয়াছিল, সেই পাপেই বালবৎসা ধেনুর ন্যায় এই পুত্রবৎসলাকে কৈকেয়ী বল পূর্ব্বক বিবৎসা করিল। দেখ, আমার

একটি বৈ আর পুত্র নাই, জ্ঞান ও গুণ সমুদায়ই তাহার জন্মিয়াছে, তাহাকে বিসর্জ্জন দিয়া এখন কিরূপে জীবন ধারণ করিব। হা! রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া আমার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। যেমন গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যদেব পৃথিবীকে উত্তপ্ত করেন, সেইরূপ পুত্র-শোকানল আজ আমাকে যার পর নাই সন্তপ্ত করিতেছে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর ধর্ম্মশীলা সুমিত্রা কৌশল্যাকে এইরূপ বিলাপ করিতে দেখিয়া ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! তোমার রাম সদ্‌গুণ-সম্পন্ন, কুত্রাপি তাঁহার বিপদসম্ভাবনা নাই, তাঁহার নিমিত্ত দীনভাবে রোদন ও পরিতাপ করিবার প্রয়োজন কি? দেখ তোমার রাম, সত্যবাদী পিতার সঙ্কল্প সিদ্ধ করিবার আশয়ে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক গমন করিলেন। যাহার ফল লোকান্তরে হইবে, সেই সজ্জনাচরিত ধর্ম্মে তাঁহার অনুরাগ আছে, সুতরাং তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কোন মতেই উচিত বোধ হয় না। দয়াশীল নিষ্পাপ লক্ষ্মণ নিরন্তর তাঁহার পুত্রবৎ পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহার সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। যিনি নিরবচ্ছিন্ন ভোগবিলাসে কালযাপন করিয়া আসিয়াছেন, সেই জানকী অরণ্যবাস-দুঃখ সম্যক জানিতে পারিলেও ধর্ম্মপরায়ণ রামের অনুগমন করি-

য়াছেন। দেবি! যে সর্ব্বলোক পালক রাম ত্রিলোকে আপনার কীর্ত্তি প্রচার করিতেছেন, তিনি সত্যনিষ্ঠ, ইহাই কি তাঁহার যথেষ্ট হইতেছে না? সূর্য্য তাঁহার পবিত্রতা ও মাহাত্ম্য জ্ঞাত হইয়া কঠোর কিরণে তাঁহাকে পরিতপ্ত করিতে সাহসী হইবেন না। সর্ব্বকাল-শুভ সুখস্পর্শ সমীরণ কানন হইতে নিঃসৃত হইয়া অনতিশীত ও অনতিউষ্ণ ভাবে তাঁহার সেবা করিবেন। রজনীতে চন্দ্র তাঁহাকে শয়ান দেখিয়া, পিতার ন্যায় সন্তাপহর করজাল দ্বারা আলিঙ্গন ও আনন্দিত করিবেন। যিনি রণস্থলে অসুররাজ সম্বরের পুত্রকে বিনাশ করিয়া, ব্রহ্মা হইতে দিব্যাস্ত্র লাভ করিয়াছেন, সেই মহাবীর স্বভুজবীর্য্যে নির্ভয় হইয়া, অরণ্যেও গৃহের ন্যায় বাস করিতে সমর্থ হইবেন। শত্রু সকল যাঁহার শরাঘাতে দেহপাত করে, সকলকে শাসন করা তাঁহার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। দেবি! রামের কি আশ্চর্য্য মঙ্গল ভাব! কি সৌন্দর্য্য! কি শৌর্য্য! ইহা দ্বারাই বোধ হইতেছে যে, তিনি শীঘ্রই অরণ্য হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিবেন। তিনি সূর্য্যের সূর্য্য, অগ্নির অগ্নি, প্রভুর প্রভু, সম্পদের সম্পদ, কীর্ত্তির কীর্ত্তি, ক্ষমার ক্ষমা, দেবতার দেবতা, এবং ভূত সমুদায়ের মহাভূত; তিনি বনে বা নগরে থাকুন, তাঁহার কোন দোষ কাহারই প্রত্যক্ষ হইবে না। তিনি পৃথিবী জানকী ও জয়শ্রীর সহিত অবিলম্বে

অভিষিক্ত হইবেন। দেখ, অযোধ্যার অধিবাসীরা তাঁহাকে অত্যন্তই স্নেহ করিয়া থাকে। উঁহারা তাঁহাকে বনবাসার্থ নিষ্ক্রান্ত দেখিয়া, নিরবচ্ছিন্ন শোকাশ্রু বিসর্জন করিতেছে। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় জানকী যাঁহার অনুগমন করিলেন, তাঁহার আর ভাবনা কি? ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য স্বয়ং লক্ষ্মণ অসি শর ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র গ্রহণ করিয়া, যাঁহার অগ্রে অগ্রে যাইতেছে, তাঁহার আর অভাব কি? দেবি! দেখিবে, সেই উদিত চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন পুনরায় আসিয়া তোমার চরণ বন্দনা করিবেন। এক্ষণে আর দুঃখ শোক প্রকাশ করিও না; রামের অশুভ সম্ভাবনা কোন রূপই নাই। আর্য্যে! কোথায় তুমি আর আর সকলকে সান্ত্বনা করিবে, তা নয়, নিজেই বিকল হইলে। বলি, রাম যখন তোমার পুত্র, তখন কি তোমার শোক করা উচিত? রাম অপেক্ষা জগতে কেহ সাধু নাই। তিনি অবিলম্বেই লক্ষ্মণের সহিত আসিয়া, তোমায় প্রণাম করিবেন এবং তুমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বর্ষার মেঘের ন্যায় দরদরিত ধারে আনন্দাশ্রু মোচন করিবে।

অনিন্দনীয়া সুমিত্রা এইরূপ প্রবোধ বাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিরত হইলেন। কৌশল্যারও দুঃখ শোক শরদের জলশূন্য নীরদের ন্যায় বিলীন হইয়া গেল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

অযোধ্যার অধিবাসীরা রামকে যথোচিত স্নেহ করিত, রাজা দশরথ সুহৃৎধর্ম্মানুসারে দূরগমন নিষিদ্ধ বলিয়া নিবৃত্ত হইলেও উহারা ক্ষান্ত হইল না; রাম অরণ্যে প্রস্থান করিতেছেন দেখিয়া, উহারা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। ঐ গুণবান পৌর্ণমাসী শশীর ন্যায় নগরবাসীদিগের একান্তই প্রিয় ছিলেন। উহারা যদিও সকাতরে বারংবার প্রার্থনা করিতে লাগিল, তথাচ বিরত হইলেন না; তিনি পিতার সত্যবাদিতা রক্ষার্থ অরণ্যের দিকেই যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে রথ হইতে পুত্রসদৃশ প্রজাবর্গের উপর সস্নেহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা আমাকে যেরূপ প্রীতি ও বহুমান করিয়া থাক, আমার অনুরোধে ভরতকে তদপেক্ষা অধিক করিবে। সেই কৈকয়ীর হৃদয়নন্দন অতিশয় সুশীল, তিনি তোমাদিগের প্রিয়কর ও হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন। ভরত বয়সে বালক হইলেও জ্ঞানে বৃদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার বল বীর্য্য প্রচুর

হইলেও স্বভাব সুকোমল। তিনি তোমাদিগের সকল ভয়ই নিবারণ করিতে পারিবেন। রাজার যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, আমা অপেক্ষা ভরতের তাহা যথেষ্টই আছে। তিনি এক্ষণে যুবরাজ এবং তোমাদের অনুরূপ প্রভু, তাঁহার আজ্ঞা পালন তোমাদের সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। আমি বন প্রস্থান করিলে যাহাতে তাঁহার সন্তাপ উপস্থিত না হয়, আমার হিতোদ্দেশে তোমরা সেই রূপই করিবে।

রাম এইরূপ উপদেশ প্রদান করিলে প্রজারা 'রামই রাজা হন' অশ্রুপূর্ণ লোচনে মনে মনে কেবল এই আকাঙ্ক্ষাই করিতে লাগিল। তৎকালে রামও উহাদিগকে যেন স্বগুণে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ তপোবলসম্পন্ন ব্রাহ্মণেরা বার্দ্ধক্য নিবন্ধন শিরঃকম্পন পূর্ব্বক রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলেন। তাঁহারা একান্ত ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ও গমনে অসক্ত হইয়া দূর হইতে কহিতে লাগিলেন, হে বেগবান্ উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্বগণ! নিবৃত্ত হও, যাইও না, যাহাতে রামের হিত হয়, তোমরা তাহাই কর। তোমাদের কর্ণ আছে, আমাদের প্রার্থনা শুন। রামের অন্তঃকরণ নির্ম্মল, ইনি বীর ও দৃঢ়ব্রত পরায়ণ, তোমরা ইহাঁকে লইয়া অভ্যন্তরে আইস, কদাচই পুরের বাহির হইও না।

রাম বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণ ও তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবিলম্বে রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং মৃদুপদে অরণ্যের অভিমুখে যাইতে লাগিলেন। সেই সজ্জনবৎসল অত্যন্তই দয়াপরবশ ছিলেন, তিনি বিপ্রগণকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া রথবেগ অবলম্বন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বিমুখ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর দ্বিজগণ প্রার্থনাসিদ্ধি বিষয়ে সন্দিহান হইয়া সসম্ভ্রমে সন্তপ্ত মনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তুমি অতিশয় ব্রাহ্মণপ্রিয় বলিয়া, ব্রাহ্মণেরা তোমার অনুগমন করিতেছেন। অগ্নি সমুদায় বিপ্রস্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া, তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। দেখ, আমাদের শারদীয় অভ্রের ন্যায় শুভ্র বাজপেয় যজ্ঞলব্ধ ছত্র সকল তোমার সঙ্গে চলিয়াছে। তুমি ছত্র পাও নাই, রৌদ্রের উত্তাপ লাগিলে, আমরা ইহা দ্বারা তোমায় ছায়া দান করিব। আমাদের যে বুদ্ধি বেদমন্ত্রানুসারিণী, আজ তোমার নিমিত্ত তাহা বনবাসে নিয়োগ করিলাম। যাহা আমাদিগের পরম ধন, সেই বেদ সততই হৃদয়ে রহিয়াছে এবং আমাদের সহধর্ম্মিণীরাও পাতিব্রত্য ধর্ম্মে রক্ষিত হইয়া অনায়াসেই গৃহে বাস করিতে পারিবেন। যখন আমরা তোমার অনুসরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া আছি, তখন অরণ্য গমনে আমাদের সংশয় হইবার সম্ভাবনা কি? কিন্তু দেখ,

তুমি যদি আমাদিগের বাক্যে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্মনিরপেক্ষ হও, তাহা হইলে বল দেখি, ধর্ম্মপথে অবস্থান আর কিরূপ? আমরা এই হংসবৎশুক্লকেশশোভিত মস্তক ধূলিলুণ্ঠিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি বনে যাইও না। যে সমস্ত ব্রাহ্মণ তোমার অনুসরণ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তুমি নিবৃত্ত না হইলে, উহার সমাপ্তি হইবে না। জগতের সকল প্রকার জীব তোমায় স্নেহ করিয়া থাকে, তাহারা সকলেই প্রার্থনা করিতেছে, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন কর। দেখ, অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল ভূগর্ভে বদ্ধমূল বলিয়া, একান্ত হতবেগ হইয়া রহিয়াছে, উহারা তোমার অনুগমনে অশক্ত হইয়া প্রবল বায়ুবেগশব্দে যেন তোমাকে নিবারণ করিতেছে। ঐ দেখ, বৃক্ষের পক্ষিগণও আহারান্বেষণে ক্ষান্ত ও নিষ্পন্দ হইয়া তোমার কৃপা প্রার্থনা করিতেছে।

ব্রাহ্মণেরা উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে রাম অদূরে দেখিলেন, তমসা তাঁহাদিগের প্রতি অনুকম্পা করিয়া, যেন তাঁহাকে বনগমনে নিবারণ করিতেছেন। অনন্তর সুমন্ত্র পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে রথ হইতে বিমুক্ত করিয়া দিলেন। উহারা বিমুক্ত হইবা মাত্র ভূপৃষ্ঠে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। তৎপরে সুমন্ত্র উহাদিগকে স্নান করাইয়া আহারার্থ তৃণ প্রদান করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর রাম সুরম্য তমসাতটে উপবেশন করিয়া জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! আজ বনবাসের এই প্রথম নিশা উপস্থিত। এক্ষণে তুমি উৎকণ্ঠিত হইও না। দেখ, এই শূন্য কাননে মৃগপক্ষিগণ স্ব স্ব নিলয়ে আসিয়া কোলাহল করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, উহা আমাদিগকে দেখিয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পিতার রাজধানী অযোধ্যার স্ত্রীপুরুষেরা আজ অবধি আমাদিগের নিমিত্ত শোকাকুল হইবে। পিতা, তুমি, আমি, শত্রুঘ্ন ও ভরত আমাদের সকলেরই গুণে উহারা বশীভূত হইয়া আছে। এক্ষণে জনক জননীর নিমিত্ত আমার অত্যন্তই কষ্ট হইতেছে, তাঁহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশ্চয়ই অন্ধ হইবেন। ধর্ম্মশীল ভরত ধর্ম্মসম্মত বাক্যে তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন। তাঁহার সেই অমায়িক ভাব স্মরণ করিলে উহাঁদের নিমিত্ত আর কষ্ট হয় না। ভাই লক্ষ্মণ! তুমি আমার অনুসরণ করিয়া ভালই

করিয়াছ, নতুবা জানকীর রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত আমার অন্যের সাহায্য লইতে হইত। বৎস! আজ আমরা এই নদী তীরে আশ্রয় লইলাম; এই স্থানে বন্য ফল মূল যথেষ্টই রহিয়াছে, কিন্তু সংকল্প করিয়াছি, আজিকার এই রাত্রি কেবল জল পান করিয়া থাকিব।

রাম লক্ষ্মণকে এইরূপ কহিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি এক্ষণে অশ্বগণের তত্ত্বাবধান কর। অনন্তর দিবাকর অস্তশিখরে আরোহণ করিলে সুমন্ত্র অশ্বদিগকে সুপ্রচুর তৃণ আহার করাইলেন এবং সন্ধ্যা বন্দনাবসানে নিশা উপস্থিত দেখিয়া লক্ষণের সাহায্যে রামের শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রামও ঐ পর্ণশয্যায় ভার্য্যার সহিত শয়ন করিলেন। তিনি শয়ন করিলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে পরিশ্রান্ত ও নিদ্রিত দেখিয়া সুমন্ত্রের নিকট তাঁহার বিস্তর প্রসংশা করিতে লাগিলেন। এ দিকে রাত্রিও প্রভাত হইল এবং সূর্য্যদেব গগনে উদিত হইলেন।

অনন্তর রাম সেই গোষ্ঠবহুল তমসার উপকুলে প্রকৃতিগণের সহিত রজনী যাপন করিলেন এবং প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাহাদিগকে ঘোর নিদ্রায় অচেতন দেখিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! প্রজারা গৃহধর্ম্মে নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল আমাদিগেরই মুখাপেক্ষা করিতেছে। দেখ, ইহারা এখনও বৃক্ষমূলে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছে। আমাদিগকে বনবাসের অভিলাষ

হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইহাদের অত্যন্তই যত্ন; বরং ইহারা প্রাণত্যাগ করিবে, কিন্তু স্বসংকল্প হইতে কিছুতেই বিরত হইবে না। এক্ষণে সকলে নিদ্রিত আছে, ক্ষণকাল পরেই জাগরিত হইবে, আইস, আমরা এই অবকাশে শীঘ্র রথারোহণ পূর্ব্বক নির্ভয়ে প্রস্থান করি। প্রজাগণকে স্বকৃত দুঃখ হইতে মুক্ত করাই রাজকুমারদিগের কর্ত্তব্য, কিন্তু আত্ম-কৃত দুঃখে লিপ্ত করা কোন মতেই শ্রেয় নহে।

লক্ষ্মণ ধর্ম্মস্বরূপ রামের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, ইহা অতি উত্তম, আর বিলম্বে কাজ নাই, রথে আরোহণ করুন। তখন রাম সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি রথ আনয়ন কর, আমি এখনই অরণ্যে যাত্রা করিব।

অনন্তর সুমন্ত্র শীঘ্র অশ্ব যোজনা করিয়া রামের নিকট আগমন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! রথ আনি-য়াছি, তুমি এক্ষণে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত আরোহণ কর।

রাম সপরিচ্ছদে শর শরাশন লইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক সেই আবর্ত্তবহুলা তমসা অতিক্রম করিলেন। তিনি তমসা পার হইয়া ভীত লোকেরও অভয়প্রদ নিরাপদ রাজপথে গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে প্রকৃতিবর্গের চিত্তবিভ্রম উৎ-পাদনের নিমিত্ত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একাকীই রথ

লইয়া, উত্তরাভিমুখে গমন পূর্ব্বক শীঘ্র ফিরিয়া আইস। আমি বনে চলিলাম, সাবধান, যেন প্রজারা কোন রূপে এইটি না জানিতে পারে। রাম এই বলিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন।

রামের আদেশ মাত্র সুমন্ত্র উত্তরাভিমুখে গমন ও পুনরায় আগমন করিলেন এবং রাম সীতা ও লক্ষ্মণ পুনরায় রথে আরোহণ করিলে, তিনি গমনমঙ্গলার্থ উহা একবার উত্তরাস্যে রাখিলেন, তৎপরে পরাবৃত্ত করিয়া তপোবনাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

এদিকে শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, পুরবাসিগণ রামের অদর্শনে শোকে আক্রান্ত ও কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া সজল নয়নে চারি দিকে চাহিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার রথধূলিও আর দেখিতে পাইল না। অনন্তর সকলে বিষাদে ম্লান হইয়া করুণ বাক্যে কহিতে লাগিল, নিদ্রাকে ধিক্, আমরা এই নিদ্রারই প্রভাবে হতজ্ঞান হইয়া আজ সেই বিশাল-বক্ষ বৃহৎ-বাহুকে আর দেখিতে পাইলাম না। তিনি এই সমস্ত অনুরক্ত লোক-দিগকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে তাপসবেশে প্রবাসে গমন করিলেন! পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে পালন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে প্রতিপালন করি-তেন, এক্ষণে সেই রঘুপ্রবীর কি বলিয়া সকলকে ফেলিয়া অরণ্যে গেলেন! আজ আমরা মহাপ্রস্থান * বা এই স্থানেই

* মরণ নিশ্চয় করিয়া উত্তর দিকে গমন।

তনুত্যাগ করিব। এই তমসা তীরে সুপ্রচুর শুষ্ক কাষ্ঠ রহিয়াছে, ইহা দ্বারা চিতা প্রস্তুত করিয়া অনলপ্রবেশ করিব। আমরা যখন রামশূন্য হইয়াছি, তখন আর আমাদের জীবনে প্রয়োজন কি? লোকে যখন রামের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিবে, তখন কোন্ প্রাণে কহিব, যে আমরা সেই প্রিয়ংবদকে বনবাস দিয়া আইলাম। অযোধ্যার আবাল বৃদ্ধ বনিতারা আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্তই ক্ষুণ্ণ হইবে। আমরা তাঁহার সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া কি রূপে নগরে যাইব। প্রকৃতিগণ তৎকালে দুঃখিত মনে হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক হৃতবৎসা ধেনুর ন্যায় এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল।

অনন্তর উহারা রথের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া তথা হইতে যাত্রা করিল। যাইতে যাইতে আর পথ দেখিতে পাইল না, তখন বিষণ্ণ মনে সকলে কহিতে লাগিল, হা! এ কি! কি করিব! দৈবই আমাদের প্রতিকূল হইয়াছেন! এই বলিতে বলিতে আবার সেই পথ অনুসারে প্রতিনিবৃত্ত হইল এবং ক্লান্ত মনে অযোধ্যায় ফিরিয়া গেল। অযোধ্যায় রামবিরহে সকলেই আকুল, তদ্দর্শনে উহাদের মনও যার পর নাই বিকল হইয়া উঠিল এবং উহারা শোকাবেগে অনর্গল চক্ষের জল বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পতঙ্গরাজ যাহার

গর্ত্ত হইতে সর্প বাহির করিয়া লইয়াছেন, সেই নদীর ন্যায়, শশাঙ্কহীন আকাশের ন্যায় ও বারিশূন্য সাগরের ন্যায় ঐ পুরী নিতান্তই হতশ্রী হইয়াছিল। পৌরেরা প্রবেশ করিয়া দেখিল, উহাতে আনন্দের লেশমাত্র নাই। তৎকালে সকলে দুঃখে ক্ষিপ্ত প্রায় হওয়াতে, প্রত্যক্ষেও আত্মপরবিচারে সমর্থ হইল না এবং অতিকষ্টে গৃহ প্রবেশ করিলেও স্বগৃহ ও পরগৃহ নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিল না।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

পৌর জন পুনর্ব্বার নগরে আগমন করিল। সকলেই দুঃখে বিষণ্ণ ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, সকলেই বিমনায়মান ও মৃতপ্রায়। উহারা স্বস্ব গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক পুত্রকলত্রে পরিবৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন রোদন করিতে লাগিল। আমোদ আহ্লাদ বিলুপ্ত হইয়া গেল। বণিকেরা আর আপণ প্রসারিত করিল না, করিলেও পণ্যদ্রব্য যেন সকলের বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল। গৃহস্থেরা রন্ধনকার্য্যে বিরত হইলেন। অপহৃত অর্থ পুনঃপ্রাপ্ত হইলেও আর কেহ হৃষ্ট হইল না এবং জননী প্রথমজাত পুত্রকে পাইয়াও নিরানন্দে রহিল।

অনন্তর পৌরস্ত্রীরা ভর্ত্তৃগণকে প্রত্যাগত দেখিয়া, দুঃখিত মনে গলদশ্রু লোচনে ভৎর্সনা করিয়া কহিতে লাগিল, যাহারা রামকে আর দর্শন করিতে না পাইল, তাহাদিগের স্ত্রী পুত্র গৃহ ধন ও সুখে প্রয়োজন কি? জগতে এক লক্ষ্মণই সাধু এবং

জানকীই সাধ্বী, তাঁহারা সেবাপর হইয়া রামের অনুসরণ করিলেন। রাম যে পথ দিয়া যাইবেন, তথায় যে সকল নদী ও সরোবর থাকিবে তাহারাই ধন্য, কারণ রাম উহাদের নির্ম্মল সলিলে অবগাহন করিবেন। তাঁহার প্রসাদে, সুরম্য বৃক্ষ-পূর্ণ কানন এবং সশৃঙ্গ পর্ব্বত সুশোভিত হইবে এবং উহারা প্রিয় অতিথির ন্যায় তাঁহাকে পাইয়া সেবা করিবে। তিনি দেখি-বেন, বৃক্ষে বিচিত্র পুষ্প সকল বিকসিত ও মঞ্জরী উত্থিত হইয়াছে এবং ভৃঙ্গেরা মধুগন্ধে তাহাতে গিয়া উপবেশন করিতেছে। তরুদল পল্লবশয্যা দিয়া রামকে আরামে রাখিবে। পর্ব্বত সকল, কৃপা করিয়া অকালের উৎকৃষ্ট ফল পুষ্প এবং প্রস্রবণ, স্বচ্ছ পানীয় জল প্রদান করিবে। যেখানে রাম তথায় ভয় ও পরাভব কিছুই নাই। এক্ষণে চল, সেই মহাবীর বহু দূর যাইতে না যাইতে, আমরা তাঁহার অনুগমন করি। তাদৃশ মহা-ত্মার চরণচ্ছায়া আমাদিগের সুখজনক হইবে। তিনিই সকলের গতি ও আশ্রয়। অরণ্যে আমরা জানকীর সেবা করিব ও তোমরা রামের পরিচর্য্যা করিবে। রাম হইতে তোমাদিগের এবং জানকী হইতে আমাদিগের অলব্ধলাভ ও লব্ধরক্ষা হইবে। দেখ, সকলেই উৎকণ্ঠিত, হর্ষ আর নাই, মনও উদাস হইয়াছে, বল দেখি, এখন এই গৃহে থাকিয়া আর কে সন্তুষ্ট হইবে? যদি কৈকেয়ীর রাজ্যে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার না থাকে, যদি ইহা নিতান্ত

অরাজকের ন্যায় হইয়া উঠে, তাহা হইলে ধনপুত্রের কথা দূরে থাক, জীবনেই বা ফল কি? যে, ঐশ্বর্য্যের নিমিত্ত পতি পুত্র পরিত্যাগ করিল, সেই কুলকলঙ্কিনী অতঃপর আর কাহাকে পরিত্যাগ করিবে? আমরা পুত্রের উল্লেখ করিয়া শপথ করিতেছি, যে, কৈকেয়ী যতদিন জীবিত থাকিবে, আমরা প্রাণসত্ত্বে তাহার পোষ্য হইয়া এই রাজ্যে বাস করিব না। যে নিলজ্জা, রাজার এমন গুণের পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিতে পারিল, তাহার আশ্রয়ে কে সুখে থাকিবে? এই রাজ্য অরাজক হইল; অতঃপর ইহাতে বিস্তর উপদ্রব ঘটিবে, যাগ যজ্ঞও বিলুপ্ত হইবে; বলিতে কি, কৈকেয়ী হইতে এই সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। রাম বনবাসী হইলেন, মহারাজ আর বাঁচিবেন না, তিনি দেহ ত্যাগ করিলে সবই ছারখার হইবে। অতএব আইস, আমরা শিলায় পেষণ করিয়া বিষ পান করি, অথবা রামের অনুগমন কিম্বা যথায় কৈকেয়ীর নাম গন্ধও নাই, সেই স্থানে প্রস্থান করি। রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অকারণ নির্ব্বাসিত হইলেন, এক্ষণে আমরা ঘাতকসন্নিধানে পশুর ন্যায় ভরতের নিকট নিবদ্ধ হইলাম। জলদশ্যাম রাম, চন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন, তাঁহার জত্রুদ্বয় গূঢ় এবং বাহু আজানুলম্বিত; সেই পদ্মপলাশ-লোচন অত্যন্ত মধুরস্বভাব, সত্যবাদী ও সাধু। দেখা হইলে তিনি অগ্রেই আলাপ

করিয়া থাকেন, মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহার বিক্রম, এক্ষণে অরণ্য তাঁহার পাদ স্পর্শে অলঙ্কৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

পৌরস্ত্রীরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া এই বলিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল এবং ভয়ঙ্কর মরক উপস্থিত হইলে যেরূপ হয়, সকলেই সেইরূপ কাতর হইয়া উঠিল।

ইত্যবসরে দিবাকর যেন উহাদের দুঃখ সহ্য করিতে না পারিয়াই অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও আগত হইল। তৎকালে নগর মধ্যে হোমাগ্নি আর প্রজ্বলিত হইল না, অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালাপের সম্পর্ক রহিল না, অন্ধকার যেন চারি দিক অবগুণ্ঠিত করিল। নৃত্য গীত বাদ্য বিলুপ্ত হইল। সকলেই বিষণ্ন, নিরাশ্রয়, আপণ সকল অবরুদ্ধ, অযোধ্যা শুষ্ক সমুদ্রের ন্যায় তারকাশূন্য আকাশের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতে লাগিল। রাম, পৌরনারীগণের গর্ভের সন্তান অপেক্ষাও অধিক ছিলেন; উহারা তাঁহার নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়া পুত্র বা ভ্রাতাকে নির্ব্বাসিত করিলে যেরূপ হয়, সেই ভাবে আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

একোনপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম পিতৃআজ্ঞা পালন উদ্দেশে সেই রাত্রিশেষে বহুদূর অতিক্রম করিলেন। পথিমধ্যে প্রভাত হইল। তিনি প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন পূর্ব্বক দেশান্তরে প্রবেশ করিলেন এবং যাহার প্রান্তে হলকর্ষিত ক্ষেত্র সকল শোভা পাইতেছে, এইরূপ গ্রাম ও কুসুমিত কানন অবলোকন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। তৎকালে রথ মহাবেগে যাইতেছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত রমণীয় দৃশ্য দর্শন প্রসঙ্গে তিনি উহা অনুভব করিতে পারিলেন না।

গমন পথে গ্রাম্যলোকেরা তাঁহাকে দেখিয়া কহিতে লাগিল, কামপরায়ণ রাজা দশরথকে ধিক্! তাঁহার পুত্রস্নেহ কিছুমাত্র নাই, যিনি প্রকৃতিগণের প্রতি কখন কোনরূপ অপ্রিয় আচরণ করেন না, তিনি তাঁহাকেই পরিত্যাগ করিলেন! পাপীয়সী কৈকেয়ী নিতান্ত ক্রূরস্বভাবা, তিনি অতি নৃশংস ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তিনি ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজার এমন

গুণবান, দয়াশীল, ধার্ম্মিক, জিতেন্দ্রিয় পুত্রকেও বনবাস দিলেন!

রাম ঐ সমস্ত গ্রাম্য লোকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কোশল দেশের অন্ত্য সীমায় উপনীত হইলেন। এবং পবিত্র-সলিলা স্রোতস্বতী বেদশ্রুতি পার হইয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। অদূরে সাগরগামিনী গোমতী প্রবাহিত হইতেছে। উহার কচ্ছদেশে গো সকল সঞ্চরণ করিতেছিল, রাম উহা পার হইয়া হংস-ময়ূর-মুখরিত স্যন্দিকা নদী অতিক্রম করিলেন। পূর্ব্বে রাজা মনু, ঈক্ষাকুকে যে জনপদপরিবৃত প্রদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, রাম স্যন্দিকা উত্তীর্ণ হইয়া সীতাকে তাহা দেখাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বারংবার সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আবার কবে পিতা মাতার সহিত সমাগত হইয়া সরযূর কুসুমকাননে মৃগয়া করিব। মৃগয়া আমার তাদৃশ প্রীতিকর নহে, কিন্তু ইহা রাজর্ষিগণের সম্মত বলিয়া, নিষিদ্ধও বলিতে পারি না। রাম মধুর বাক্যে সুমন্ত্রের সহিত এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানা প্রকার কথোপকথন পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর তিনি রাজধানী অযোধ্যার দিকে কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, হে রঘুকুল-প্রতিপালিতে! আমি তোমাকে এবং যে সমস্ত দেবতা তোমাতে বাস ও তোমায় রক্ষা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ করিতেছি। আমি ঋণমুক্ত, বন হইতে প্রত্যাগত এবং পিতা মাতার সহিত মিলিত হইয়া, পুনরায় তোমায় দর্শন করিব। রাম এই বলিয়া অযোধ্যাকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে জনপদবাসীদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা আমায় যথোচিত আদর ও কৃপা করিলে, অতঃপর বহুক্ষণ দুঃখ সহ্য করা আর শ্রেয় নহে, অতএব প্রতিনিবৃত্ত হও, আমরাও স্বকার্য্য সাধনে গমন করি।

তখন জনপদবাসিরা রামকে প্রণাম করিয়া ফিরিয়া চলিল। যাইতে যাইতে তাঁহাকে দেখিবার আশয়ে এক একবার দাঁড়াইয়া রহিল। উহারা যতই তাঁহাকে দেখিতে লাগিল, নেত্রের তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না।

ক্রমে সায়ংকালীন সূর্য্যের ন্যায় রাম অদৃশ্য হইলেন এবং যথায় বিস্তর বদান্য লোকের বসতি আছে, চৈত্য ও যূপ সকল শোভা পাইতেছে এবং নিরন্তর বেদধ্বনি হইতেছে, যথায় সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট, যে স্থান আম্র-কাননে পরিপূর্ণ, জলাশয়-শোভিত এবং ধনধান্য ও ধেনুসম্পন্ন, রাম ক্রমশঃ সেই রাজগণের দর্শনীয় রমণীয় কোশল দেশ অতিক্রম করিলেন এবং মন্দবেগে সুরম্যোদ্যান শোভিত সুসমৃদ্ধ শৃঙ্গবের পুরে উপনীত হইলেন। তথায় দেখিলেন, ত্রিপথগামিনী পাপনাশিনী জাহ্নবী কল কল শব্দে প্রবাহিত হইতেছেন। জাহ্নবীর জল মণির ন্যায় নির্ম্মল শীতল ও পবিত্র। উহাতে কিছুমাত্র শৈবল নাই। মহর্ষিরা ঐ জলে স্নান ও পানক্রিয়া সম্পাদন করিতেছেন। নিকটে উৎকৃষ্ট আশ্রম এবং তটে দেবগণের উদ্যান ও ক্রীড়া-পর্ব্বত। এই গঙ্গা দেবলোকে সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনী নাম ধারণ করিয়াছেন। তথায় দেবসেব্য সুবর্ণ পদ্ম বিকসিত হইতেছে এবং দেব দানব গন্ধর্ব্ব কিন্নর ও অপ্সরোগণ পুলকিত মনে বিহার করিতেছেন। জাহ্নবী কোন স্থলে শিলাঘাত নিবন্ধন যেন ভীষণ অট্টহাস্য করিতেছেন; কোথাও ফেন ভাসিতেছে, কোন স্থলে প্রবাহ বেণীর আকারে চলিয়াছে, কোথাও বা আবর্ত্ত হইতেছে। এক স্থলে স্থির ও গম্ভীর, আর এক স্থলে অত্যন্তই বেগ। কোথাও প্রবাহ-

শব্দ অতি সুমধুর, কোথাও বা একান্তই কঠোর। স্থানে স্থানে বিস্তীর্ণ বালুকাময়স্থান, স্থানে স্থানে হংস সারস ও চক্রবাক্ প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের কলরব। কোন স্থলে তীরের তরু শ্রেণি যেন মালার ন্যায় শোভা পাইতেছে, কোথাও বা পদ্ম কুমদ ও কহ্লার সকল মুকুলিত ও বিকসিত হইয়া আছে, এবং পুষ্পপরাগ প্রবাহবেগে ভাষিয়া চলিয়াছে। এই পবিত্র নদী রাজা ভগীরথের তপোবলে বিষ্ণুপাদচ্যুত ও হরজটাপরিভ্রষ্ট হইয়া সাগরে মিলিত হইতেছেন। ইহাতে শিশুমার নক্র কুম্ভীর ও উরগগণ বাস করিতেছে। উহার তীর, তরু লতা গুল্মে একান্ত গহন হইয়া রহিয়াছে, তন্মধ্যে দিগ্‌গজ বন্যগজ ও সুরমাতঙ্গ সকল অনবরত গর্জন করিতেছে। রাম ভাগীরথীকে দর্শন করিয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! ঐ দেখ, এই নদীর অদূরে পল্লবকুসুমসুশোভিত ইঙ্গুদী বৃক্ষ রহিয়াছে, আজ আমরা ঐ স্থানেই বাস করিব। তখন লক্ষ্মণ ও সুমন্ত্র উভয়েই তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলেন।

অনন্তর রথ অবিলম্বে বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইল। রাম, জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহারা অবতীর্ণ হইলে সুমন্ত্র অশ্বগণকে মোচন করিয়া দিলেন এবং রামকে ইঙ্গুদী বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট দেখিয়া তাঁহার সেবা করিবার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলিপুটে সন্নিহিত হইলেন।

ঐ স্থানে গুহ নামে নিষাদ জাতীয় এক বলবান রাজা বাস করিতেন। তিনি রামের প্রাণসম সখা ছিলেন। রাম নিষাদরাজ্যে আসিয়াছেন, শুনিয়া গুহ বৃদ্ধ অমাত্য ও জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি আমার এই রাজধানী, অযোধ্যার ন্যায় তোমারই বিবেচনা করিবে। বল, এক্ষণে তোমার কি করিব? ভবাদৃশ প্রিয় অতিথি ভাগ্যক্রমেই উপস্থিত হইয়া থাকেন।

এই বলিয়া নিষাদাধিপতি গুহ শীঘ্র নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন ও অর্ঘ্য আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, সখে! তুমি ত সুখে আসিয়াছ? এই নিষাদরাজ্য সমগ্রই তোমার, তুমি আমাদিগের ভর্ত্তা, আমরা তোমার ভৃত্য। এক্ষণে এই সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য, উৎকৃষ্ট শয্যা এবং অশ্বের ঘাস আনীত হইয়াছে, গ্রহণ কর। রাম গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যে, দূর হইতে পাদচারে আগমন এবং স্নেহ প্রদর্শন করিলে, ইহাতেই আমরা সৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলাম। এই বলিয়া তিনি বর্ত্তুল বাহু যুগল দ্বারা গুহকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, গুহ! ভাগ্যবশতই তোমাকে বন্ধু বান্ধবের সহিত নীরোগ দেখিলাম, এক্ষণে তোমার রাজ্য ও অরণ্য ত নির্ব্বিঘ্নে আছে? তুমি প্রীতি পূর্ব্বক আমাকে যে সকল আহার দ্রব্য

উপহার দিলে, আমি কিছুতেই প্রতিগ্রহ করিতে পারি না। এক্ষণে চীর চর্ম্ম ধারণ ও ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক তাপসব্রত অবলম্বন করিয়া অরণ্যে ধর্ম্ম সাধন করিতে হইবে, সুতরাং কেবল অশ্বের ভক্ষ্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যই লইতে পারি না। এই সমস্ত অশ্ব, পিতা দশরথের অত্যন্ত প্রিয়, ইহারা তৃপ্ত হইলেই আমার সৎকার করা হইল। গুহ রামের এইরূপ আদেশ পাইবা মাত্র অধিকৃত পুরুষদিগকে অশ্বের আহার পান শীঘ্র প্রদান করিবার অনুমতি করিলেন।

অনন্তর রাম উত্তরীয় চীর গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিলেন। তাঁহার সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে লক্ষ্মণ পানার্থ জল আনিয়া দিলেন এবং রাম জল পান করিয়া জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন করিয়া তরুমূলে আশ্রয় লইলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অকৃত্রিম অনুরাগে রাত্রি জাগরণ করিতেছেন দেখিয়া, গুহ, সন্তপ্ত মনে কহিলেন, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা প্রস্তুত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না; এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্ব্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহাঁর প্রসাদে ধর্ম্ম অর্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহা-দিগের সহিত মিলিত হইয়া শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পত্নী-সহ প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। আমি নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করিয়া থাকি, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই, যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ গুহের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি-

লেন, নিষাদরাজ! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে, তুমি যখন রক্ষা-ভার গ্রহণ করিতেছ, তখন আমাদিগের কোন বিষয়েই ভয় সম্ভাবনা নাই। কিন্তু দেখ, এই রঘুকুল-তিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি? কি বলিয়াই বা সুখ-ভোগে রত হইব? রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন! পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈব-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহাঁকে বনবাস দিয়া, তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না; দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয়, এতক্ষণে পুরনারীগণ আর্ত্তরবে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি-নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন, রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা, জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন, তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন, কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে, পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে; এক্ষণে পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু

হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদর্শনে, পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্নমনোরথে 'সর্ব্বনাশ হইল! সর্ব্বনাশ হইল!' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিয়াছে যে স্থানে হর্ম্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন শোভা পাইতেছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর আছে ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, ঐ সমস্ত ব্যক্তি আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় পরম সুখে বিচরণ করিবে। হা! পিতা কি জীবিত থাকিবেন? আমরা অরণ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব? আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব?

লক্ষ্মণ জাগরণ-ক্লেশ সহ্য করিয়া দুঃখিত মনে এইরূপ

বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন, এই অবসরে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। নিষাদরাজ, লক্ষ্মণের এই সমস্ত প্রকৃত কথা শ্রবণ করিয়া, বন্ধুত্ব নিবন্ধন অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া, অজস্র অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ।

শর্ব্বরী প্রভাত হইলে, রাম শুভলক্ষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! রাত্রি অতীত ও সূর্য্যোদয় কাল উপস্থিত হইল। ঐ দেখ, অরণ্যে কৃষ্ণবর্ণ কোকিল কুহুরব করিতেছে এবং ময়ূরগণের কণ্ঠধ্বনি শ্রুতি-গোচর হইতেছে। আইস, আমরা এক্ষণে গঙ্গা পার হই।

লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় অনুসারে গুহ ও সুমন্ত্রকে নৌকা আনয়নের সঙ্কেত করিয়া, তাঁহারই সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন গুহ সচিবগণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, তোমরা কর্ণ ও ক্ষেপণীযুক্ত নাবিক-সহিত একখানি সুদৃঢ় তরণী শীঘ্র এই তীর্থে আনয়ন কর। নিষাদগণ গুহের আজ্ঞা মাত্র প্রস্থান করিল এবং এক রমণীয় নৌকা আনয়ন পূর্ব্বক তাঁহাকে সংবাদ দিল।

অনন্তর নিষাদরাজ কৃতাঞ্জলিপুটে রামকে কহিলেন, সখে! তরণী আনীত হইয়াছে, এক্ষণে আরোহণ কর; বল, অতঃপর

আমায় আর কি করিতে হইবে? রাম কহিলেন, গুহ! তোমার প্রযত্নে আমি পূর্ণকাম হইলাম, এক্ষণে আমার এই সমস্ত দ্রব্য নৌকায় তুলাইয়া দেও। এই বলিয়া রাম বর্ম্ম ধারণ এবং তূণীর খড়্গ ও শরাসন গ্রহণ করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অবতরণ-পথ দিয়া নামিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুমন্ত্র তাঁহার সম্মুখে গিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে কহিলেন, রাজকুমার! এক্ষণে আমি কি করিব, আদেশ কর।

তখন রাম দক্ষিণ করে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহি-লেন, সুমন্ত্র! তুমি পুনরায় ত্বরায় রাজার নিকট যাও, আমাকে রথে আনয়ন করা এই পর্য্যন্তই শেষ হইল; অতঃপর আমি পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিব। সুমন্ত্র রামের এইরূপ আদেশ পাইয়া কাতরভাবে কহিলেন, রাজকুমার! সামান্য লোকের ন্যায় ভ্রাতা ও ভার্য্যার সহিত তুমি যে, বনবাসী হই-তেছ, ইহাতে অযোধ্যার কাহারই অভিলাষ নাই। তোমায় যখন এইরূপ দুঃখ ভোগ করিতে হইল, তখন বোধ হয়, জগতে ব্রহ্ম-চর্য্য, অধ্যয়ন, মৃদুতা ও সরলতার কোন ফলই নাই, কিন্তু বলিতে কি, এই কার্য্যে তুমি ত্রিভুবন পরাজয় করিয়া সর্ব্বোৎকর্ষতা লাভ করিবে। এক্ষণে তুমি আমাদিগকে বঞ্চনা করিয়া চলিলে, সুতরাং আমরাই কেবল বিনষ্ট হইলাম। হা! অতঃপর এই হত-ভাগ্যদিগকে পাপীয়সী কৈকেয়ীর বশীভূত হইতে হইবে।

সারথি সুমন্ত্র রামকে দূর দেশে যাইতে উদ্যত দেখিয়া, এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি বাষ্প বিসর্জন পূর্ব্বক আচমন করিয়া পবিত্র হইলে, রাম বারংবার তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! ঈক্ষ্বাকু-বংশে তোমার সদৃশ সুহৃৎ আর কাহাকেই দেখি না। এক্ষণে পিতা যাহাতে আমার নিমিত্ত অধীর না হন, তুমি তাহাই কর। আমার বিয়োগ-দুঃখে তিনি একান্তই আক্রান্ত হইযাছেন এবং আমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারেন নাই বলিয়া, অত্যন্তই বিষণ্ন হইয়াছেন, তিনি বৃদ্ধ, এই কারণেই আমি তোমাকে ঐরূপ কহিতেছি। সেই মহীপাল দেবী কৈকেয়ীর শুভোদ্দেশে তোমায় যা কিছু আদেশ করিবেন, তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান করিবে। দেখ, কাম-ক্রোধ-কৃত যে কোন কার্য্যই হউক, তাহাতে অন্যে প্রতিকুলাচরণ করিবে না, এই কারণেই মহীপালগণ রাজ্য শাসন করিয়া থাকেন। এক্ষণে পিতা, যাহাতে কোন বিষয়ে অসুখী না হন এবং আমার শোকে একান্ত আকুল হইয়া না উঠেন, তুমি তাহাই করিও। তুমি তাঁহাকে আমার প্রণাম নিবেদন করিয়া, আমার নিমিত্ত এই কথা কহিবে, আমরা যে, নগর হইতে নির্ব্বাসিত হইলাম এবং আমাদিগকে যে, অরণ্যবাস আশ্রয় করিতে হইল, তন্নিমিত্ত

আমি দুঃখিত নহি, লক্ষ্মণও কিছুমাত্র কাতর নহেন। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলেই তিনি জানকীর সহিত আমাদিগকে পুনরায় দেখিতে পাইবেন। সুমন্ত্র! তুমি আমার জনক জননীকে এইরূপ কহিয়া অন্যান্য মাতা ও কৈকেয়ীকে অবিকল ইহাই কহিবে। তৎপরে কৌশল্যাকে আমাদিগের প্রণাম জানাইয়া সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল জ্ঞাত করিবে। মহারাজকেও বলিবে, তিনি যেন ভরতকে শীঘ্রই আনয়ন করেন, এবং আসিলে তাঁহাকেই যেন রাজপদে স্থাপিত করেন। তিনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষেক ও আলিঙ্গন করিয়া, আমাদিগের বিয়োগ দুঃখে আর অভিভূত হইবেন না। প্রাণাধিক ভরতকেও কহিবে যে, তিনি যেমন মহারাজের প্রতি আচরণ করিবেন, মাতৃগণের প্রতিও যেন সেইরূপ করেন। কৈকেয়ীকে যেমন দেখিবেন, সুমিত্রা ও কৌশল্যাকেও যেন সেইরূপ দেখেন। তিনি পিতার হিতোদ্দেশে যৌবরাজ্য শাসন করিয়া ইহলোক ও পরলোকে অবশ্যই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন।

সুমন্ত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া স্নেহভরে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! তোমার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তৎসত্ত্বেও আমি প্রগল্ভ হইয়া, স্নেহ প্রযুক্ত যে কথা কহিব, ভক্ত বলিয়া তাহা ক্ষমা করিবে। দেখ, তোমার বিরহে নগরের

তাবৎ লোক যেন পুত্র-শোকে আকুল হইয়া আছে এখন বল দেখি, তোমায় রাখিয়া তথায় কি রূপে প্রবেশ করিব। তুমি যখন নগর হইতে নির্গত হও, তৎকালে পুরবাসিরা তোমায় এই রথে নিরীক্ষণ করিয়াছিল, এখন ইহাতে তোমায় দেখিতে না পাইলে, উহাদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। যে রথের রথী রণে নিহত হইয়াছে, কেবল সারথিমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা দর্শন করিলে স্বপক্ষ সৈন্যেরা যেমন কাতর হয়, পৌরগণ এই রথ দেখিয়া তদ্রূপই হইবে। তুমি যদিও বহুদূরে আসিয়াছ, কিন্তু কল্পনা-বলে উহারা যেন তোমায় সম্মুখেই অবলোকন করিতেছে, আজ তুমি না যাইলে নিশ্চয়ই উহাদের প্রাণসংশয় ঘটিবে। রাম! নিষ্ক্রমণকালে তোমার শোকে উহারা যে রূপ বিষম ব্যাপার উপস্থিত করিয়াছিল, তুমি ত তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। ঐ সময় সকলে তোমার বিরহ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া যে রূপ চীৎকার করে এক্ষণে কেবল আমায় দেখিলে তদপেক্ষা শতগুণ অধিক করিবে। হা! আমি দেবী কৌশল্যাকে গিয়া কি কহিব, আমি তোমার রামকে মাতুল-কুলে রাখিয়া আইলাম, আর কাতর হইও না, তাঁহাকে কি এই বলিয়া প্রবোধ দিব? না, আমি প্রাণান্তে এইরূপ অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিতে পারিব না। তোমায় বনে ত্যাগ করিয়া যাওয়া যদিও অলীক নহে, কিন্তু

অত্যন্তই অপ্রিয়, ইহা আমি কোন্ সাহসে তাঁহার নিকট প্রকাশ করিব! রাম! আমার নিয়োগস্থ এই সমস্ত অশ্ব তোমার স্বজনবর্গকে বহন করিয়া থাকে, ইহারা এক্ষণে এই শূন্য রথ লইয়া কি রূপে যাইবে? যদি কাননে তুমি ইহাদিগকে আপনার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কর, ইহাদের পরম গতি লাভ হইবে। যাহাই হউক, আমি তোমায় ফেলিয়া কদাচই অযোধ্যায় যাইতে পারিব না, তুমি আমাকে তোমার অনুসরণে অনুমতি প্রদান কর। আমি বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, যদি তুমি আমায় না লইয়া যাও, তৎক্ষণাৎ এই রথের সহিত অগ্নি প্রবেশ করিব। দেখ, অরণ্যে তোমার তপোবিঘ্ন ঘটিতে পারে, কিন্তু আমি থাকিলে রথী হইয়া তৎসমুদায় নিবারণ করিতে পারিব। তোমার জন্য রথ চর্য্যা-কৃত সুখ লাভ করিয়াছি, আবার তোমারই প্রসাদে বনবাস-সুখ প্রাপ্ত হইব, এই আমার বাসনা। প্রসন্ন হও, অরণ্যে তোমার সন্নিহিত থাকি, ইহাই আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আমি তথায় প্রাণপণে তোমার সেবা করিব, অযোধ্যা কি সুরলোকের নামও করিব না। এক্ষণে, অধিক আর কি, আজ আমি তোমায় ছাড়িয়া কোন মতে নগরে প্রবেশ করিতে পারিব না। বনবাস-কাল অতিক্রান্ত হইলে, আমার অভিলাষ এই যে, আমি এই রথে পুনরায় তোমাকে লইয়া অযোধ্যায় যাইব। তোমার সঙ্গে থাকিলে চতুর্দ্দশ

বৎসর যেন পলকে অতিবাহিত হইয়া যাইবে, নচেৎ উহা শত-গুণ বোধ হইবে সন্দেহ নাই। ভৃত্যবৎসল! প্রভু-পুত্রের নিকট ভৃত্যের যেরূপ থাকা আবশ্যক, আমি সেইরূপই আছি; আমি তোমারই একজন ভক্ত, তুমিও আমায় ভৃত্যোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে উপেক্ষা করা তোমার উচিত হইতেছে না।

রাম সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, ভর্ত্তৃ-বৎসল! আমাতে যে তোমার অনুরাগ আছে, আমি তাহা জানি, এক্ষণে যে কারণে তোমায় নগরে প্রেরণ করিতেছি, শ্রবণ কর। দেখ, তুমি প্রতিনিবৃত্ত হইলে কনিষ্ঠা মাতা কৈকেয়ী, আমার বনবাসে সম্পূর্ণ নিঃশংসয় হইবেন, কিন্তু তুমি প্রতিনিবৃত্ত না হইলে, তিনি বিরস মনে ধার্ম্মিক রাজাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অযথা আশঙ্কা করিবেন। আমার মুখ্য অভিপ্রায়ই এই যে, কৈকেয়ী ভরতের রাজ্য পরম সুখে ভোগ করেন। অতএব তুমি আমার ও মহারাজের জন্য অযোধ্যায় গমন কর। আমি তোমায় যাহা যাহা কহিয়া দিলাম, গিয়া সেই গুলি সকলকে অবিকল কহিও।

এই বলিয়া, রাম সুমন্ত্রকে সান্ত্বনা করিয়া, গুহকে কহি-লেন, গুহ! অতঃপর এই সজন বনে থাকা আর আমার কর্ত্তব্য হইতেছে না, আশ্রম-বাস ও তদুপযুক্ত বেশ আবশ্যক। অত-

এব আমি, পিতার হিতকামনায় নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সীতা ও লক্ষ্মণের মতানুসারে তাপসের ন্যায় গমন করিব। এক্ষণে তুমি আমার জটা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত বটনির্য্যাস আনাইয়া দেও।

অনন্তর বটনির্য্যাস আনীত হইল। ঐ চীরধারী বীরযুগল বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম অবলম্বনার্থ তদ্দ্বারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিয়া ঋষির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। পরে প্রস্থান কাল সন্নিহিত হইলে রাম, পরম সখার গুহকে কহিলেন, সখে! রাজ্য অতি দুঃখে রক্ষা করিতে হয়, অতএব তুমি সৈন্য কোশ দুর্গ ও জনপদে সতত্ই সাবধান হইয়া থাকিবে। তিনি গুহকে এইরূপ কহিয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে অনতিবিলম্বে ভাগীরথী তীরে গমন করিলেন এবং তথায় নৌকা দর্শন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি অগ্রে জানকীকে নৌকায় আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থান কর। তখন লক্ষ্মণ অগ্রে সীতাকে উঠাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং উত্থিত হইলেন। তৎপরে রামও আরোহণ করিলেন, এবং আপনার শুভোদ্দেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতিসাধারণ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণও যথাবিধি আচমন করিয়া সীতার সহিত, জাহ্নবীকে প্রীতমনে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রাম, সুমন্ত্র ও গুহকে প্রতিগমনে অনুমতি করিয়া নাবিকদিগকে পার করিয়া দিতে বলিলেন। তরণী ক্ষেপণী-

প্রক্ষেপ-বেগে শীঘ্র যাইতে লাগিল। জানকী গঙ্গার মধ্যস্থলে গিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, গঙ্গে! এই রাজকুমার তোমার কৃপায় নির্ব্বিঘ্নে এই নিদেশ পূর্ণ করুন। ইনি চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে বাস করিয়া পুনরায় আমাদের সহিত প্রত্যাগমন করিবেন। আমি নিরাপদে আসিয়া মনের সাধে তোমায় পূজা করিব। তুমি সমুদ্রের ভার্য্যা, স্বয়ং ব্রহ্মলোক ব্যাপিয়া আছ। দেবি! আমি তোমাকে প্রণাম করি। রাম ভালয় ভালয় পৌঁছিলে এবং রাজ্য পাইলে আমি ব্রাহ্মণগণকে দিয়া তোমারই প্রীতির উদ্দেশে তোমাকে অসংখ্য গো ও অশ্ব দান করিব, সহস্র কলশ সুরা ও পলান্ন দিব। তোমার তীরে যে সকল দেবতা রহিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এবং তীর্থস্থান ও দেবালয় অর্চ্চনা করিব।

অনতিবিলম্বে নৌকা নদীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইল। তখন সকলে তাহা হইতে অবতীর্ণ হইলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! সজন বা বিজনই হউক সীতাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হও। তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর, সীতা তোমার অনুগমন করুন, আমি পশ্চাতে থাকিয়া তোমাদের উভয়েরই রক্ষক হইয়া যাই। দেখ, এখন অবধি আমাদিগকে অতি দুষ্কর কার্য্য সংসাধন করিতে হইবে, সুতরাং এই রূপে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করা আবশ্যক হইতেছে। যে স্থানে জন-

মানুষের সম্পর্ক নাই, ক্ষেত্র ও উদ্যান দৃষ্টিগোচর হয় না এবং গর্ত্ত ও নিম্নোন্নত ভূমিই অধিক, জানকী আজ সেই বনে প্রবেশ করিবেন এবং বনবাসের যে কি দুঃখ আজই তাহা জানিতে পারিবেন।

লক্ষ্মণ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে চলিলেন। রামও সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে সুমন্ত্র এতক্ষণ রামকে নির্নিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন, তিনি দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিবা মাত্র ব্যথিতমনে অশ্রু বিসর্জনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাম সুসমৃদ্ধ সস্যবহুল বৎস দেশে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণের সহিত বরাহ ঋষ্য পৃষত ও মহারুরু এই চারি প্রকার মৃগ বধ করিলেন এবং উহাদের পবিত্র মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সায়ংকালে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! জনপদের বাহিরে সবে এই প্রথম নিশা দর্শন করিলাম, আজ আর সুমন্ত্র নাই, এক্ষণে তুমি নগর স্মরণ করিয়া উৎকণ্ঠিত হইও না। অদ্যাবধি আমাদিগকে আলস্যশূন্য হইয়া রাত্রি জাগরণ করিতে হইবে; সীতার অলব্ধ লাভ ও লব্ধ রক্ষা আমাদিগেরই আয়ত্ত। আইস, আজ আমরা স্বয়ংই তৃণ পত্র আনিয়া ভূতলে শয্যা প্রস্তুত করিয়া কষ্টে সৃষ্টে শয়ন করি।

এই বলিয়া রাম ভূমিতে শয়ন করিয়া পুনরায় কহিলেন, বৎস! আজ মহারাজ অতি দুঃখে নিদ্রা যাইতেছেন, কৈকেয়ীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। কিন্তু বোধ হয়, ভরত উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে মহারাজ্যে অভিষেক করিবার নিমিত্ত রাজাকে আর প্রাণে বাঁচিতে দিবেন না। হা! পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং আমিও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি, সুতরাং তিনি অনাথ, জানি না, অতঃপর

কামের অনুরোধে তিনি কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী হইয়া কি করিবেন। রাজার মতিভ্রম এবং এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া আমার নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে যে, ধর্ম্ম ও অর্থ অপেক্ষা কামই প্রবল। দেখ, পিতা যেমন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, এইরূপ স্ত্রীর প্রবর্ত্তনায় মূর্খও কি, আজ্ঞানুবর্ত্তী পুত্রকে ত্যাগ করিতে পারে? ভার্য্যার সহিত ভরতই সুখী, তিনি একাকী অধিরাজের ন্যায় সমগ্র কোশল রাজ্য উপভোগ করিবেন। পিতা জীর্ণ হইয়াছেন, আমিও অরণ্য আশ্রয় করিলাম, সুতরাং তিনি একাকীই রাজা হইবেন। যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া কামের অনুসরণ করেন, তিনি শীঘ্রই রাজা দশরথের ন্যায় এইরূপ বিপন্ন হন, সন্দেহ নাই। লক্ষ্মণ! আমার বোধ হইতেছে যে, ভরতকে রাজ্যে নিয়োজিত, আমাকে নির্ব্বাসিত ও পিতার প্রাণান্ত করিবার নিমিত্তই কৈকেয়ী আসিয়াছেন। এখন কি তিনি, সৌভাগ্য-মদে মোহিত হইয়া কেবল আমায় দুঃখিত করিবার জন্য কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে যন্ত্রণা দিবেন? তোমার জননী আমাদের নিমিত্ত ক্লেশ ভোগ করিবেন, অতএব তুমি কল্য প্রাতে এস্থান হইতে অযোধ্যায় প্রতিগমন কর। আমি একাকী জানকীর সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব। কৌশল্যা নিতান্ত নিরাশ্রয়। কিন্তু কৈকেয়ী একান্তই নীচাশয়, তিনি বিদ্বেষ বশত অন্যায় আচরণ করিতে পারেন; বলিতে কি,

আমাদের জননীর প্রাণ-বিনাশ করিবার নিমিত্ত বিষ প্রয়োগেও কুণ্ঠিত হইবেন না। দেবী কৌশল্যা জন্মান্তরে নিশ্চয়ই অনেক স্ত্রীলোককে পুত্রহীন করিয়াছিলেন, সেই জন্য আজ তাঁহার এইরূপ দুর্ঘটনা উপস্থিত হইল। তিনি আমায় এতদিন লালন পালন করিলেন, বহু দুঃখে বাড়াইলেন, কিন্তু সুখী করিবার সময়েই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আইলাম! লক্ষ্মণ! আমায় ধিক্, আমি জননীকে বিস্তর যন্ত্রণা দিলাম, অতঃপর আর কোন সীমন্তিনী যেন আমার ন্যায় কুপুত্রকে গর্ভে না ধারণ করেন। বোধ হয়, আমা অপেক্ষা সারিকা, মাতার সমধিক স্নেহের পাত্র হইবে, তিনি উহার মুখে শত্রুনির্য্যাতন করিবার কথাও শুনিতে পান, কিন্তু আমি তাঁহার পুত্র হইয়া কি উপকার করিলাম! তিনি নিতান্ত দুর্ভাগ্যা, এক্ষণে আমার বিয়োগে শোকে নিমগ্ন ও যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া শয়ান রহিয়াছেন। মনে করিলে আমি রোষভরে একাকী, শর-নিকরে অযোধ্যা কি, সমগ্র পৃথিবীও নিষ্কণ্টক করিতে পারি, কিন্তু নিরর্থক বল প্রদর্শন শ্রেয় নহে। ভাই! আমি কেবল পরলোক-ভয় ও অধর্ম্মভয়েই রাজ্য গ্রহণ করিলাম না। মহাবীর রাম নির্জনে করুণমনে এইরূপ ও অন্যান্যরূপ নানাপ্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া অশ্রুপূর্ণমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ জ্বালাশূন্য হুতাশনের ন্যায় হতবেগ সাগরের

ন্যায় রামকে নিস্তব্ধ দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! আজ আপনি নিষ্ক্রান্ত হওয়াতে, অযোধ্যা নিশ্চয়ই শশাঙ্কহীন শর্ব্বরীর ন্যায় একান্ত নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে আর এই রূপে দুঃখিত হইবেন না, আপনি দুঃখিত হইলে আমরাও বিষণ্ণ হই। জল হইতে মৎস্য উদ্ধৃত হইলে যেমন জীবিত থাকিতে পারে না, সেইরূপ আপনার বিয়োগে আমরা ক্ষণকালও প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না। আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও স্বর্গই বা কি, কিছুই অভিলাষ করি না।

রাম লক্ষ্মণের এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প দেখিয়া তাঁহাকে বনবাস-ব্রত অবলম্বনে অনুমতি করিলেন এবং অদূরে বটবৃক্ষ মূলে পর্ণ-শয্যা রচিত হইয়াছে দেখিয়া, সীতার সহিত তথায় গিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অরণ্য জনসঞ্চার শূন্য, তাঁহাদের সঙ্গে কেহ নাই, কিন্তু গিরিশৃঙ্গগত সিংহ যেমন নির্ভয়ে থাকে, তাঁহারা সেইরূপ অকুতোভয়ে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহারা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথায় যমুনা গঙ্গার সহিত মিলিত হইতেছেন, সেই প্রদেশ লক্ষ্য করিয়া, বন প্রবেশ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বিবিধ ভূবিভাগ, অদৃষ্টপূর্ব্ব রমণীয় দেশ এবং নানা প্রকার কুসুমিত বৃক্ষ তাঁহাদের নয়নগোচর হইতে লাগিল।

ক্রমশঃ দিবা. অবসান হইয়া আসিলে রাম, লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! ঐ দেখ, প্রয়াগের অভিমুখে ধূম উত্থিত হইতেছে, বোধ হয়, ঐ স্থানে কোন ঋষি বাস করিয়া আছেন। আমরা নিশ্চয়ই এক্ষণে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে উপস্থিত হইলাম, এস্থান হইতে দুই নদীর প্রবাহ-সঙ্ঘর্ষ-শব্দ কেমন সুস্পষ্ট শুনা যাইতেছে। অদূরেই আশ্রম পদ, বনজীবিরা আশ্রম-বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ ভেদ করিয়া লইয়াছে তাহাও দেখা যাইতেছে?

অনন্তর সূর্য্যাস্ত হইলে রাম ও লক্ষ্মণ মৃগপক্ষিগণের ভয়োৎপাদন পূর্ব্বক কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, গঙ্গা ও যমুনার অন্তর্ব্বেদিতে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম প্রাপ্ত হইলেন। দেখিলেন উগ্রতপাঃ ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি, অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক শিষ্যগণের সহিত একাগ্রমনে উপবিষ্ট আছেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া লক্ষ্মণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে অভিবাদন করিলেন এবং জানকীকেও প্রণাম করাইলেন। পরে মহর্ষিকে আত্মপরিচয় প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! আমরা মহারাজ দশরথের আত্মজ, আমাদের নাম রাম ও লক্ষ্মণ। রাজর্ষি জনকের কন্যা কল্যাণী সীতা আমারই ভার্য্যা। ইনি এক্ষণে বিজন বনে আমার অনুসরণ করিতেছেন। অনুজ লক্ষ্মণও ব্রত ধারণ পূর্ব্বক আমার সঙ্গে যাইতেছেন। আমরা পিতার নিদেশে বনবাসে কালযাপন এবং ফল মূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ধর্ম্ম সাধন করিব।

মহর্ষি ভরদ্বাজ রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অর্ঘ্য বৃষ নানাপ্রকার বন্য ফল মূল ও জল প্রদান করিলেন এবং তাঁহার অবস্থিতির নিমিত্ত স্থান নিরূপণ করিয়া অন্যান্য মুনিগণের সহিত তাঁহাকে বেষ্টন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর কথাপ্রসঙ্গ করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাম! বহুদিনের পর তোমায় এই আশ্রমে দেখিলাম,

তোমাকে যে অকারণ নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে, আমি তাহা শুনিয়াছি। যাহাই হউক এই গঙ্গাযমুনাসঙ্গম ক্ষেত্র, নির্জ্জন পবিত্র ও রমণীয়, তুমি এক্ষণে পরম সুখে এই স্থানে অবস্থান কর।

রাম কহিলেন, ভগবন্! এই তপোবনের অদূরে পৌর ও জানপদ লোক সকল বাস করিয়া থাকে, বোধ হয়, তাহারা, আমাকে ও জানকীকে অনায়াসে দেখিতে পাইবে জানিলে, সততই গমনাগমন করিবে, এই কারণে এই স্থান আমার তাদৃশ প্রীতিকর হইতেছে না। জানকী যথায় সুখে থাকিতে পারেন, আপনি এমন কোন জনশূন্য আশ্রম আমায় দেখাইয়া দিন।

ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ দূরে গন্ধমাদনতুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতে বিস্তর গোলাঙ্গূল, ভল্লূক ও বানর বাস করিয়া থাকে। উহার শৃঙ্গ দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং মোহপাশ হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। তথায় বহুসংখ্য বৃদ্ধ মহর্ষি শত বৎসর তপঃসাধন করিয়া স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। আমার বোধ হয়, চিত্রকূটই তোমার পক্ষে নির্জ্জন ও সুখকর হইবে। অথবা যদি তোমার ইচ্ছা হয়, এই আশ্রমে আমারই সহিত কালাতিপাত কর।

এই বলিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ প্রিয় অতিথি রামকে ভ্রাতা

ও ভার্য্যার সহিত পরিতুষ্ট করিয়া সকল প্রকার উপচারে সৎকার করিলেন। রজনী উপস্থিত হইল, রাম অত্যন্তই পরিশ্রান্ত ছিলেন, তিনি সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া ঐ তপোবনে পরম সুখে রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর শর্ব্বরী প্রভাত হইলে রাম তেজঃপুঞ্জকলেবর ভরদ্বাজের সন্নিহিত হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আজ আমরা আপনার আশ্রমে নিশা যাপন করিলাম, এক্ষণে আপনি চিত্রকুট গমনে আমাদিগকে অনুমতি করুন। ভরদ্বাজ কহিলেন, রাম! চিত্রকুটবাস সর্ব্বাংশেই তোমার যোগ্য। ঐ পর্ব্বতে ফল, মূল ও মধু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইবে। তথায় বিস্তর বৃক্ষ আছে, কিন্নর ও উরগ নিরন্তর বাস করিতেছে। কোকিলের কুহুরব, ময়ূরের কেকাধ্বনি সততই শুনা যাইতেছে। টিট্টিভকুল কুলায়ে বসিয়া কুজন করিতেছে। মত্ত মৃগ ও হস্তিযূথ দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতেছে। রাম! ঐ স্থানে তুমি সীতার সহিত নদী প্রস্রবণ ও গিরিগুহায় পরিভ্রমণ করিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইবে, এক্ষণে সেই শুভজনক সুখকর প্রদেশে গিয়া স্বচ্ছন্দে বাস কর।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন পূর্ব্বক চিত্রকূটে যাত্রা করিবার নিমিত্ত উদ্যত হইলেন। তখন পিতা যেমন ঔরসজাত পুত্রকে স্থানান্তরে প্রস্থান করিতে দেখিলে স্বস্ত্যয়ন করিয়া থাকেন, সেইরূপে মহর্ষি তাঁহাদিগের উদ্দেশে স্বস্ত্যয়ন করিয়া কহিলেন, রাম! তুমি এই সঙ্গমতীর্থে গিয়া, পশ্চিমবাহিনী যমুনার তীর অবলম্বন পূর্ব্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া এক তীর্থ দেখিতে পাইবে। সেই তীর্থে অবতীর্ণ হইয়া ভেলা দ্বারা নদী পার হইতে হইবে। পথে শ্যাম নামে অত্যুচ্চ এক বট বৃক্ষ আছে। উহার দলগুলি হরিদ্বর্ণ, চারিদিক বিবিধ পাদপে পরিবেষ্টিত; মূলে সিদ্ধ পুরুষেরা বাস করিয়া আছেন। গমনকালে সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ বৃক্ষকে প্রণাম করিবেন। উহার শীতল ছায়ায় তোমরা বিশ্রাম কর, আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ অন্তরে গিয়া, সল্লকী ও বদরীযুক্ত এবং যমুনা-

তীরজ অন্যান্য বহুবিধ বৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন দেখিতে পাইবে। আমি অনেকবার চিত্রকূটে গিয়াছি, ঐ পথ দিয়াই তথায় গমনাগমন করা যায়। উহা অতি সুদৃশ্য ও বালুকাময়, এবং উহার কুত্রাপি দাবানল নাই।

মহর্ষি ভরদ্বাজ এই রূপে চিত্রকূটের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিলে রাম তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! আমরা আপনকার নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসারেই চলিলাম। এক্ষণে আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন।

অনন্তর ভরদ্বাজ প্রতিগমন করিলে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! মুনি যে এইরূপ অনুকম্পা করিলেন, ইহা আমাদের পরম সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া রাম সীতাকে অগ্রে লইয়া লক্ষ্মণের সহিত যমুনাভিমুখে চলিলেন এবং ঐ বেগবতী নদীর সন্নিহিত হইয়া উহা কি প্রকারে পার হইবেন ভাবিতে লাগিলেন।

অনন্তর তাঁহারা বন হইতে শুষ্ক কাষ্ঠ আহরণ এবং উশীর দ্বারা তাহা বেষ্টন করিয়া ভেলা নির্ম্মাণ করিলেন। মহাবল লক্ষ্মণ জম্বু ও বেতসের শাখা ছেদন পূর্ব্বক জানকীর উপবেশনার্থ আসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। তখন রাম সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় অচিন্ত্যপ্রভাবা ঈষৎ লজ্জিতা প্রিয়দয়িতাকে অগ্রে ভেলায় তুলিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে বসন ভূষণ খনিত্র

এবং ছাগচর্ম্মসংবৃত পেটক রাখিয়া লক্ষ্মণের সহিত স্বয়ং উত্থিত হইলেন এবং সেই ভেলা অবলম্বন করিয়া প্রীতমনে সাবধানে পার হইতে লাগিলেন। জানকী যমুনার মধ্যস্থলে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমায় অতিক্রম করিয়া যাইতেছি, এক্ষণে যদি আমার স্বামী সুমঙ্গলে ব্রত পালন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে পারেন, তাহা হইলে সহস্র গো ও শত কলশ সুরা দিয়া তোমার পূজা করিব। সীতা কৃতাঞ্জলিপুটে এই রূপ প্রার্থনা করত তরঙ্গবহুলা কালিন্দীর দক্ষিণ তীরে উত্তীর্ণ হইলেন।

পরে সকলে সেই ভেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যমুনা-তটের বন-স্থল অতিক্রম করিয়া শ্যাম বটের সন্নিহিত হইলেন। জানকী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তরুবর! আমার পতি ব্রত-কাল পালন করুন, আমরা আবার আসিয়া যেন আর্য্যা কৌশল্যা ও সুমিত্রাকে দেখিতে পাই, তোমাকে নমস্কার, এই বলিয়া তিনি বট বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ করিলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি সীতাকে লইয়া অগ্রে গমন কর, আমি সশস্ত্র হইয়া সকলের পশ্চাতে যাইব। দেখ, গমনকালে জানকী যে ফল এবং যে পুষ্প চাহিবেন, যে বস্তুতে ইহাঁর স্পৃহা হইবে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহা আনিয়া দিবে।

সীতা যাইতে যাইতে বৃক্ষ গুল্ম এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব পুষ্পগুচ্ছ-সুশোভিত লতা, যাহা কিছু দেখেন, অমনি রামকে জিজ্ঞাসা করেন, লক্ষ্মণও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা আনিয়া দেন। তৎ-কালে তিনি সেই নির্ম্মল জলবাহিনী হংসসারসনাদিনী যমু-নাকে দেখিয়া অত্যন্তই আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর রাম ও লক্ষ্মণ তথা হইতে ক্রোশ মাত্র গমন পূর্ব্বক বহুসংখ্য পবিত্র মৃগ বধ করিয়া বনমধ্যে ভোজন করিলেন এবং মাতঙ্গসঙ্কুল বানরবহুল বিপিনে সুখে বিচরণ করিয়া নিশাকালে সমতল নদীতীরে আশ্রয় লইলেন।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে রাম, লক্ষ্মণকে জাগরিত অথচ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন দেখিয়া মৃদুবচনে প্রবোধিত করত কহিলেন, লক্ষ্মণ! ঐ শুন, বনের পক্ষি সকল মনোহর স্বরে কলরব করিতেছে। এক্ষণে আমাদিগের প্রস্থানের সময় হইয়াছে, চল আমরা গমন করি। তখন লক্ষ্মণ যথাসময়ে প্রবুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বদিনের পর্য্যটন-শ্রম পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সকলে যমুনার জলে স্নান করিয়া ঋষি-নিষেবিত পথে চিত্রকুটাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। গমনকালে রাম কমললোচনা জানকীকে কহিলেন, প্রিয়ে; দেখ, বসন্তে পুষ্পবিকাশ নিবন্ধন কিংশুক বৃক্ষ যেন মাল্য ধারণ করিয়াছে এবং বোধ হইতেছে যেন উহার চতুর্দ্দিক দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ দেখ, ভল্লাতক, বিল্ব ফলপুষ্পে অবনত হইয়া আছে, কিন্তু ভোগ করিবার কেহ নাই। প্রতি বৃক্ষে দ্রোণপ্রমাণ মধুক্রম লম্বমান রহিয়াছে। দাত্যূহ চীৎকার করিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং বনস্থল বৃক্ষের স্বয়ংপতিত পুষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া আছে।

ঐ অদূরে চিত্রকুট পর্ব্বত। উহার শৃঙ্গ অতিশয় উচ্চ, উহাতে হস্তী সকল দলবদ্ধ হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে এবং বিহঙ্গেরা কোলাহল করিয়া চারিদিক প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। লক্ষ্মণ! আমরা এই চিত্রকুটের সমতল রমণীয় কাননে পরম সুখে বিহার করিব।

অনন্তর তাঁহারা পাদচারে কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া চিত্র-কূটে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এই পর্বতে ফল মূল প্রচুর পবিমাণে উপলব্ধ হইবে, ইহার জলও অতি সুস্বাদু। বোধ হয়, এখানে জীবি-কার নিমিত্ত আমাদিগকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে না। এই স্থানে বহুসংখ্য ঋষি বাস করিয়া আছেন। ইহা বাস করিবার যোগ্য স্থান, আইস, আমরা এই চিত্রকুটেই আশ্রয় লইব। এই বলিয়া তাঁহারা মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে আত্ম নিবেদন ও অভিবাদন করিলেন। বাল্মীকিও তাঁহাদিগকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্ব্বক অভ্য-র্থনা ও সৎকার করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

অনন্তর রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি এক্ষণে দৃঢ় উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ আনিয়া গৃহ প্রস্তুত কর, চিত্রকূটে বাস করিতে আমার অত্যন্তই অভিলাষ হইয়াছে। লক্ষ্মণ রামের আদেশ মাত্র অরণ্য হইতে নানাপ্রকার বৃক্ষ আনিয়া একখানি গৃহ

নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ গৃহের চতুর্দ্দিক কাষ্ঠাবরণে আবৃত, উপরিভাগ পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা অতি সুদৃশ্য হইয়াছে, দেখিয়া রাম, পরিচারণপর লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! এক্ষণে আমাদিগকে মৃগমাংস আহরণ করিয়া গৃহযাগ করিতে হইবে। যাঁহারা বহুদিন জীবন ধারণের বাসনা করেন, তাঁহাদিগের বাস্তুশান্তি করা আবশ্যক। অতএব তুমি অবিলম্বে মৃগবধ করিয়া আন। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট বিধি পালন করা সর্ব্বতোভাবেই শ্রেয় হইতেছে।

তখন লক্ষ্মণ বন হইতে মৃগবধ করিয়া আনিলেন। তদ্দর্শনে রাম পুনরায় তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি গিয়া এই মৃগের মাংস পাক কর; আমি স্বয়ংই বাস্তুশান্তি করিব। দেখ, অদ্যকার দিবসের নাম ধ্রুব এবং এই মুহূর্ত্তও সৌম্য, অতএব তুমি এই কার্য্যে যত্নবান হও। তখন লক্ষ্মণ প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যে পবিত্র মৃগমাংস নিক্ষেপ করিলেন এবং উহা শোণিতশূন্য ও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, রামকে কহিলেন আর্য্য! আমি এই সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ কৃষ্ণবর্ণ মৃগ অগ্নিতে পাক করিয়া আনিলাম, আপনি এক্ষণে গৃহযাগ আরম্ভ করুন।

অনন্তর দৈবকার্য্যনিপুণ গুণবান রাম স্নান করিয়া যাগসমাপক মন্ত্র দ্বারা বাস্তুশান্তি করিলেন এবং দেবগণের পূজা সমাধানান্তে পবিত্র হইয়া গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি গৃহ

প্রবেশ করিয়া পাপহর রৌদ্র, বৈষ্ণব ও বৈশ্বদেব বলি প্রদান করিয়া বাস্তুদোষ-প্রশমন নানা প্রকার মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান ও জপ করিতে লাগিলেন।

এই রূপে দৈবকার্য্য সকল সম্পন্ন হইলে, রাম প্রীতমনে বিধি পূর্ব্বক নদীতে স্নান করিয়া তথায় আশ্রমের অনুরূপ চৈত্য আয়তন ও বেদি প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন এবং দেবতারা যেমন সুধর্ম্মা নাম্নী দেবসভায় প্রবেশ করেন, সেইরূপ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত যোগ্য স্থানে প্রস্তুত বায়ুসঞ্চার বিরহিত মনোহর পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। রমণীয় চিত্রকুট, এবং উৎকৃষ্ট অবতরণপথযুক্ত মৃগপক্ষিশোভিত মাল্যবতী নদীকে লাভ করিয়া তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি যে অযোধ্যা হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তৎকালে সেই দুঃখ সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গেলেন।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

এদিকে রাম দুঃখিত মনে বহুক্ষণ সুমন্ত্রের সহিত কথোপ-কথন করিয়া, ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে উপনীত হইলে, নিষাদ-রাজ গুহ স্বগৃহে প্রতিগমন করিলেন। সুমন্ত্রও প্রয়াগে রামের, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে গমন, তথায় আতিথ্য গ্রহণ এবং চিত্রকুট পর্ব্বতে অবস্থান, গুহ-প্রেরিত লোকমুখে এই সকল সম্যক জ্ঞাত হইলেন এবং গুহের অনুজ্ঞা ক্রমে রথে অশ্ব যোজনা করিয়া দীনমনে শীঘ্র অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথি মধ্যে গ্রাম নগর সরিৎ সরোবর এবং কুসুমিত কানন সকল তাঁহার নেত্র-গোচর হইতে লাগিল। পরে শৃঙ্গবের পুর হইতে যে দিবস নিষ্ক্রান্ত হন, তাহার দ্বিতীয় দিনে সায়াহ্ন কালে অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, উহা জনশূন্য স্থানের ন্যায় নিঃশব্দ ও নিরানন্দ। তদ্দর্শনে সুমন্ত্র শোকে আক্রান্ত ও একান্ত বিমনায়মান হইয়া মনে করিলেন, বুঝি এই নগরী রামের শোকানলে হস্তী অশ্ব রাজা প্রজা সকলেরই সহিত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি মহাবেগে

নগরদ্বারে উপনীত হইয়া, শীঘ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিগণ সুমন্ত্র আগমন করিতেছেন দেখিয়া "এক্ষণে রাম কোথায় ?" কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করত রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইতে লাগিল। তখন সুমন্ত্র তাহাদিগকে কহিলেন, দেখ, গঙ্গাতীরে ধর্ম্মপরায়ণ মহাত্মা রাম, আমায় অনুজ্ঞা করিলে, আমি তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া প্রত্যাগমন করিলাম; ইহার অধিক তাঁহার বিষয় আর কিছুই জানি না।

তখন পুরবাসিরা রাম গঙ্গাপার হইয়া গিয়াছেন জানিয়া, বাষ্পপূর্ণ লোচনে হা হতোস্মি বলিয়া, দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিল। তৎকালে উহারা স্থানে স্থানে দলবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিল, হা! আমরা এই রথে আর রামকে দেখিতে পাইলাম না। দান, যজ্ঞ, বিবাহ, সমাজ ও উৎসবে তাঁহার দর্শনলাভ নিতান্তই দুর্লভ হইল। তিনি পিতার ন্যায় আমাদিগকে প্রতিপালন করিতেন, আমাদিগের উপযুক্ত কি, ইষ্ট কি, কিরূপেই বা আমরা সুখী হইব, তিনি সততই এই চিন্তায় আকুল হইতেন। ঐ সময় স্ত্রীলোকেরাও গবাক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রামের শোকে বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছিল, সুমন্ত্র বিপণীপথে গমনকালে তাহাও শুনিতে পাইলেন এবং বস্ত্র দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাজপ্রাসাদাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি অবিলম্বে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহাজনপূর্ণ সাতটি কক্ষা অতিক্রম করিয়া চলিলেন। তৎকালে প্রাসাদ হইতে পুরনারীগণ সুমন্ত্রকে দেখিয়া রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিলেন, এবং যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া অতি বিশাল, ধবল, জলধারাকুল-লোচনে অস্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন। রাজমহিষীরা হর্ম্ম্য হইতে অবতরণ পূর্ব্বক শোকাকুল মনে মৃদুবচনে কহিলেন, হা! সুমন্ত্র রামের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া নগরে আইলেন, জানি না, এখন কাতরা কৌশল্যাকে কি বলিয়া প্রবোধ দিবেন। রাম রাজ্যাভিষেকে উপেক্ষা করিয়া নির্গত হইলে যখন কৌশল্যা প্রাণ ধারণ করিয়া আছেন, তখন বোধ হয়, জীবন কেবলই দুঃখের, এবং মৃত্যুও সহজে হয় না।

সুমন্ত্র মহিষীগণের এইরূপ সুসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক শোকে প্রদীপ্ত হইয়া অষ্টম কক্ষায় প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তথায় রাজা দশরথ পুত্রশোকে ম্লান হইয়া পাণ্ডুরাগশোভিত গৃহে দীনমনে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন সুমন্ত্র তাঁহার সন্নিহিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং রাম যেরূপ কহিয়া দিয়াছেন, অবিকল সেই কথা কহিতে লাগিলেন। দশরথ নিস্তব্ধভাবে তৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া পুত্রশোকে ভূতলে

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মূর্চ্ছিত হইলে রাজমহিষীরা দুঃসহ দুঃখে আহত হইয়া বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কৌশল্যা ও সুমিত্রা অবিলম্বে ধরাতল হইতে তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ! সেই দুষ্কর কার্য্যসম্পাদক রামের বার্ত্তাহারক বন হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তুমি কেন ইহাঁর সহিত আলাপ করিতেছ না? রামকে বনবাস দিয়া তোমার কি আজ লজ্জা হইয়াছে? এক্ষণে উত্থিত হও। তুমি এইরূপ কাতর হইলে তোমার পরিজনেরা আর বাঁচিবে না। তুমি যাহার ভয়ে সুমন্ত্রকে কোন কথা জিজ্ঞাসিতেছ না, সেই কৈকেয়ী এখানে নাই। এক্ষণে অশঙ্কিত মনে ইহাঁর সহিত বাক্যালাপ কর।

শোকাকুলা কৌশল্যা বাস্পগদ্গদবাক্যে মহারাজ দশরথকে এইরূপ কহিয়াই ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন আর আর মহিষীরা তাঁহাকে পতিত ও পতিকে অত্যন্তই বিষণ্ন দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। অযোধ্যার আবালবৃদ্ধবনিতারা নৃপতির অন্তঃপুরে আর্ত্তরব উত্থিত হইয়াছে দেখিয়া রোদন করিতে লাগিল; পুনরায় অযোধ্যায় তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

অনন্তর বীজনাদি দ্বারা দশরথের সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি, রামের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে আহ্বান করিলেন। তৎকালে ঐ বৃদ্ধ রাজা দুঃখ শোকে নিতান্ত কাতর হইয়া অচির-ধৃত হস্তীর ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কখন রামের নিমিত্ত পরিতাপ এবং কখন বা চিন্তা করিতেছিলেন। ইত্যব-সরে সুমন্ত্র ধূলিধূষরিত কলেবরে সজলনয়নে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি কাতর মনে কহিলেন, সূত! ধর্ম্মপরায়ণ রাম তরুমূল আশ্রয় করিয়া কোন্ স্থানে আছেন? তিনি অত্যন্ত সুখী, এক্ষণে কি আহার করিবেন? দুঃখ তাঁহার যোগ্য নহে, কিরূপে তাহা সহ্য করিতেছেন? উত্তম শয্যায় শয়ন করা তাঁহার অভ্যাস, এখন অনাথের ন্যায় কেমন করিয়া ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন? গমনকালে যাঁহার সহিত হস্তী পদাতি ও রথ

যাইত, তিনি বনে কিরূপে কালাতিপাত করিবেন? অরণ্যে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল বাস করিতেছে, কাল ভুজঙ্গ নিরন্তর রহিয়াছে, তিনি লক্ষ্মণের সহিত কিরূপে তথায় থাকিবেন? হা! বল দেখি, তাঁহারা সুকুমারী জানকীকে লইয়া রথ হইতে কি রূপে পদব্রজে গমন করিলেন? সূত! তুমি তাঁহাদিগকে অরণ্য প্রবেশ করিতে দেখিয়া আসিয়াছ, তুমিই ধন্য। আমার রাম কি কহিয়াছেন? লক্ষ্মণ কি কহিলেন? সীতাই বা বনে গিয়া কি কথা বলিয়া দিলেন? তুমি রামের শয়ন অশন ও উপবেশন সকলই বল। আমি এই সকল শুনিয়াই প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র রাজা দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বাষ্প-গদ্‌গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! রাম কৃতাঞ্জলি-পুটে আপনাকে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক কহিয়াছেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার কথানুসারে সেই সুবিখ্যাত মহাত্মা পিতার চরণে গিয়া প্রণাম করিবে। অন্তঃপুরের সকল স্ত্রীলোককে আমার নমস্কার ও মঙ্গল সমাচার নির্ব্বিশেষে জানাইবে। জননী কৌশল্যাকে আমার অভিবাদন ও সর্ব্বা-ঙ্গীন কুশল নিবেদন করিয়া, আমি ধর্ম্মপথে যে অটল আছি, এই কথা কহিবে, আরও বলিবে, দেবি! তুমি ধর্ম্মশীলা হইয়া যথা-কালে অগ্ন্যাগারে অগ্নি পরিচর্য্যা করিবে এবং আমার পিতার

চরণযুগল দেবতার ন্যায় দেখিবে। আমার মাতৃগণের সহিত ব্যবহারকালে মানাভিমান কিছুই মনে আনিও না এবং আর্য্যা কৈকেয়ীকে মহারাজ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন বলিয়া বিবেচনা করিও না। নৃপতিরা জ্যেষ্ঠ না হইলেও পূজ্য হইয়া থাকেন, অতএব তুমি রাজধর্ম্ম স্মরণ করিয়া কুমার ভরতকে রাজার ন্যায় সমাদর করিও। সুমন্ত্র! তুমি জননীকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে আমার মঙ্গল জানাইবে এবং আমার বাক্যানুসারে বলিবে, তিনি যেন মাতৃগণের মধ্যে সকলের সহিত ন্যায়ানুসারে ব্যবহার করেন এবং যৌবরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পিতাকে যেন রাজ্যেশ্বর করিয়া রাখেন। পিতা বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা অকর্ত্তব্য, অতএব তাঁহারই আজ্ঞা প্রচার করিয়া তাঁহাকে যেন সন্তুষ্ট করেন। মহারাজ! রাম সকলকে এইরূপ কহিয়া দিয়া গলদশ্রু লোচনে আমায় বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার মাতাকে স্বীয় জননীর ন্যায় দেখিও। সেই পদ্মপলাশলোচন এই কথা কহিয়াই রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, সারথি! মহারাজ এই রাজকুমারকে কোন্ অপরাধে নির্ব্বাসিত করিলেন? কৈকেয়ীর লঘু আদেশে এইরূপ কার্য্য অনুষ্ঠান তাঁহার যোগ্য বা অযোগ্যই হউক কিন্তু

ইহাতে আমরা অত্যন্তই ব্যথিত হইয়াছি। আর্য্য রামের নির্ব্বাসন কৈকেয়ীর লোভ নিবন্ধন, বা বস্তুতই বরদান বশত ঘটিয়া থাকুক, মহারাজ যে অকার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি ঈশ্বরেচ্ছায় এইরূপ হইয়া থাকে, তাঁহাতে আর বক্তব্য কি, কিন্তু রামকে ত্যাগ করিতে হয়, এইরূপ কোন কারণই আমি দেখিতেছি না। মহারাজ কেবল বুদ্ধি-লাঘব হেতু কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ না করিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহাতে ইহকাল ও পরকালে তাঁহাকে ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। আমি তাঁহাতে পিতৃভাব অণুমাত্র দেখিতে পাই না, রামই আমার ভ্রাতা, প্রভু, বন্ধু ও পিতা। যিনি সকল লোকের হিত সাধনে নিবিষ্ট এবং সকল লোকেরই প্রিয়, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মহারাজ কিরূপে সকলকে অনুরক্ত করিবেন। যিনি প্রজাগণের স্পৃহনীয় সেই ধার্ম্মিককে নির্ব্বাসন ও সকলের সহিত বিরোধ উৎপাদন পূর্ব্বক তিনি কি রূপেই বা রাজা হইবেন।

মহারাজ! ঐ সময় জানকী ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভূতাবিষ্টচিত্তার ন্যায় অবান্তর কার্য্য সকল বিস্মৃত ও বিস্ময়াবেশে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। দুঃখ কাহাকে বলে, তিনি তাহা জানেন না, তৎকালে ভাগ্যে এই বিপদ উপস্থিত দেখিয়া অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন, আমাকে

কিছুই কহিলেন না, কেবল শুষ্কমুখে স্বামির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন এবং আপনার এই রথ ও আমাকে বারংবার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

একোনষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর আমি রাম ও লক্ষ্মণের বিয়োগ-দুঃখে যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগকে অভিবাদন পূর্ব্বক তথা হইতে রথ লইয়া প্রস্থান করিলাম। মহারাজ! যদি রাম আমাকে পুনরায় আহ্বান করেন, এই প্রত্যাশায় শৃঙ্গবের পুরে নিষাদপতি গুহের সহিত বহুক্ষণ অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইল না। আসিবার সময় আমার অশ্ব-গণ রামের বন গমনে দুঃখিত হইয়া উষ্ণ অশ্রু মোচন করিতে লাগিল, পূর্ব্ববৎ আর রথ বহন করিতে পারিল না। দেখি-লাম, আপনার অধিকারে বৃক্ষ সকল পুষ্প অঙ্কুর ও মুকুলের সহিত দুঃখে ম্লান হইয়া গিয়াছে। নদী পল্বল ও সরোবরের জল অত্যন্ত আবিল ও উত্তপ্ত, কমলদল সঙ্কুচিত এবং বন ও উপবনের পল্লব সকল শুষ্ক হইয়াছে। মৎস্য ও জলচর পক্ষিরা সলিলে লীন রহিয়াছে, প্রাণি সকল নিস্পন্দ,

হিংস্র জন্তুগণও সঞ্চরণ করিতেছে না, বন রামের শোকে যেন নীরব হইয়া আছে। জলজ ও স্থলজ পুষ্পের গন্ধ পূর্ব্ববৎ আর নাই এবং ফলও বিস্বাদ হইয়া গিয়াছে। পুষ্পবাটিকা সকল শূন্য, তথায় বিহঙ্গেরা কোলাহল করিতেছে না এবং উপবনের রমণীয়তাও বিদূরিত হইয়াছে। মহারাজ! আমি যখন অযোধ্যায় প্রবেশ করি, তৎকালে কেহই আমাকে অভিনন্দন করিল না এবং রামকে দেখিতে না পাইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিল। পথের লোকেরা দূর হইতে রথে রামকে না দেখিয়া, অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জনে প্রবৃত্ত হইল। প্রাসাদ হইতে সমস্ত পৌরস্ত্রী পুরমধ্যে রথ উপস্থিত দেখিয়া, রামের অদর্শনে হাহাকার আরম্ভ করিল এবং পরস্পরোনাস্তি কাতর হইয়া অতিবিশাল ধবল জলধারাকুল লোচনে স্পষ্টভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিল। ঐ সময় দেখিলাম, সকল লোকই কাতর, সুতরাং কে মিত্র, কে শত্রু, কেইবা উদাসীন, ইহার কিছুই আমি বুঝিতে পারিলাম না। রাজন্! বলিব কি, অযোধ্যার অধিবাসিরা বিষণ্ণ হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে; কাহারই মনে হর্ষের লেষ মাত্র নাই, হস্তী অশ্ব পর্য্যন্ত দীনভাবে কাল যাপন করিতেছে। দেখিয়া বোধ হয়, যেন, নগরী পুত্রহীনা কৌশল্যারই ন্যায় শোচনীয় হইয়াছে।

মহীপাল দশরথ সুমন্ত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দীন-মনে বাষ্পগদ্গদ বচনে কহিতে লাগিলেন, সুমন্ত্র! আমি যখন পাপকুলোৎপন্না কৈকেয়ীর কথায় রামের নির্ব্বাসন অঙ্গীকার করি, তখন মন্ত্রণানিপুণ বৃদ্ধগণের সহিত এই বিষয়ের কিছুই বিচার করি নাই। আমি অমাত্য ও সুহৃৎগণের পরামর্শ না লইয়া স্ত্রীর অনুরোধে মোহের বশীভূত হইয়াই সহসা এই কার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, ভবিতব্যতা ও দৈবের ইচ্ছা বশত এই কুল উৎসন্ন হইবে, এই জন্য আমার ভাগ্যে এই বিপদ ঘটিয়াছে। সুমন্ত্র! আমি যদি কখন তোমার কিছুমাত্র প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া থাকি, তবে এক্ষণে তুমি আমাকে শীঘ্র রামের নিকট লইয়া চল; তাঁহাকে না দেখিয়া আমার প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায় হইয়াছে। অথবা এখনও আমি আজ্ঞা দান করিতেছি, তুমি রামকে প্রত্যানয়ন কর, তাঁহার বিয়োগে মুহূর্ত্তকালও আর দেহ ধারণ করিতে পারি না। আমার বোধ হইতেছে, এতদিনে তিনি বহুদূর গিয়া থাকিবেন, অতএব অবিলম্বে আমাকেই রথে লইয়া তাঁহাকে দেখাইয়া আন। হা! এক্ষণে সেই কুন্দকুট্মলদন্ত মহাবীর কোথায় আছেন? যদি ভাগ্যে জীবিত থাকি, তবে জানকীর সহিত তাঁহাকে দেখিতে পাইব। আমার মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, এ সময়েও যদি তাঁহার দর্শন না পাইলাম, তবে বল দেখি, ইহা অপেক্ষা আমার

আর কি কষ্ট আছে? হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা জানকি! আমি অনাথের ন্যায় দুঃখে প্রাণত্যাগ করিতেছি, কিন্তু তোমরা তাহা জানিতেছ না।

অনন্তর দশরথ পুত্রবিয়োগ দুঃখে জ্ঞানশূন্য হইয়া শোকাকুল মনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আমি রাম বিনা যে দুঃখ-সাগরে নিপতিত হইয়াছি, জীবদ্দশায় তাহা হইতে উদ্ধার হইতে পারিব, এরূপ সম্ভাবনা করি না। রামের শোক এই সাগরের বেগ, নিশ্বাস উহার তরঙ্গবহুল আবর্ত্ত, বাহুবিক্ষেপ মৎস্য, রোদন গভীর কল্লোল শব্দ, বিক্ষিপ্ত কেশজাল শৈবাল, কৈকেয়ী বড়বানল, কুব্জার বাক্য নক্র কুম্ভীর, প্রার্থিত বর তীরভূমি এবং রামের নির্ব্বাসনই বিস্তার। এই সাগর বাষ্পরূপ নদীজলে সততই আবিল হইতেছে এবং উহা আমার নেত্রনীরেই উৎপন্ন। দেখ, আজ আমার রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিবার অত্যন্তই অভিলাষ হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহা আমার পাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই বলিয়া রাজা দশরথ তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যায় নিপতিত হইলেন। কৌশল্যাও তাঁহাকে তদবস্থ দেখিয়া এবং তাঁহার এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া যার পর নাই শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন।

ষষ্টিতম সর্গ।
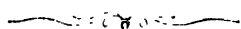
অনন্তর তিনি ভূতাবিষ্টার ন্যায় বারংবার কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং ধরাতলে নিপতিত ও মৃতকল্প হইয়া সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! যথায় রাম লক্ষ্মণ ও সীতা অবস্থান করিতেছেন, তুমি আমাকে তথায় লইয়া চল। আজ আমি তাঁহাদের বিয়োগ-যাতনায় আর প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। তুমি রথ ফিরাইয়া আন, আমাকেও শীঘ্র দণ্ডকারণ্যে লইয়া যাও; যদি আমি তাঁহাদের অনুসরণ না করি, আমার প্রাণ কিছুতেই রক্ষা হইবে না।

তখন সুমন্ত্র, কৃতাঞ্জলিপুটে বাষ্পগদ্গদ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, দেবি! আপনি এক্ষণে শোক মোহ ও দুঃখাবেগ পরিত্যাগ করুন। রাম অসন্তপ্ত মনে বনে বাস করিতেছেন। জিতেন্দ্রিয় লক্ষ্মণ তাঁহার চরণসেবায় নিযুক্ত হইয়া, পরলোকের শুভসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত আছেন। জানকী রামসংক্রান্তমনা হইয়া নির্জ্জন অরণ্যেও

গৃহবাসের অনুরূপ প্রীতি লাভ করিতেছেন। বনে আছেন বলিয়া কিছুমাত্র কাতর নন। বোধ হয়, তিনি যেন প্রবাসে থাকিবার সম্পূর্ণই যোগ্য হইয়াছেন। দেবি! বলিব কি, জানকী পূর্ব্বে এই নগরের উপবনে গিয়া যেমন বিহার করিতেন, গহন কাননেও সেই রূপ করিতেছেন। সেই পূর্ণচন্দ্রাননা বালিকার ন্যায় অক্লেশে রামসহবাসে রহিয়াছেন। রামেই যাঁহার হৃদয় মন আসক্ত এবং রামেই যাঁহার জীবন আয়ত্ত রহিয়াছে, এই রামহীন অযোধ্যা তাঁহার পক্ষে অরণ্যবৎ হইত। তিনি নদী গ্রাম নগর ও বিবিধ বৃক্ষ দর্শন করিয়া, রামকে বা লক্ষ্মণকেই হউক, জিজ্ঞাসিতেছেন এবং জিজ্ঞাসা করিয়া তৎসমুদায় সম্যক্ জ্ঞাত হইতেছেন। তিনি এক্ষণে যেন অযোধ্যার ক্রোশান্তরে বিহার ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়া আছেন। দেবি! জানকীর বিষয় এই পর্য্যন্তই জানি, আর তিনি যে, কৈকেয়ী-সংক্রান্ত কথা আমায় কহিয়াছিলেন, তাহা এখন আমার আর স্মরণ হইতেছে না।

প্রমাদ বশত কৈকেয়ীর কথা উপস্থিত হইবামাত্র, সুমন্ত্র, তাহার আর উল্লেখ না করিয়া, কৌশল্যার যাহাতে তুষ্টি লাভ হইতে পারে, এইরূপ বাক্যে কহিলেন, দেবি! পর্য্যটনশ্রম, বায়ুবেগ, আবেগ ও রৌদ্রের উত্তাপেও সীতার চন্দ্রাংশুসদৃশী কান্তি মলিন হইতেছে না। তাঁহার সেই পূর্ণ শশধর ও শতদল-

তুল্য আনন ম্লান হয় নাই। তাঁহার চরণযুগল এক্ষণে অলক্তক-রাগশূন্য, কিন্তু স্বভাবতঃ অলক্তকেরই ন্যায় রক্তবর্ণ, সুতরাং আজিও কমলকলিকাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি এখনও অনুরাগনিবন্ধন ভূষণ ধারণ করেন এবং নূপুর দ্বারা হংসের লীলা অপহেলা করিয়াই যেন, সবিলাষে গমন করিয়া থাকেন। তিনি অরণ্যে রামের বাহু আশ্রয় করিয়া আছেন, সুতরাং সিংহ ব্যাঘ্র বা হস্তী যাহাই কেন দেখুন না, তাঁহার অন্তরে কিছুই ভয় হয় না। দেবি! এক্ষণে রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর নিমিত্ত শোক করা উচিত নহে এবং আপনি ও মহারাজ, আপনারাও শোচ্য হইতেছেন না। রামের এই চরিত্র অনন্ত কাল জীবলোকে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহারা এক্ষণে শোক পরিত্যাগ করিয়া, পুলকিত মনে মহর্ষিগণের পথ আশ্রয় করিয়াছেন এবং বন্য ফলমূলে তৃপ্তি লাভ করিয়া পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করিতেছেন।

পুত্রশোকার্ত্তা দেবী কৌশল্যা সুমন্ত্রের প্রকৃত কথায় নিবারিতা হইয়াও বিরত হইলেন না। তিনি হা রাম! হা রাম! বলিয়া অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর কৌশল্যা অবিরলগলিতজলধারাকুললোচনে কাতর মনে রাজা দশরথকে কহিলেন, মহারাজ! ত্রিলোকের সর্ব্বত্র তোমার যশ ঘোষিত হইয়া থাকে। তুমি প্রিয়বাদী ও বদান্য, এক্ষণে বল দেখি, তুমি সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে কিরূপে পরিত্যাগ করিলে? তাঁহারা সুখে প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছেন, এখন কি প্রকারে দুঃখ ভোগ করিবেন? জানকী অতি সুকুমারী ও তরুণী, এখন কিপ্রকারে শীতোত্তাপ সহিয়া থাকিবেন? তিনি ব্যঞ্জন সহিত উত্তম অন্ন ভোজন করিয়া এখন কিরূপে নীবার ধান্যের অন্ন আহার করিতেছেন? তিনি গীত বাদ্য শ্রবণ করিয়া, এখন কিরূপে অশোভন সিংহের গর্জ্জন শুনিবেন? ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় আনন্দ-প্রদ মহাবীর রাম অর্গল-সদৃশ ভুজদণ্ড উপাধান করিয়া কোথায় শয়ন করেন? তাঁহার বদনমণ্ডল পদ্মবর্ণ, লোচনযুগল পদ্মপলাশের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিশ্বাসবায়ু পদ্মের ন্যায় সুগন্ধি এবং কেশপ্রান্ত অতি সুন্দর,

হা। আবার কবে আমি সেই মুখখানি দেখিতে পাইব। রামকে না দেখিয়া যখন আমার হৃদয় সহস্রধা বিদীর্ণ হইতেছে না, তখন ইহা যে বজ্রের ন্যায় কঠিন, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে, যদি রাম পুনরায় আগমন করেন, তখন ভরত যে রাজ্য ও ধন সম্পদ পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কিছুতেই সম্ভব হইতেছে না। কেহ কেহ শ্রাদ্ধ-কালে ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া অগ্রে আপনার বান্ধবদিগকে আহার করান, পরে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়া অন্যান্য ব্রাহ্মণ দিগকে ভোজন করাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিয়া থাকেন; কিন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ দেবতুল্য বিদ্বান্ ও গুণবান্, তৎকালে তাঁহারা সুধাসদৃশ সুস্বাদু অন্নও স্পর্শ করেন না। শৃঙ্গচ্ছেদ যেমন বৃষ-দিগের অসহ্য হইয়া থাকে, অন্যের ভোজনাবসানে ভোজন ইহাঁদিগের পক্ষেও সেইরূপ। মহারাজ! কনিষ্ঠ ভ্রাতা যে রাজ্য ভোগ করিল, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ তাহা কিরূপে গ্রহণ করিবে? দেখ, ভোজ্য দ্রব্য অন্যে আহরণ করিলে, ব্যাঘ্র তাহা কদাচই ভক্ষণ করে না; যে ব্যক্তি সর্ব্বাংশে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম, পরাস্বাদিত বিষয়ে তাঁহার প্রবৃত্তি কদাচই হইতে পারে না। ঘৃত পুরোডাশ কুশ ও খদির কাষ্ঠের যূপ এই সকল দ্রব্য এক যজ্ঞে ব্যবহৃত হইলে, যজ্ঞান্তরে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ; সুতরাং রাম, হৃতসার সুরা সদৃশ পীতসোম যজ্ঞের অনুরূপ ভরতভুক্ত রাজ্য কিরূপে

গ্রহণ করিবেন? প্রবল শার্দূল যেমন পুচ্ছ মর্দ্দন সহ্য করিতে পারে না, তদ্রূপ তিনি, এতাদৃশ অসম্মান কখনই সহিবেন না। সুরাসুর সহিত সমুদায় লোক রণস্থলে তাঁহার পরাক্রমে ভীত হন। লোকে অধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, যে ধর্ম্মশীল তাহাদিগকে ধর্ম্মে সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তিনি স্বয়ং কি প্রকারে অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন? সেই মহাবল মহাবাহু যুগান্ত কালের ন্যায় সুবর্ণপুঙ্খ শর দ্বারা সমুদায় প্রাণিকে সংহার এবং মহাসাগরকেও শুষ্ক করিতে পারেন। মৎস্য যেমন আপনার সন্ততিকে নষ্ট করে, তদ্রূপ তুমি তাঁহাকে স্বয়ংই বিনাশ করিয়াছ। সনাতন ঋষিগণ শাস্ত্রে যে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়াছেন, ব্রাহ্মণেরা যাহা প্রতিপালন করিয়া থাকেন, তাহা যদি তোমার সত্য বোধ হইত, তাহা হইলে তুমি রামকে কখনই নির্ব্বাসিত করিতে না। দেখ, স্ত্রীলোকের তিনটি গতি; তন্মধ্যে প্রথম পতি, দ্বিতীয় পুত্র, তৃতীয় জ্ঞাতি, এতদ্ভিন্ন তাহার গত্যন্তর নাই। কিন্তু তুমি আর আমার আপনার নও, রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছ, এক্ষণে বনে গমন করাও আমার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না, সুতরাং তোমা হইতেই আমার প্রাণান্ত হইল। তুমি রাজ্য নাশ ও পৌরগণের সর্ব্বনাশ করিলে, মন্ত্রিরা এক কালে গেলেন এবং আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম; এক্ষণে কেবল তোমার পত্নী ও পুত্রই সুখী হইবেন।

দশরথ কৌশল্যার এইরূপ দারুণ বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, হা রাম! বলিয়া, দুঃখিত ও বিমোহিত হইলেন। প্রবল শোক তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল এবং পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃত বারংবার স্মরণ করিতে লাগিলেন।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

শোকাতুরা কৌশল্যা রোষাবেশে এইরূপ পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজা দশরথ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। মোহপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত হইল। তিনি বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, আপনার এই দুঃখের কারণ উপলব্ধি করিলেন এবং কৌশল্যাকে পার্শ্বে অবলোকন পূর্ব্বক, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ভাবিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে অজ্ঞানতা প্রযুক্ত শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া মুনিকুমার-বধরূপ যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল। পুত্রশোক ও মুনিকুমারবধজনিত দুঃখ তাঁহাকে যার পর নাই পরিতপ্ত করিতে লাগিল। তখন তিনি অধো-মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কৌশল্যাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত কম্পিতকলেবরে কহিতে লাগিলেন, দেবি! তুমি শত্রুকেও স্নেহ এবং তাহার সহিত সরল ব্যবহার করিয়া থাক, এক্ষণে আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতেছি, প্রসন্ন হও। যে সকল স্ত্রী-

লোকের ধর্ম্মজ্ঞান আছে, স্বামী গুণবান বা নির্গুণই হউন, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। তুমি অতি ধর্ম্মশীলা, সৎ ও অসৎই বা কি, তাহাও জান, অতএব বিশেষ দুঃখিত হইলেও এই শোকের উপর আমার প্রতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ করা তোমার উচিত হয় না।

কৌশল্যা দশরথের এইরূপ দীন বাক্য শ্রবণ করিয়া, প্রণালী যেমন বর্ষার জলধারা বহন করে সেই রূপ নেত্র হইতে বাষ্পবারি বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে দশরথের সেই পদ্মকলিকাকার অঞ্জলি স্বহস্তে গ্রহণ ও মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক, ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, ভীতমনে কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছি, প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে, ইহাতে নিশ্চয়ই আমার সর্ব্বনাশ হইবে; অতঃপর আমি আর তোমার ক্ষমার যোগ্যা নহি। ইহলোক ও পরলোকের শ্লাঘনীয় পতি যাহাকে প্রসন্ন করেন, সে কখনই কুলস্ত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। নাথ! আমার ধর্ম্মজ্ঞান আছে, তুমি যে সত্যবাদী, তাহাও জানি; আমি কেবল পুত্রশোকে কাতর হইয়াই তোমায় ঐরূপ অপ্রিয় কথা কহিলাম। দেখ, শোক হইতে ধৈর্য্য শাস্ত্রজ্ঞান প্রভৃতি সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়, শোকের সদৃশ শত্রু আর নাই। বিপক্ষের প্রহার অনায়াসে সহ্য করা যায়, কিন্তু যদি শোক

অল্পমাত্রও উপস্থিত হয়, তাহা সহিয়া থাকা সহজ নহে। আজ পাঁচ দিন হইল, রাম বনে গিয়াছেন, কিন্তু শোকে নিতান্ত নিরানন্দ আছি বলিয়া, এই পাঁচ দিন যেন আমার পাঁচ বৎসর বোধ হইতেছে। নদীর বেগে সমুদ্রের জল যেমন পরিবর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ রামের চিন্তায় হৃদয় মধ্যে শোক ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে।

কৌশল্যা এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবাকর অস্ত-শিখরে আরোহণ করিলেন, রজনী উপস্থিত হইল। শোকাকুল রাজা দশরথও কৌশল্যার বাক্যে আহ্লাদিত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যে জাগরিত হইয়া, চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসননিবন্ধন, রাহু যেমন সূর্য্যকে আবরণ করে, তদ্রূপ শোকান্ধকার সেই ইন্দ্রসদৃশ রাজার মনকে আবৃত করিল। পুত্রনির্ব্বাসনের ষষ্ঠ রজনীর অর্দ্ধ যামে মুনিপুত্রবধরূপ আপনার দুষ্কর্ম্ম তাঁহার স্মরণ হইল। সেই বৃত্তান্ত স্মৃতিপথে উদিত হইলে, তিনি শোকা-কুলা কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! মনুষ্য, শুভ বা অশুভ যে রূপ কার্য্য করুন, তাহার অনুরূপ ফল তাঁহাকে অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি কোন কার্য্যের প্রারম্ভে কর্ম্মফলের গৌরব লাঘব, দোষ গুণ বিচার না করে, সে বালক। যে আম্র-কানন ছেদন করিয়া পলাশ বৃক্ষে জলসেক করে, সে পুষ্পশোভা দর্শনে ফললুব্ধ হয় বলিয়া ফলকালে হতাশ হইয়া থাকে। আমি অতি নির্বোধ, আমিও আম্রবন ছেদন করিয়া, পলাশ বৃক্ষে জলসেক করিয়াছিলাম; এক্ষণে পুত্র লইয়া সুখী হইবার সময়ে

পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া অনুতাপ করিতেছি। দেবি! যে কারণে আমার অদৃষ্টে এইরূপ ঘটিল, কহিতেছি শ্রবণ কর।

আমি যখন কৌমারাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করি, তৎকালে শব্দমাত্র শুনিয়া লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিতাম, এই জন্য লোকে আমায় শব্দবেধী বলিত। ঐ সময়েই আমি এই পাপের অনুষ্ঠান করি। আমার যে এই দুঃখ, ইহা স্বকৃত কর্ম্মনিবন্ধনই ঘটিয়াছে। বালক অজ্ঞানতা বশত বিষপান করিলে বিষপ্রভাব কি বিনষ্ট হয়? আমার ভাগ্যে সেই রূপই হইয়াছে। যেমন কেহ না জানিয়া পলাশ পুষ্পে মোহিত হয়, আমি তদ্রূপ না জানিয়াই শব্দানুসারে লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে শিখিয়াছিলাম। দেবি! যখন তোমার বিবাহ হয় নাই, আমি যুবরাজ, এই অবস্থায় আমার কামোদ্দীপক বর্ষাকাল উপস্থিত হইল। সূর্য্য ভূমির রস আকর্ষণ পূর্ব্বক কঠোর কিরণে সমস্ত জগৎ পরিতপ্ত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলে, তৎক্ষণাৎ উত্তাপ দূর হইয়া গেল; স্নিগ্ধ মেঘ নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল। ভেক, চাতক ও ময়ূর-গণ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল। বৃক্ষশাখা সকল বৃষ্টির পতন-বেগ ও বায়ুভরে কম্পিত হইয়া উঠিল; বিহঙ্গেরা বর্ষাজলে স্নাত ও পক্ষের উপরিভাগ সিক্ত হওয়াতে অতি কষ্টে তথায় গিয়া আশ্রয় লইল। মত্ত-ময়ূর-শোভিত পর্ব্বত নিরন্তর-নিপতিত জলধারায় আচ্ছন্ন হওয়াতে জলরাশির ন্যায় পরিদৃশ্যমান

হইল। জলস্রোত স্বভাবত নির্ম্মল হইলেও গৈরিকাদি ধাতু-সংযোগে কোথায় পাণ্ডুবর্ণ, কোথায় রক্তবর্ণ, কোথায়ও বা ভস্মমিশ্রিত হইয়া তথা হইতে ভুজঙ্গবৎ বক্রগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেবি! এই সুখময় কালে মৃগয়াবিহারে আমার ইচ্ছা হইল। তখন আমি রাত্রিযোগে নিপানে জলপানার্থ আগত মহিষ, হস্তী বা যে কোন জন্তু হউক, তাহাদিগকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত শর শরাসন গ্রহণ ও রথারোহণ পূর্ব্বক সরযূতটে উপস্থিত হইলাম।

অনন্তর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক আবৃত হইলে, ঐ অদৃশ্য সরযূর জলমধ্যে করিকণ্ঠস্বরের ন্যায় কুম্ভপূরণরব শুনিতে পাইলাম। শুনিয়া আমার নিশ্চয়ই হস্তী বোধ হইল। তখন আমি তাহাকে বধ করিবার নিমিত্ত সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ সুতীক্ষ্ণ শর তূণীর হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলাম। শর পরিত্যক্ত হইবামাত্র এক জন বনবাসীর হাহাকার সুস্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। তিনি আমার শরে মর্ম্মে আহত ও সলিলে নিপতিত হইয়া কহিলেন, আমি এক জন তাপস, কি কারণে আমার উপর শস্ত্র নিপতিত হইল? আমি রাত্রিকালে নির্জ্জন নদীতে জল লইতে আসিয়াছিলাম, এ সময় কে আমায় শর প্রহার করিল? কাহার কি অপকার করিয়াছি? আমি বনমধ্যে বন্য ফলমূলে জীবন ধারণ করিয়া থাকি, যাহাতে

অন্যের ক্লেশ জন্মে, এমন কার্য্য কখন. করি না, সুতরাং আমার প্রতি শস্ত্র প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইল? আমি মস্তকে জটাভার বহন করিতেছি, বল্কল ও চর্ম্মই আমার পরিধান, আমাকে বধ করিতে কাহার ইচ্ছা হইল? আমি কি ক্ষতি করিয়াছিলাম? যেমন গুরুদার গমন সাধারণের বিদ্বিষ্ট, এই নিষ্ফল কার্য্যও তদ্রূপ হইয়াছে। প্রাণ নাশ হইল বলিয়া আমি অনুতাপ করি না, আমার বিনাশে আমার বৃদ্ধ পিতা মাতার যে দুর্দ্দশা হইবে, তন্নিমিত্তই দুঃখিত হইতেছি। আমি তাঁহাদিগকে চিরকাল ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে আমার অভাবে তাঁহারা কিরূপে দিনপাত করিবেন? হা! এক শরে আমরা সকলেই বিনষ্ট হইলাম। এমন লুব্ধস্বভাব বালক কে আছে যে, আমাদিগকে বধ করিল?

দেবি! সেই নিশাকালে মুনিকুমারের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হস্ত হইতে শর কার্ম্মুক ভূতলে স্খলিত হইয়া পড়িল। আমি অত্যন্তই ভীত ও শোকাবেগে বিমোহিত হইলাম এবং একান্ত বিমনস্ক ও নির্বীর্য্য হইয়া তথায় গমন পূর্ব্বক দেখিলাম, সরযূতীরে এক জন তাপস শরবিদ্ধ হইয়া ভূতলে শয়ান আছেন। তাঁহার জটা সকল বিক্ষিপ্ত, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধূলি ও শোণিতে লিপ্ত এবং জলপূর্ণ কলশ ভূমিতে পতিত হইয়াছে।

তখন তিনি আমাকে সম্মুখে নিরীক্ষণ পূর্বক স্বতেজে দগ্ধ করিয়াই যেন, কঠোর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি বনবাসী, পিতা মাতার নিমিত্ত জল লইতে সরযূতে আসিয়াছি, তুমি কেন আমায় প্রহার করিলে? আমি তোমার কি অপকার করিয়াছিলাম? তুমি এক শরে আমায় বিদ্ধ করিয়া আমার অন্ধ পিতা মাতারও প্রাণ নাশ করিলে। তাঁহারা দুর্বল অন্ধ ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমি জল লইয়া যাইব, বহুক্ষণ এইরূপ প্রত্যাশয় আছেন; এক্ষণে তৃষ্ণা সংবরণ করিয়া থাকিবেন। বোধ হয়, আমার জ্ঞান ও তপস্যার কোন ফলই নাই। আমি যে ভূতলে পতিত ও শয়ান রহিয়াছি, পিতা তাহা জানিলেন না, জানিলেই বা কি করি-বেন, তিনি স্বয়ং অশক্ত এবং অন্ধত্ব নিবন্ধন গমনে সম্পূর্ণই অক্ষম। একটি বৃক্ষ বায়ুবেগে ভিদ্যমান হইলে আর একটি বৃক্ষ তাহাকে কি রূপে রক্ষা করিবে? যাহাই হউক, তুমি এক্ষণে স্বয়ংই আমার পিতার নিকট গিয়া এই বৃত্তান্ত তাঁহাকে জ্ঞাত কর। কিন্তু সাবধান, অগ্নি পরিবর্দ্ধিত হইয়া যেমন সমগ্র বন দগ্ধ করে, সেইরূপ তিনি যেন তোমাকে দগ্ধ না করেন। তুমি এই সূক্ষ্ম পথ দিয়া যাও, আমার পিতার আশ্রম প্রাপ্ত হইবে। তুমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিও, কিন্তু দেখিও, তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যেন তোমাকে অভিশাপ প্রদান করেন না। মহারাজ! নদীবেগ

যেমন অন্তঃস্ফীত বালুকা-বহুল তীরভূমিকে আহত করে, সেই রূপ তোমার এই সুতীক্ষ্ণ শর আমার মর্ম্মদেশে যন্ত্রণা দিতেছে, অতএব তুমি এক্ষণে আমার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লও।

দেবি! ঋষিকুমার আমাকে শর আকর্ষণ করিতে বলিলে ভাবিলাম, যদি শল্য থাকে, অধিকতর বেদনা দিবে; যদি উত্তোলন করি, এখনই প্রাণ বিয়োগ হইবে; এই ভাবিয়া আমি যৎপরোনাস্তি শোকাকুল ও দুঃখিত হইলাম।

অনন্তর মুনিকুমার ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তাঁহার নেত্রদ্বয় উদ্বর্ত্তিত হইয়া গেল, এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিষ্পন্দ হইল। তিনি আমাকে চিন্তিত ও ক্ষুব্ধ দেখিয়া অতি কষ্টে কহিলেন, মহারাজ! আমি ধৈর্য্যের সহিত চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন এবং শোক সংবরণ পূর্ব্বক কহিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মহত্যা করিলাম বলিয়া তোমার মনে যে সন্তাপ উপস্থিত হইয়াছে, তুমি এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর। আমি ব্রাহ্মণ নহি, বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে আমার জন্ম হইয়াছে। মুনিকুমার কথঞ্চিৎ এই কথা কহিলে আমি তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। তাঁহার সর্বাঙ্গ ঘূর্ণিত ও কম্পিত হইতে লাগিল এবং অধিকতর যন্ত্রণায় আকুঞ্চিত হইয়া গেল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিলেন। আমিও যার পর নাই বিষণ্ন হইলাম।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।
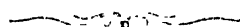
দেবি! অজ্ঞানত এই পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আমার মনে অত্যন্তই ক্ষোভ উপস্থিত হইল। এখন ইহার সদুপায় কি, তৎকালে আমি একাকী কেবল ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। পরিশেষে সেই বারিপূর্ণ কলশ লইয়া নির্দ্দিষ্ট পথ অনুসারে আশ্রমে প্রবেশ করিলাম। দেখিলাম, তথায় দুর্বল বৃদ্ধ অন্ধ তাপসদম্পতী ছিন্নপক্ষ বিহগমিথুনের ন্যায় উপবিষ্ট আছেন। তাঁহাদিগকে উত্থান করাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যায়, এমন আর কেহ নাই। ঐ সময় তাঁহারা পুত্রের কথা আন্দোলন করিতেছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের কিছুমাত্রই শ্রান্তি ছিল না। আমি যদিও আশা ছেদন করিয়াছি, তথাচ পুত্র জল আনয়ন করিবে, অনাথের ন্যায় এইরূপ প্রত্যাশাপন্ন হইয়া আছেন। দেবি! আমি একেত ভীত ও শোকাক্রান্ত হইয়াছিলাম, আশ্রম প্রবেশ করিবামাত্র আমার অধিকতর ভয় ও শোক উপস্থিত হইল।

অনন্তর মুনি আমার পদশব্দ শ্রবণ করিয়া পুত্রভ্রমে কহিলেন, বৎস! তোমার কেন এত বিলম্ব হইল? তুমি শীঘ্র জল আনয়ন কর। বহুক্ষণ নদীতে ক্রীড়া করিতেছিলে বলিয়া, তোমার মাতা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি ত্বরিত পদে আশ্রমে আইস। আমরা যদিও কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিয়া থাকি, তন্নিমিত্ত তুমি কিছু মনে করিও না। তুমি এই অগতিদিগের গতি, এই অন্ধদিগের চক্ষু। আমাদের জীবন তোমাকে অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। বৎস! তুমি কেন আমার কথায় প্রত্যুত্তর করিতেছ না?

মুনি ব্যঞ্জনাক্ষরবিরহিত গদ্গদ ও অস্ফুট স্বরে এইরূপ কহিলে, আমি অত্যন্তই ভীত হইলাম এবং সবিশেষ যত্নসহকারে তাৎকালিক ভাব গোপন করিয়া কহিলাম, তপোধন! আমি ক্ষত্রিয়বংশীয় দশরথ, আমি আপনার পুত্র নহি। সাধুলোকে যে বিষয়ে ঘৃণা করেন, আমি এইরূপ একটি কার্য্য করিয়া এক্ষণে অত্যন্তই দুঃখিত ও পরিতাপিত হইয়াছি। ভগবন্! অদ্য নিপানে জলপান করিবার নিমিত্ত হস্তী বা যে কোন জন্তুই আমুক, আমি তাহাদিগকে বিনাশ করিবার বাসনায়, শরাসন-হস্তে সরযূতীরে আসিয়াছিলাম। ইত্যবসরে নদীর জল মধ্যে কুম্ভপূরণ রব আমার শ্রুতিগোচর হইল। সেই শব্দ শ্রবণে হস্তী আসিয়াছে মনে করিয়া, আমি শর নিক্ষেপ করিয়াছিলাম।

পরে নদীতীরে গিয়া দেখিলাম, এক জন তাপসের বক্ষে শর-বিদ্ধ হইয়াছে। তিনি মৃতকল্প হইয়া ভূতলে শয়ান রহিয়াছেন। তখন আমি সন্নিহিত হইয়া তাঁহারই আদেশানুসারে তাঁহার বক্ষ হইতে শল্য উদ্ধার করিয়া লইলাম। শল্য উদ্ধৃত হইবামাত্র তিনি, পিতামাতা বৃদ্ধ বলিয়া, শোকাকুল মনে বিলাপ ও পরি-তাপ করিয়া, প্রাণত্যাগ করিলেন। ভগবন্! আমি না জানিয়াই আপনকার পুত্র বিনাশ করিয়াছি। এক্ষণে যা হই-বার হইয়াছে, অতঃপর যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি আমাকে আদেশ করুন।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে মুনিকে এইরূপ কঠোর কথা শ্রবণ করাইবা মাত্র তিনি আমাকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিতে পারিতেন, কিন্তু করিলেন না, কহিলেন মহারাজ! যদি তুমি এই অকার্য্যের বিষয় স্বয়ং আসিয়া না জানাইতে, তাহা হইলে তোমার মস্তক সদ্যই সহস্রধা স্খলিত হইয়া পড়িত। ক্ষত্রিয়ের কথা দূরে থাক, অনাথ অন্ধ বানপ্রস্থকে হত্যা, জ্ঞানকৃত হইলে উহা ইন্দ্রকেও স্থানচ্যুত করিতে পারে। আমার পুত্র তপঃপরায়ণ ও ব্রহ্মবাদী, তাদৃশ লোকের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক শস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, তোমার মস্তক সপ্তধা বিশীর্ণ হইয়া যাইত। তুমি অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ বলিয়া জীবিত রহিয়াছ, যদি জানিয়া করিতে, তাহা হইলে কেবল

তুমি নও, স্ববংশেই ধ্বংস হইয়া যাইতে। যাহাই হউক, এক্ষণে তুমি আমাদিগকে তথায় লইয়া চল। যিনি শোণিত-লিপ্ত-দেহে স্খলিতবল্কলে ভূতলে মৃত পতিত রহিয়াছেন, আমরা সেই পুত্রের শেষ দেখা দেখিয়া লইব।

অনন্তর আমি একাকী তাঁহাদিগকে সরযূতীরে লইয়া গিয়া সেই মৃত দেহ স্পর্শ করাইলাম। স্পর্শ করিবামাত্র তাঁহারা তদুপরি পতিত হইলেন। পরে মুনি সকাতরে কহিতে লাগিলেন, বৎস! আজ কেন তুমি আমাকে অভিবাদন করিতেছ না? কেন আমার সহিত কথা কহিতেছ না? কি নিমিত্তই বা ভূতলে শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি ক্রোধ করিলে? বাছা! আমি যদি অপ্রিয় হইয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্ম্মশীলা জননীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। তুমি কি কারণে আলিঙ্গন ও কোমল বাক্যে সম্ভাষণ করিলে না? আমি অতঃপর রাত্রিশেষে আর কাহার হৃদয়হারী মধুর শাস্ত্রাধ্যয়ন শ্রবণ করিব? আমাকে পুত্রশোকভয়ে নিতান্ত কাতর দেখিয়া, আর কে সন্ধ্যা বন্দনাবসানে হুতাশনে আহুতি প্রদান পূর্ব্বক আমায় স্নান করাইবে। আমি একান্ত অকর্ম্মণ্য দরিদ্র ও সহায়হীন, এক্ষণে কন্দ মূল ফল আহরণ পূর্ব্বক আর কে আমায় প্রিয় অতিথির ন্যায় আহার করাইবে? বৎস! আমি তোমার এই অন্ধ ও বৃদ্ধ মাতাকে কিরূপে ভরণ পোষণ

করিব ? নিবারণ করি, তুমি একাকী যমালয়ে যাইও না, কল্য আমাদের উভয়েরই সহিত তথায় গমন করিবে। আমরা শোকার্ত্ত অনাথ ও দীন হইলাম, তোমা বিহীনে আমাদিগকেও অচিরাৎ মৃত্যুর পথ আশ্রয় করিতে হইবে। বৎস! আমি যমালয়ে গিয়া, যমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইরূপ কহিব, ধর্ম্মরাজ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার এই পুত্র আমাদিগকে ভরণ পোষণ করুন; তুমি লোকপাল, অতএব অনাথের এই এক অক্ষয় অভয় দক্ষিণা দান করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

হা! তুমি নিষ্পাপ, কিন্তু এই পাপাচারী ক্ষত্রিয় তোমায় বিনাশ করিয়াছে, অতএব তুমি আমার সত্যের বলে অবিলম্বে বীরলোক লাভ কর। বীর পুরুষেরা সমরপরাঙ্মুখ না হইয়া সম্মুখযুদ্ধে দেহ ত্যাগ করিলে যে গতি লাভ করিয়া থাকেন, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। মহারাজ সগর, শৈব্য, দিলীপ, জনমেজয়, নহুষ ও ধুন্ধুমার এই সমস্ত মহাত্মাদিগের যে গতি তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। স্বাধ্যায়, তপস্যা, ভূমিদান, একপত্নীব্রত, গোসহস্র প্রদান, গুরুসেবা এবং প্রায়োপবেশনাদি দ্বারা তনুত্যাগ এই সকল কার্য্যে যে গতি নির্দ্দিষ্ট আছে, তুমি তাহাই প্রাপ্ত হও। আহিতাগ্নির যে গতি, সকল প্রাণির যে গতি, তুমি তাহাই অধিকার কর। যে আমার বংশে জন্ম গ্রহণ করে, অশুভ গতি তাহার কদাচই হয় না, কিন্তু বৎস! যে তোমাকে বিনাশ

করিল, ঐ প্রকার গতি তাহারই হইবে। এই বলিয়া মুনি, পত্নীর সহিত জল লইয়া, পুত্রের তর্পণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মুনিকুমার স্বকর্ম্ম প্রভাবে দিব্য রূপ পরিগ্রহ করিয়া সুররাজ ইন্দ্রের সঙ্গে অবিলম্বে স্বর্গে আরোহণ করিলেন এবং পুনরায় তাঁহার সহিত প্রত্যাগমন করিয়া, বৃদ্ধ পিতা মাতাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, আমি আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া দিব্য স্থান অধিকার করিয়াছি, এক্ষণে আপনারাও আর বিলম্ব না করিয়া, আমার নিকট আগমন করুন। এই বলিয়া মুনিকুমার সুপ্রশস্ত দিব্য বিমানযোগে স্বর্গে আরোহণ করিলেন।

অনন্তর তাপস, ভার্য্যা সমভিব্যাহারে, পুত্রের উদকক্রিয়া সম্পাদন পূর্ব্বক আমায় কহিলেন, মহারাজ! তুমি আজই আমাকে বিনাশ কর; আমার সবে মাত্র এক পুত্র ছিল, তুমিই তাহার প্রাণ সংহার করিলে, সুতরাং মৃত্যুতে আমার আর কোন যন্ত্রণা হইবে না। তুমি না জানিয়া আমার সেই বালকটিকে নষ্ট করিয়াছ, এই কারণে আমি নিদারুণভাবে তোমায় এই অভিশাপ দিতেছি যে, সম্প্রতি আমার যেমন পুত্রশোক হইয়াছে, এইরূপ পুত্রশোকে তোমাকেও দেহপাত করিতে হইবে। তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া অজ্ঞানত এই কার্য্য করিয়াছ, সুতরাং এইক্ষণে ব্রহ্মহত্যাসদৃশ পাপ তোমায় স্পর্শিতেছে না

বটে, কিন্তু অচিরাৎই পুত্র বিয়োগদুঃখে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

মুনি আমায় এইরূপ অভিশাপ দিয়া, ভার্য্যার সহিত বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ করত, চিতায় আরোহণ ও স্বর্গে গমন করিলেন। দেবি! বালকত্ব নিবন্ধন শব্দানুসারে লক্ষ্যে শরক্ষেপ করিয়া, আমি যে পাপ সঞ্চয় করিয়াছিলাম, চিন্তা সহকারে তাহা আমার স্মরণ হইয়াছে। অপথ্য ব্যঞ্জনের সহিত অন্ন ভোজন করিলে যেমন ব্যাধি জন্মে, তদ্রূপ সেই দুষ্কর্ম্মের ফল ফলিত হইল। উদারাশয় ঋষি যে প্রকার কহিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই ঘটিল।

এই বলিয়া দশরথ, ভীতমনে গলদশ্রু লোচনে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! পুত্রশোকে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে; আমি আর তোমায় চক্ষে দেখিতে পাই না, তুমি আমাকে স্পর্শ কর; দেখ, মৃত্যু হইলে কাহারই সহিত সাক্ষাৎ হওয়া সম্ভব হইবে না। হা! এক্ষণে রাম যদি আমায় একবারও স্পর্শ করেন এবং যদি আমার ধন ও যৌবরাজ্য গ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি বাঁচিতে পারি। আমি রামের প্রতি যেরূপ আচরণ করিয়াছি, তাহা আমার উচিত হয় নাই, কিন্তু তিনি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা তাঁহারই উপযুক্ত হইয়াছে। পুত্র দুর্ব্বৃত্ত হইলেও, এই জীবলোকে বিচক্ষণ হইয়া,

কোন্ ব্যক্তি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে? আর কোন্ পুত্রই বা নির্ব্বাসনের আদেশ পাইয়া, পিতার প্রতি অসূয়া প্রদর্শন না করে। দেবি! আমি আর তোমাকে দেখিতে পাই না, আমার স্মৃতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; এক্ষণে এই সকল যমদূত আমায় ত্বরা দিতেছে। হায়! প্রাণান্ত হইলে সত্যনিষ্ঠ রামকে যে আর দেখিতে পাইব না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের আর কিছুই নাই। রৌদ্র যেমন বারিবিন্দু শুষ্ক করিয়া ফেলে, তদ্রূপ রামের অদর্শনশোক আমার প্রাণ শুষ্ক করিতেছে। চতুর্দ্দশ বৎসর অতীত হইলে যাঁহারা রামের কুণ্ডল-শোভিত মুখমণ্ডল সন্দর্শন করিবেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন—দেবতা। রামের লোচন পদ্মপলাশের ন্যায় আয়ত, ভ্রূযুগল বিস্তৃত, দশন সুন্দর ও নাসিকা অতি মনোহর; যাঁহারা ধন্য ও কৃতপুণ্য, তাঁহারাই সেই শারদীয় শশাঙ্কতুল্য, প্রফুল্ল কমলসদৃশ মুখ অবলোকন করিবেন। যাঁহারা উচ্চ স্থানস্থ শুক্র গ্রহের ন্যায় রামকে আসিতে দেখিবেন তাহারাই ভাগ্যবান। কৌশল্যে! মোহ বশত আমার মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইন্দ্রিয়সংযোগে শব্দ স্পর্শ রস কিছুই অনুভব করিতে পারিতেছি না। তৈল শূন্য হইলে ভস্মীভূত দীপবর্ত্তি যেমন অবশ হয়, তদ্রূপ জ্ঞানবৈলক্ষণ্যে ইন্দ্রিয় সকল অবশ হইয়া যাইতেছে। প্রবাহবেগ যেমন নদীতীরকে নিপাতিত করে,

সেইরূপ আত্মকৃত শোকই আমায় বিনাশ করিল। হা রাম! হা দুঃখবিনাশন! হা পিতৃপ্রিয়! তুমি আমার নাথ, এখন কোথায় রহিলে? হা কৌশল্যে! আর যে দেখিতে পাই না। হা সুমিত্রে! হা নৃশংসে কুলকলঙ্কিনি কৈকয়ি! তুই আমার পরম শত্রু। রাজা দশরথ কৌশল্যা ও সুমিত্রার সমক্ষে এইরূপ পরিতাপ করিয়া, রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইলে, প্রাণ-ত্যাগ করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। প্রাতঃকালে সুশিক্ষিত সূত, কুলপরিচয়দক্ষ মাগধ, তন্ত্রীনাদনির্ণায়ক গায়ক ও স্তুতিপাঠকগণ রাজভবনে আগমন করিল এবং স্ব স্ব প্রণালী অনুসারে উচ্চৈঃস্বরে রাজা দশরথকে আশীর্ব্বাদ ও স্তুতিবাদ করিয়া প্রাসাদ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাণিবাদকেরা ভূতপূর্ব্ব ভূপতিগণের অদ্ভুত কার্য্য সকল উল্লেখ করিয়া করতালি প্রদানে প্রবৃত্ত হইল। সেই করতালি শব্দে বৃক্ষশাখায় ও পঞ্জরে যে সকল বিহঙ্গ বাস করিতেছিল, তাহারা প্রতিবুদ্ধ হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। পবিত্র স্থান ও তীর্থের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। বিশুদ্ধচার সেবানিপুণ বহুসংখ্য স্ত্রীলোক ও বর্ষবর প্রভৃতি পরিচারকগণ আগমন করিল। স্নানবিধানজ্ঞেরা যথাকালে স্বর্ণ কলশে হরিচন্দন-সুরভিত সলিল লইয়া উপস্থিত হইল। বহুসংখ্য কুমারী ও সাধ্বী স্ত্রীরা মঙ্গলার্থ স্পর্শনীয় ধেনু, পানীয় গঙ্গোদক, এবং পরিধেয় বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিল। প্রাতঃকালে নৃপতির

নিমিত্ত যে সমস্ত পদার্থ আহৃত হইল, তৎসমুদায়ই সুলক্ষণ সুন্দর ও উৎকৃষ্ট গুণ সম্পন্ন; সকলে সেই সকল দ্রব্য লইয়া সূর্য্যোদয় কাল পর্য্যন্ত রাজদর্শনার্থ উৎসুক হইয়া রহিল, পরিশেষে তদ্বিষয়ে হতাশ হইয়া মনে মনে নানাপ্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল।

অনন্তর যে সকল মহিষীরা রাজা দশরথের শয্যা-সন্নিধানে ছিলেন, তাঁহারা মৃদু ও বিনয় বাক্যে তাঁহাকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার শয্যা স্পর্শ করিয়া হৃদয় হস্ত ও মূল নাড়িতে স্পন্দনাদি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহারা রাজার জীবনে অত্যন্তই শঙ্কিত হইয়া প্রবাহের প্রতিস্রোতগত তৃণাগ্রভাগের ন্যায় কম্পিত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বরাত্রিতে রাজা যে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা সত্য বলিয়াই তাঁহাদের প্রত্যয় জন্মিল।

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পুত্রশোকে কাতর হইয়া নিদ্রিত ছিলেন, রাত্রিজাগরণ নিবন্ধন তখনও প্রবোধিত হন নাই। রামজননী তিমিরাবৃত তারকার ন্যায় প্রভাশূন্য শোকে অবসন্ন ও বিবর্ণ হইয়া হস্তপদ সংকোচন পূর্ব্বক রাজার পার্শ্বে শয়ান আছেন এবং সুমিত্রা তাঁহারই সন্নিহিত রহিয়াছেন। সুমিত্রার মুখকমল নেত্রজলে মলিন হইয়াছে এবং শোভাও

পূর্ব্ববৎ আর নাই। অন্তঃপুরের অন্যান্য স্ত্রীলোক তাঁহাদিগকে নিদ্রিত এবং রাজা দশরথকে নিদ্রাবস্থায় মৃত দেখিয়া অরণ্যে যূথপতিবিরহিত করেণুর ন্যায় আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের ক্রন্দনশব্দে কৌশল্যা ও সুমিত্রার চেতনা লাভ হইল। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজকে দর্শন ও স্পর্শ করিয়া, হা নাথ! এই বলিয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন। কৌশল্যা ভূতলে বিলুণ্ঠিত ও ধূলিধূষরিত হইয়া আকাশচ্যুত তারার ন্যায় নিষ্প্রভ হইলেন। অন্তঃপুরের সকলে দেখিলেন, যেন তিনি নিহত করিণীর ন্যায় ধরাশায়িনী হইয়াছেন। কৈকেয়ী প্রভৃতি মহিষীগণ ভর্ত্তৃশোকে রোদন করিতে করিতে জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইহাঁদের রোদন শব্দ কৌশল্যাদির রোদনশব্দে মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া পুনরায় গৃহকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। রাজভবনের সকলেই ভীত, সকলেই তটস্থ এবং সকলেই পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া উঠিল। সর্ব্বত্রই তুমুল রোদন ধ্বনি, আত্মীয় স্বজন সন্তাপে অত্যন্ত কাতর, কাহারই মনে আনন্দ নাই, এবং দৃশ্য অতিশয় মলিন বোধ হইতে লাগিল। মহিষীরা রাজা দশরথের মৃত দেহ পরিবেষ্টন এবং তাঁহার বাহুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক করুণ মনে রোদন করিতে লাগিলেন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর শোকাকুলা কৌশল্যা লোকান্তরিত রাজা দশরথকে প্রশান্ত হুতাশনের ন্যায়, শুষ্ক সাগরের ন্যায় নিরীক্ষণ এবং তাঁহার মস্তক অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৈকেয়ীকে কহিলেন, নৃশংসে! এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক, মহারাজকে বিসর্জ্জন দিয়া তফাতমনে নির্ব্বিঘ্নে রাজ্য ভোগ কর। রাম আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আমার স্বামীও দেহ-ত্যাগ করিলেন, অতঃপর অরণ্যে সঙ্গহীনার ন্যায় আর আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারি না। সাক্ষাৎ দেবতা স্বরূপ স্বামীকে ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্টা কৈকেয়ী ব্যতিরেকে আর কোন্ নারী বাঁচিবার বাসনা করিবে? তুমি যে রঘুকুল উৎসন্ন করিলে, ইহার মূলই কুব্জা; লুব্ধ ব্যক্তি লোভ বশত অপরের বিষপান করিয়া, আত্মহত্যা-দোষ বুঝিতে পারে না, তোমার পক্ষে তদ্রূপই ঘটিয়াছে। মহারাজ অনুচিত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া সীতার সহিত রামকে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এ কথা রাজর্ষি জনক শুনিলে আমারই ন্যায় পরিতাপ করিবেন। আমি যে অনাথা

বিধবা হইয়াছি, আজ তিনি তাহা জানিতেছেন না। হা! কমললোচন রাম জীবদ্দশাতেই অদৃশ্য হইলেন। বনমধ্যে মৃগ পক্ষিগণ নিশাকালে ভীষণ স্বরে চীৎকার করিয়া থাকে, তাহা শুনিয়া, সীতা অত্যন্ত ভীতা হইয়া, তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। রাজর্ষি জনক বৃদ্ধ হইয়াছেন, সন্তানের মধ্যে তাঁহার ঐ একটিমাত্র কন্যা, তিনি তাহার চিন্তায় শোকাকুল হইয়া নিশ্চয়ই শরীরপাত করিবেন। যাহাই হউক, আমি পতিব্রতা, আজ আমি স্বামীর এই দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক অনলে প্রবেশ করিব।

কৌশল্যা রাজা দশরথের দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক দুঃখিত-মনে এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপ করিতেছেন দেখিয়া, অমাত্যেরা তাঁহাকে তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেলেন, এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাতিগণের আদেশে সেই দেহ তৈলপূর্ণ কটাহে সংস্থাপন পূর্ব্বক সাবধানে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎকালে পুত্রব্যতিরেকে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান শ্রেয়স্কর জ্ঞান করিলেন না।

অমাত্যগণ, তৈল-দ্রোণি মধ্যে রাজাকে শয়ন করাইলেন দেখিয়া, মহিষীরা তাঁহার মৃত্যু অবধারণ পূর্ব্বক, বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন এবং শোকাকুল হইয়া, বাহু উত্তোলন পূর্ব্বক দীনমনে গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, মহারাজ! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ প্রিয়বাদী রামকে হারাইয়াছি, আবার তুমি

কেন আমাদিগকে ত্যাগ করিলে? আমরা বিধবা হইলাম; অতঃপর রামশূন্য হইয়া দুষ্টা সপত্নী কৈকেয়ীর নিকট কিরূপে বাস করিব? রাম তোমার এবং আমাদের সকলেরই প্রভু, তিনি রাজশ্রী পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়াছেন। তাঁহাকে ও তোমাকে বিসর্জ্জন দিয়া, আমরা কিপ্রকারে কৈকেয়ীর তিরস্কার সহ্য করিয়া থাকিব। যে নারী রাজার মুখাপেক্ষা না করিয়া, জানকীর সহিত রাম লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিল, সে আর কাহাকে না দূর করিতে পারে? মহিষীরা শোকাবিষ্ট হইয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে নিরানন্দ মনে এই বলিয়া ভূতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

এদিকে নগরী অরাজক হইয়া নক্ষত্রশূন্য শর্ব্বরীর ন্যায়, ভর্ত্তৃহীনা নারীর ন্যায়, নিতান্ত মলিন হইয়া গেল। সকলেই রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইল, কুলস্ত্রীরা হাহাকার করিতে লাগিল, নরনারী দলবদ্ধ হইয়া কৈকেয়ীর নিন্দাবাদ আরম্ভ করিল, চত্বর ও গৃহ সমুদায় শূন্য, কাহারই মনে আনন্দের লেশমাত্র রহিল না। ইত্যবসরে দিনকর করনিকর সংকোচ করিয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন এবং রজনীও গাঢ়তর তিমিরে চতুর্দ্দিক আবৃত করিয়া উপস্থিত হইল।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

অনন্তর দুঃখের সেই সুদীর্ঘ রাত্রি অতীত ও সূর্য্য উদিত হইলে, মহর্ষি মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গাল্য, বামদেব, কশ্যপ, গৌতম এবং মহাযশা যাবালি এই সমস্ত ব্রাহ্মণ, রাজসভায় আগমন করিলেন। আগমন করিয়া অমাত্যগণের সহিত রাজকার্য্যসংক্রান্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কোন বিষয়ের কিছুই নির্ণয় করিতে না পারিয়া, পরিশেষে প্রধান পুরোহিত বশিষ্ঠের অভিমুখীন হইয়া বলিলেন, তপোধন! রাজা দশরথ পুত্রশোকে লোকান্তরিত হইলে, যে রাত্রি শত বৎসরের ন্যায়, প্রতীয়মান হইতেছিল, অতিকষ্টে তাহা অতীত হইয়াছে। মহারাজ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহার সহগামী হইয়াছেন এবং ভরত ও শত্রুঘ্নও রাজগৃহে মাতামহের আলয়ে অবস্থান করিতেছেন, অতএব এই অবস্থায় ইক্ষাকু বংশের এক ব্যক্তিকে রাজা করা কর্ত্তব্য হইতেছে; আমাদিগের রাজ্য অরাজক থাকিলে নিশ্চয়ই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে রাজা নাই, তথায়

মেঘ বিদ্যুৎমালা বিস্তার করিয়া গভীর গর্জ্জন সহকারে বর্ষণ করে না, বীজ রোপণ হয় না, পুত্র পিতার ও ভার্য্যা ভর্ত্তার অবাধ্য হইয়া উঠে এবং ধন ও স্ত্রী রক্ষা করা অত্যন্তই কঠিন হয়। অরাজক হইলে লোকের এই সকল অনিষ্ট ত হইয়াই থাকে, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অপকার যে ঘটিবেক, তাহার আর অসম্ভাবনা কি? দেখুন, অরাজক রাজ্যে সভাস্থাপনে এবং সুরম্য উদ্যান ও পুণ্যগৃহনির্ম্মাণে কাহারই প্রবৃত্তি জন্মে না; যজ্ঞশীল জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞানুষ্ঠানে বিরত হন, ধনবান যাজ্ঞিক ঋত্বিকদিগকে অর্থদান করেন না; উৎসব বিলুপ্ত, ও নট নর্ত্তক নিশ্চিন্ত হয় এবং দেশের উন্নতিসাধক সমাজের শ্রীবৃদ্ধিও রহিত হইয়া যায়। অরাজক রাজ্যে ব্যবহারার্থীরা অর্থসিদ্ধি বিষয়ে সম্পূর্ণই হতাশ হন; পৌরাণিকেরা শ্রোতার অভাবে পুরাণ কীর্ত্তনে বীতরাগ হইয়া থাকেন; কুমারী সকল সায়াহ্নে মিলিত ও স্বর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া, উদ্যানে ক্রীড়া করিতে যায় না; গোপালক কৃষকেরা কপাট উদ্ঘাটন পূর্ব্বক শয়ন করে না; এবং বিলাসীরাও কামিনীগণের সহিত বেগবান বাহনে আরোহণ পূর্ব্বক বনবিহারে নির্গত হয় না! অরাজক রাজ্যে দূরগামী বণিকেরা বিপুল পণ্যদ্রব্য লইয়া দূর পথে যাইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হয়; অস্ত্রশিক্ষায় নিযুক্ত বীর পুরুষদিগের তলশব্দ আর কেহ শুনিতে পায় না; অলব্ধ

লাভ ও লব্ধ রক্ষা দুষ্কর হইয়া উঠে; রণস্থলে শত্রুর বিক্রম সৈন্যগণের একান্ত দুঃসহ হয়; বিশালদশন ষষ্টি বৎসরের মাতঙ্গ সকল কণ্ঠে ঘণ্টা বন্ধন পূর্ব্বক রাজপথে ভ্রমণ করে না; কেহ উৎকৃষ্ট অশ্বে বা সুসজ্জিত রথে আরোহণ পূর্ব্বক সহসা বহির্গত হইতে সাহসী হয় না; শাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণ বন বা উপবনে গিয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বিরত হন এবং ধর্ম্মশীল লোকেরাও দেবপূজার উদ্দেশে দক্ষিণা দান ও মাল্য মোদক প্রস্তুত করিতে শংসয়ারূঢ় হইয়া থাকেন। অরাজক রাজ্যে রাজকুমারেরা চন্দন ও অগুরু রাগে রঞ্জিত হইয়া বসন্ত কালীন বৃক্ষের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হন না; যাঁহারা একাকী পর্য্যটন করেন এবং যথায় সায়ংকাল প্রাপ্ত হন সেই স্থানে বিশ্রাম করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত জিতেন্দ্রিয় মুনিও ব্রহ্মে চিত্ত সমাধান পূর্ব্বক ভ্রমণ করিতে পারেন না: অধিক আর কি, যেমন জলশূন্য নদী, তৃণশূন্য বন এবং পালকহীন গো, অরাজক রাজ্যও তদ্রূপ। এই অবস্থায় জীবন রক্ষা করা নিতান্তই দুষ্কর হয়, এবং এই অবস্থায় মনুষ্যেরা মৎস্যের ন্যায় প্রতিনিয়ত পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। যে সমস্ত নাস্তিক ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারাও এই সময়ে প্রভুত্ব প্রদর্শন করে। চক্ষু যেমন শরীরের হিতসাধন ও অহিত নিবারণে নিযুক্ত আছে, প্রজাদিগের পক্ষে রাজাও তদ্রূপ। তিনি সত্য ও ধর্ম্মের

প্রবর্ত্তক, কুলীনদিগের কুলপালক ; তিনি পিতা ও মাতা, তাঁহা হইতে সকলের শুভ সম্পাদন হইয়া থাকে। সদাচার সম্পন্ন রাজা, যম কুবের ইন্দ্র ও বরুণকেও অতিক্রম করেন। এই জীবলোকে সৎ ও অসতের ব্যবস্থাপক রাজা যদি না থাকিতেন, তাহা হইলে গাঢ়তর অন্ধকারে যেমন কিছুরই অভিব্যক্তি হয় না, তদ্রূপ কোন বিষয়েরই বিশেষ অনুভব হইত না। যেমন ধূম ও ধ্বজদণ্ড অগ্নি ও রথের প্রকাশক, সেইরূপ মহারাজ দশরথও আমাদিগের প্রতি রাজ্যভার প্রতিষ্ঠার জ্ঞাপক ছিলেন, এক্ষণে তিনি স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন। ভগবন্! তিনি জীবিত থাকিতেই আমরা আপনার বাক্য অতিক্রম করি নাই, এক্ষণে নৃপতিবিরহে আমাদিগের কার্য্য উচ্ছিন্নপ্রায় এবং রাজ্য অরণ্যপ্রায় পর্য্যালোচনা করিয়া, আপনি কুমার ভরত বা অন্য যাহাকেই হউক অভিষিক্ত করুন।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিপ্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাদিগকে এবং মিত্র ও অমাত্যগণকে কহিলেন, দেখ, মহারাজ দশরথ যাঁহাকে রাজ্য দান করিয়াছেন, সেই ভরত ভ্রাতা শত্রুঘ্নের সহিত পরম কুতূহলে মাতুলালয়ে বাস করিতেছেন, এক্ষণে আমরা অধিক আর কি বিবেচনা করিব, দূতেরা দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র তাঁহাদিগেই আনয়ন করুক।

বশিষ্ঠ এইরূপ কহিবামাত্র সকলেই তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন। তাঁহারা সম্মত হইলে, তিনি সিদ্ধার্থ, বিজয়, জয়ন্ত ও অশোকনন্দন এই কয়েকজন দূতকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, এখন যাহা কর্ত্তব্য, আমি তাহার আদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা শোক পরিত্যাগ করিয়া কেকয়রাজ ও ভরতের নিমিত্ত কৌশেয় বস্ত্র ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কার লইয়া দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক শীঘ্র রাজগৃহে গমন কর। গিয়া আমার বাক্যানুসারে ভরতকে এই কথা কহিও, রাজকুমার! পুরোহিত এবং অন্যান্য মন্ত্রিবর্গ তোমায় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন

যে, তুমি বিলম্ব না কবিয়া এস্থান হইতে নির্গত হও; কালাতি ক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন একটী কার্য্য উপস্থিত। কিন্তু সাবধান, তোমরা তথায় গিয়া রামের নির্ব্বাসন ও রাজার মৃত্যু, এই দুই অশুভ সংবাদ তাঁহাকে কদাচই শুনাইও না।

অনন্তর দূতেরা কেকয় দেশে যাত্রা করিতে কৃতসংকল্প হইয়া, পাথেয় গ্রহণ পূর্ব্বক বেগবান অশ্বে স্ব স্ব আবাসে গমন করিল এবং প্রস্থানের উপযোগি কার্য্যাবশেষ সমাধান করিয়া বশিষ্ঠের অনুজ্ঞাক্রমে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নিষ্ক্রান্ত হইয়া মালিনী নদী অতিক্রম পূর্ব্বক অপরতাল নামক দেশের পশ্চিম ভাগ দিয়া প্রলম্ব দেশের উত্তরে যাইতে লাগিল। অনন্তর পঞ্চাল দেশে উপনীত ও হস্তিনা পুরে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া পশ্চিমাভিমুখে কুরুজাঙ্গলের মধ্য দিয়া চলিল। তথায় প্রফুল্লকমলসুশোভিত সরোবর এবং স্বচ্ছসলিলা নদী দেখিতে দেখিতে কার্য্যগৌরব নিবন্ধন মহাবেগে গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে স্রোতস্বতী শরদণ্ডার সন্নিহিত হইল। ঐ নদীতে নানাবিধ বিহঙ্গ নিরন্তর ক্রীড়া করিতেছে এবং উহার জল অতি নির্ম্মল। দূতেরা শরদণ্ডা অতিক্রম পূর্বক উহার পশ্চিম তীরে সত্যোপযাচন নামক এক দিব্য বৃক্ষকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া কুলিঙ্গ নগরীতে প্রবেশ করিল। পরে অভিকাল ও তেজোভিভবন নামক দুইটি গ্রাম উত্তীর্ণ হইয়া ইক্ষাকুদিগের

পৈতৃক নদী ইক্ষুমতী পার হইল এবং ঐ নদীতীরে অঞ্জলি-জলপায়ী বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে দর্শন পূর্ব্বক, বাহ্লীক দেশের মধ্য দিয়া, সুদামন্ পর্ব্বতে গমন করিল। তথায় ভগবান্ বিষ্ণুর যে এক পদচিহ্ন ছিল, উহারা তাহা নিরীক্ষণ করিয়া, বিপাশা ও শাল্মলী নামক দুই নদী দীর্ঘিকা তড়াগ পল্বল ও সরোবর এবং সিংহ ব্যাঘ্র হস্তী ও নানাপ্রকার মৃগ দেখিতে লাগিল। বহুদূর পর্য্যটননিবন্ধন উহাদের বাহন সকল একান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল; রাত্রিও উপস্থিত হইল। তখন তাহারা বশিষ্ঠের প্রীতি সম্পাদন প্রজাগণের রক্ষা সাধন এবং রাজকার্য্যে ভরতের হস্তাবলম্বন এই কএকটি অনু-রোধে নিরাপদে কিয়দ্দূর যাইয়া, গিরিব্রজ * নগরে বিশ্রাম করিতে লাগিল।

* গিরিব্রজ রাজগৃহেরই নামান্তর মাত্র।

একোনসপ্ততিতম সর্গ।

যে রাত্রিতে দূতেরা নগর প্রবেশ করিল, সেই রাত্রিশেষে ভরত একটি দুঃস্বপ্ন দেখিলেন। দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন তদীয় প্রিয়বাদী বয়স্যেরা তাঁহার অন্তরে সন্তাপ উপস্থিত জানিয়া, তাহা অপনোদন করিবার নিমিত্ত, সভামধ্যে নানাপ্রকার কথার প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ বীণাবাদনে প্রবৃত্ত হইলেন, কেহ কেহ নর্ত্তকীদিগকে নৃত্য করাইতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ বা হাস্যরসপ্রধান নাটকপাঠ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ভরত ঐ সকল বয়স্যের গোষ্ঠীসমুচিত ক্রীড়াকৌতুক বা হাস্যপরিহাস কিছুতেই হৃষ্ট হইলেন না।

অনন্তর তাঁহার এক প্রিয়সখা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বয়স্য! সুহৃদেরা তোমার মনের ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত এত চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তুমি কি কারণে উদাসীন হইয়া আছ? ভরত কহিলেন, সখে! যে কারণে অদ্য মনের এইরূপ আকুলতা উপস্থিত হইয়াছে, শ্রবণ কর। আমি আজ রাত্রিশেষে স্বপ্নাবেশে পিতাকে দেখিয়াছি। তাঁহার বর্ণ মলিন হইয়া গিয়াছে, তিনি এক পর্ব্বতের শিখর হইতে মুক্তকেশে

গোময়পূর্ণ হ্রদমধ্যে নিপতিত হইতেছেন। দেখিলাম, তিনি সেই গোময়হ্রদে ভাসিতেছেন এবং যেন হাসিতে হাসিতে অঞ্জলি দ্বারা তৈল পান করিতেছেন। অনন্তর তিনি পুনঃ পুনঃ অধঃশিরাঃ হইয়া তিলমিশ্রিত অন্ন ভোজন পূর্ব্বক তৈলাক্ত-দেহে তৈলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আরও দেখিলাম, যেন সমগ্র সাগর শুষ্ক, চন্দ্র ভূতলে নিপতিত, সমুদায় বিশ্ব গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত এবং প্রজ্বলিত অগ্নি অকস্মাৎ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে : মেদিনী বিদীর্ণ, সধূম পর্ব্বত সকল ধ্বংস এবং বৃক্ষ সমুদায় নীরস হইয়াছে। যে হস্তী মহারাজের বাহন ছিল, তাহারও দন্ত খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে নিপতিত আছে। আবার দেখিলাম, পিতা কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণ-লৌহময় পীঠের উপর উপবিষ্ট আছেন এবং কৃষ্ণকলেবর পিঙ্গলদেহ প্রমদা সকল তাঁহাকে প্রহার করিতেছে। তিনি রক্তচন্দনে চর্চ্চিত হইয়া, রক্তমাল্য ধারণ পূর্ব্বক গর্দ্দভ-যোজিত রথে দক্ষিণাভিমুখে দ্রুতবেগে যাইতেছেন। রক্তবসনা কামিনী তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতেছে এবং বিকৃতবদনা রাক্ষসী তাঁহাকে আকর্ষণ কারতেছে। আমি ভীষণ রাত্রিশেষে এই দুঃস্বপ্ন দেখি-য়াছি। এক্ষণে রাম, রাজা, আমি বা লক্ষ্মণ, যে কেহ হউন, এক জনকে নিশ্চয়ই মৃত্যুমুখ দেখিতে হইবে। স্বপ্নে, যে মনুষ্যকে গর্দ্দভযোজিত রথে যাইতে দেখা যায়, অচিরাৎই তাহার

চিতার ধূমশিখা পরিদৃশ্যমান হইয়াথাকে। বয়স্য! এক্ষণে কেবল এই কারণে দুঃখিত হইয়া, তোমাদিগের বাক্যে অভিনন্দন করিতেছি না। আমার কণ্ঠ শুষ্ক হইতেছে, মনও অসুস্থ হইয়াছে। আমি আপাতত ভয়ের কারণ কিছুই দেখিতেছি না, তথাচ পদে পদে বিলক্ষণ ভয়সম্ভাবনা করিতেছি। আমার স্বর বিকৃত, কান্তিও মলিন হইয়া গিয়াছে এবং অকারণ জীবনে ধিক্কার উপস্থিত হইতেছে। সখে! এই অচিন্তিতপূর্ব্ব দুঃস্বপ্ন দর্শন এবং যাঁহার সাক্ষাৎকার লাভের আর প্রত্যাশা নাই, সেই রাজাকে স্মরণ করিয়া, আমার অন্তর হইতে কিছুতেই শঙ্কা অপনীত হইতেছে না।

সপ্ততিতম সর্গ।

রাজকুমার ভরত বয়স্যগণের নিকট স্বপ্নবৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিতেছেন, এই অবসরে দূতেরা পরিশ্রান্তবাহনে সুদৃঢ়অর্গলসম্পন্ন সুরম্য রাজগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, কেকয়রাজ ও যুধাজিতের সন্নিহিত হইল এবং তাঁহাদিগের কৃত সৎকারে সবিশেষ প্রীত হইয়া, ভরতের সন্নিধানে গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, রাজকুমার! কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ এবং মন্ত্রিগণ আপনকার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। জিজ্ঞাসিয়া কহিয়াছেন যে, 'কালাতিক্রমে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত, তোমাকে তাহা সাধন করিতে হইবে'। এক্ষণে আমরা বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আনয়ন করিয়াছি, আপনি এই সকল লইয়া মাতামহ ও মাতুলকে প্রদান করুন। এই সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিংশতি কোটি আপনার মাতামহের এবং দশ কোটি আপনার মাতুলের।

ভরত, বশিষ্ঠপ্রেরিত বস্ত্রাভরণ গ্রহণ এবং দূতদিগকে অভীষ্ট বস্তু প্রদান পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, দূতগণ! মহারাজ ত কুশলে আছেন? আর্য্য রাম ও লক্ষ্মণের ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ধর্ম্মজ্ঞা ধর্ম্মপরায়ণা দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত

মঙ্গল? আমার প্রাজ্ঞাভিমানিনী ক্রোধনস্বভাবা আত্মম্ভরী মাতাই বা কিরূপ? তিনি কি তোমাদিগকে কোন কথা কহিয়া দিয়াছেন?

তখন দূতেরা বিনীতভাবে কহিল, রাজকুমার! আপনি যাঁহাদিগের কুশল কামনা করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই কুশলে আছেন। এক্ষণে দেবী কমলা আপনাকে প্রার্থনা করিতেছেন, আপনি অবিলম্বেই রথ যোজনা করিতে অনুমতি করুন। ভরত কহিলেন, দূতগণ! তোমরা যে আমাকে গমনের ত্বরা দিতেছ, আমি অগ্রে এই বিষয় মহারাজের গোচর করি।

অনন্তর তিনি মাতামহকে গিয়া কহিলেন, মহারাজ! দূতেরা আমায় লইতে আসিয়াছে; আমি এক্ষণে পিতার নিকট যাত্রা করিব, আবার যখন আপনি আমাকে স্মরণ করিবেন, উপস্থিত হইব। তখন কেকয়রাজ ভরতের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! কৈকেয়ী তোমা হইতে সৎপুত্রের সুখ প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তোমাকে অনুমতি দিতেছি, প্রস্থান কর। তুমি গিয়া তোমার মাতা ও পিতাকে আমাদের কুশল কহিও, পুরোহিত বশিষ্ঠ ও অন্যান্য বিপ্রগণকে এবং তোমার ভ্রাতা রাম ও লক্ষ্মণকেও অনাময় জানাইও। এই বলিয়া কেকয়-রাজ, ভরতকে সবিশেষ সৎকার করিয়া উৎকৃষ্ট হস্তী, বিচিত্র কম্বল, মৃগচর্ম্ম, অন্তঃপুরপালিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বল-

সম্পন্ন বৃহৎকায় করালদশন কুক্কুর, দুই সহস্র নিষ্ক এবং ষোড়শ শত অশ্ব উপহার দিলেন। পরিশেষে ভরতের অনুচর হইবার নিমিত্ত কতকগুলি গুণবান বিশ্বাস্য মনোমত অমাত্য প্রদান করিলেন। তাঁহার মাতুল যুধাজিৎও তাঁহাকে ইন্দ্রশির দেশে ঐরাবত নাগের বংশোৎপন্ন বহুসংখ্য সুদৃশ্য হস্তী এবং শীঘ্রগামী গর্দ্দভ দিলেন। কিন্তু ভরত গমনত্বরা বশত, তৎকালে কেকয়রাজ-প্রদত্ত ধন লাভে সবিশেষ হৃষ্ট হইলেন না। দুঃস্বপ্ন স্মরণ ও দূতগণের ব্যগ্রতা প্রদর্শন এই দুই কারণে তিনি যার পর নাই ব্যাকুল হইতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি স্বগৃহ হইতে নির্গত হইয়া হস্ত্যশ্বসঙ্কুল লোকবহুল রাজপথ অতিক্রম পূর্ব্বক, মাতামহের অন্তঃপুরাভিমুখে চলিলেন এবং অবারিত গমনে তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, মাতামহ, মাতুল যুধাজিৎ ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনকে সম্ভাষণ ও শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে ভৃত্যেরা বহুসংখ্য রথ যোজনা করিয়া এবং উষ্ট্র গো অশ্ব ও গর্দ্দভ লইয়া তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল। তিনি মাতামহের সৈন্যসমূহে পরিরক্ষিত এবং অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ইন্দ্রলোক হইতে সিদ্ধ পুরুষের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ।

মহাবীর ভরত রাজগৃহ হইতে পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া, সর্ব্বাগ্রে সুদামা নাম্নী এক নদী পার হইলেন। পরে হ্লাদিনী নামে পশ্চিমবাহিনী অতি বিস্তীর্ণা এক নদী উত্তীর্ণ হইয়া, শতদ্রু লঙ্ঘন করিলেন। অনন্তর ঐলধান নামক গ্রামে আর একটি নদী পার হইয়া, অপরপর্ব্বত নামে জনপদ সকল অতিক্রম করিয়া চলিলেন। পরে শিলা ও আকুর্ব্বতী নাম্নী দুই নদী সন্তরণ করিয়া, অগ্নিকোণে শল্যকর্ষণ নামক এক দেশে উপস্থিত হইলেন। এই দেশে শিলাবহা নাম্নী এক নদী প্রবাহিত হইতেছিল; সত্যপ্রতিজ্ঞ ভরত পবিত্র হইয়া, সেই নদী সন্দর্শন ও অনেকানেক পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া, চৈত্ররথ কাননে গমন করিলেন। অনন্তর গঙ্গা * সরস্বতীসঙ্গমে উপস্থিত হইয়া বীরমৎস দেশের উত্তরে যে সকল গ্রাম ছিল, তৎসমুদায় অতিক্রম করিয়া ভারুণ্ড নামক বনে উপনীত হইলেন। পরে পর্ব্বত-

---

* ঐস্থানে সীতা নামে গঙ্গার এক শাখা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই গঙ্গা নামে নির্দ্দিষ্ট হইযাছে।

পরিবৃতা বেগবতী স্রোতস্বতী কুলিঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া দেখিলেন, অদূরে কালিন্দী প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি সেই কালিন্দী-তীরে গিয়া, সৈন্যগণকে ক্লান্তি দূর করিতে অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক, পরিশ্রান্ত অশ্ব সকলকে জলসেকে শীতল করাইতে লাগিলেন এবং স্বয়ংও তথায় স্নান করিয়া লইলেন।

অনন্তর তিনি ঐ যমুনার জল পান ও কলশে গ্রহণ করিয়া, নভোমণ্ডলে দেবতার ন্যায় উৎকৃষ্ট যানে শূন্যপ্রায় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে অংশুধান গ্রামে গমন পূর্ব্বক, তথায় গঙ্গা পার হওয়া দুষ্কর দেখিয়া, প্রাগ্বট পুরে চলিলেন এবং ঐ স্থানে গঙ্গা পার হইয়া, কুটিকোষ্ঠিকা নদীতে উপনীত ও সৈন্যগণের সহিত তাহা উত্তীর্ণ হইয়া, ধর্ম্মবর্দ্ধন গ্রামে যাইতে লাগিলেন। তদনন্তর তোরণ নামক গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া জম্বুপ্রস্থে, জম্বুপ্রস্থ হইতে বরূথ জনপদে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ স্থানের এক সুরম্য বনে বিশ্রাম করিয়া যথায় প্রিয়ক নামক বৃক্ষ সকল রহিয়াছে, উজ্জিহানা নগরীর সেই উদ্যানে চলিলেন। অনন্তর তিনি ঐ সকল বৃক্ষের সন্নিহিত হইয়া, এক বেগগামী অশ্বে আরোহণ করিলেন এবং সৈন্যদিগকে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে অনুমতি দিয়া, একাকী দ্রুতগতিতে গমন করিতে লাগিলেন। পরে সর্ব্বতীর্থ গ্রামে উপনীত হইয়া, বহুসংখ্য পার্ব্বত্য তুরগের সহিত স্রোতস্বতী

উত্তরগা ও অন্যান্য নদী পার হইলেন। অদূরেই হস্তিপৃষ্ঠক গ্রাম, তথায় কুটিকা নদী বহিতে ছিল, তিনি তাহাও উত্তীর্ণ হইয়া লৌহিত্য গ্রামে কপীবতী, একসাল গ্রামে স্থাণুমতী এবং বিনত গ্রামে গোমতী অতিক্রম করিলেন। অনন্তর কলিঙ্গ নগরে সাল-বন পার হইয়া রাত্রিশেষে পরিশ্রান্ত অশ্বে অযোধ্যার সন্নিহিত হইলেন।

ভরত, সাত রাত্রি কেবল পথে পথেই আসিয়াছেন, তিনি সম্মুখে অযোধ্যা নিরীক্ষণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, দেখ, আজ এই যশস্বিনী অযোধ্যাকে দূর হইতে নিতান্ত নিরানন্দ বোধ হইতেছে। এই নগরী গুণবান যাজ্ঞিক, বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও বহুসংখ্য ধনী লোকে পরিপূর্ণ এবং প্রধান রাজর্ষির যত্নে প্রতিপালিত হইলেও আজ যেন শূন্য শূন্য দেখিতেছি, ইহার মৃত্তিকাও পাণ্ডুবর্ণ লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে এই নগরীতে নরনারিগণের তুমুল কোলাহল চতুর্দ্দিকে শ্রুতিগোচর হইত, আজ যেন নীরব। পূর্ব্বে বিলাসীরা ইহার যে সমস্ত উদ্যানে সায়াহ্নে প্রবেশ করিয়া, প্রাতে নির্গত হইত, সেই সকল এখন অন্যরূপ বোধ হইতেছে। তাঁহারা আইসেন নাই বলিয়া, যেন রোদনই করিতেছে। সারথি! আমি আজ এই রাজধানীকে অরণ্যময় দেখিতেছি। এই স্থানের প্রধান প্রধান লোকেরা পূর্ব্ব-বৎ হস্তী অশ্ব বা অন্য কোন যানে গমনাগমন করিতেছেন না।

লতাগৃহ প্রভৃতি বিলাসের দ্রব্য আছে বলিয়া, যে সকল উপবন বিহারকালে সর্ব্বাংশেই অনুকূল বোধ হয়, যথায় মদিরামত্ত নায়ক নায়িকারা আসিয়া আশ্রয় লইয়া থাকে, আজ সেইগুলি যেন নিস্তব্ধ রহিয়াছে। প্রতিপথের বৃক্ষ হইতে পত্র সকল স্খলিত হইতেছে, কলকণ্ঠ বিহঙ্গ ও মত্ত মৃগগণের মধুর ধ্বনি আর শুনা যাইতেছে না। নির্ম্মল বায়ু. চন্দন অগুরু ও ধূপে সুগন্ধী হইয়া পূর্ব্ববৎ বহন করিতেছে না। কি কারণেই বা ভেরী মৃদঙ্গ ও বীণারব বিরত হইয়া আছে? এক্ষণে চতুর্দ্দিকেই অশুভসূচক বিবিধ পক্ষী এবং অপ্রীতিকর নিমিত্ত দৃষ্ট হইতেছে, আমার আত্মীয় স্বজনের নিরবচ্ছিন্ন কুশল লাভ দুর্লভ বটে, কিন্তু অমঙ্গলের কারণ না থাকিলেও আজ আমার হৃদয় অবসন্ন হইয়া আসিতেছে।

এই বলিতে বলিতে ভরত উৎকণ্ঠিত মনে শ্রান্তবাহনে বৈজয়ন্ত দ্বার দিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। তখন দ্বারপালেরা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিজয়প্রশ্নে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহারই সমভিব্যাহারে চলিল। তিনি সাদরে তাহাদিগকে প্রতিগমনের অনুমতি দিয়া অস্থির চিত্তে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে কেকয়রাজের সারথিকে কহিলেন, সূত! দূতেরা কি নিমিত্ত অকারণ আমায় ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিল? আমার অন্তরে সততই অশুভ আশঙ্কা উপস্থিত হইতেছে, আমি ক্রমশই অধীর

হইতেছি ; রাজার মৃত্যু হইলে যেরূপ শুনিতে পাওয়া যায়, সেই সকল আকারই চতুর্দ্দিকে দেখিতেছি। দেখ, গৃহস্থের বাস্তু সকল অপরিচ্ছন্ন, প্রতিগৃহের কপাট উদ্ঘাটিত রহিয়াছে, সমুদায় হতশ্রী, দেবতাদি বলি ও ধূপবাস কোন স্থলেই নাই, এবং অনাহারে সকলেই হতজ্ঞান হইয়া আছে। দেবালয় শোভাহীন ও শূন্য এবং উহা পুষ্পমাল্যে অলঙ্কৃত, উহার অঙ্গনও পরিষ্কৃত নহে। দেবগণের পূজা ও যজ্ঞগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান কিছুই দেখিতেছি না। মাল্য-বিপণীতে বিক্রেয় মাল্য নাই, ক্রয়বিক্রয়ব্যাপার সম্পূর্ণ রহিত হইয়াছে বলিয়া, বণিকেরা আপণ সকল রুদ্ধ করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদিগের যেরূপ উৎসাহ দেখিতাম, আজ তাহার কিছুই দৃষ্ট হইতেছে না, সকলেই যেন ব্যাকুল। এই সকল দেবায়তন ও চৈত্য বৃক্ষে মৃগ ও পক্ষিগণ দীনভাবে রহিয়াছে। বলিতে কি, অদ্য নগরের স্ত্রীপুরুষ সকলকেই উৎকণ্ঠিত চিন্তিত দীনবদন অশ্রুপূর্ণলোচন মলিন ও কৃশ দেখিতেছি।

ভরত সারথিকে এইরূপ কহিয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তৎকালে তিনি সেই ইন্দ্রনগরী অমরাবতীর তুল্য পুরীর এইরূপ দুরবস্থা দর্শন করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইলেন। উহার চতুষ্পথ ও রথ্যায় জনসঞ্চার নাই এবং কপাট ও দ্বারযন্ত্র সকল ধূলিধূসর হইয়াছে। ভরত পিতার জীবদ্দশায়

যে সমস্ত অপ্রিয় অবলোকন করেন নাই, এক্ষণে সেই সকল প্রত্যক্ষ করিয়া অবনতবদনে দীনমনে পিতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ।

তিনি পিতৃগৃহে পিতার দর্শন না পাইয়া, মাতৃগৃহে মাতার নিকট গমন করিতে লাগিলেন। তখন কৈকেয়ী পুত্রকে প্রবাস হইতে আসিতে দেখিয়া, প্রফুল্লমনে স্বর্ণাসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক উত্থিত হইলেন। ভরতও গৃহপ্রবেশ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর কৈকেয়ী তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া, অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! বল, আজ কয় রাত্রি মাতামহের আবাস হইতে নির্গত হইয়াছ? দ্রুত-গতিতে রথে আসিতে কি তোমার পথশ্রম হয় নাই? তোমার মাতামহ ও মাতুলের কুশল ত? তুমি প্রবাসী হইয়া অবধি সুখে ছিলে কি না?

কমললোচন ভরত কহিলেন, জননি! আজ সাত রাত্রি হইল, আমি মাতামহের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি। তোমার পিতা ও ভ্রাতা উভয়েই কুশলে আছেন। কেকয়রাজ আমাকে যে ধনরত্ন প্রদান করিয়াছেন, তাহা বহন করিতে বাহনেরা

পথে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এই কারণে আমি অগ্রে আগমন করিলাম। যাহাই হউক, এক্ষণে তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, পিতার বার্ত্তাহারকেরা কেন আমাকে ত্বরা প্রদর্শন করিয়া আনিয়াছে? তোমার এই শয়ন করিবার স্বর্ণময় পর্য্যঙ্ক শূন্য, ইক্ষ্বাকু কুলের কেহই প্রফুল্ল নহেন; পিতা তোমার এই গৃহে প্রায়ই থাকেন, আমি আজ আসিয়া তাঁহাকেও দেখিলাম না; ইহার কারণ কি? এক্ষণে আমি তাঁহার চরণ বন্দনা করিব, বল তিনি এখন কোথায় রহিয়াছেন? তিনি কি জ্যেষ্ঠা মাতা কৌশল্যার গৃহে কালযাপন করিতেছেন?

তখন রাজ্যলোভমোহিত কৈকেয়ী ঘোর অপ্রিয় কথা প্রিয়জ্ঞানে কহিলেন, বৎস! সেই যজ্ঞশীল সজ্জনশরণ মহারাজ জীবসাধারণের যে গতি, এক্ষণে তাহাই অধিকার করিয়াছেন।

ভরত এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়া, হা হতোস্মি বলিয়া, বাহু প্রসারণ পূর্ব্বক ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ভ্রান্ত ও আকুলিতমনে কহিলেন, হা! শরৎকালের রজনীতে নির্ম্মল চন্দ্র যেমন নভোমণ্ডলকে সুশোভিত করেন, পিতা থাকিতে এই শয্যা সেইরূপই সুশোভিত ছিল; আজ তাঁহার অভাবে ইহার আর প্রভা নাই। এক্ষণে ইহা শশাঙ্কহীন আকাশ ও সলিলশূন্য সাগরের

ন্যায় নিরীক্ষিত হইতেছে। এই বলিয়া মহাবীর ভরত, বসনে বদন আচ্ছাদন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন কৈকেয়ী সূর্য্যচন্দ্র সঙ্কাশ মাতঙ্গ সদৃশ অমরপ্রভাব শোকার্ত্ত পুত্র ভরতকে অরণ্যে কুঠারচ্ছিন্ন সালবৃক্ষের শাখার ন্যায় ভূতলে নিপতিত দেখিয়া, স্বয়ং তাঁহাকে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তুমি কি কারণে ধরাসনে শয়ন করিয়া আছ? গাত্রোত্থান কর; দেখ, তোমার ন্যায় সুসভ্য সাধুলোকেরা কদাচই শোকে অভিভূত হন না। তোমার বুদ্ধি শ্রুতি, শীল ও তপস্যার অনুগামিনী এবং দান ও যজ্ঞের সম্পূর্ণই অধিকারিণী। সূর্য্যমণ্ডলে প্রভার ন্যায় ইহা তোমার অন্তরে সততই বিরাজ করিতেছে।

অনন্তর ভরত ভূতলে অঙ্গ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া, শোকাকুল মনে জননীকে কহিলেন, অম্ব! পিতা আর্য্য রামকে রাজ্যে অভিষেক ও যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবেন, এই ভাবিয়া আমি মহা আনন্দে রাজগৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু যা ভাবিয়াছিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটিয়াছে। আমি যে প্রিয়কারী পিতাকে দেখিতেছি না, ইহাতেই আমার মন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। জননি! আমার অনুপস্থিতি কালে পিতা কোন্ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া দেহ ত্যাগ করিলেন? সেই কীর্ত্তিমান রাজা, আমি যে আসিয়াছি তাহা নিশ্চয়ই জানিতে-

ছেন না, জানিলে সত্বর আমার মস্তক সন্নত করিয়া আঘ্রাণ করিতেন। আমার অঙ্গ ধূলিধূসর হইলে, যে সুখস্পর্শ হস্ত মার্জ্জনা করিয়া দিত, হা! এখন তাহা কোথায় রহিল? বলিতে কি, যাঁহারা পিতার দেহান্তে অগ্নিসংস্কারাদি কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য। যাহাই হউক, মাতঃ! অতঃপর তুমি রামকে শীঘ্র আমার আগমন সংবাদ দেও। তিনি আমার ভ্রাতা, পিতা, বন্ধু এবং আমি তাঁহার প্রিয় দাস। যে ব্যক্তি ধার্ম্মিক ও বিজ্ঞ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতার তুল্য দেখা তাহার কর্ত্তব্য। আমি এক্ষণে রামের চরণে প্রণাম করিব, তিনিই আমার আশ্রয়। আর্য্যে! অন্তকালে সেই ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল, সত্যনিরত, দৃঢ়ব্রত মহারাজ কি কহিয়া গিয়াছেন? বল, শুনিতে আমার অত্যন্তই ইচ্ছা হইতেছে।

কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! তোমার পিতা 'হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতা!' কেবল এই বলিতে বলিতে লোকান্তরে গিয়াছেন। হস্তী যেমন রজ্জুবদ্ধ হয়, সেইরূপ তিনি মৃত্যুপাশে সংযত হইয়া পরিশেষে কেবল এই মাত্র কহিলেন, যাহারা জানকীর সহিত রাম ও লক্ষ্মণকে পুনরায় অযোধ্যায় আগমন করিতে দেখিবে, তাহারাই ধন্য।

ভরত এই দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শুনিয়া, বিষণ্নবদনে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, জননি! সেই ধর্ম্মপরায়ণ রাম, এক্ষণে

লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত কোথায় আছেন? তখন কৈকেয়ী, রামের বনবাসে ভরত সুখী হইবেন জ্ঞান করিয়া কহিলেন, বৎস! সেই রাজকুমার চীর পরিধান পূর্ব্বক লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিয়াছেন।

ভরত আপনার কুলনিয়ম সম্যক অবগত ছিলেন, তিনি জননীর মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র রামের চরিত্রদোষ আশঙ্কা করিয়া কহিলেন, মাতঃ! রাম কি কোন কারণে ব্রহ্মস্ব হরণ করিয়াছেন? সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কি কাহারো ক্ষতি করিয়াছেন? পরস্ত্রীতে ত তাঁহার অভিলাষ হয় নাই? বল, এক্ষণে কি কারণে তাঁহাকে দণ্ডকারণ্যে নির্ব্বাসিত করা হইল?

তখন তাঁহার প্রাজ্ঞাভিমানিনী চঞ্চলা জননী, স্ত্রীস্বভাব নিবন্ধন পুলকিত মনে কহিতে লাগিলেন, বৎস! রাম ব্রহ্মস্ব হরণ করেন নাই, সম্পন্ন বা অসম্পন্নই হউক, নিরপরাধে কাহারও ক্ষতি করেন নাই, এবং পরস্ত্রীও চক্ষে দেখেন নাই। কিন্তু বৎস! আমি তাঁহার অভিষেকের কথা শুনিয়াই নৃপতির নিকট তোমার রাজ্য ও তাঁহার বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা পূর্ব্বে আমাকে দুইটী বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সত্য রক্ষার অনুরোধে তোমাকেই রাজ্য দিয়াছেন। এক্ষণে রাম, সৌমিত্রি ও সীতার সহিত নির্ব্বা-

সিত হইয়াছেন। মহারাজ সেই প্রিয় পুত্রের অদর্শনে শোকে আকুল হইয়া দেহপাত করিয়াছেন। অতঃপর তুমি রাজ্য গ্রহণ কর; আমি কেবল তোমারই নিমিত্ত এই কাণ্ড ঘটাইয়াছি। এই নগরী ও সমস্ত সাম্রাজ্য তোমারই হইয়াছে। তুমি শোক সন্তাপ বিসর্জন কর এবং বিধানজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে মহারাজের অন্ত্যেষ্টি কার্য্য করিয়া, রাজ্যে অভিষিক্ত হও।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

তখন ভরত পিতৃমরণ এবং রাম ও লক্ষ্মণের নির্ব্বাসন এই দুই অপ্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সন্তপ্তমনে কহিলেন, হা! আমি, পিতা এবং পিতৃতুল্য ভ্রাতা উভয়কেই হারাইয়াছি, এক্ষণে এই হতভাগ্যের রাজ্যে আর কি হইবে? পাপীয়সি! তুই আমার পিতাকে নাশ ও ভ্রাতাকে তাপসবেশে বনবাস দিয়া দুঃখের উপর দুঃখ এবং ক্ষতের উপর যেন ক্ষার প্রদান করিয়াছিস্। তুই আমাদিগের কুলক্ষয় করিবার নিমিত্ত কালরাত্রিস্বরূপ উপস্থিত হইয়াছিলি। আমার পিতা না বুঝিয়াই অঙ্গারকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কুলকলঙ্কিনি! তুই আপনার বুদ্ধিদোষে এই বংশে সুখের পথে কণ্টক দিয়াছিস্। মহারাজ আজ তো হতেই দুঃখে দেহত্যাগ করিয়াছেন। এক্ষণে বল্, তুই কি কারণে আমার ধর্ম্মবৎসল পিতার প্রাণান্ত করিলি? কি কারণে রামকে বনবাস দিলি? কেনই বা তিনি অরণ্যে গেলেন? শোকাতুরা কৌশল্যা ও সুমিত্রা যদিও প্রাণ ধারণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তোর জন্য তাহা ঘটিবে না।

ধর্ম্মপরায়ণ রাম মাতৃনির্ব্বিশেষে তোকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন, এবং জ্যেষ্ঠা মাতা দূরদর্শিনী কৌশল্যাও ভগিনীর তুল্য স্নেহ করেন, কিন্তু তুই তাঁহারই পুত্রকে অক্ষুব্ধমনে বল্কল পরাইয়া বনবাসী করিয়াছিস্! রাম সাধুদর্শী যশস্বী ও মহাবীর, তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া তোর কি ইষ্ট লাভ হইল? তুই অত্যন্ত লুব্ধস্বভাব, আমি রামকে কি রূপ চক্ষে দেখিতাম, বোধ হয়, তাহা জানিতে পারিস্ নাই, সেই কারণেই রাজ্যের নিমিত্ত এত দূর অনর্থ ঘটাইয়াছিস্। এক্ষণে আমি পুরুষপ্রধান রাম ও লক্ষ্মণকে না দেখিয়া, কোন্ শক্তিপ্রভাবে রাজ্যরক্ষায় সমর্থ হইব। সুমেরু যেমন আত্মরক্ষার্থ স্ব-শিখরসঞ্জাত বন আশ্রয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ মহারাজও প্রতিনিয়ত সেই মহাবীরকে আশ্রয় করিতেন। সুতরাং আমি প্রবলধৃত ভার কোন্ সাহসে বহন করিব? যোগপ্রভাব বা বুদ্ধিবলে যদিও এই বিষয়ে সমর্থ হই, তথাচ তোর মনস্কামনা প্রাণান্তেও পূর্ণ করিব না। এক্ষণে যদি তোর উপর রামের মাতৃবৎ মর্য্যাদা না থাকিত, তাহা হইলে আমি তোকে পরিত্যাগ করিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না। রে দুঃশীলে! আমাদের কুলবিগর্হিত এই পাপবুদ্ধি কি রূপে তোর উপস্থিত হইল? আমাদের বংশে জ্যেষ্ঠেরই রাজ্যাধিকার হয় এবং অন্যান্য ভ্রাতারা তাঁহার অধীন হইয়া থাকেন। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তুই এই রাজধর্ম্ম কিছুই জানিস

না এবং রাজধর্ম্মের অব্যভিচারিণী গতিও জ্ঞাত নহিস্। রাজ-কুমারদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠই রাজা হন, এই ব্যবহার সকল রাজ-কুলে, বিশেষত ইক্ষ্বাকুদিগের বিশেষ আদরণীয়, কিন্তু আজ তুই, সেই সকল ধর্ম্মরক্ষক কুলাচারপ্রতিপালকদিগের চরিত্রগর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দিলি। রাজবংশে তোর জন্ম হইয়াছে, বল্ দেখি, এইরূপ গর্হিত বুদ্ধিভ্রংশ কিরূপে উপস্থিত হইল? পাপে! তুইই আমার প্রাণান্তকর বিপদ ঘটাইয়াছিস্, আমি কোন মতেই তোর ইচ্ছা সম্পন্ন করিব না। আমি এখনই তোর অনিষ্ট করিবার নিমিত্ত সকলের প্রিয় রামকে ফিরাইয়া আনিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহার দাস হইয়া থাকিব।

ভরত শোকে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া এইরূপ অপ্রীতিকর কথায় কৈকেয়ীর মর্ম্মচ্ছেদ পূর্ব্বক মন্দর পর্ব্বতের কন্দরগত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

তৎকালে ভরত মাতাকে এই প্রকার তিরস্কার করিয়া, ক্রোধ-ভরে পুনরায় কহিলেন, নৃশংসে! তুই এখনই এ রাজ্য ত্যাগ করিয়া, দূর হইয়া যা। তুই অধর্ম্মী, লোকান্তরিত স্বামীর উদ্দেশে তোর রোদন করিবার অধিকারই নাই। রাম এবং ধর্ম্মশীল রাজা তোরে এমন কোন্ বিষয়ে দোষী করিয়াছিলেন, যে তোর জন্য একজন বনে গেলেন, আর একজন কালগ্রাসে পতিত হইলেন। এই কুলনাশের নিমিত্ত তোর নিশ্চয়ই ব্রহ্মহত্যাপাতক ঘটিয়াছে। তুই নরকে যা, পিতার যে লোকে গতি হইয়াছে, তোর কদাচই তাহা না হউক। তুই সর্ব্বলোকপ্রিয় রামকে বনবাস দিয়া যে পাতক সঞ্চয় করিয়াছিস্ তাহাতে তোর পুত্র বলিয়া আমার মনেও লোককলঙ্কের আশঙ্কা জন্মিয়াছে। তো হতেই পিতা দেহত্যাগ করিলেন, রাম বনচারী হইলেন এবং আমিও ইহলোকে অযশস্বী হইয়া রহিলাম। রাজ্যকামুকি! তুই আমার মাতৃরূপিনী শত্রু। পতিঘাতিনি! দুর্ব্বৃত্তে! তুই আমার কথা মুখেও আনিস্ না। তোরই জন্য কৌশল্যা সুমিত্রা এবং অন্যান্য মাতৃগণ যৎপরো-

নাস্তি দুঃখ পাইতেছেন। তুই ধর্ম্মরাজ অশ্বপতির কন্যা নহিস্, তাঁহার আলয়ে আমার পিতৃকুলনাশিনী রাক্ষসী জন্মিয়াছিস্। তুই অত্যন্ত পাপিষ্ঠা, তোর পাপেই আমি পিতৃহীন ও ভ্রাতৃহীন এবং লোকের ঘৃণার পাত্র হইলাম। তুই ধর্ম্মশীলা কৌশল্যাকে পতিপুত্রবিহীন করিয়া, বল দেখি, আজ কোন্ নরকে যাইবি? ক্রূরে! সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পিতৃতুল্য আর্য্য রাম যে সকলেরই আশ্রয়, তুই কি তাহা জানিস্ না? অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমুৎপন্ন পুত্র, হৃদয়পুণ্ডরীক হইতে সঞ্জাত হয়, এই জন্য সে যে, অন্যান্য স্বসম্পর্কীয় অপেক্ষা মাতার অধিকতর প্রীতির পাত্র হইয়া থাকে, এক্ষণে এইটি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত আমি এক উপাখ্যান কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর্।

কোন এক সময়ে সুরপ্রভাব সুরভি আকাশপথে যাইতে যাইতে দেখিলেন, তাঁহার দুইটি পুত্র বলীবর্দ্দ, পৃথিবীতে হল বহন করিতেছে। উহারা দিবসের অর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত হল বহনে একান্ত ক্লান্ত ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বিচেতন প্রায় হইয়াছিল। তদর্শনে সুরভি পুত্রশোকে কাতর হইয়া বাষ্পাকুল লোচনে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুররাজ ইন্দ্র তাঁহার নিম্ন দিয়া গমন করেন। ইন্দ্রের দেহে সুরভির ঐ সূক্ষ্ম সুগন্ধি বাষ্পবিন্দু সহসা নিপতিত হইল। তখন ইন্দ্র ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক দেখিলেন, আকাশে সুরভি

শোকাকুল ও দুঃখিত মনে রোদন করিতেছেন, দেখিয়া তিনি যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, সুরভি! দেবগণের ত কুত্রাপি ভয় সম্ভাবনা নাই? এক্ষণে বল তুমি কি কারণে এইরূপ কাতর হইলে?

তখন কামধেনু সুরভি ধীরভাবে কহিলেন, সুররাজ! অমঙ্গল দূর হউক, কুত্রাপি তোমাদিগের ভয় নাই সত্য, কিন্তু ঐ দেখ, আমার দুইটি পুত্র বলীবর্দ্দ, উন্নতানত ভূমিতে অবস্থিত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছে। একে উহারা কৃশ, হলভারপীড়িত ও রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আবার দুরাত্মা কৃষক উহাদিগকে তাড়না করিতেছে। উহারা আমার দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই, এক্ষণে উহাদিগের দুরবস্থায় আমি যার পর নাই পরিতপ্ত হইতেছি। দেবরাজ! পুত্রের তুল্য প্রিয় আর কিছুই নাই।

যাঁহার সন্তান সন্ততি দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপ্ত হইয়া আছে, ইন্দ্র সেই সুরভিকে রোদন করিতে দেখিয়া, পুত্রকে অধিকতর প্রিয় বোধ করিলেন এবং তদবধি সুরভিকেও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান করিতে লাগিলেন। এক্ষণে দেখ, যাঁহার পুত্র অসংখ্য, সেই সাধুশীলা শ্রীমতী গুণবতী সুরভিও পুত্রার্থ শোক করিয়া থাকেন, সুতরাং কৌশল্যা যে, রাম ব্যতিরেকে প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাতে আর বক্তব্য কি আছে। তাঁহার একটি-

মাত্র পুত্র, কিন্তু তো হতেই তিনি নিঃসন্তান হইয়াছেন ; বলিতে কি, এই পাপে তোরেও অচিরাৎ ইহকাল ও পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে। এক্ষণে আমি পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া, আর্য্য রামকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিব। তাঁহাকে আনিয়া স্বয়ংই মুনিজনসেবিত অরণ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক যশস্বী হইব। কিন্তু রে পাপশীলে! পৌরগণ সজলনয়নে আমায় নিরীক্ষণ করিবে, আর আমি যে তোর পাপকার্য্যের ভার বহন করিব, ইহা কখনই হইবে না। অতঃপর তুই অগ্নিতে প্রবিষ্ট হ, বা দণ্ডকারণ্যেই যা, অথবা কণ্ঠে রজ্জু বন্ধন করিয়া প্রাণত্যাগ কর্, তোর গত্যন্তর নাই। এক্ষণে রাম অযোধ্যা রাজ্যে আগমন করিলে আমি কৃতকার্য্য হইব এবং আমার কলঙ্কও দূর হইয়া যাইবে।

এই বলিয়া ভরত অঙ্কুশাহত আরণ্য মাতঙ্গের ন্যায় ক্রোধাবিষ্ট ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নেত্র রোষে আরক্ত হইয়া উঠিল, এবং কটিতটের বস্ত্র শিথিল হইয়া গেল। তিনি অঙ্গের সমস্ত আভরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া, উৎসবাবসানে শক্রধ্বজের ন্যায় ভূতলে পতিত ও হতজ্ঞান হইয়া রহিলেন।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত বহুক্ষণের পর চেতনা লাভ করিয়া, গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ লোচনে দুঃখিতা মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করত অমাত্যগণ মধ্যে কহিতে লাগিলেন, আমি কখন রাজ্য কামনা করি না এবং রাজ্য গ্রহণার্থ জননীকেও প্রেরণ করি নাই। আমি শত্রুঘ্নের সহিত অতিদূরতর প্রদেশে বাস করিতেছিলাম, সুতরাং মহারাজ যে অভিষেকের কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহাও জানিতে পারি নাই এবং লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত আর্য্য রাম, যেরূপে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, তাহাও জ্ঞাত নহি।

যখন ভরত জননীকে ভৎসনা করিতেছিলেন, তৎকালে দেবী কৌশল্যা, তাঁহার কণ্ঠের শব্দ পাইয়া সুমিত্রাকে কহিলেন, দেখ, ক্রূরস্বভাবা কৈকেয়ীর পুত্র ভরত আসিয়াছেন। ভরত দূরদর্শী, এক্ষণে আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব। এই বলিয়া কৌশল্যা বিবর্ণমুখে কম্পিতদেহে যথায় ভরত সেই স্থানে চলিলেন। ঐ সময় ভরতও তাঁহার দর্শনার্থী হইয়া

শত্রুঘ্নের সহিত তাঁহার আলয়ে যাইতেছিলেন, পথি মধ্যে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে আলিঙ্গন করিলেন। তখন কৌশল্যা দুঃখভরে কাঁদিতে কাঁদিতে ভরতকে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তুমি রাজ্যাভিলাষী, এক্ষণে নিষ্কণ্টক রাজ্য পাইয়াছ। তোমার জননী কৈকেয়ী অতি নিষ্ঠুর উপায়ে উহা হস্তগত করিয়াছেন। জানি না, সেই ক্রূরদর্শিনী আমার রামকে চীরবসনে বনে পাঠাইয়া কি ফল লাভ করিতেছেন? যাহাই হউক, সুবর্ণবর্ণ-নাভিসম্পন্ন রাম যথায় আছেন, কৈকেয়ী সেই স্থানে আমাকেও শীঘ্র প্রেরণ করুন। অথবা আমি স্বয়ংই সুমিত্রার সহিত অগ্নিহোত্র লইয়া পরম সুখে তথায় যাত্রা করি। কিম্বা, বৎস! রাম যে স্থানে তপস্যা করিতেছেন, তুমিই আমাকে তথায় লইয়া চল। দেখ, এই হস্ত্যশ্ববহুল ধনধান্যপূর্ণ বিস্তীর্ণ রাজ্য তোমারই হইয়াছে।

কৌশল্যা এই প্রকার কঠোর বাক্যে ভৎর্সনা করিলে, ক্ষত স্থানে সূচিবিদ্ধ করিলে যেমন হয়, ভরত সেই রূপই ব্যথিত হইলেন এবং তাঁহার চরণে নিপতিত হইয়া, বহুবিধ বিলাপ ও পরিতাপ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বিচেতন হইয়া রহিলেন। অনন্তর তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্যে! আমি এই বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধী, আপনি অকারণ কেন আমায় ভৎর্সনা

করিতেছেন ? আর্য্য রামের প্রতি আমার যে অবিচলিত প্রীতি আছে, আপনি তাহা কি জানেন না ? এক্ষণে অধিক আর কি কহিব, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞ রাম যাহার মতক্রমে বনে গিয়াছেন, তাহার বুদ্ধি যেন কদাচই শিক্ষিত শাস্ত্রের অনুগামিনী না হয় ; সে পাপাচারীদিগের দাস হইয়া থাকুক, সূর্য্যের অভিমুখে মলমূত্রাদি পরিত্যাগ ও নিদ্রিত ধেনুর দেহে পদাঘাত করুক ; কর্ম্মসমাধানান্তে যে ব্যক্তি ভৃত্যকে বেতন প্রদান না করে, তাহার যে অধর্ম্ম সে তাহাই প্রাপ্ত হউক ; পুত্রনির্ব্বিশেষে যে রাজা প্রজাদিগকে প্রতিপালন করিতেছেন, যে দুরাচার তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই অধিকার করুক এবং যিনি ষষ্ঠাংশ কর লইয়া প্রজাদিগকে পালন না করেন, তাঁহার যে অধর্ম্ম, সে তাহাতেই লিপ্ত হউক। আর্য্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাপসগণকে যজ্ঞীয় দক্ষিণা অঙ্গীকার করিয়া যে তাহার অপলাপ করে, উহার পাপ তাহাকে স্পর্শ করুক ; সে যেন হস্ত্যশ্বসঙ্কুল শস্ত্রসমাকুল সংগ্রামে পরাঙ্‌মুখ হয় ; বুদ্ধিমান আচার্য্য যে সূক্ষ্মার্থ শাস্ত্রে উপদেশ দিয়াছেন, ঐ দুর্ম্মতি তাহা বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলুক, এবং সে সেই আজানুলম্বিতবাহু বিশালস্কন্ধ সূর্য্যচন্দ্র-সঙ্কাশ মহাবীর রামের রাজ্যাধিকার পর্য্যন্ত যেন জীবিত না থাকে। আর্য্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন,

সেই নির্ঘৃণ শ্রাদ্ধাদিনিমিত্ত ব্যতিরেকে পায়স কৃশর ও ছাগমাংস ভোজন করুক ; গুরুলোকের অবমাননা নিন্দা ও মিত্রদ্রোহে প্রবৃত্ত হউক ; কেহ বিশ্বাস বশত কাহারও কোন অপযশের কথা কহিলে ঐ দুর্ম্মতি তাহা প্রকাশ করিয়া দিক এবং সে অকৃতজ্ঞ সজ্জনপরিত্যক্ত ও সকলের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকুক। আর্য্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে স্বগৃহে পুত্রকলত্রভৃত্যে পরিবৃত হইয়া একাকী সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করুক ; অনুরূপ ভার্য্যা না পাইয়া এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম না করিয়া নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে ইহলোক হইতে অপসৃত হউক ; রাজা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধকে বধ করিলে যে পাপ হয়, এবং ভৃত্যত্যাগে যে পাপ হয়, সে তাহাই লাভ করুক। আর্য্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সে লাক্ষা লৌহ মধু মাংস ও বিষ বিক্রয় করিয়া পোষ্যবর্গের ভরণ পোষণে প্রবৃত্ত হউক ; অতি ভীষণ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করত শত্রুহস্তে নিহত হউক ; উন্মত্তের ন্যায় চীরবস্ত্র পরিধান ও নরকপাল গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষার্থী হইয়া পৃথিবী পর্য্যটন করুক এবং প্রতিনিয়ত মদ্য স্ত্রী ও অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত ও কাম ক্রোধে অভিভূত হইয়া থাকুক। আর্য্যে ! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, তাহার যেন ধর্ম্মদৃষ্টি না থাকে ; সে অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ ও অপাত্রে অর্থ বিতরণ করুক ;

তাহার যা কিছু ধনসম্পদ আছে, দস্যুগণ তাহা অপহরণ করিয়া লউক ; উভয় সন্ধ্যা ব্যাপিয়া যে নিদ্রিত থাকে, তাহার যে পাপ, ঐ দুরাচার তাহাই অধিকার করুক ; অগ্নিদায়কের যে পাপ, গুরুদারগামীর যে পাপ এবং মিত্রদ্রোহীর যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক ; ঐ পামর দেবগণ পিতৃগণ এবং পিতা মাতার যেন শুশ্রূষা না করে ; সে আজি সাধুগণের লোক, সাধুগণের কীর্ত্তি এবং সাধুজনসেবিত কার্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হউক ; নানা প্রকার অনর্থকর বিষয়ে তাহার যেন আসক্তি জন্মে ; সে বহু পোষ্যবর্গে পরিবৃত জ্বররোগগ্রস্ত ও দরিদ্র হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ক্লেশ ভোগ করুক এবং যে সমস্ত যাচক, মুখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক দীনভাবে স্তুতিবাদ করিয়া থাকে, সে তাহাদেরও আশা নিষ্ফল করুক। আর্য্যে! যাহার মতক্রমে রাম বনে গিয়াছেন, সেই অধার্ম্মিক, রুক্ষস্বভাব খল অশুচি ও রাজভয়ে ভীত হইয়া সকলকে প্রতারণা করিবে ; সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ঋতুস্নানানন্তর সন্নিহিত হইলে ঐ দুর্ম্মতি তাহাকে উপেক্ষা করিবে ; আহারাদি প্রদান না করাতে যে ব্রাহ্মণের সন্তানাদি বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহার যে পাপ, ঐ ব্যক্তি তাহাই প্রাপ্ত হইবে ; সে বিপ্রগণের অর্চ্চনার ব্যাঘাত এবং বালবৎসা ধেনুকে দোহন করুক ; সে ধর্ম্মানুরাগ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম-পত্নী পরিহার পূর্ব্বক পরদারে আসক্ত হউক ; যে পানীয় জল

দূষিত করে এবং যে বিষ প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক; জল থাকিতে যে ব্যক্তি পিপাসার্ত্তকে বঞ্চনা করে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই প্রাপ্ত হউক; যাহারা শাস্ত্র আশ্রয় পূর্ব্বক ভক্তিযোগ সহকারে স্ব স্ব দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া বিবাদ করে, তাহাদের যে পাপ এবং যে ব্যক্তি ঐ বিবাদে কর্ণপাত করিয়া থাকে, তাহার যে পাপ, সে তাহাই লাভ করুক। রাজকুমার ভরত এইরূপ শপথ করিয়া পতিপুত্রহীনা আর্য্যা কৌশল্যাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক দুঃখিতমনে ভূতলে নিপতিত হইলেন।

অনন্তর শোকার্ত্তা কৌশল্যা ভরতকে কহিলেন, বৎস! তুমি এইরূপ শপথ করিয়া আমার অন্তরে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিলে, এক্ষণে আমার দুঃখ আরও প্রবল হইয়া উঠিল। ভাগ্যক্রমেই তোমার স্বভাব ধর্ম্ম-পথ হইতে ভ্রষ্ট হয় নাই। এক্ষণে যদি তোমার প্রতিজ্ঞা সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি সাধু লোক প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই। এই বলিয়া কৌশল্যা, ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে অঙ্কে গ্রহণ ও আলিঙ্গন পূর্ব্বক ব্যাকুলহৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তৎকালে প্রবল শোক ও মোহ প্রভাবে ভরতেরও মন ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল, ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। তিনি বারংবার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার বুদ্ধিও বিকল হইয়া উঠিল।

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর রজনী প্রভাত হইলে বশিষ্ঠদেব ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! বৃথা আর শোক করিয়া কি হইবে, রাজা দশরথের দেহ দাহ করিবার সময় হইয়াছে, এক্ষণে তোমায় তাহারই উদ্যোগ করিতে হইবে।

তখন ভরত, বশিষ্ঠকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া, পিতার প্রেতকৃত্য সাধনে উদ্যুক্ত হইলেন এবং তাঁহাকে তৈলদ্রোণি হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক ভূতলে সন্নিবেশিত করিলেন। দশরথের মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছিল, তৎকালে তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন, তিনি নিদ্রিত হইয়া আছেন। অনন্তর ভরত নানারত্নখচিত উৎকৃষ্ট শয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া দীনমনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! আমি প্রবাসে ছিলাম, তথা হইতে প্রত্যাগমন না করিতে আপনি, আর্য্য রাম ও মহাবল লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া কি অকার্য্যই করিয়াছেন? আমি রামশূন্য হইয়াছি, এক্ষণে এই দীনকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন? রাম অরণ্যে গিয়াছেন, আপনারও লোকান্তর হই

য়াছে, অতঃপর এই নগরে আর কে স্থিরমনে প্রজাগণের অলব্ধ লাভ ও লব্ধরক্ষায় যত্নবান হইবে? পিতঃ! এই বসুমতী আপনার অভাবে বিধবা হইয়াছেন এবং নগরীও শশাঙ্কহীন শর্ব্বরীর ন্যায় একান্ত হতশ্রী হইয়া গিয়াছে।

বশিষ্ঠদেব ভরতকে দীনভাবে এইরূপ পরিতাপ করিতে দেখিয়া পুনরায় কহিলেন, রাজকুমার! দশরথের যে সমস্ত ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তুমি ব্যাকুল না হইয়া, অবিচারিত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠান কর। তখন ভরত বশিষ্ঠের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, আচার্য্য ঋত্বিক ও পুরোহিতদিগকে তদ্বিষয়ে ত্বরা দিতে লাগিলেন। অগ্ন্যগার হইতে রাজার যে অগ্নি অগ্রে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, ঋত্বিক ও যাজকেরা বিধানক্রমে উহাতে আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর পরিচারকেরা মৃত দশরথকে শিবিকায় আরোপণ পূর্ব্বক বাষ্পকণ্ঠে শূন্যহৃদয়ে সরযূতীরে লইয়া চলিল। বহু-সংখ্য লোক, গমনপথে স্বর্ণ রৌপ্য ও বিবিধ বস্ত্র নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে অনেকে চন্দন অগুরু ও গুগ্‌গুল প্রভৃতি নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য এবং সরল পদ্মক ও দেবদারু প্রভৃতি কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক চিতা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। ঋত্বিকেরা উপস্থিত হইয়া রাজা দশরথকে ঐ চিতামধ্যে স্থাপন করাইলেন এবং জ্বলন্ত অনলে আহুতি প্রদান

পূর্ব্বক তাঁহার পরলোকশুদ্ধির নিমিত্ত মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। সামবেদ গায়কেরা শাস্ত্রানুসারে সামগানে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজমহিষীগণ বৃদ্ধবর্গে পরিবৃত হইয়া শিবিকা ও যানে আরোহণ পূর্ব্বক নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও তথায় আগমন পূর্ব্বক শোকসন্তপ্ত মনে ক্রৌঞ্চীর ন্যায় করুণ-কণ্ঠে রোদন করিতে করিতে ঋত্বিকগণের সহিত রাজাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন।

পরে মহিষীরা যান হইতে সরযূতীরে অবতরণ পূর্ব্বক ভরতের সহিত প্রেতোদ্দেশে তর্পণ করিলেন এবং তর্পণ সমাপনান্তে মন্ত্রী ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে বাষ্পাকুললোচনে পুর প্রবেশ করিয়া ভূতলে শয়ন ও অতিক্লেশে দশাহ অতিবাহন করিতে লাগিলেন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর দশাহ অতীত হইলে ভরত, শ্রাদ্ধ করিয়া পবিত্র হইলেন এবং দ্বাদশাহে দ্বিতীয় মাসিক প্রভৃতি সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া, পিতার পারলৌকিক ফল আকাঙ্ক্ষায় ব্রাহ্মণগণকে ধনরত্ন প্রচুর ভক্ষ্যভোজ্য ছাগ বহুসংখ্য গো দাসী দাস বাসভবন ও যান প্রদান করিতে লাগিলেন।

পরে ত্রয়োদশাহে তিনি প্রভাতকালে চিতাভস্ম উত্তোলন পূর্ব্বক স্থলশুদ্ধি করিবার নিমিত্ত সরযূতটে গমন করিলেন এবং পিতৃশোকে একান্ত বিহ্বল হইয়া পিতার চিতামূলে দুঃখিতমনে মুক্তকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, তাত! আপনি, যে রামের হস্তে আমায় অর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে বনে, সুতরাং আপনি আমায় শূন্যে রাখিয়া গিয়াছেন। হা! যে অনাথার আশ্রয়স্বরূপ পুত্রকে আপনি বনে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, এক্ষণে সেই কৌশল্যাকে ফেলিয়া আপনি কোথায় গমন করিলেন?

এই বলিয়া ভরত, যথায় দশরথের অস্থি সকল দগ্ধ হইয়া দেহ নির্ব্বাণ হইয়াগিয়াছে, সেই ভস্মাকীর্ণ অরুণবর্ণ চিতাস্থান দর্শন

করিয়া বিষাদভরে অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। লোকে ইন্দ্রধ্বজকে যেমন উত্তোলিত করে, তৎকালে সকলে তাঁহাকে সেইরূপে উত্থাপিত করিল। অনন্তর অমাত্যেরা ভর্ত্তৃবিয়োগশোকে মূর্চ্ছিত হইলেন। শত্রুঘ্নও ভরতকে শোকাকুল দেখিয়া ও পিতাকে মনে করিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিলেন এবং পিতৃগুণ স্মরণে উন্মত্তের ন্যায় বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া কাতরভাবে কহিতে লাগিলেন, হা! মন্থরা হইতে যে শোকসাগর উৎপন্ন হইল, কৈকেয়ী যাহার জলজন্তু, আমরা সকলেই সেই বরদানরূপ অগাধ সমুদ্রে নিমগ্ন হইলাম! পিতঃ! এই সুকুমার বালক ভরতকে আপনি সততই লালন পালন করিয়াছেন, এক্ষণে ইনি আপনার উদ্দেশে বিলাপ করিতেছেন, আপনি ইহাঁকে ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলেন? পান, ভোজন, বসন, ভূষণ সকলই আপনি আমাদিগকে আদর করিয়া দিতেন, আজ আর সেরূপ কে করিবে? এই পৃথিবী আপনার ন্যায় ধর্ম্মপরায়ণ পতিকে বিসর্জন দিয়া প্রকৃত সময়েই বিদীর্ণ হইল না। হা! পিতার লোকান্তর লাভ হইয়াছে, রাম অরণ্যে গিয়াছেন, এক্ষণে আর আমার প্রাণ ধারণের সামর্থ কি? আমি হুতাসনে আত্ম সমর্পণ করিব; ভ্রাতৃহীন ও পিতৃহীন হইয়া শূন্য অযোধ্যায় কদাচ প্রবেশ করিব না, এক্ষণে নিশ্চয়ই তপোবনে যাইব।

অনন্তর অনুগামিগণ ভরত ও শক্রুঘ্নের এইরূপ বিলাপ শ্রবণ এবং এই বিপদ দর্শন করিয়া পুনরায় কাতর হইয়া উঠিল। ঐ উভয় রাজকুমারও ভগ্নশৃঙ্গ বৃষভের ন্যায় বিষণ্ণ ও শ্রান্ত হইয়া ধরাতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন।

ইত্যবসরে সত্ত্বপ্রকৃতি সর্ব্বজ্ঞ ইক্ষ্বাকুকুলগুরু বশিষ্ঠ ভরতকে ভূতল হইতে উত্থাপন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার! আজ ত্রয়োদশ দিবস হইল, তোমার পিতার অগ্নিসংস্কার সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে কেবল অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্য অবশেষ থাকিতে তুমি কেন তদ্বিষয়ে কাল বিলম্ব করিতেছ? দেখ, ক্ষুৎপিপাসা, শোকমোহ ও জরামৃত্যু এই তিনটি নির্ব্বিশেষে শরীর ধারণে সাধারণের ঘটিয়া থাকে, ইহা যখন জীবের অপরিহার্য্য হইতেছে, তখন দুঃখে এককালে অভিভূত হওয়া তোমার উচিত হয় না। তত্ত্বদর্শী সুমন্ত্রও শক্রঘ্নকে উত্থাপন পূর্ব্বক প্রসন্ন করিয়া জীবের উৎপত্তিবিনাশের বিষয়ে নানা প্রকার কহিতে লাগিলেন।

তখন ভরত ও শক্রঘ্ন অশ্রুজল মার্জ্জনা করত আরক্তলোচনে গাত্রোত্থান করিয়া, বর্ষা ও উত্তাপ প্রভাবে যে ইন্দ্রধ্বজ ম্লান হইয়া গিয়াছে তাহার ন্যায় সুশোভিত হইলেন। অমাত্যেরাও অস্থিসঞ্চয়ন কার্য্যের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে বারংবার ত্বরা দিতে লাগিলেন।

অষ্ট সপ্ততিতম সর্গ।

অনন্তর সুমিত্রাতনয় শত্রুঘ্ন শোকার্ত্ত ভরতকে রামের সন্নিধানে যাত্রা করিতে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া কহিলেন, আর্য্য! সঙ্কটকালে যিনি সকলকেই আশ্রয় দিয়া থাকেন, সেই রাম যে নিজের ও আমাদের গতি, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এক্ষণে একজন স্ত্রীলোক তাঁহাকে অরণ্যে নির্ব্বাসিত করিল? আর্য্য লক্ষ্মণ মহাবল পরাক্রান্ত, তিনি পিতৃনিগ্রহ করিয়া উহাঁকে কেন বনবাসদুঃখ হইতে বিমুক্ত করিলেন না? যে রাজা স্ত্রীলোকের কথায় অসৎ পথ অবলম্বন করিলেন, ন্যায়ান্যায় বিচার করিয়া তাঁহাকে অগ্রেই নিগ্রহ করা উচিত ছিল।

শত্রুঘ্ন ভরতকে এইরূপ কহিতেছেন, ইত্যবসরে কুব্জা দ্বার-দেশে উপস্থিত হইল। সে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সর্ব্বাঙ্গ চন্দনে চর্চ্চিত ও ভূষণে বিভূষিত করিয়া রজ্জুবদ্ধ বানরীর ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ভরত সেই পাপ-

কারিণী কুব্জাকে দ্বারদেশে দর্শন করিয়া, নির্দ্দয়ভাবে গ্রহণ ও শত্রুঘ্নের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! যাহার নিমিত্ত রামের বনবাস ও আমাদের পিতার প্রাণনাশ হইয়াছে, এই সেই পাপীয়সী কুব্জা, এক্ষণে তোমার যা অভিরুচি হয়, তাহাই কর।

শত্রুঘ্ন, ভরতের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া দুঃখিতভাবে অন্তঃপুরচরদিগকে কহিলেন, দেখ, এই কুহকিনী আমার পিতা ও ভ্রাতৃগণের মনে মর্ম্মবেদনা দিয়াছে, সুতরাং এ, এখনই এই ক্রূর কার্য্যের ফল ভোগ করুক। এই বলিয়া তিনি সেই সখীজনপরিবৃতা কুব্জাকে বল পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন। কুব্জা আর্ত্তনাদে গৃহ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। তাহার সখীরা যৎপরো নাস্তি সন্তপ্ত হইল এবং শত্রুঘ্নকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। পলায়ন কালে পরস্পর মন্ত্রণা করিল, দেখ, শত্রুঘ্ন যেরূপ উপক্রম করিয়াছেন, হয় ত আমাদিগকেও নিঃশেষ করিবেন। এখন আইস, আমরা সকলে গিয়া ধর্ম্মিষ্ঠা বদান্যা কৌশল্যার শরণাপন্ন হই, এক্ষণে তিনিই আমাদিগের গতি।

এদিকে শত্রুঘ্ন ক্রোধভরে কুব্জাকে ভূতলে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইতস্ততঃ আকর্ষণে তাহার নানাপ্রকার অলঙ্কার স্খলিত হইয়া

পড়িল। স্খলিত ভূষণে সুশোভন গৃহ শারদীয় আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মহাবল শত্রুঘ্ন প্রবল ক্রোধে তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া কঠোর বাক্যে কৈকেয়ীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। কৈকেয়ী শত্রুঘ্নের কথায় যার পর নাই দুঃখিত ও তাঁহার ভয়ে অত্যন্ত ভীত হইয়া ভরতের শরণাপন্ন হইলেন। তখন ভরত শত্রুঘ্নকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! স্ত্রীলোককে বধ করিতে নাই, ক্ষমা কর। দেখ, যদি রাম মাতৃঘাতক বলিয়া আমার উপর ক্রোধ না করিতেন, তাহা হইলে আমি এই দুষ্টা কৈকেয়ীকে বিনাশ করিতাম। এক্ষণে তুমি এই কুব্জাকে বধ করিলে তিনি আর কখনই আমাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না।

শত্রুঘ্ন ভরতের আদেশে ঐ দোষকর কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং মূর্চ্ছিতা মন্থরাকেও পরিত্যাগ করিলেন। কাতরা মন্থরা পরিত্যক্ত হইবামাত্র উত্থিত হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে কৈকেয়ীর চরণতলে নিপতিত হইল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া করুণভাবে রোদন করিতে লাগিল। কৈকেয়ীও তাহাকে শত্রুঘ্নের আকর্ষণে হতজ্ঞান দেখিয়া, আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

একোনাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর চতুর্দ্দশ দিবসের প্রত্যূষে বহুসংখ্য বিচক্ষণ লোক একত্র হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! যিনি আমাদিগের গুরুতর গুরু ছিলেন, সেই মহীপাল, রাম ও লক্ষ্মণকে নির্ব্বাসিত করিয়া লোকান্তরে গিয়াছেন, অদ্য তুমিই আমাদিগের রাজা হও; এই রাজ্য অরাজক হইয়াও অমত্যগণের ঐকমত্যে রক্ষিত হইলে কদাচই উচ্ছিন্ন হইবে না। এক্ষণে মন্ত্রিরা পৌরগণের সহিত অভিষেকার্থ এই সমস্ত উপকরণ লইয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি অভিষিক্ত হইয়া পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ ও আমাদিগকে এই বিপদ হইতে পরিত্রাণ কর।

তখন ভরত অভিষেকের দ্রব্য সকল প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, জ্যেষ্ঠের রাজ্যাধিকার হওয়া আমাদিগের কুলব্যবহার; তদ্বিষয়ে আমায় অনুরোধ করা তোমাদিগের উচিত হইতেছে না। আর্য্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ,

অতঃপর তিনিই রাজা হইবেন, আর আমি গিয়া অরণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর অবস্থান করিব। এক্ষণে চতুরঙ্গ সৈন্য সুসজ্জিত কর, আমি স্বয়ং বন হইতে রামকে আনয়ন করিব। অভিষেকের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী আহরণ করা হইয়াছে, রামের জন্য তৎসমুদয় অগ্রে করিয়া লইব এবং বন মধ্যেই তাঁহাকে অভিষিক্ত করিয়া যজ্ঞশালা হইতে যেমন অগ্নিকে আনয়ন করে, তাঁহাকে সেই রূপেই আনিব। বলিতে কি, এই নামমাত্র জননীর মনোরথ কোনক্রমেই পূর্ণ করিব না। এক্ষণে শিল্পিরা আমার বন গমনের পথ প্রস্তুত করুক, যে সমস্ত ভূমি অত্যন্ত উন্নতানত হইয়া আছে, তৎসমুদায় সমতল করিয়া দিক এবং যাহারা দুর্গম স্থানে সঞ্চরণ করিতে পারে, এইরূপ রক্ষক সকল সমভিব্যাহারে চলুক।

ভরতের এই প্রকার কথা শুনিয়া তত্রত্য সকলে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ রামকে রাজ্য দানের সঙ্কল্প করিয়াছ, তোমার শ্রীলাভ হউক। এই বলিয়া আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অমাত্য ও পারিষদেরা বীতশোক হইয়া কহিলেন, যুবরাজ! তোমার বাক্যানুসারে শিল্পী ও রক্ষকদিগকে আদেশ করা হইয়াছে। উহারা তোমার গমনের পথ প্রস্তুত ও দুর্গম স্থানে রক্ষা করিবে।

অশীতিতম সর্গ।

অনন্তর সূত্রকর্ম্মপর, ভূভাগজ্ঞ, বৃক্ষতক্ষক, সুদক্ষ খনক, অবরোধক, স্থপতি, বর্দ্ধকী, সূপকার, সুধাকার, বংশকার, চর্ম্মকার, যন্ত্রনির্ম্মাতা কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, ও পথপরীক্ষকেরা যাত্রা করিল। বহুসংখ্য লোক হর্ষভরে নির্গত হইলে পূর্ণিমার খরবেগ মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। পথশোধকেরা সর্ব্বাগ্রে দলবল সমভিব্যাহারে কুদ্দালাদি অস্ত্র লইয়া চলিল এবং তরু লতা গুল্ম স্থাণু ও প্রস্তর সকল ছেদন করিয়া পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল। যে স্থানে বৃক্ষ নাই, অনেকে তথায় বৃক্ষ রোপণ করিল এবং অনেকে কুঠার, টঙ্ক ও দাত্র দ্বারা নানা স্থানের বৃক্ষ ছেদন করিয়া ফেলিল। কোন কোন মহাবল বদ্ধমূল উশীরের গুচ্ছ উৎপাটন করিল, এবং অনেকেই উন্নত স্থান সমতল ও গভীর গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া

দিল। কেহ সেতুবন্ধন, কেহ কর্ক্কর চূর্ণ এবং কেহ কেহ বা জল নির্গমার্থ মৃৎপাষাণাদি ভেদ করিতে লাগিল। স্বল্পকাল মধ্যেই সূক্ষ্ম প্রবাহ সকল জলপূর্ণ ও সাগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ হইয়া গেল এবং যে প্রদেশে জল নাই তথায় বেদি-পরিশোভিত কূপাদি প্রস্তুত করিল। বৃক্ষে পুষ্প ফুটিতে লাগিল, পক্ষী সকল আহ্লাদে কোলাহল করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোথায় কুট্টিম সুধাধবলিত, কোথায় চন্দনজলে সংসিক্ত, কোথায় কুসুম সমূহে অলঙ্কৃত, কোথায়ও বা পতাকা উড্ডীন হইল। এইরূপে সৈন্যগণের গমনপথ দেবপথের ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল।

অনন্তর যাহারা শিবিরাদি সন্নিবেশে আদেশ পাইয়াছে, তাহারা স্বাদুফলবহুল প্রদেশে প্রশস্ত নক্ষত্র ও মুহূর্ত্তে ভরতের ইচ্ছানুরূপ শিবিরাদি স্থাপনে অনুচরদিগকে প্রবর্ত্তিত করিল এবং প্রস্তুত হইলে তৎসমুদায় বিবিধ সজ্জায় সুশোভিত করিয়া দিল। পরে ঐ সমস্ত নিবেশের চতুর্দ্দিক ধূলিধূষরিত সগর্ত্ত প্রান্তভিত্তি দ্বারা পরিবৃত করিয়া ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত প্রতিমায় সুশোভিত ও প্রশস্ত রথ্যায় পরিব্যাপ্ত করিল। স্থানে স্থানে প্রাসাদ, প্রাকার এবং যাহার শিখরে কপোতগৃহ রহিয়াছে, এইরূপ উন্নত সপ্তভূমিক ভবন নির্ম্মিত হইল। ফলত তৎকালে ঐ সকল নিবেশ শিল্পিগণের প্রযত্নে

ইন্দ্রপুরীর ন্যায় রমণীয় হইয়া উঠিল। যাহার তীরে নানা প্রকার বৃক্ষ ও কানন শোভা পাইতেছে, যাহার জল শীতল নির্ম্মল ও মৎস্যপূর্ণ, সেই জাহ্নবী অবধি ঐ উৎকৃষ্ট রাজপথ এইরূপে প্রস্তুত হইয়া চন্দ্রতারামণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।

একাশীতিতম সর্গ।

অনন্তর যে দিবস অভিষেকার্থ নান্দীমুখপ্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে, উহার পূর্ব্বরাত্রির শেষ ভাগে সূত ও মাগধেরা মঙ্গল প্রতিপাদক স্তুতিবাদ দ্বারা ভরতের স্তব আরম্ভ করিল। নিশাবসানসূচক দুন্দুভি সুবর্ণময় দণ্ড দ্বারা আহত হইয়া ধ্বনিত ও বহুসংখ্য শঙ্খ বাদিত হইতে লাগিল। তূর্য্যঘোষ ও অন্যান্য বিবিধ বাদ্যে নভোমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

তখন শোকসন্তপ্ত ভরত প্রবুদ্ধ ও অধিকতর শোকাকুল হইয়া বাদ্যরব নিবারণ পূর্ব্বক বাদকদিগকে কহিলেন, দেখ আমি রাজা নহি। এই বলিয়া তিনি শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! কৈকেয়ী হইতেই ইহারা এইরূপ অনুচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং রাজা দশরথও আমার উপর দুঃখভার অর্পণ পূর্ব্বক লোকান্তরে গিয়াছেন। এক্ষণে সেই ধর্ম্মরাজের ধর্ম্মমূলা রাজশ্রী, প্রবাহোপরি কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে। আর যিনি আমাদিগের প্রভু, তাঁহাকে আমার এই জননী ধর্ম্মমর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক নির্ব্বাসিত

করিয়াছেন। তিনি থাকিলে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। এই বলিয়া ভরত যার পর নাই পরিতপ্ত হইয়া বিমোহিত হইলেন। তদ্দর্শনে তত্রত্য স্ত্রীলোকেরা দীনমনে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাজধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সুরসভাসদৃশ সুবর্ণ-নির্ম্মিত মণি-খচিত সভামণ্ডপে প্রবেশ পূর্ব্বক উৎকৃষ্ট আস্তরণসংযুক্ত হেমময় পীঠে উপবেশন করিয়া দূতদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা এক্ষণে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অমাত্য, সেনাপতি ও যোদ্ধৃগণের সহিত ভরত শত্রুঘ্ন ও অন্যান্য রাজপুত্র, এবং যুধাজিৎ সুমন্ত্র ও অপরাপর হিতকারী ব্যক্তিকে শীঘ্র আনয়ন কর, বিলম্বে বিঘ্ন ঘটিতে পারে, এমন কোন কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আদেশ করিবামাত্র সকলেই হস্তী অশ্ব ও রথে আরোহণ পূর্ব্বক আগমন করিতে লাগিলেন। উহাঁদিগের আগমনে চতুর্দ্দিকে তুমুল কোলাহল উত্থিত হইল। প্রজারা রাজকুমার ভরতকে আসিতে দেখিয়া, রাজা দশরথের ন্যায় তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিল। তখন সেই তিমিনাগসঙ্কুল সুবর্ণবহুল স্থির হ্রদের ন্যায় রাজসভা ভরত ও শত্রুঘ্ন কর্ত্তৃক সুশোভিত হইয়া, পূর্ব্বে রাজা দশরথ থাকিতে যেরূপ ছিল, সেই রূপই পরিদৃশ্যমান হইল।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

ধীমান, ভরত সেই বিদ্বজ্জনপূর্ণ রাজসভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সভাস্থলে যে সকল আর্য্য আসনে উপবেশন করিয়া আছেন, তাঁহাদিগের বস্ত্র ও অঙ্গরাগ প্রভায় উহা উদ্ভাষিত হইয়া পূর্ণচন্দ্রমণ্ডিত সারদীয় শর্ব্বরীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তিনি প্রবেশ করিলে ধর্ম্মজ্ঞ বশিষ্ঠ প্রজাগণকে অবলোকন করিয়া মৃদুবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! রাজা দশরথ সত্যপালনরূপ ধর্ম্ম সাধন করিয়া, এই ধনধান্যবতী বসুমতী তোমায় অর্পণ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। সত্যপরায়ণ রামও সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া, তার নিদেশানুরূপ কার্য্য করিতেছেন। এক্ষণে তুমি অভিষিক্ত হইয়া পিতা ও ভ্রাতার প্রদত্ত রাজ্য নির্ব্বিঘ্নে উপভোগ কর। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশের রাজগণ এবং দ্বীপবাসী ও সামুদ্রিক বণিকেরা তোমায় উপহার দিবার নিমিত্ত অসংখ্য ধনরত্ন আনয়ন করুক।

রাজকুমার ভরত মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্যে শোকে একান্ত অভিভূত হইলেন এবং ধর্ম্ম কামনায় মনে মনে রামকে স্মরণ

করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি কলহংসস্বরে বাষ্পগদ্গদ-বচনে বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! যিনি ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান অধ্যয়নান্তে স্নান করিয়াছেন, সেই ধর্ম্মশীল ধীমান রামের রাজ্য মাদৃশ লোকে কিরূপে গ্রহণ করিবে? কিরূপেই বা আমি, রাজা দশরথের ঔরসে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হইব? এই রাজ্য ও আমি উভয়ই রামের। তপোধন! এই সকল অনুধাবন করিয়া ধর্ম্মসঙ্গত কথা বলা আপনার উচিত হইতেছে। দিলীপতুল্য নহুষসদৃশ আর্য্য রাম আমাদিগের জ্যেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, পিতার ন্যায় তিনিই রাজ্য অধিকার করিবেন। এক্ষণে যদি আমি এই অসাধুসেবিত নরকপ্রদ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, তাহা হইলে আমাকে নিশ্চয়ই ইক্ষ্বাকুবংশের কলঙ্কস্বরূপ থাকিতে হইবে। আমার জননী যে অসৎ কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে কোনমতে আমার অভিরুচি নাই। আমি এস্থান হইতেই সেই বনদুর্গস্থ রামকে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করি। তিনি এই রাজ্যের রাজা, তিনি ত্রৈলোক্যরাজ্যেরও রাজা, অতঃপর আমি তাঁহার অনুসরণ করিব।

তখন রামানুরাগী সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি ভরতের এই ধর্ম্মানুগত কথা শ্রবণ করিয়া হর্ষভরে অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত পুনরায় কহিলেন, যদি রামকে বন হইতে

প্রত্যানয়ন করিতে না পারি, তবে তাঁহার ও লক্ষ্মণের ন্যায় আমিও তথায় অবস্থান করিব। তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য আপনাদিগের সমক্ষে আমায় সমস্ত উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। অভৃতিক কর্ম্মকর, কর্ম্মান্তিক ভৃত্য, পথশোধক ও রক্ষকদিগকে অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার যাত্রা করা আবশ্যক।

এই বলিয়া ভ্রাতৃবৎসল ভরত সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি শীঘ্র গিয়া অরণ্যযাত্রা ঘোষণা কর এবং অবিলম্বে এই স্থানে সৈন্যগণকে আন। সুমন্ত্র আদেশমাত্র পুলকিতচিত্তে এই সমাচার সর্ব্বত্র প্রচার করিলেন। প্রকৃতিগণ ও সৈন্যাধ্যক্ষেরা সৈন্যদিগকে রামের আনয়নার্থ প্রস্থানের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্তই সন্তুষ্ট হইল। প্রতিগৃহে সৈনিকগণের গৃহিনীরা এই সংবাদ পাইয়া ভর্তৃগণকে হৃষ্টমনে ত্বরা প্রদান করিতে লাগিল।

অনন্তর সেনাপতিরা অন্যান্য যোদ্ধৃবর্গের সহিত সৈন্যদিগকে অশ্ব গোযান ও মনোবেগ রথে আরোপণ পূর্ব্বক ভরতের সন্নিধানে প্রেরণ করিল। তদ্দর্শনে ভরত বশিষ্ঠের সমক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী সুমন্ত্রকে কহিলেন, সূত! তুমি সত্বর আমার রথ আনয়ন কর। সুমন্ত্র আজ্ঞামাত্র হৃষ্টমনে উৎকৃষ্টঅশ্বযোজিত রথ লইয়া উপস্থিত হইলেন। তখন সত্যানুরাগী সত্যপরাক্রম ভরত পুন-

রায় কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র যাইয়া সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সৈন্যসংযোগের নিমিত্ত আদেশ কর; আমি জগতের হিত-সাধনের জন্য আর্য্য রামকে প্রসন্ন করিয়া এস্থানে আনিবার বাসনা করিয়াছি। তখন সুমন্ত্র পূর্ণমনোরথ হইয়া, সৈন্যাধ্যক্ষ-দিগকে সৈন্যসংযোগের আজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্ব্বক প্রকৃতিপ্রধান ও সুহৃদগণকে বনগমনার্থ আহ্বান করিলেন। প্রতিগৃহে সকলেই উদ্যুক্ত হইয়া উৎকৃষ্ট জাতীয় অশ্ব, উষ্ট্র, হস্তী, গর্দভ ও রথ সকল যোজনা করিতে লাগিল।

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, ভরত রথে আরোহণ করিয়া রামের দর্শন কামনায় যাত্রা করিলেন। তাঁহার অগ্রে অগ্রে মন্ত্রী ও পুরোহিতেরা চলিলেন। সুসজ্জিত নয় সহস্র হস্তী, লক্ষ অশ্বারোহী, ষষ্টি সহস্র রথ ও বিবিধ আয়ুধধারী বীর পুরুষেরা তাঁহার অনুগমনে প্রবৃত্ত হইল। যশস্বিনী কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ী হৃষ্টমনে উজ্জ্বল যানে গমন করিতে লাগিলেন। আর্য্যেরা যাত্রাকালে পুলকিত চিত্তে রামের অত্যাশ্চর্য্য কথা সকল কহিতে আরম্ভ করিলেন। নগরবাসিরাও হর্ষভরে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, আমরা কখন্ সেই জগতের শোকনাশন ঘনশ্যাম রামকে দর্শন করিব। যেমন দিবাকর উদিত হইয়াই অন্ধকার নিরাস করেন, সেইরূপ তিনি দৃষ্ট মাত্রই আমাদিগের শোক সন্তাপ অপনীত করিবেন। ইহাঁ-

দিগের পশ্চাৎ নগরের সুপ্রসিদ্ধ বণিক, মণিকার, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্ম্মার, * মায়ূরক, † ক্রাকচিক, ‡ বেধকার, রোচক, § দন্তকার, || সুধাকার, ¶ গন্ধোপজীবী, সুবর্ণকার, কম্বলকার, স্নাপক, অঙ্গমর্দ্দক, বৈদ্য, ধূপক, শৌণ্ডিক, রজক, তুন্নবায়, ** স্ত্রীগণের সহিত নট, ও কৈবর্ত্তেরা সুবেশে শুদ্ধ বসনে কুঙ্কুমাদিমিশ্রিত অনুলেপন ধারণ পূর্ব্বক গোযানে যাইতে লাগিল। বহুসংখ্য বেদবিৎ ব্রাহ্মণও অনুগমনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর সকলে হস্ত্যশ্ব রথে বহুদূর অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে গঙ্গার সন্নিহিত হইলেন। নিষাদপতি গুহ ঐ স্থান শাসন করিতেছেন এবং জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় অপ্রমাদে বাস করিয়া আছেন। সকলে তথায় উপস্থিত হইলে ভরতের অনুযায়িনী সেনা ঐ চক্রবাক-শোভিত ভাগীরথীর

* কামার।

† যাহারা ময়ূরপিচ্ছ দ্বারা ছত্রাদি নির্ম্মাণ করে।

‡ করাতি।

§ যে কাচাদি প্রস্তুত করিতে পারে।

|| যে হস্তিদন্ত দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য গড়িয়া থাকে।

¶ যে চূর্ণ লেপন করিয়া দেয়।

** দর্জ্জী।

তীর আশ্রয় পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল। ভরত সৈন্য-গণকে গমনে উদ্যোগশূন্য দেখিয়া এবং পুণ্য-সলিলা গঙ্গাকে নিরীক্ষণ করিয়া অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ, আজ আমরা এই স্থানে বিশ্রাম করিয়া, কল্য এই সাগরগামিনী নদী পার হইব, এই সংবাদ দিয়া এক্ষণে সৈন্য সকল সন্নিবেশিত কর। আর আমিও এই নদীতে অবতীর্ণ হইয়া স্বর্গস্থ মহারাজের পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত তর্পণ করিব।

তখন অমাত্যেরা ভরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যগণের মধ্যে যাহার যে স্থানে ইচ্ছা তাহাকে তথায় নিবেশিত করিলেন। ভরত বিবিধ উপকরণ-যুক্ত সৈন্য সকলকে গঙ্গাতীরে সুব্যবস্থায় স্থাপন করাইয়া রামকে কি প্রকারে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, চিন্তা করিতে লাগিলেন।

চতুরশীতিতম সর্গ

এদিকে নিষাদপতি গুহ, গঙ্গাতীরে সৈন্য সকলকে সন্নিবিষ্ট ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া জ্ঞাতিবর্গকে কহিলেন, দেখ, ঐ গঙ্গাতীরে সাগর-সঙ্কাশ বহুসংখ্য সৈন্য দৃষ্ট হইতেছে, আমি ভাবিয়াও ইহার অন্ত পাইতেছি না। যখন রথের উপর মহাপ্রমাণ কোবিদার * ধ্বজ উচ্ছ্রিত হইয়া আছে, তখন নিশ্চয়ই নির্ব্বোধ ভরত স্বয়ং আসিয়াছেন। এক্ষণে বোধ হয়, ইনি অগ্রে আমাদিগকে পাশে বন্ধন বা বধ করিয়া, পশ্চাৎ নির্ব্বাসিত রামকে বিনাশ করিবেন। ইনি মহারাজ রামের দুর্লভ রাজশ্রী সম্পূর্ণ অধিকার করিবার বাসনায় তাঁহার নিধন কামনা করিতেছেন। রাম আমার প্রভু ও মিত্র, এক্ষণে তোমারা তাঁহার জন্য বর্ম্ম ধারণ পূর্ব্বক ভাগীরথীর উপকূলে অবস্থান কর। বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা পাঁচ শত নৌকায়

* রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ।

আরোহণ ও কবচ ধারণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁর সৈন্য আজ নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পাইবে। নিষাদপতি জ্ঞাতিবর্গকে এই রূপ অনুমতি করিয়া, মৎস্য মাংস ও মধু উপহার লইয়া ভরতের নিকট চলিলেন।

এদিকে সুমন্ত্র গুহকে আগমন করিতে দেখিয়া বিনয় সহকারে ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! রামের প্রিয়সখা গুহ জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া এই স্থানে আসিতেছেন। ইনি আসিয়া তোমার সহিত সাক্ষাৎ করুন। এই বৃদ্ধ, দণ্ডকারণ্য-বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছেন এবং এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণ যথায় অবস্থান করিতেছেন, তাহাও জানেন। সুমন্ত্র এই কথা কহিলে, ভরত তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মত হইলেন।

অনন্তর নিষাদরাজ অনুজ্ঞা লইয়া, জ্ঞাতিগণের সহিত হৃষ্টমনে ভরতের নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজকুমার! এই দেশ তোমার গৃহ-বিশেষ, কিন্তু তুমি অগ্রে আগমন-সংবাদ না দিয়া আমা-দিগকে বঞ্চনা করিয়াছ। এক্ষণে আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব তোমাকে অর্পণ করিতেছি, তুমি স্বীয় দাসগৃহে স্বচ্ছন্দে বাস কর। নিষাদেরা বন্য ফলমূল আহরণ করিয়া রাখিয়াছে,

আর্দ্র ও শুষ্ক মাংস এবং অরণ্য-সুলভ অন্যান্য খাদ্যও সংগৃহীত আছে। প্রার্থনা, তোমার সৈন্যেরা আজিকার রাত্রিতে প্রচুর আহার করিয়া কল্য প্রভাতে যাত্রা করিবে।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

ভরত কহিলেন, গুহ! তুমি আমার এই সকল সৈন্যকে অর্চ্চনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছ, ইহাতেই আমার যথেষ্ট সৎকার করা হইল। এই বলিয়া তিনি পথের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, গঙ্গার এই কচ্ছদেশ নিতান্ত গহন ও দুষ্প্রবেশ; বল এক্ষণে আমি কোন্ পথ দিয়া ভরদ্বাজাশ্রমে গমন করিব?

তখন গুহ কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন, রাজকুমার! নিষাদেরা সকল স্থানই অবগত আছে, প্রয়ানকালে তাহারা তোমার সঙ্গে যাইবে এবং আমিও যাইব। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি কোন অসৎ সংকল্প করিয়া রামের নিকট চলিয়াছ? বলিতে কি, তোমার এই বহুসংখ্য সেনা আমার মনে এই আশঙ্কাই বলবৎ করিয়া দিতেছে।

গুহের এই কথা শ্রবণ করিয়া গগনতলের ন্যায় নির্ম্মল ভরত মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, নিষাদরাজ! যে কালে রামের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে হইবে, এরূপ সময় যেন কখন না

আইসে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ও পিতৃতুল্য, এক্ষণে আমি তাঁহাকে বন হইতে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্তই চলিয়াছি। সত্যই কহিতেছি. তুমি এই বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ করিও না।

নিষাদপতি, ভরতের এই কথা শুনিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, কহিলেন, রাজকুমার! তুমি যখন অযত্নসুলভ রাজ্য পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছ, তখন তুমিই ধন্য; এই পৃথিবীতে তোমার তুল্য আর কাহাকেও দেখি না। তুমি বিপন্ন রামকে প্রত্যানয়নের ইচ্ছা করিয়াছ বলিয়া তোমার এই কীর্ত্তি অনন্তকালস্থায়িনী হইয়া ত্রিলোকে সঞ্চরণ করিবে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়া অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন, রজনীও উপস্থিত হইল। তখন ভরত নিষাদপতির পরিচর্য্যায় সবিশেষ প্রীত হইয়া শত্রুঘ্নের সহিত শয়ন করিলেন। রামচিন্তাজনিত শোক সেই চিরসুখী ধর্ম্মনিরত রাজকুমারকে আক্রমণ করিল। কোটরস্থ অগ্নি যেমন দাবানলশোষিত বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ ঐ শোকবহ্নি চিন্তানলসন্তপ্ত ভরতকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। হিমাচল যেমন সূর্য্যের উত্তাপে তুষার ক্ষরণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ উহার প্রভাবে ভরতের দেহ হইতে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। ঐ সময় যে শোকরূপ শৈল তাঁহাকে নিপীড়িত করিল, রামের চিন্তা উহার—অখণ্ড শিলা,

নিঃশ্বাস—ধাতু, বিষয়বিরাগ—বৃক্ষ, দুঃখ ক্লেশ—শৃঙ্গ, মোহ—বন্যজন্তু, এবং সন্তাপ—ওষধি ও বেণু। ভরত তদ্দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত বিমনায়মান হইলেন। তৎকালে তিনি মানসিক জ্বরে একান্ত অভিভূত হইয়া, যূথভ্রষ্ট মাতঙ্গের ন্যায় শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইল। তিনি রামের নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তখন নিষাদরাজ ভরতের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে বারংবার আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিলেন।

ষড়শীতিতম সর্গ।

অনন্তর তিনি লক্ষ্মণের সদ্গুণের প্রসঙ্গ করিয়া ভরতকে কহিলেন, যুবরাজ! আমি লক্ষ্মণকে শরশরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক রামের রক্ষা বিধানার্থ রাত্রি জাগরণ করিতে দেখিয়া কহিয়াছিলাম, রাজকুমার! তোমার জন্য এই সুখশয্যা রচিত হইয়াছে, তুমি ইহাতে বিশ্রাম কর। আমরা অনায়াসে ক্লেশ সহিতে পারি, কিন্তু তুমি পারিবে না। দেখ, এক্ষণে রামকে রক্ষা করিতে আমরাই রহিলাম। আমি শপথ পূর্ব্বক সত্যই কহিতেছি, রাম অপেক্ষা প্রিয়তম আমার আর নাই। ইহাঁর প্রসাদে ধর্ম্মার্থ কামের সহিত ইহলোকে যশোলাভ হইবে, ইহাই আমার বাঞ্ছা। এই স্থানে বহুসংখ্য নিষাদ আসিয়াছে, ইহাদিগকে লইয়া আমি কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক জানকীর সহিত প্রিয়সখাকে রক্ষা করিব। নিরন্তর এই অরণ্যে বিচরণ করি বলিয়া, ইহার কিছুই আমার অবিদিত নাই; যদি অন্যের চতুরঙ্গ সৈন্য আসিয়া আক্রমণ করে, আমি সহজেই তাহা নিবারণ করিতে পারিব।

তখন লক্ষ্মণ আমার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমাকে অনুনয় পূর্ব্বক কহিলেন, নিষাদরাজ! এই রঘুকুলতিলক রাম জানকীর সহিত ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, এখন আর আমার আহার নিদ্রায় প্রয়োজন কি, কি বলিয়াই বা সুখভোগে রত হইব। রণস্থলে সমস্ত সুরাসুর যাঁহার বিক্রম সহ্য করিতে পারে না, আজ তিনিই পত্নীর সহিত পর্ণশয্যা গ্রহণ করিলেন। পিতা, মন্ত্র তপস্যা ও নানা প্রকার দৈব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাঁকে পাইয়াছেন, ইনি আমাদের সকলের শ্রেষ্ঠ। ইহাঁকে বনবাস দিয়া তিনি আর অধিক দিন দেহ ধারণ করিতে পারিবেন না: দেবী বসুমতীও অচিরাৎ বিধবা হইবেন। নিষাদরাজ! বোধ হয় এতক্ষণে পুরনারিগণ আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রান্তি নিবন্ধন নিরস্ত হইয়াছেন: রাজভবনও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে। হা! দেবী কৌশল্যা জননী সুমিত্রা ও পিতা দশরথ যে জীবিত আছেন, আমি এরূপ সম্ভাবনা করি না, যদি থাকেন তবে এই রাত্রি পর্য্যন্ত। আমার মাতা ভ্রাতা শত্রুঘ্নের মুখ চাহিয়া বাঁচিতে পারেন কিন্তু বীরপ্রসবা কৌশল্যা যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এইই আমার দুঃখ। দেখ, আর্য্য রামের প্রতি পুরবাসিগণের বিশেষ অনুরাগ আছে, এক্ষণে আবার পুত্রবিয়োগে রাজা দশরথের মৃত্যু হইলে তাহারা অত্যন্তই কষ্ট পাইবে। হায়! জানি না, জ্যেষ্ঠ পুত্রের অদ-

শনে পিতার ভাগ্যে কি ঘটিবে। তিনি রামকে রাজ্যভার দিতে না পারিয়া ভগ্ন মনোরথে 'সর্ব্বনাশ হইল সর্ব্বনাশ হইল' কেবল এই বলিয়াই মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিবেন। তাঁহার দেহান্তে দেবী কৌশল্যার লোকান্তর লাভ হইবে। তৎপরে আমার জননীও পতিহীনা হইয়া জীবন ত্যাগ করিবেন। পিতার মৃত্যু হইলে যাঁহারা তৎকালে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার অগ্নিসংস্কার প্রভৃতি সমস্ত প্রেতকার্য্য সাধন করিবেন, তাঁহারাই ভাগ্যবান। যথায় রমণীয় চত্বর ও প্রশস্ত রাজপথ সকল রহিয়াছে, যে স্থানে হর্ম্ম্য প্রাসাদ উদ্যান ও উপবন আছে এবং বারাঙ্গনারা বিরাজ করিতেছে, যথায় হস্তী অশ্ব রথ সুপ্রচুর ও নিরন্তর তূর্য্যধ্বনি হইতেছে, যে স্থানে সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট এবং সভা ও উৎসবে সততই সন্নিবিষ্ট, আমার পিতার সেই মঙ্গলালয় রাজধানী অযোধ্যায় ঐ সমস্ত ব্যক্তি পরম সুখে বিচরণ করিবেন। হা! আমরা সত্যপ্রতিজ্ঞ রামের সহিত নির্ব্বিঘ্নে অযোধ্যায় কি পুনরায় আসিতে পারিব!

লক্ষ্মণ এইরূপে পরিতাপ করিতেছিলেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। অনন্তর সূর্য্য উদিত হইলে তাঁহারা এই জাহ্নবীতীরে মস্তকে জটাভার প্রস্তুত করিয়া আমার সাহার্য্যে পরম সুখে নদী পার হইয়া যান।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

মহাবল মহাবাহু কমললোচন প্রিয়দর্শন ভরত, গুহের নিকট এই অপ্রিয় কথা শ্রবণ করিয়া, যার পর নাই চিন্তিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তকাল দুঃখিত হইয়া, আশ্বাস লাভ পূর্ব্বক অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায় সহসা শোকভরে পুনরায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দর্শনে নিষাদপতি গুহের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি ভূমিকম্পকালীন বৃক্ষের ন্যায় নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। সন্নিহিত শত্রুঘ্নও শোকাকুলিত ও বিমোহিত হইয়া ভরতকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে উপবাসকৃশ ভর্ত্তৃবিরহপরিতাপিত কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষীরা দীনমনে ভরতের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দেবী কৌশল্যা কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক জলধারাকুললোচনে কহিলেন,

বৎস! তোমার শরীরে কি কোনরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে? এই সকল রাজপরিবার আজ তোমাকে লইয়া প্রাণ ধারণ করিয়া আছে। রাম, লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছেন, এখন আমি কেবল তোমাকে দেখিয়াই বাঁচিয়া আছি। মহারাজ দেহ-ত্যাগ করিয়াছেন, আজ তুমিই আমাদিগের রক্ষক। বাছা! লক্ষ্মণের কি কিছু অমঙ্গল শুনিয়াছ? এই একপুত্রার পুত্র. ভার্য্যার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, তাঁহার কি কোন অশুভ সমাচার পাইয়াছ?

অনন্তর ভরত মুহূর্ত্ত মধ্যে আশ্বস্ত হইয়া কৌশল্যাকে সান্ত্বনা করত গুহকে সজলনেত্রে কহিলেন, নিষাদরাজ! আর্য্য রাম কোথায় রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন? জানকী ও লক্ষ্মণই বা কোথায় ছিলেন? তাঁহারা কি আহার করিলেন এবং কোন্ শয্যাতেই বা শয়ন করেন? তখন গুহ প্রিয়অতিথি রামের সহিত যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, হৃষ্টমনে কহিতে লাগিলেন, রাজকুমার! আমি রামের আহারের নিমিত্ত নানাবিধ ফল মূল ও নানাপ্রকার ভক্ষ্য ভোজ্য প্রচুররূপ উপহার দিয়া-ছিলাম। কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম অনুসারে প্রতিগ্রহ না করিয়া তৎসমুদায় আমাকেই প্রত্যর্পণ করেন, এবং তৎকালে এই বলিয়া অনুনয় করিলেন, সখে! সর্ব্বদা দানই আমাদিগের কর্ত্তব্য, প্রতিগ্রহ করা বিধেয় নহে। পরে লক্ষ্মণ জাহ্নবী

হইতে জল আনয়ন করিলে, তিনি তাহা পান করিয়া সীতার সহিত উপবাস করিলেন; লক্ষ্মণও ঐ পীতাবশেষ সলিল পান করিয়া রহিলেন।

অনন্তর তাঁহারা সুমন্ত্রের সহিত সমাহিতচিত্তে মৌনভাবে সন্ধ্যা উপাসনা করিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মণ শীঘ্র কুশ আহরণ করিয়া, রামের নিমিত্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন এবং রাম ও জানকী তাহাতে শয়ন করিলে তিনি তাঁহাদের পাদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক তথা হইতে অপসৃত হইলেন। রাজকুমার! ঐ সেই ইঙ্গুদী বৃক্ষের মূল, এই সেই তৃণ, ইহাতেই রাম ভার্য্যার সহিত রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময় মহাবীর লক্ষ্মণ সগুণ শরাসন অঙ্গুলিত্রাণ এবং পৃষ্ঠে শরপূর্ণ তূণীরদ্বয় ধারণ করিয়া রামের চতুর্দিক রক্ষা করেন। আমিও জ্ঞাতিবর্গের সহিত শর কার্ম্মুক গ্রহণ পূর্ব্বক তথায় অবস্থান করি।

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

ভরত, নিষাদরাজ গুহের মুখে এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত ইঙ্গুদীতলে গমন ও রামের শয্যা দর্শন পূর্ব্বক মাতৃগণকে কহিলেন, দেখ, এই ভূমিতে মহাত্মা রাম শয়ন করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, এই তাঁহার শয্যা। রাজকেশরী দশরথ হইতে যিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভূতলে শয়ন করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। যিনি চর্ম্মাস্তরণ-কল্পিত শয্যায় নিশা অতিবাহন করিয়াছেন, তিনি এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করেন? যিনি বিমানসদৃশ প্রাসাদ, কূটাগার, উত্তরচ্ছদসম্পন্ন স্বর্ণ ও রজতময় কুট্টিম, এবং সুবর্ণভিত্তি-শোভিত অগুরুচন্দনগন্ধী কুসুমসমলঙ্কৃত শুককুলমুখরিত শুভ্র-মেঘসঙ্কাশ সুশীতল হর্ম্ম্যে শয়ন করিয়া প্রভাতে পরিচারিকা-গণের নূপুররব ও গীতবাদ্যের শব্দে প্রতিবোধিত হইতেন, বন্দিবর্গ অনুরূপ গাথা ও স্তুতিবাদে যাঁহার বন্দনা করিত, তিনি

এখন কি রূপে ভূতলে শয়ন করিয়া থাকেন। রামের ভূমিশয্যা কাহারই বিশ্বাসযোগ্য হইতেছে না; ইহা সত্য বলিয়াই আমার বোধ হইল না, শুনিয়া বিমোহিত হইতেছি, জ্ঞান হইতেছে যেন ইহা স্বপ্ন। কাল যে দৈব অপেক্ষা বলবান্, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, তাহা না হইলে দশরথতনয় রাম ভূতলে শয়ন করিতেন না, এবং বিদেহরাজের কন্যা রাজা দশরথের পুত্রবধূ প্রিয়দর্শনা জানকীকেও ভূতলে শয়ন করিতে হইত না। এই আমার ভ্রাতা রামের শয্যা; সায়ংকালে তিনি শ্রান্তি নিবন্ধন যে অঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই তাহার চিহ্ন। ঐ দেখ, তাঁহার অঙ্গঘর্ষণে কঠিন মৃত্তিকার উপর তৃণ সকল মর্দ্দিত হইয়া রহিয়াছে। বোধ হয়, এই শয্যাতে অলঙ্কৃতা সীতা শয়ন করিয়াছিলেন, কারণ ইহার ইতস্ততঃ সুবর্ণচূর্ণ পতিত হইয়া আছে। শয়নকালে সীতার উত্তরীয় এই স্থানে নিশ্চয়ই আসক্ত হইয়াছিল, ইহাতে এখনও কৌশেয় বসনের তন্তু সকল সংলগ্ন রহিয়াছে। স্বামীর শয্যা যেরূপই হউক, স্ত্রীলোকের সুখকর হইয়া থাকে, নতুবা সেই সুকুমারী সতী কি কারণে দুঃখ অনুভব করেন নাই।—হায়! কি হইল! আমি কি পামর, কেবল আমারই নিমিত্ত ভ্রাতা রাম ভার্য্যার সহিত অনাথের ন্যায় পর্ণশয্যায় শয়ন করিতেছেন। যিনি সর্ব্বাধিপতির কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সকল লোকেরই

হিতকারক ও সুখজনক, যিনি কখনই দুঃখ ভোগ করেন নাই, সেই ইন্দীবরশ্যাম আরক্তলোচন প্রিয়দর্শন কিরূপে ভূতলে শয়ন করিতেছেন! লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি এই সঙ্কট কালে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন, জানকীও তাঁহার সঙ্গে গিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন; কেবল আমরাই তদ্বিষয়ে পরাঙ্মুখ হইয়া রহিলাম।—হা! পিতা স্বর্গে আরোহণ করিয়াছেন, রাম বনবাসী হইয়াছেন, এক্ষণে এই বসুন্ধরাকে কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ হইতেছে। অরণ্যগত মহাত্মা রামের বাহুবল-রক্ষিত এই পৃথিবীকে মনেও কেহ আকাঙ্ক্ষা করিতেছে না। এক্ষণে অযোধ্যার চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকারে প্রহরী নাই, পুরদ্বার অনাবৃত, হস্ত্যশ্ব সকল উন্মুক্ত, সৈন্য সমুদায় বিষণ্ণ, আজ বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় ইহাকে শত্রুরাও প্রার্থনা করিতেছে না। অদ্যাবধি আমি জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ পূর্ব্বক ভূতলে বা তৃণশয্যায় শয়ন করিব। রামের ব্রত স্বয়ং গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পরম সুখে অরণ্যে থাকিব, ইহাতে তাঁহার সংকল্পের কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটিবে না। বনবাসকালে শত্রুঘ্ন আমার সঙ্গে থাকিবেন, আর আর্য্য রাম লক্ষ্মণের সহিত অযোধ্যা রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। তিনি ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে রাজ্যে অভিষিক্ত হন, এই আমার অভিলাষ, দৈববলে ইহা সফল হউক। এক্ষণে আমি গিয়া, তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করিবার নিমিত্ত

তাঁহার চরণে ধরিয়া, নানা প্রকারে প্রসন্ন করিব, যদি তিনি স্বীকার না করেন, তবে আমাকেও তাঁহার সঙ্গে বনে বাস করিতে হইবে, এই বিষয়ে তিনি আমাকে কোনমতেই উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

একোনননবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত, ঐ গঙ্গাতীরে রাত্রি যাপন করিয়া প্রভাতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শত্রুঘ্নকে কহিলেন, শত্রুঘ্ন! আর কেন শয়ন করিয়া আছ, এক্ষণে উত্থিত হইয়া অবিলম্বে নিষাদপতি গুহকে আহ্বান কর। তিনি আসিয়া আমার সৈন্যদিগকে পার করিয়া দিবেন। শত্রুঘ্ন কহিলেন, আর্য্য! আমি আপনারই ন্যায় দুর্ভাবনায় সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাই নাই, জাগরিতই রহিয়াছি।

তাঁহারা এইরূপ কথোপথন করিতেছেন, এই অবসরে নিষাদরাজ তথায় আগমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, রাজকুমার! এই নদীতটে সুখে ত নিশা যাপন করিয়াছ? সসৈন্যে ত কুশলে আছ? ভরত গুহের এই স্নেহপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, গুহ! শর্ব্বরী সুখে অতিযোগে আমাবাহিত হইয়াছে, অতঃপর তোমার দাসেরা আসিয়া নৌকাদিগকে পার করিয়া দিক।

গুহ, ভরতের আদেশমাত্র দ্রুতগমনে নগর প্রবেশ করিয়া জ্ঞাতিদিগকে কহিলেন, নিষাদগণ! জাগরিত হও; আমি এক্ষণে ভরতের সৈন্যদিগকে গঙ্গা পার করিব, তোমরা গাত্রোত্থান করিয়া নৌকা আনয়ন কর: তোমাদের মঙ্গল হউক। তখন নিষাদেরা অধিপতি গুহের আজ্ঞায় উত্থিত হইয়া চারিদিক হইতে পাঁচশত নৌকা আনিল। ঐ সমস্ত নৌকা ব্যতীত স্বস্তিকা নামক পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা সকল লইয়া আইল। উহার মধ্যে একখানি সুবর্ণখচিত ও পাণ্ডুবর্ণকম্বলে পরিবৃত, উপরে নিষাদেরা মঙ্গল বাদ্য বাদন করিতেছিল। গুহ সেই স্বস্তিকা লইয়া ভরতের নিকট উপনীত হইলেন। ভরত, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে গুরু ও পুরোহিতেরা নৌকায় উঠিয়াছিলেন; পরে কৌশল্যা প্রভৃতি রাজপত্নী,, পশ্চাৎ প্রধান প্রধান অনুচরদিগের গৃহিণীরা উত্থিত হইলেন। প্রয়াণকালে সৈন্যেরা বাসগৃহে অগ্নি প্রদান করিল, অনেকে শকট ও পণ্য দ্রব্য তুলিতে লাগিল, অনেকে তীর্থে অবতরণ এবং অনেকেই নানা প্রকার উপকরণ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। ঐ সময় উহাদের তুমুল কোলাহলে আকাশ পূর্ণ হইয়া গেল।

অনন্তর নৌকা সকল আরোহিদিগকে লইয়া মহাবেগে ভাগীরথীর পর পারে উত্তীর্ণ হইল। উহার মধ্যে কোন খানিতে

স্ত্রীলোক, কোন খানিতে অশ্ব এবং কোন খানিতে বহুমূল্য শকট ও বলীবর্দ্দ ছিল। তীরে সমস্ত অবরোপিত হইলে, নাবিকেরা জলমধ্যে নৌকার চিত্রগমন দেখাইতে লাগিল। ধ্বজদণ্ড-ধারী মাতঙ্গেরা আরোহিপ্রেরিত ও সন্তরণপ্রবৃত্ত হইয়া সশৃঙ্গ পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান হইল। তৎকালে কেহ নৌকা, কেহ ভেলা, কেহ কুম্ভ, এবং কেহ বা কেবল বাহুদ্বয়ের সাহায্যে তীরে উঠিল। সৈন্যেরা এইরূপে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া প্রাতঃ-সন্ধ্যার তৃতীয় মুহূর্ত্তে প্রয়াগের বনে উপস্থিত হইল। তথা হইতে ভরদ্বাজের তপোবন এক ক্রোশ ব্যবধান ছিল; পাছে আশ্রমপীড়া জন্মে, এই আশঙ্কায় ভরত, বনমধ্যে সৈন্য-দিগকে শ্রান্তি দূর করিবার আদেশ দিলেন এবং ভরদ্বাজকে সন্দর্শনার্থ একান্ত উৎসুক হইয়া, ঋত্বিক ও সদস্যগণের সহিত গমন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন।

নবতিতম সর্গ।

যাত্রাকালে ভরত, অস্ত্র ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কৌশেয় বস্ত্র পরিধান করিলেন এবং বশিষ্ঠকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া মন্ত্রি-বর্গ সমভিব্যাহারে পদব্রজে যাইতে লাগিলেন। পরে আশ্রম সন্নিহিত দেখিয়া মন্ত্রিদিগকেও রাখিলেন এবং কেবল বশিষ্ঠের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তথায় প্রবেশ করিলেন।

অনন্তর ভরদ্বাজ বশিষ্ঠকে দেখিবামাত্র শিষ্যগণকে অর্ঘ্য আনয়নের আদেশ পূর্ব্বক আসন হইতে উত্থিত হইলেন। ভরতও নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠের সহিত আগমন নিবন্ধন, তিনি যে রাজা দশরথের পুত্র, তাহা বুঝিতে পারিলেন এবং তাঁহাদিগকে পাদ্য অর্ঘ্য ও বিবিধ ফল মূল প্রদান পূর্ব্বক, অনুক্রমে আশ্রমের ও অযোধ্যা সৈন্য ধনাগার মিত্র ও মন্ত্রীসংক্রান্ত কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ যে দেহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার পরিজ্ঞাতই ছিল, এই কারণে তিনি তাঁহার আর কোন

প্রসঙ্গ করিলেন না। অনন্তর বশিষ্ঠদেব ও ভরত তাঁহাকে অনাময় প্রশ্ন করিয়া, অগ্নি শিষ্য বৃক্ষ মৃগ ও পক্ষীর কুশল জিজ্ঞাসিলেন। মহাযশা মহর্ষিও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত জ্ঞাত করিয়া রামস্নেহে কহিলেন, ভরত! তুমি রাজ্য শাসন করিতেছিলে, তোমার এস্থানে আগমন করিবার প্রয়োজন কি? বল, এক্ষণে আমার মনে নানা প্রকার শংসয় উপস্থিত হইতেছে। রাজমহিষী কৌশল্যা যাঁহাকে প্রসব করিয়াছেন, মহারাজ দশরথ স্ত্রীর অনুরোধে যাহাকে চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য অরণ্যবাস দিয়াছেন, সেই নিষ্পাপ রামের রাজ্য নিষ্কণ্টকে ভোগ করিব্যার নিমিত্ত, তুমি কি তাঁহার কোন অনিষ্টের ইচ্ছা করিতেছ?

ভরত, ভরদ্বাজের এইরূপ কথা শুনিবামাত্র নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে গদ্গদবচনে কহিলেন, ভগবন্! যদি আপনিও আমায় এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, তবে উৎসন্ন হইলাম। আমা হইতে কোন দোষকর কার্য্য ঘটিবে, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিবেন না, এবং আমায় এইরূপ কঠোর বাক্য আর বলিবেন না। জননী আমার জন্য যাহা কহিয়াছিলেন, আমি তদ্বিষয়ে সন্তুষ্ট নহি। এক্ষণে আমি রামের চরণ বন্দনা ও প্রসন্নতা প্রার্থনা করিয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছি। আপনি, আমার মনের ভাব এইরূপ বুঝিয়া, আমার প্রতি নিঃশংসয়

হউন। সেই মহারাজ রাম এক্ষণে কোথায় আছেন, আপনি আমাকে বলিয়া দিন।

অনন্তর ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠাদি ঋষিগণের অনুরোধে প্রসন্ন হইয়া ভরতকে কহিলেন, রাজকুমার! তুমি রঘুবংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ; এই গুরুসেবা, লোভাদি ইন্দ্রিয়সংযম, ও সৎ-পথে প্রবৃত্তি, তোমার উচিতই হইতেছে। আমি তোমার অভি-প্রায় জ্ঞাত আছি, লোকের সমক্ষে তাহা আরও দৃঢ় হইবে বলিয়া, তোমার কীর্ত্তি বর্দ্ধনের নিমিত্ত, ঐরূপ জিজ্ঞাসা করি-লাম। আমি রামকে জানি; তিনি এক্ষণে লক্ষ্মণ ও জানকীর সহিত ঐ চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিয়া আছেন। কল্য তুমি তথায় মন্ত্রিগণের সহিত যাত্রা করিবে, অদ্য আমার এই আশ্রমে অবস্থান কর। তখন উদারদর্শন ভরত ভরদ্বাজের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া, তথায় নিশা যাপনের অভিলাষ করিলেন।

একনবতিতম সর্গ।

অনন্তর মহর্ষি ভরদ্বাজ ভরতকে আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। ভরত কহিলেন, তপোধন! বনে যাহা সুলভ, তদ্দ্বারা এই ত আতিথ্য করিলেন? তখন ভরদ্বাজ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ভরত! তুমি যে বনের ফলমূলে প্রীত হইয়াছ, এবং যৎকিঞ্চিৎ পাইয়াই যে সন্তোষ লাভ করিয়া থাক, আমি তাহা জানি। এক্ষণে তোমার সেনাগণ ক্ষুধিত হইয়াছে, আমি উহাদিগকে ভোজন করাইব, আর তুমিও আমার বাসনানুরূপ আতিথ্য গ্রহণ কর। তুমি কি জন্য বহুদূরে সৈন্য রাখিয়া এস্থানে আইলে? কি কারণেই বা সবলবাহনে আগমন করিলে না?

তখন ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন তপোধন! আমি আপনারই ভয়ে সসৈন্যে আসিতে পারিলাম না। রাজা হউন, বা রাজপুত্রই হউন, তাপসগণের অধিকার যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে উৎকৃষ্ট অশ্ব, প্রমত্ত হস্তী ও মনুষ্যেরা প্রশস্ত ভূমিখণ্ড আবৃত করিয়া আমার সঙ্গে চলিয়াছে। উহারা পাছে বৃক্ষ সকল ভগ্ন ও জল নষ্ট করিয়া তপো-

বনের বাধা জন্মায়, এই আশঙ্কায় আমি একাকীই আসিয়াছি। তখন ভরদ্বাজ কহিলেন, বৎস! তুমি সেনাগণকে এই স্থানে আনয়ন কর। ভরতও তাঁহার বাক্যে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন।

অনন্তর মহর্ষি, অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া, সলিল দ্বারা আচমন ও দুইবার ওষ্ঠ মার্জ্জণ পূর্ব্বক আতিথ্যের নিমিত্ত বিশ্বকর্ম্মাকে এইরূপে আহ্বান করিলেন,—আমি তক্ষণাদি কার্য্য-কুশল বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিতেছি, তিনি আমার এই অতিথি-সৎকারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। আমি ইন্দ্রাদি তিন জন লোক-পালকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা আমার এই অতিথিসৎ-কারের ইচ্ছা সম্পন্ন করুন। যাঁহাদের স্রোত পশ্চিমাভিমুখী এবং যাঁহারা তির্য্যক্‌গামী, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সেই সকল নদী চতুর্দ্দিক হইতে এই স্থানে আসুন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ মৈরেয় মদ্য, কেহ কেহ সুসংস্কৃত সুরা এবং কেহ কেহ বা ইক্ষুরসস্বাদু সুশীতল জল প্রবাহিত করিতে থাকুন। আমি অন্যান্য দেব গন্ধর্ব্ব দেবী ও গন্ধর্বীদিগকে আহ্বান করি-তেছি,—ঘৃতাচী, বিশ্বাচী, মিশ্রকেশী, অলম্বুষা, নাগদত্তা, হেমা ও পর্ব্বতবাসিনী সোমাকে আহ্বান করিতেছি;—সুররাজ পুরন্দর ও পদ্মযোনি ব্রহ্মার নিকট যাঁহারা গমনাগমন করিয়া থাকেন, সেই সকল অপ্সরাকেও আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা এক্ষণে সুসজ্জিত হইয়া তুম্বুরুর সহিত এস্থানে আগমন করুন। উত্তর

কুরুতে যে দিব্য বন আছে, বসনভূষণ যাহার পত্র, সুন্দরী নারী যাহার ফল, তাহা এখানেই দৃষ্ট হউক। এই স্থানে ভগবান্ সোম, ভক্ষ্য ভোজ্য প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ অন্ন প্রদান করুন। বৃক্ষ-চ্যুত বিচিত্রমাল্য, সুরা প্রভৃতি পানীয় ও নানা প্রকার মাংস সুলভ করিয়া দিন। মহর্ষি ভরদ্বাজ, তপ ও সমাধি প্রভাবে শিক্ষা-স্বর প্রয়োগ পূর্ব্বক এইরূপ কহিয়া বিরত হইলেন এবং পশ্চিমাভিমুখী হইয়া ঐ সমস্ত দেবতার আবির্ভাব কামনা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর আহূত দেবতারা প্রত্যেকে পৃথক পৃথক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সমীরণ, মলয় ও দর্দুর পর্ব্বত হইতে মৃদু মন্দ ও সুগন্ধ গুণে প্রীতিপ্রদ ও সুখদ হইয়া বহিতে লাগিল; মেঘ সকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিল; চতুর্দ্দিকে দেবদুন্দুভিরব; অপ্সরা সকল নৃত্য এবং গন্ধর্ব্বেরা গান করিতে প্রবৃত্ত হইল; বীণাধ্বনি হইতে লাগিল। উহার তানলয়সঙ্গত মধুর স্বর ভূলোক ও অন্তরীক্ষে গিয়া প্রবেশ করিল। ঐ সমস্ত শ্রোত্রসুখ-কর শব্দ উত্থিত হইলে, রাজকুমার ভরতের সৈন্যেরা বিশ্বকর্ম্মার আশ্চর্য্য রচনা সকল দেখিতে লাগিল। সেই ভূমি চারি দিকে পঞ্চযোজন হইয়াছে, সমতল ও নীলবৈদুর্য্যমণিতুল্য হরিৎবর্ণ তৃণে সমাচ্ছন্ন; বিল্ব কপিত্থ পনস সুকেশর * আমলকী

* টাবা নেবু।

ও আম্র এই সকল বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়া আছে। উত্তর কুরু হইতে দিব্যভোগপ্রদ চৈত্ররথ কানন আসিয়াছে। তীরতরুসমাকীর্ণ তরঙ্গিণী প্রবাহিত হইতেছে। ধবল চতুঃশাল গৃহ, মন্দুরা, হর্ম্ম্য, এবং শুভ্রমেঘতুল্য তোরণশোভিত চতুষ্কোণ সুপ্রশস্ত শুক্লমাল্যে অলঙ্কৃত সুগন্ধি সলিলে সুবাসিত রাজপ্রাসাদ প্রস্তুত হইয়াছে। উহার মধ্যে সুরচিত শয্যা, আস্তীর্ণ আসন, যান, উৎকৃষ্ট ভোজ্য, ধৌত পাত্র, বস্ত্র, ও নানা প্রকার স্বাদু রসও সঞ্চিত আছে।

রাজকুমার ভরত, মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুজ্ঞা লইয়া, মন্ত্রী ও পুরোহিতগণের সহিত গৃহপ্রবেশ করিলেন। বাস-ব্যবস্থা দর্শনে তৎকালে সকলেরই মনে হর্ষ জন্মিল। তথায় রাজ-সিংহাসন, দিব্য ব্যজন ও ছত্র ছিল, ভরত, মন্ত্রিগণের সহিত তৎসমুদায় প্রদক্ষিণ করিয়া, উদ্দেশে রামকে প্রণাম করিলেন, এবং ঐ সিংহাসন পূজা করিয়া, চামরহস্তে সচিবের আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার পর মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, ও শিবিররক্ষকেরাও আনুপূর্ব্বিক বসিলেন।

ঐ সময়ে প্রজাপতিপ্রেরিত বিংশতি সহস্র এবং কুবের-প্রহিত বিংশতি সহস্র রমণী, মণিমুক্তাপ্রবালে ভূষিত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। উহারা যে পুরুষকে হস্তগত করে, সে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠে। অনন্তর নন্দন কানন হইতে

বিংশতি সহস্র অপ্সরা আগমন করিল। গন্ধর্ব্বরাজ নারদ তুম্বুরু ও গোপ আসিয়া, ভরতের অগ্রে গান করিতে লাগিলেন। অলম্বুষা মিশ্রকেশী পুণ্ডরীকা ও বামনা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবলোকে ও চৈত্ররথ কাননে যে মাল্য আছে, ভরদ্বাজের প্রভাবে প্রয়াগক্ষেত্রে তাহা নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। বিল্ব বৃক্ষ মৃদঙ্গবাদক, বিভীতক সম*গ্রাহী ও অশ্বত্থেরা নর্ত্তক হইল। সরল, তাল, তিলক, ও তমাল, কুব্জা ও বামনের রূপ ধারণ করিল। শিংশপা † আমলকী, জম্বু প্রভৃতি পাদপ এবং মল্লিকাদি লতা প্রমদারূপে উপস্থিত হইল। কহিতে লাগিল, সুরাপায়িগণ! সুরাপান কর, ক্ষুধার্ত্তগণ! সুসংস্কৃত মাংস ও পায়স প্রচুররূপ আহার কর। তৎকালে প্রত্যেককে, সাত আট জন স্ত্রীলোক সুরম্য নদীতীরে লইয়া গিয়া স্নান এবং কেহ কেহ মধু পান করাইতে লাগিল। কোন কোন মহিলা পাদমর্দ্দন, এবং কেহ কেহবা অঙ্গমার্জ্জন আরম্ভ করিল। পালকেরা, হস্তী অশ্ব উষ্ট্র গর্দ্দভ ও বৃষভদিগকে আহার করাইতে প্রবৃত্ত হইল। কোন কোন মহাবল, যোদ্ধৃগণের বাহনদিগকে ইক্ষু মধু ও লাজ যথেষ্ট ভোজন করিতে দিল। ঐ সময় সকলেই মধুপানে মত্ত, সুতরাং অশ্বরক্ষক অশ্বের এবং হস্তিপকেরা হস্তীর কোন বার্ত্তাই

* বাদ্যের তাল বিশেষ † শিশু গাছ

রাখিল না। সৈন্যেরা পানভোজনে পরিতৃপ্ত রক্তচন্দনে রঞ্জিত ও অপ্সরাদিগের সহিত মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল. অতঃপর আমরা আর অযোধ্যা কি দণ্ডকারণ্য কুত্রাপি গমন করিব না, এক্ষণে রাম ও লক্ষ্মণের জয়জয়কার হউক। ফলতঃ সকলে এইরূপ স্বেচ্ছানুরূপ আহারবিধি লাভ করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইল। কেহ কেহ ইহাকেই স্বর্গ মনে করিয়া হর্ষভরে নিনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কেহ নৃত্য কেহ গান ও কেহ বা হাস্য আরম্ভ করিল এবং কেহ কেহ বা গলে মাল্য ধারণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। যাহারা একবার আহার করিয়াছে, ঐ সমস্ত উৎকৃষ্ট ভোজ্য দর্শনে তাহাদের পুনরায় ভোজনেচ্ছা জন্মিল। দাস দাসী ও বধূদিগের মধ্যে সকলেরই নূতন বস্ত্র পরিধান এবং সকলেই সন্তুষ্ট। পশু পক্ষী সকল সুপুষ্ট হইল, দ্রব্যান্তর গ্রহণে উহাদের আর প্রবৃত্তি রহিল না। তথায় প্রত্যেকের বস্ত্র ধবল, কেহ ক্ষুধিত বা মলিন নহে এবং কাহারই কেশ ধূলিতে অপরিচ্ছন্ন নাই। সকলে কুসুমস্তবকসুশোভিত শুক্লান্নপূর্ণ স্বর্ণ ও রজতময় বহুসংখ্য পাত্র বিস্ময়সহকারে দেখিতে লাগিল। ঐ সমস্ত পাত্রে ফলরসসিদ্ধ সুগন্ধি সূপ, উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন এবং ছাগ ও বরাহের মাংস রহিয়াছে। বনবিভাগস্থ কূপ সমূহে পায়সের কর্দ্দম দৃষ্ট হইল। ধেনুগণ অভীষ্ট প্রদান এবং বৃক্ষ সকল মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল।

পরিতপ্ত পিঠরপক্ক মৃগ ময়ূর ও কুক্কুটের মাংস এবং মদ্যে দীর্ঘিকা সকল পরিপূর্ণ হইয়াছে। অন্নাধার, ব্যঞ্জনস্থালী, ও হেমময় হস্তপ্রক্ষালন পাত্র শতসহস্র সঞ্চিত আছে। কুম্ভ ও করম্ভে দধি, হ্রদে সুবিহিত সুগন্ধি কেশরগৌর তক্র, রসাল, দুগ্ধ, ও সর্করা। স্নানঘট্টে চূর্ণকষায়, * কল্ক প্রভৃতি বিবিধ স্নানীয় দ্রব্য সুসজ্জিত আছে। নির্ম্মল কুর্চ্চিতমুখ দন্তকাষ্ঠ, করঙ্কে শ্বেতচন্দনকল্ক, পরিস্কৃত দর্পণ, বসন, পাদুকা, † উপানহ, কজ্জলকরণ্ডিকা, কঙ্কত, ‡ কুর্চ্চ, § ছত্র, ধনু, বর্ম্ম, শয্যা ও আসন সকল প্রস্তুত। হস্তী অশ্ব খর ও উষ্ট্রদিগের প্রতিপান হ্রদ, কমলদলসুশোভিত স্বচ্ছসলিলসম্পন্ন আকাশের ন্যায় শ্যামল সরোবর, এবং নীলবৈদুর্য্যবর্ণ কোমল তৃণ সকলও প্রত্যক্ষ হইতে লাগিল।

সৈন্যেরা এই স্বপ্নকল্প অত্যদ্ভুত আতিথ্যব্যাপার দর্শন করিয়া, যার পর নাই বিস্মিত হইল এবং নন্দন কাননে সুরগণের ন্যায় ঐ আশ্রমে রাত্রি যাপন করিল। অনন্তর গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা সকল মহর্ষি ভরদ্বাজের অনুমতি লইয়া প্রস্থান করিলেন। সৈন্যেরা মদিরা মত্ত এবং মাল্য সকল মর্দ্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিল।

* গন্ধ তৃণ † খড়ম ‡ কাঁকুই § কুঁচি

দ্বিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত সপরিবারে আতিথ্যসৎকারে প্রীত হইয়া, রামের দর্শনলাভার্থ মহর্ষি ভরদ্বাজের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্র অনুষ্ঠান পূর্ব্বক আশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছিলেন, তিনি ভরতকে কৃতাঞ্জলি পুটে উপস্থিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন বৎস! তুমি ত আমার আশ্রমে সুখে রাত্রিযাপন করিয়াছ? তোমার সৈন্যেরা ত আতিথ্যে তৃপ্তি লাভ করিয়াছে?

তখন ভরত তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিলেন ভগবন্! আমি সবলবাহনে পরম সুখে নিশা অতিবাহন করিয়াছি। আমাদের শরীরে কিছুমাত্র গ্লানি নাই। আমরা উৎকৃষ্ট গৃহ, প্রচুর অন্নপান, আপনার প্রসাদে প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমি রামের সন্নিধানে চলিলাম, আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, আপনি আমায় স্নিগ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিবেন। সেই ধর্ম্মপরায়ণ রামের আশ্রম কতদূর এবং উহা কোন্ দিক দিয়াই বা যাইতে হইবে আপনি তাহাও বলিয়া দিন।

ভরদ্বাজ ভ্রাতৃদর্শনার্থী ভরতকে কহিলেন, বৎস! এই স্থান হইতে সার্দ্ধ দ্বিক্রোশ অন্তর নিবিড় কাননমধ্যে চিত্রকূট নামক এক পর্ব্বত আছে। উহার বন ও প্রস্রবণ অতি মনোহর। ঐ পর্ব্বতের উত্তর পার্শ্ব দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছেন। তোমার ভ্রাতা ঐ চিত্রকূটে পর্ণশালা প্রস্তুত করিয়া বাস করিয়া আছেন। তুমি এক্ষণে যমুনার দক্ষিণ তীর দিয়া কিয়দ্দূর গমন কর। পরে ঐ পথের বামভাগে দক্ষিণাভিমুখী যে পথ গিয়াছে, তাহা ধরিয়া এই চতুরঙ্গ সৈন্য লইয়া যাও. তাহা হইলেই তুমি রামকে দেখিতে পাইবে।

অনন্তর রাজমহিষীরা গমনের কথা শুনিয়া যান হইতে অবতরণ পূর্ব্বক মহর্ষি ভরদ্বাজকে পরিবেষ্টন করিলেন। দেবী কৌশল্যা, সুমিত্রার সহিত দীনভাবে কম্পিতকলেবরে উহাঁর চরণে প্রণিপাত করিলেন। সর্ব্বলোকনিন্দিতা কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হয় নাই, তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া প্রণাম করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া অদূরে দীনমনে ভরতের সন্নিধানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন ভরদ্বাজ ভরতকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! আমি তোমার মাতৃগণের বিশেষ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি। ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন ভগবন্! যাঁহাকে শোক ও অনসনে কৃশ দেখিতেছেন, ইনি পিতার মহিষী, ইহাঁরই গর্ভে রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। দেবী

অদিতি যেমন উপেন্দ্রকে, ইনি সেইরূপ রামকে প্রসব করিয়াছেন। যিনি শীর্ণকুসুম কর্ণিকার শাখার ন্যায় ইহাঁর বামপার্শ্বে বিরসমনে রহিয়াছেন, ইনি মহারাজের মধ্যমা মহিষী সুমিত্রা। মহাবীর লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন ইহাঁরই পুত্র। আর যাঁহার নিমিত্ত রাম ও লক্ষ্মণ মৃত্যুতুল্য আপদে পতিত হইয়াছেন এবং মহারাজ দশরথ পুত্রবিহীন হইয়া স্বর্গে অধিরোহণ করিয়াছেন, এই সেই আর্য্যরূপিণী অনার্য্যা কৈকেয়ী, ইনি অত্যন্ত নির্ব্বোধ ক্রোধনস্বভাব সৌভাগ্যগর্ব্বিত ও ক্রূর। এই পাপীয়সীই আমার জননী, ইহাঁ হইতেই আমার ভাগ্যে এইরূপ বিপদ ঘটিয়াছে। ভরত বাষ্পগদ্গদ বচনে এই বলিয়া আরক্তলোচনে ক্রুদ্ধ ভুজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তখন মহামতি ভরদ্বাজ তাঁহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি তোমার জননীর উপর দোষারোপ করিও না। রামের এই নির্ব্বাসন সুফল প্রদর্শন করিবে; এই ঘটনায় দেব দানব ও ঋষিগণের হিতকর কার্য্য অবশ্যই সাধিত হইবে।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে অভিবাদন, প্রদক্ষিণ ও আমন্ত্রণ করিয়া সৈন্যসংযোগের আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশমাত্র বহুসংখ্য লোক অশ্ব রথ সুসজ্জিত করিয়া প্রস্থানার্থ আরোহণ করিল। করী ও করেণু স্বর্ণশৃঙ্খলসংযত ও পতাকা শোভিত হইয়া বর্ষাকালীন জলদের ন্যায় গর্জন

সহকারে গমন করিতে লাগিল। লঘুভারযুক্ত বিবিধ যান সকল চলিল। পদাতিরা পদব্রজে যাইতে প্রবৃত্ত হইল। কৌশল্যা প্রভৃতি রাজমহিষী রামদর্শন মানসে হৃষ্টমনে উৎকৃষ্ট যানে আরোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে লাগিলেম। রাজকুমার ভরত, পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক নবোদিত চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শিবিকায় উত্থিত হইয়া চলিলেন। এইরূপে ঐ চতুরঙ্গ সৈন্য দক্ষিণ দিক আবৃত করিয়া, উদিত মহামেঘের ন্যায় প্রস্থানে প্রবৃত্ত হইল এবং ক্রমশঃ গঙ্গার পশ্চিম তীর দিয়া, মৃগ ও পক্ষি-দিগকে চকিত ও ভীত করিয়া, অতি নিবিড় বনে প্রবেশ করিল।

ত্রিনবতিতম সর্গ।

অনন্তর অরণ্যে যূথপতি সকল, ঐ সমস্ত সৈন্যের কোলা-হলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া, মৃগযূথের সহিত পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। পৃষত, রুরু, ও ভল্লুকেরা গিরি নদী ও কাননে নিরী-ক্ষিত হইতে লাগিল। ভরতের সাগরপ্রবাহসদৃশ সৈন্য বর্ষার মেঘ যেমন আকাশকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ বনভূমিকে আবৃত করিল, এবং উহাদের গমনকালে মহাবল হস্তী ও অশ্বে পূর্ণ হইয়া উহা বহুক্ষণ অদৃশ্য হইয়া রহিল। ক্রমশঃ ভরত বহুদূর অতিক্রম করিলেন। তাঁহার বাহন সকলও ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর তিনি বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! এই স্থান যেরূপ দেখিতেছি, যে প্রকার শুনিয়াও ছিলাম, ইহাতে বোধ হইতেছে, আমরা সেই ভরদ্বাজ-নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইলাম। এই চিত্রকূট পর্ব্বত, ইহার নিম্নে মন্দা-কিনী প্রবাহিত হইতেছেন। অদূরেই নিবিড় মেঘের ন্যায় বন। এক্ষণে আমার পর্ব্বতাকার মাতঙ্গগণ সুরম্য গিরিশৃঙ্গ মর্দ্দিত

করিতেছে, তন্নিবন্ধন সুনীল মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তদ্রূপ শিখরজাত বৃক্ষ সকল পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে। শত্রুঘ্ন! ঐ সমস্ত কিন্নরজাতির অধিকার, উহা সাগরগর্ভে মকরের ন্যায় অশ্বে আকীর্ণ রহিয়াছে। মৃগেরা প্রেরিত হইয়া, চারি দিকে শারদীয় অভ্রের ন্যায় বায়ুবেগে ধাবমান হইয়াছে। চর্ম্মধারী বীরগণ দাক্ষিণাত্যদিগের ন্যায় কুসুমের শিরোভূষণ ধারণ করিতেছে। তুরগখুরোড্ডীন ধূলিজাল গগনতল আবৃত করিয়া আছে, বায়ু শীঘ্র তাহা অপসারিত করিয়া, যেন আমার ইষ্ট সাধনই করিতেছে। এই অরণ্য জনশূন্য ও ঘোরদর্শন হইলেও আজ আমি ইহাকে লোক-সঙ্কুল অযোধ্যার ন্যায় দেখিতেছি। বনমধ্যে রথ সকল অশ্বসাহায্যে কেমন শীঘ্র যাইতেছে, এবং রথশব্দে প্রিয়দর্শন ময়ূরগণ ভীত হইয়া, বিহঙ্গের বাসভূমি পর্ব্বতে আসিতেছে। ঐ সমস্ত মৃগ ও মৃগী কি সুন্দর, উহাদের দেহ যেন কুসুমে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্থান অত্যন্ত মনোহর, এই তাপস-নিবাস নিশ্চয়ই স্বর্গ। এক্ষণে আমার সৈন্য সকল যথোচিত গমন করুক, এবং যাহাতে রাম ও লক্ষ্মণকে দেখিতে পায়, সর্বত্র এইরূপ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হউক।

ভরতের আদেশমাত্র শস্ত্রধারী বীরপুরুষেরা অরণ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, এক স্থান হইতে ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে।

তদ্দর্শনে উহারা ভরতের সন্নিহিত হইয়া কহিল, লোকালয়শূন্য স্থানে অগ্নি থাকা অসম্ভব, এক্ষণে নিশ্চয় কহিতেছি, রাম ও লক্ষ্মণ এই বনে বাস করিয়া আছেন। অথবা তাঁহারা নাও হইতে পারেন, বোধ হয়, রামসদৃশ তাপসেরা অবস্থান করিতেছেন। তখন ভরত উহাদিগকে কহিলেন, এই স্থানে তোমরা নীরবে থাক, অতঃপর আর অগ্রসর হইও না। আমি, সুমন্ত্র, ও ধৃতি, আমরাই কেবল এক্ষণে গমন করিব।

অনন্তর সৈন্যেরা এইরূপ আদিষ্ট হইবামাত্র নিস্তব্ধভাবে রামের দর্শনপ্রতীক্ষায় আনন্দমনে তথায় কালযাপন করিতে লাগিল। ভরতও যে দিকে ধূমশিখা সেই দিক লক্ষ্য করিয়া যাইতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ ।

এদিকে রাম বহু দিন চিত্রকূটে আছেন, তিনি আপনার চিত্ত বিনোদন এবং জানকীর তুষ্টি সম্পাদন উদ্দেশে কহিলেন, জানকি! এই রমণীয় শৈলদর্শনে রাজ্যনাশ ও সুহৃদ্‌বিচ্ছেদ আর আমায় তাদৃশ কাতর করিতেছে না। পর্ব্বতের কি আশ্চর্য্য শোভা; ইহাতে বিহঙ্গেরা নিরন্তর বাস করিতেছে; শৃঙ্গ সকল আকাশভেদী; গৈরিকাদি নানাপ্রকার ধাতু আছে বলিয়া, ইহার কোন স্থান রজতবর্ণ কোন স্থান রক্তবর্ণ, কোন স্থান পীত, কোন স্থান মঞ্জিষ্ঠারাগযুক্ত, কোথাও নীলকান্ত মণির ন্যায় প্রভা, কোথাও বা স্ফটিক ও কেতক পুষ্পের ন্যায় আভা, এবং কোন কোন স্থানে নক্ষত্র ও পারদের সদৃশ জ্যোতিও দৃষ্ট হইতেছে। এই পর্ব্বতে অহিংস্রক নানাপ্রকার মৃগ এবং ব্যাঘ্র ও তরক্ষু ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে। আম্র, জম্বু, অসন, লোধ্র, পিয়াল, পনস, ধব, অঙ্কোল, ভব্যতিনিশ, বিল্ব, তিন্দুক, বেণু, কাশ্মরী, অরিষ্ট, বরণ, মধূক, তিলক, বদরী, আমলক,

নীপ, বেত্র, ইন্দ্রযব, ও বীজক প্রভৃতি ফলপুষ্প-সুশোভিত ছায়াবহুল মনোহর বৃক্ষ সকল বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ সমস্ত সুরম্য শৈলপ্রস্থে কিন্নরমিথুন পরমসুখে বিহার করিতেছে। অদূরে বিদ্যাধরীদিগের ক্রীড়াস্থান। ঐ স্থানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র ও খড়্গ সকল বৃক্ষশাখায় সংলগ্ন আছে। কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও উৎস, এবং কোথাও বা নিঃস্যন্দ, সুতরাং শৈল যেন মদস্রাবী মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গুহাগর্ভ হইতে সমীরণ ঘ্রাণতর্পণ কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সকলকে পুলকিত করিতেছে। জানকি! তোমার ও লক্ষ্মণের সহিত যদি আমি বহুকাল এই পর্ব্বতে বাস করি, শোক কোনমতেই আমায় অভিভূত করিতে পারিবে না। এই ফলপুষ্পপূর্ণ বিহঙ্গ-কুল-কূজিত সুরম্য গিরিশৃঙ্গে আমি যথেষ্টই প্রীতি লাভ করি-তেছি। তুমি আমার সহিত চিত্রকূট পর্ব্বতে বাক্য মন ও দেহের অনুকূল নানাপ্রকার বস্তু দর্শন করিয়া, কি আনন্দিত হইতেছ না? আমার পূর্ব্বপিতামহগণ দেহান্তে সংসারক্লেশ-শান্তির নিমিত্ত বনবাসকেই মোক্ষসাধন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। যাহাই হউক, এক্ষণে অরণ্য আশ্রয় করিয়া পিতার ঋণ-মুক্তি ও ভরতের প্রীতি উভয়ই প্রাপ্ত হইলাম। এই পর্ব্বতে রজনীতে ওষধি সমুদায় স্বকান্তিপ্রভাবে অগ্নিশিখার ন্যায় দৃশ্যমান হইয়া থাকে। ইহার চতুর্দ্দিকে নানাবর্ণের বিশাল শিলা

সকল রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান গৃহসদৃশ ও কোন স্থান উদ্যানতুল্য। ঐ সমস্ত বিলাসিগণের আস্তরণ; উহা স্থগর, পুন্নাগ, ভূর্জপত্র, ও উৎপলে বিরচিত হইয়াছে। ঐ দেখ, উহারা ফল ভক্ষণ করিয়াছে এবং পদ্মের মাল্য দলিত ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রিয়ে! বোধ হইতেছে, যেন, এই চিত্রকূট পৃথিবী ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে। ইহার শিখর অতি সুন্দর। কুবের নগরী বস্বৌকসারা, ইন্দ্রপুরী নলিনী, ও উত্তর কুরুকেও অতিক্রম করিয়া, ইহা সুশোভিত আছে। এক্ষণে আমি সুনিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সৎপথে অবস্থান করিয়া, এই চতুর্দ্দশ বৎসর লক্ষ্মণ ও তোমার সহিত যদি এই স্থানে অতিবাহিত করিতে পারি, তাহা হইলে কুলধর্ম্মপালন-জনিত সুখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইব, সন্দেহ নাই।

পঞ্চনবতিতম সর্গ।

অনন্তর পদ্মপলাশলোচন রাম, চিত্রকূট হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, চন্দ্রাননা জানকীকে কহিলেন, অয়ি প্রিয়ে! এই স্থানে মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই নদীর পুলিন অতি রমণীয়, ইহাতে হংস ও সারসেরা নিরন্তর কলরব করিতেছে। তীরে ফলপুষ্পপূর্ণ নানাবিধ বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। ইহার অবতরণপথ অতি মনোহর। এক্ষণে তটের সন্নিহিত জল অত্যন্ত আবিল হইয়াছে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত মৃগেরা আসিয়া উহা পান করিতেছে। ঐ দেখ, জটাজিনধারী ঋষিগণ যথাকালে এই নদীতে অবগাহন করিতেছেন। ঊর্দ্ধবাহু মুনিরা সূর্য্যোপস্থান এবং অন্যান্য সকলে জপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তীরস্থ বৃক্ষ সকল পুষ্প ও পল্লবে অলঙ্কৃত, উহাদের শাখাগ্র বায়ুভরে পরিচালিত হইতেছে; তদ্দর্শনে বোধ হয়, যেন পর্বত স্বয়ংই নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। মন্দাকিনীর কোন স্থলে জল যেন মণির ন্যায় নির্ম্মল, কোন স্থলে পুলিন, কোন স্থলে বহু সংখ্য

সিদ্ধ পুরুষ, কোন স্থলে বা পুষ্পরাশি : ঐ সকল পুষ্প বায়ু-বেগে প্রবাহিত হইয়া বারংবার জলে নিমগ্ন হইতেছে। চক্রবাক সকল কলরব করিয়া পুলিনে আরোহণ করিতেছে। প্রিয়ে! বোধ হয়, মন্দাকিনী ও চিত্রকূট, পুরবাস ও তোমার দর্শন অপেক্ষাও অধিকতর সুখাবহ। তপ সংযম ও শান্তিগুণ-সম্পন্ন নিষ্পাপ সিদ্ধেরা ইহার জলে প্রতিনিয়ত স্নানাদি করিয়া থাকেন, তুমি সখীর ন্যায় আমার সহিত ইহাতে অবগাহন এবং রক্ত ও স্বেত পদ্ম সকল উত্তোলন কর। তুমি হিংস্র জন্তু সকলকে পৌরজনের ন্যায়, পর্ব্বতকে অযোধ্যার ন্যায় এবং মন্দাকিনীকে সরযূর ন্যায় অনুমান কর। ধর্ম্মপরায়ণ লক্ষ্মণ আমার আজ্ঞাকারী, এবং তুমিও আমার অনুকূল, এই উভয় কারণে এক্ষণে আমি, যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। এই নদীতে ত্রিকালীন স্নান বনের ফল মূল ভক্ষণ ও মধুপান করিয়া আমি আজ তোমার সহিত অযোধ্যা কি রাজ্য কিছুই অভিলাষ করি না। বলিতে কি, নদীতে অবগাহন করিয়া গতক্লম না হয়, এমন কেহই নাই। রাম, মন্দাকিনিপ্রসঙ্গে জানকীকে এইরূপ কহিয়া, তাঁহারই সহিত কজ্জলের ন্যায় নীলপ্রভ চিত্রকূটে পাদচারে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ষণ্ণবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট হইয়া, সীতাকে কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, এই মৃগমাংস অত্যন্ত স্বাদু ও পবিত্র, এবং ইহা অগ্নিতে সংস্কার করা হইয়াছে। এই বলিয়া, তিনি সীতার চিত্ত বিনোদন করিতেছেন, এই সময়ে সৈন্যের চরণোত্থিত রেণু নভোমণ্ডলে দৃষ্ট হইল, দিগন্তব্যাপী তুমুল কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। তখন রাম অকস্মাৎ এই ঘোরতর শব্দ শুনিতে পাইয়া, এবং মৃগযূথপতিদিগকে চতুর্দ্দিকে মহাবেগে গমন করিতে দেখিয়া, লক্ষ্মণকে আহ্বান পূর্ব্বক কহিলেন, লক্ষ্মণ! দেখ, চতুর্দ্দিকে মেঘনির্ঘোষের ন্যায় ভয়ঙ্কর গম্ভীর রব শুনা যাইতেছে, এবং মৃগ হস্তী ও মহিষেরা সিংহের ভয়ে ধাবমান হইয়াছে, ইহার কারণ কি? এক্ষণে কি কোন রাজা বা রাজপুত্র বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছেন? না আর কোন দুষ্ট জন্তুর উপদ্রব উপস্থিত। ভাই! এই চিত্রকূট পক্ষিগণেরও অগম্য, অকস্মাৎ কেন এই প্রকার ঘটিল, তুমি শীঘ্রই ইহার কারণ অনুসন্ধান কর।

তখন লক্ষ্মণ অবিলম্বে এক কুসুমিত শাল বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,

পূর্ব্বদিকে হস্ত্যশ্বরথপূর্ণ বহুসংখ্য সুসজ্জিত সৈন্য আসিতেছে। অনন্তর তিনি রামকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করত কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ফেলুন: জানকী গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হউন, আর আপনি বর্ম্ম ধারণ, কার্ম্মুকে জ্যা আরোপণ ও শর গ্রহণ করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকুন।

রাম কহিলেন, লক্ষ্মণ! এই সমস্ত সৈন্য কাহার বোধ হয়, তুমি অগ্রে তাহাই অনুসন্ধান করিয়া দেখ। তখন লক্ষ্মণ, ক্রোধে হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া, সৈন্যগণকে দগ্ধ করিবার মানসেই যেন কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! কেকয়ীর পুত্র ভরত অভিষিক্ত হইয়া, রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার বাসনায় আমাদের নিধন কামনায় উপস্থিত হইয়াছে। সম্মুখে এই যে অত্যুচ্চ বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার অন্তরালে রথের উন্নত কোবিদার-ধ্বজ দৃষ্ট হইতেছে। ঐ সমস্ত অশ্বারোহী বেগগামী তুরগে আরোহণ পূর্ব্বক এই দিকে আসিতেছে, হস্তিপৃষ্ঠেও বহুসংখ্য লোক হৃষ্টমনে আগমন করিতেছে। আর্য্য! এক্ষণে আমরা শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক পর্ব্বত আশ্রয় করিয়া থাকি; অথবা বর্ম্ম ধারণ ও অস্ত্র উত্তোলন করিয়া এই স্থানেই অবস্থান করি। অদ্য ভরত কি যুদ্ধে আমাদের বশীভূত হইবে? যাহার জন্য আমরা সকলে এইরূপ দুঃখ পাইতেছি, আজ আমি তাহাকে দেখিব। যাহার নিমিত্ত আপনি রাজ্যচ্যুত হই-

লেন, এক্ষণে সেই শত্রু উপস্থিত হইয়াছে, সে আমাদের বধ্য; তাহাকে বধ করিতে আমি কিছুমাত্র দোষ দেখি না। যে ব্যক্তি অগ্রে অপকার করিয়াছে, তাহার বিনাশে কখন অধর্ম্ম স্পর্শিবে না। ভরত পূর্ব্বাপরাধী, তাহাকে সংহার করিলে আমাদের ধর্ম্ম লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। এক্ষণে আপনি ঐ দুষ্টকে বধ করিয়া সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। অদ্য রাজ্যলুব্ধা কৈকেয়ী, দুঃখিতচিত্তে ভরতকে আমার হস্তে হস্তিদন্তবিদীর্ণ বৃক্ষের ন্যায় নিহত দেখিবে। অদ্য আমি মন্থরার সহিত কৈকেয়ীকেও বিনাশ করিব। অদ্য বসুমতী মহাপাপ হইতে বিমুক্ত হউন। যেমন তৃণরাশিতে অগ্নি নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ আমি আজ শত্রুসৈন্যে সঞ্চিত ক্রোধ ও অসংকার পরিত্যাগ করিব। অদ্য শাণিত শরসমূহে শত্রু-শরীর ছিন্নভিন্ন করিয়া চিত্রকূটের কানন শোণিতাক্ত করিয়া ফেলিব। এক্ষণে আমার শরদণ্ডে যে সমস্ত হস্তী অশ্ব ও মনুষ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িবে, শৃগাল ও কুক্কুর সকল তাহাদিগকে আকর্ষণ করুক। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, ভরতকে সসৈন্যে নিহত করিয়া অদ্য শরকার্ম্মুকের ঋণ পরিশোধ করিব।

সপ্তনবতিতম সর্গ।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণকে ভরতের প্রতি একান্ত ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া সান্ত্বনাবাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস! মহাবল ভরত স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন, এক্ষণে সচর্ম্ম অসি ও শরাসনে কি প্রয়োজন। আমি পিতৃসত্য পালনের অঙ্গীকার করিয়াছি, সুতরাং যুদ্ধে ভরতকে সংহার করিয়া কলঙ্কিত রাজ্যেই বা আমার কি হইবে। আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে বিনাশ করিলে, যে সমস্ত দ্রব্যের অধিকার সম্ভব, আমি বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় তাহা কদাচ প্রতিগ্রহ করিব না। এক্ষণে আমি শপথ করিয়া কহিতেছি, ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং পৃথিবীকেও কেবল তোমাদের নিমিত্ত অভিলাষ করি। অস্ত্র স্পর্শ করিয়া কহিতেছি, ভ্রাতৃগণকে পালন ও তাঁহাদের সুখবর্দ্ধনের জন্যই আমার রাজ্য লাভের বাঞ্ছা। লক্ষ্মণ! এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরা আমার পক্ষে দুর্লভ নহে; কিন্তু আমি অধর্ম্মানুসারে ইন্দ্রত্বও প্রার্থনা করি না। অধিক কি, তোমাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমি যে সুখের স্পৃহা করিব, অগ্নি যেন তাহা তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করিয়া ফেলেন। বৎস! এক্ষণে বোধ হয়, প্রাণাধিক ভরত মাতুলগৃহ হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছেন। আসিয়া,

আমার জটাচীর ধারণ এবং জানকী ও তোমার সহিত নির্ব্বাসন এই অপ্রীতিকর সংবাদে যার পর নাই কাতর হইয়া, স্নেহভরে কেবল আমায় দেখিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আসিবার অন্য কোন অভিপ্রায় সম্ভাবনা করিও না। এক্ষণে তিনি, জননী কৈকেয়ীর প্রতি ক্রোধ ও কটূক্তি করিয়া, পিতার সম্মতিক্রমে আমায় রাজ্য সমর্পণ করিবেন। তিনি ভ্রাতা ভরত, সুতরাং আমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করা তাঁহার উচিতই হইতেছে। তিনি মনেও কখন আমাদের অহিতাচরণ করিবেন না। লক্ষ্মণ! তুমি যে আজ তাঁহাকে শঙ্কা করিতেছ, ইহার কারণ কি? তিনি কি কখন তোমার কোন অপকার করিয়াছেন? এইরূপ ভয়ঙ্কর কথা কি কখন তোমায় কহিয়াছেন? তাঁহার প্রতি কোন প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য আর প্রয়োগ করিও না। ভরতকে রূঢ় কথা কহিলে আমাকেই লক্ষ্য করা হইবে। জানি না, সঙ্কটকালে পুত্র পিতাকে এবং ভ্রাতা প্রাণসম ভ্রাতাকে কি প্রকারে সংহার করে। যদি রাজ্যের নিমিত্ত ঐ প্রকার কহিয়া থাক, তাহা হইলে আমি ভরতের সাক্ষাতে বলিব, তুমি ইহাঁকে রাজ্য দেও। আমি এইরূপ কহিলে তিনি কখনই অস্বীকার করিবেন না।

লক্ষ্মণ ধর্ম্মপরায়ণ রামের এই কথা শুনিয়া, লজ্জায় যেন দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া

কহিলেন, আর্য্য! বোধ হয়, পিতা স্বয়ংই আপনাকে দেখিবার জন্য আসিয়াছেন। তখন রাম, লক্ষ্মণকে যৎপরোনাস্তি অপ্রস্তুত দেখিয়া, তাঁহার ভাবান্তর সম্পাদনের নিমিত্ত কহিলেন, ভাই! জ্ঞান হয়, পিতা এখানে ঐ নিমিত্তই উপস্থিত হইয়াছেন। দেখ, ভোগবিলাসে কালক্ষেপ করা আমাদের অভ্যাস, তিনি তাহা জানেন; এক্ষণে আমরা অরণ্যবাসে ক্লেশ পাইতেছি তিনি ইহা অনুধাবন করিয়া, আমাদিগকে গৃহে লইয়া যাইবেন সন্দেহ নাই। এই সেই বায়ুবেগগামী মহাবল দুই অশ্ব পরিদৃশ্যমান হইতেছে। ঐ সেই শক্রুঞ্জয় নামে বৃহৎকায় বৃদ্ধ হস্তী সৈন্যগণের অগ্রে আগমন করিতেছে। কিন্তু তাঁহার সেই প্রখ্যাত শ্বেত ছত্র দেখিতেছি না: যাহাই হউক, এক্ষণে আমার মনে বিশেষ সংশয় উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণ! তুমি আমার কথা শুন এবং বৃক্ষ হইতে অবতরণ কর। অনন্তর লক্ষ্মণ রামের আদেশমাত্র বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলেন।

এদিকে ভরত লোকের সংমর্দ্দ না হয়, এই জন্য সৈন্যগণকে পর্ব্বতের ইতস্ততঃ অবস্থান করিতে অনুমতি করিলেন। উহারাও তথায় সার্দ্ধ যোজন অধিকার করিয়া বাস করিতে লাগিল।

অষ্টনবতিতম সর্গ।

অনন্তর ভরত, গুরুজনসেবক রামের নিকট পদব্রজে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া, শত্রুঘ্নকে কহিলেন, বৎস! তুমি বহুসংখ্য লোক ও নিষাদগণকে লইয়া শীঘ্র অরণ্যের চতুর্দ্দিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। গুহ, শরশরাসনধারী জ্ঞাতিগণে পরিবৃত হইয়া, রাম ও লক্ষ্মণকে অন্বেষণ করুন এবং; আমিও পুরবাসী, অমাত্য, গুরু ও ব্রাহ্মণের সহিত পাদচারে পরিভ্রমণে প্রবৃত্ত হই। বলিতে কি, যতক্ষণ না আমি, রাম লক্ষ্মণ ও জানকীর দর্শন পাইতেছি, যতক্ষণ না রামের সেই পদ্মপলাশ-লোচন চন্দ্রানন দেখিতেছি, যতক্ষণ না তাঁহার ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ-লাঞ্ছিত চরণযুগল মস্তকে গ্রহণ করিতেছি, এবং যতক্ষণ না তিনি অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া পৈতৃকরাজ্য অধিকার করিতেছেন, তাবৎ আমার মনে শান্তি লাভ হইতেছে না। লক্ষ্মণই ধন্য, তিনি আর্য্য রামের সেই নির্ম্মল মুখকমল নিরন্তর অবলোকন করিতেছেন। জানকীই ধন্য, তিনি সসাগরা বসুন্ধরার অধিপতি রামের অনুগমন করিয়াছেন। এই গিরিরাজসদৃশ চিত্রকূটই ধন্য, যক্ষেশ্বর কুবের যেমন নন্দন কাননে, তদ্রূপ রাম এই স্থানে বাস করিয়া আছেন।

এই হিংস্র জন্তুপরিপূর্ণ দুর্গম অরণ্যই ধন্য, স্বয়ং রাম ইহা আশ্রয় করিয়া আছেন।

এই বলিয়া ভরত পদব্রজে গহন বনে প্রবেশ করিলেন, এবং পক্ব তশৃঙ্গ-সঞ্জাত কুসুমিত বৃক্ষশ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে শীঘ্র এক শাল বৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখিলেন, রামের আশ্রমগত অগ্নির ধূমশিখা উত্থিত হইয়াছে। তদ্দর্শনে তিনি, রাম এই স্থানেই আছেন, বুঝিয়া সবান্ধবে যার পর নাই আনন্দিত হইতে লাগিলেন। জ্ঞান হইল, যেন তিনি পারাবার উত্তীর্ণ হইলেন। পরে অন্বেষণ-প্রবৃত্ত সৈন্যদিগকে তথায় স্থাপন করিয়া গুহের সহিত রামের আশ্রমাভিমুখে চলিলেন।

নবনবতিতম সর্গ।

গমনকালে ভরত, বশিষ্ঠকে কহিলেন, তপোধন! আপনি বিলম্ব না করিয়া, আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। তিনি বশিষ্ঠকে এই কথা বলিয়া, উৎসুকমনে শত্রুঘ্নকে রামের আশ্রম-চিহ্ন সকল প্রদর্শন পূর্ব্বক দ্রুতপদে যাইতে লাগিলেন। রামদর্শনের ইচ্ছা তাঁহার ন্যায় সুমন্ত্রেরও হইয়াছিল, সুতরাং সুমন্ত্রও শত্রুঘ্নের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমশঃ ভরত, কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া, তাপসনিবাসসদৃশ এক পর্ণশালা দেখিতে পাইলেন। উহার সম্মুখে ভগ্ন কাষ্ঠ এবং দেবার্চনার্থ আহৃত পুষ্প রহিয়াছে; অভ্যন্তরে শীত নিবারণের জন্য মৃগ ও মহিষের করীষ সঞ্চিত আছে। আরও দেখিলেন, স্থানে স্থানে আশ্রমস্থ বৃক্ষে কুশ ও বল্কলের অভিজ্ঞানও প্রদত্ত হইয়াছে।

তখন ভরত অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া, শত্রুঘ্ন ও মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, দেখ, মহর্ষি ভরদ্বাজ্ যে স্থান নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন, এক্ষণে আমরা তথায় উপস্থিত হইলাম। বোধ হয়, ইহার অদূরেই মন্দাকিনী প্রবাহিত হইতেছেন। এই সকল

বৃক্ষে বল্কল নিবদ্ধ দেখিতেছি ; জ্ঞান হইতেছে, লক্ষ্মণকে অসময়ে আশ্রমের বহির্ভাগে আসিতে হয়, এই কারণে তিনি পথ পরিজ্ঞানের নিমিত্ত চিহ্ন স্থাপন করিয়া রাখিয়াছেন। ঐ শৈলপার্শ্বে বিশালদশন মাতঙ্গগণের গমন-পথ, উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি তর্জন গর্জন করিয়া ঐ স্থান দিয়াই ধাবমান হইয়া থাকে। মুনিরা বনমধ্যে নিরন্তর যাহা রক্ষা করেন, ঐ সেই অগ্নির নিবিড় ধূম উত্থিত হইতেছে। আমি এখানেই সেই গুরুসুশ্রূষানুরাগী মহর্ষিসদৃশ আর্য্য রামকে দেখিতে পাইব।

অনন্তর ভরত মন্দাকিনীর নিকট চিত্রকূট প্রাপ্ত হইয়া কহিলেন, আর্য্য রাম নির্জনে বীরাসনে বসিয়া আছেন, এক্ষণে আমার জন্ম ও জীবনে ধিক্। তিনি আমারই নিমিত্ত বিপন্ন ও বিষয়বাসনাশূন্য হইয়া বনবাসী হইয়াছেন, অতঃপর এই লোকাপবাদ আমায় সহিতে হইবে। আজ রামকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার পদতলে পড়িব, এবং লক্ষ্মণ ও জানকীরও চরণে ধরিব।

ভরত এইরূপ পরিতাপ করিতে করিতে নিকটস্থ হইয়া দেখিলেন, রামের পবিত্র পর্ণকুটীর সাল তাল ও অশ্বকর্ণের পত্রে আচ্ছাদিত, বিশাল, অল্পবিস্তীর্ণ ও অতিসুন্দর। তন্মধ্যে ইন্দ্রায়ুধাকার মহাসার শত্রুনাশক গুরুকার্য্যসাধক শরাসন

আছে, উহার পৃষ্ঠ স্বর্ণপট্টে নিবদ্ধ। যেমন পাতালপুরী সর্পে, তদ্রূপ তূণীরে সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল প্রদীপ্তমুখ তীক্ষ্ণ শর পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কোন স্থলে হেমময় কোষে অসি, স্বর্ণ-বিন্দুচিত্রিত চর্ম্ম ও অঙ্গুলিত্রাণ। যেমন সিংহের গহ্বর মৃগের অগম্য, তদ্রূপ ঐ পর্ণকুটীর শত্রুবর্গের একান্ত দুষ্প্রবেশ্য হইয়া আছে। তথায় এক প্রশস্ত বেদি প্রস্তুত ছিল, উহার উত্তর-পূর্ব্বাস্য ক্রমশঃ নিম্ন, এবং উহাতে সতত অগ্নি প্রজ্বলিত হই-তেছে। ভরত এই সকল নেত্রগোচর করিয়া পরে দেখিলেন, পদ্মপলাশলোচন হুতাশনকল্প রাম, সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুর ন্যায় পর্ণকুটীর মধ্যে চর্ম্মাসনে সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার পরিধান চীর বল্কল ও কৃষ্ণাজিন, মস্তকে জটাভার। ভরত সেই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ধার্ম্মিককে দর্শন করিয়া, দুঃখাবেগে ধাবমান হইলেন এবং তৎকালে অত্যন্ত অধীর হইয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে কহিতে লাগিলেন, হা! প্রজারা রাজসভায় যাঁহার আরাধনা করিবে, এক্ষণে বন্য মৃগেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করা যাঁহার অভ্যাস, তিনি এক্ষণে মৃগচর্ম্ম ধারণ করিতেছেন। বিচিত্র মাল্যে বেশ বিন্যাস করা যাঁহার সমুচিত, তিনি এক্ষণে কিরূপে মস্তকে জটাভার বহন করিতেছেন। যথা-বিহিত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সঞ্চয় করা যাঁহার

যোগ্য, তিনি এক্ষণে কিরূপে কায়ক্লেশসাধ্য পুণ্য আহরণ করিতেছেন। যে অঙ্গ বহুমূল্য চন্দনে রঞ্জিত থাকিত, এক্ষণে তাহা কিরূপে মললিপ্ত আছে। হা! আর্য্য কেবল আমারই জন্য এই ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন, অতঃপর এই পামরের ঘৃণিত জীবনে ধিক্।

এই বলিতে বলিতে ভরত, ঘর্ম্মাক্তমুখে রামের নিকট গমন করিলেন, এবং সন্নিহিত না হইতেই রোদন করিতে করিতে ভূতলে নিপতিত হইলেন। তাঁহার অন্তরে দুঃখানল জ্বলিয়া উঠিল। তিনি দীনভাবে কহিলেন, আর্য্য!—একবার মাত্র সম্বোধন করিয়াছেন, অমনি বাস্পভরে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া গেল, তিনি আর বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। পরে পুনরায় রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, আর্য্য!—এবারেও তদ্রূপ স্বরবদ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর শত্রুঘ্ন সজললোচনে রামের পাদ বন্দনা করিলেন। রামও তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রোদন করিতে লাগিলেন। চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন নভোমণ্ডলে শুক্র ও বৃহস্পতির সহিত মিলিত হয়, তদ্রূপ রাম ও লক্ষ্মণ, সুমন্ত্র ও গুহের সহিত সমাগত হইলেন। অরণ্যবাসিরা ঐ চারি জন রাজকুমারকে দেখিয়া, বিষাদে অনর্গল নেত্রজল মোচন করিতে লাগিল।

শততম সর্গ।

এ দিকে ভরত, কৃতাঞ্জলি হইয়া ভূতলে পতিত আছেন, তাঁহার মুখকান্তি মলিন, এবং তিনি যারপর নাই কৃশ হইয়া গিয়াছেন। রাম, সেই যুগান্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় নিতান্ত দুর্নিরীক্ষ্য জটাচীরধারী মহাবীরকে কথঞ্চিৎ চিনিতে পারিলেন এবং তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ, হস্তধারণ এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন ও অঙ্কে গ্রহণ করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! এক্ষণে পিতা কোথায়? তুমি যে বনে আইলে? তাঁহার জীবদ্দশায় তোমার এ স্থানে আগমন করা উচিত হয় নাই। আমি বহুদিনের পর তোমায় মাতুলালয় হইতে আসিতে দেখিলাম। এক্ষণে বল, এই দুর্জ্জেয় অরণ্যে তুমি কি কারণে উপস্থিত হইলে? মহারাজ কি জীবিত আছেন? না আমার বিয়োগে শোকাকুল হইয়া লোকান্তরে গিয়াছেন? তুমি বালক, রাজ্য ত বিহস্ত হয় নাই? পিতৃসেবায় ত রত আছ? যিনি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, আমাদিগের সেই ধর্ম্মপরায়ণ পিতা ত কুশলে আছেন? কুলগুরু বশিষ্ঠ ত যথোচিত আদর

প্রাপ্ত হইয়া থাকেন? দেবী কৌশল্যা ও সুমিত্রার ত মঙ্গল? আর্য্যা কৈকেয়ী ত আনন্দে কালযাপন করিতেছেন? মহাকুলোৎপন্ন কার্য্যপরিদর্শক বিনয়ী বহুজ্ঞ আর্য্য সুযজ্ঞ ত সৎকৃত হইয়া থাকেন? ধীমান মনুষ্যেরা ত তোমার অগ্নিকার্য্যে নিযুক্ত আছেন? উহাঁরা যথাকালে হোমের সংবাদ তোমায় ত জ্ঞাপন করিয়া থাকেন? তুমি ত দেবতা, পিতৃ, পিতৃতুল্য গুরু, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণকে সবিশেষ সম্মান কর? যিনি অমন্ত্র ও সমন্ত্রক শর প্রয়োগ করিতে সমর্থ, সেই অর্থশাস্ত্রবিৎ উপাধ্যায় সুধন্বার ত অবমাননা কর না? মহাবল বিজ্ঞ জিতেন্দ্রিয় সৎকুলপ্রসূত ইঙ্গিতজ্ঞ ও আত্মসম লোকদিগকে ত মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছ? দেখ, শাস্ত্রবিশারদ অমাত্যগণের প্রযত্নে মন্ত্র সুরক্ষিত হইলে নিশ্চয়ই জয় লাভ হয়। বৎস! তুমি ত নিদ্রার বশীভূত নও? যথাকালে ত জাগরিত হইয়া থাক? রাত্রিশেষে অর্থাগমের উপায় ত অবধারণ কর? তুমি একাকী বা বহু লোকের সহিত ত মন্ত্রণা কর না? যে বিষয় নির্নীত হয়, তাহা ত গোপনে থাকে? যাহা অল্পায়াসসাধ্য এবং বহুফলপ্রদ এইরূপ কোন কার্য্য অবধারণ করিয়া, শীঘ্রই ত তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাক? তোমার যে কার্য্য সমাহিত হইয়াছে এবং যাহা সম্পন্নপ্রায়, সামন্ত রাজগণ সেই গুলিই ত জ্ঞাত হইয়া থাকেন? যে

সমস্ত বিষয় অবশিষ্ট আছে, উহাঁরা ত তাহা জানিতে পারেন না? তুমি ও তোমার মন্ত্রী, তোমরা, যাহা গোপন করিয়া রাখ, তর্ক ও যুক্তি দ্বারা তাহা ত কেহ উদ্ভাবন করিতে পারে না? সহস্র মূর্খকে উপেক্ষা করিয়া একটি মাত্র পণ্ডিতকে ত প্রার্থনা করিয়া থাক? দেখ, অর্থসঙ্কট উপস্থিত হইলে, বিজ্ঞ লোকই সর্ব্বতোভাবে শুভ সাধন করিয়া থাকেন। যদি নৃপতি সহস্র বা অযুত মূর্খে পরিবৃত হন, তাহা হইলে উহাদের দ্বারা তাঁহার কোন বিষয়েই বিশেষ সাহায্য লাভ হয় না। বলিতে কি, মেধাবী মহাবল সুদক্ষ বিচক্ষণ এক জন অমাত্যই, রাজা বা রাজকুমারের যথোচিত শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন। বৎস! উন্নত শ্রেণিতে উন্নত, মধ্যম শ্রেণিতে মধ্যম, এবং অধম শ্রেণিতে অধম ভৃত্য ত নিয়োগ করিয়াছ? যে সকল অমাত্য কুলক্রমাগত ও সচ্চরিত্র, এবং যাহাঁরা উৎকোচ গ্রহণ করেন না, তুমি তাঁহাদিগকে ত প্রধান প্রধান কার্য্যের ভার প্রদান কর? প্রজারা অতি কঠোর দণ্ডে নিপীড়িত হইয়া ত তোমার অবমাননা করে না? যেমন মহিলারা বলপ্রয়োগপর কামুককে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যাজকেরা তোমায় পতিত জানিয়া ত অগৌরব করিতেছেন না? সামাদিপ্রয়োগকুশল রাজনীতিজ্ঞ, অবিশ্বাসী ভৃত্য, ও ঐশ্বর্য্যপ্রার্থী বীর, ইহাদিগকে যে না বিনাশ করে, সে স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তুমি ত এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়া থাক?

যিনি মহাবীর ধীর ধীমান সৎকুলোদ্ভব সুদক্ষ ও অনুরক্ত, তুমি এইরূপ লোককে ত সেনাপতি করিয়াছ? যাঁহারা মহাবল পরাক্রান্ত শ্রেণিপ্রধান ও যুদ্ধবিশারদ এবং যাঁহারা লোক-সমক্ষে আপনার পৌরুষের পরীক্ষা দিয়াছেন, তুমি তাঁহাদিগকে ত সমাদর কর? তুমি ত যথাকালে সৈন্যগণকে অন্ন ও বেতন প্রদান করিয়া থাক? তদ্বিষয়ে ত বিলম্ব কর না? অন্ন ও বেতনের কালাতিক্রম ঘটিলে ভৃত্যেরা স্বামীর প্রতি রুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এবং এই কারণেই তাঁহার নানা অনর্থ উপস্থিত হয়। বৎস! প্রধান প্রধান জ্ঞাতিরা তোমার প্রতি ত বিশেষ অনুরক্ত আছেন? এবং তাঁহারা তোমার নিমিত্ত প্রাণ পরি-ত্যাগেও ত প্রস্তুত? যাহারা জনপদবাসী বিদ্বান অনুকূল প্রত্যুৎপন্নমতি ও যথোক্তবাদী, এইরূপ লোকদিগকে ত দৌত্য-কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছ? তুমি অন্যের অষ্টাদশ * ও স্বপক্ষে পঞ্চদশ, † প্রত্যেক তীর্থে তিন তিন গুপ্ত চর প্রেরণ করিয়া ত

* মন্ত্রী ১ পুরোহিত ২ যুবরাজ ৩ সেনাপতি ৪ দৌবারিক ৫ অন্তঃপুরাধিকারী ৬ বন্ধনাগারাধিকারী ৭ ধনাধ্যক্ষ ৮ রাজাজ্ঞানিবে-দক ৯ প্রাড়্‌বিবাক নামক ব্যবহার জিজ্ঞাসক (জজ পণ্ডিত) ১০ ধর্ম্মাসনাধিকারী ১১ ব্যবহারনির্ণায়ক সভ্য (জুরি) ১২ বেতন দানাধ্যক্ষ ১৩ কর্ম্মান্তে বেতনগ্রাহী ১৪ নগরাধ্যক্ষ ১৫ আটবিক ১৬ দণ্ডনা-ধিকারী ১৭ দুর্গপাল ১৮।

† পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ তীর্থের মন্ত্রী পুরোহিত ও যুবরাজ এই তিনটী বাদ দিয়া পঞ্চদশ।

সমুদায় জানিতেছ ? যে শত্রু দূরীকৃত হইয়া পুনর্ব্বার আগমন করিয়াছে, দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে ত উপেক্ষা কর না ? নাস্তিক ব্রাহ্মণদিগের সহিত তোমার ত বিশেষ সংশ্রব নাই ? ঐ সমস্ত পণ্ডিতাভিমানী বালকেরা কেবল অনর্থ উৎপাদনেই সুপটু। উৎকৃষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র থাকিতে, ঐ সকল কূটবোদ্ধা তর্কবিদ্যাজনিত বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, নিরর্থক বাকবিতণ্ডা করিয়া থাকে। বৎস ! যথায় বহুসংখ্য হস্ত্যশ্ব ও রথ আছে, পুরদ্বার দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, স্বকর্ম্মপর উৎসাহশীল জিতেন্দ্রিয় আর্য্যগণ বাস করিতেছেন, এবং রমণীয় প্রাসাদ সকল শোভা পাইতেছে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের বাসভূমি সেই সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যা ত তুমি রক্ষা করিতেছ ? যথায় বহুসংখ্য চৈত্য, দেবস্থান, প্রপা ও তড়াগ রহিয়াছে, স্ত্রীপুরুষ সকলে হৃষ্ট ও সন্তুষ্ট, সমাজ ও উৎসব সততই অনুষ্ঠিত হইতেছে ; যে স্থানে বিস্তর রত্নের খনি, সীমান্তে ক্ষেত্র সকল হলকর্ষিত ও শস্য সুপ্রচুর ; যথায় দুরাচার পামরেরা স্থান পায় না, হিংসা ও হিংস্র জন্তু নাই এবং নদীজলেই কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, সেই সুসমৃদ্ধ জনপদ ত এক্ষণে উপদ্রবশূন্য ? কৃষক ও পশুপালকেরা ত তোমার প্রিয়পাত্র হইয়াছে ? এবং উহারা স্ব স্ব কার্য্যে রত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে ত কালযাপন করিতেছে ? ইষ্টসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ পূর্ব্বক তুমি ত

উহাদিগকে প্রতিপালন করিয়া থাক? অধিকারে যত লোক আছে, ধর্ম্মানুসারে সকলকে রক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য। বৎস! স্ত্রীলোকেরা ত তোমার যত্নে সাবধানে আছে? উহাদিগকে ত সমাদর করিয়া থাক? বিশ্বাস করিয়া উহাদের নিকট কোন গুপ্ত কথা ত প্রকাশ কর না? তোমার পশুসংগ্রহে আগ্রহ কিরূপ? রাজ্যের অনেক বন হস্তীর আকর, তৎসমুদায়ের ত তত্ত্বাবধান করিয়া থাক? রাজবেশে সভামধ্যে ত প্রবেশ কর? প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া, রাজপথে ত পরিভ্রমণ করিয়া থাক? ভৃত্যেরা কি নির্ভয়ে তোমার নিকট আইসে,—না এক কালেই অন্তরালে রহিয়াছে? দেখ, অতিদর্শন ও অদর্শন এই উভয়ের মধ্যরীতিই অর্থপ্রাপ্তির কারণ। বৎস! দুর্গ সকল ধন ধান্য জল যন্ত্র অস্ত্র শস্ত্র এবং শিল্পি ও বীরে ত পরিপূর্ণ আছে? তোমার আয় ত অধিক, ব্যয় ত অল্প? অপাত্রে ত অর্থ বিতরণ কর না? দৈবকার্য্য, পিতৃকার্য্য, অভ্যাগত ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যা, যোদ্ধা, ও মিত্রবর্গে ত তুমি মুক্তহস্ত আছ? কোন শুদ্ধস্বভাব সাধু লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ বিচারকের নিকট দোষ সপ্রমাণ না করিয়া, তুমি ত অর্থলোভে তাঁহাকে দণ্ড প্রদান কর না? যে তস্কর ধৃত, লোপ্ত্রের সহিত পরিগৃহীত এবং বহুবিধ প্রশ্নে স্পৃষ্ট হইয়াছে, ধনলোভে তাহাকে ত মোচন করা হয় না? ধনী বা

দরিদ্র যাহারই হউক না, বিবাদরূপ সঙ্কটে তোমার অমাত্যেরা ত অপক্ষপাতে ব্যবহার পর্য্যালোচনা করেন? দেখ, যাহাদের মিথ্যাভিযোগের সম্যক বিচার না হয়, সেই সকল নিরীহ লোকের নেত্র হইতে যে অশ্রুবিন্দু নিপতিত হইয়া থাকে, তাহা ঐ ভোগাভিলাষী রাজার পুত্র ও পশু সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলে। বৎস! তুমি বালক, বৃদ্ধ, বৈদ্য, ও প্রধান প্রধান লোকদিগকে ত বাক্য ব্যবহার ও অর্থে বশীভূত করিয়াছ? গুরু, বৃদ্ধ, তপস্বী, দেবতা, অতিথি, চৈত্য, ও সিদ্ধ ব্রাহ্মণকে ত নমস্কার কর? অর্থ দ্বারা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম দ্বারা অর্থ, এবং কাম দ্বারা ঐ উভয়কে ত নিপীড়িত কর না? তুমি ত যথা-কালে ধর্ম্ম অর্থ ও কাম সমভাবে সেবা করিয়া থাক? বিদ্বান্ ব্রাহ্মণেরা, পৌর ও জনপদবাসীদিগের সহিত তোমার ত শুভাকাঙ্ক্ষা করেন? নাস্তিকতা, মিথ্যাবাদ, অনবধানতা, ক্রোধ, দীর্ঘসূত্রতা, অসাধুসঙ্গ, আলস্য, ইন্দ্রিয়সেবা, এক ব্যক্তির সহিত রাজ্যচিন্তা ও অনর্থদর্শীদিগের সহিত পরামর্শ, নির্ণীত বিষয়ের অননুষ্ঠান, মন্ত্রণাপ্রকাশ, প্রাতে কার্য্যের অনারম্ভ, এবং সমুদায় শত্রুর উদ্দেশে এককালে যুদ্ধযাত্রা, তুমি ত এই চতুর্দ্দশ রাজদোষ পরিহার করিয়াছ? দশবর্গ *

* মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীপারতন্ত্র্য, মদ্য, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ও বৃথা পর্য্যটন।

পঞ্চবর্গ * চতুর্বর্গ † সপ্তবর্গ ‡ অষ্টবর্গ § ও ত্রিবর্গের ফলাফল ত জানিয়াছ? ত্রয়ী বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি এই তিন বিদ্যা ত তোমার অভ্যস্ত আছে? ইন্দ্রিয়জয়, ষাড়্‌গুণ্য ‖ দৈব ও মানুষ ব্যসন, রাজকৃত্য ¶ বিংশতিবর্গ ** প্রকৃতিবর্গ, §§ মণ্ডল, ‖‖ যাত্রা, দণ্ডবিধান, দ্বিযোনি ¶¶ সন্ধি ও বিগ্রহ এই সমুদায়ের

(*) জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বেণুদুর্গ, হরিণদুর্গ, (হরিণ সর্ব্বশস্যপূর্ণ প্রদেশ) ধান্বনদুর্গ (গ্রীষ্মকালে অগম্য)।

(†) সাম, দান, ভেদ, ও দণ্ড।

(‡) স্বামী, অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, বল, ও সুহৃৎ।

(§) কৃষি, বাণিজ্য, দুর্গ, সেতু, কুঞ্জরবন্ধন, খনী, আকর, করাদান, ও শূন্যনিবেশন।

(‖) সন্ধিবিগ্রহপ্রভৃতি ছয় গুণ।

(¶) অলব্ধবেতন লুব্ধকে, অপমানিত মানীকে, অকারণ কোপাবিষ্ট ক্রুদ্ধকে, প্রদর্শিতভয় ভীতকে শত্রু হইতে ভেদ করাই রাজকৃত্য।

(**) বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতিবহিষ্কৃত, ভীরু, ভয়জনক, লুব্ধ, লুব্ধজন, বিরক্তপ্রকৃতি, বিষয়ে অত্যাশক্ত, বহুমন্ত্রী, দেবব্রাহ্মণনিন্দক, দৈবোপহত, দৈবচিন্তক, দুর্ভিক্ষব্যসনী, বলব্যসনী, অদেশস্থ, বহুশত্রু, মৃতপ্রায়, ও অসত্যধর্ম্মরত ইহাদিগের সহিত সন্ধি করিবে না।

(§§) অমাত্য রাষ্ট্র দুর্গ ও দণ্ড।

(‖‖) দ্বাদশ রাজমণ্ডল।

(¶¶) সন্ধিবিগ্রহাদির মধ্যে দ্বৈধীভাব ও আশ্রয় সন্ধিযোনিক এবং যান ও আসন বিগ্রহযোনিক।

প্রতি তোমার ত দৃষ্টি আছে? বেদোক্ত কর্ম্মের ত অনুষ্ঠান করিতেছ? ক্রিয়াকলাপের ফল ত উপলব্ধ হইতেছে? ভার্য্যা সকল ত বন্ধ্যা নহে? শাস্ত্রজ্ঞান ত নিষ্ফল হয়নাই? আমি যেরূপ কহিলাম, তুমি ত এইপ্রকার বুদ্ধির অনুসারে চলিতেছ? ইহা আয়ুস্কর যশস্কর এবং ধর্ম্ম অর্থ ও কামের পরিবর্দ্ধক। আমাদিগের পূর্ব্বপিতামহগণ যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তুমি ত তাহারই অনুসরণ করিয়াছ? স্বাদু ভক্ষ্য ভোজ্য তুমি ত একাকী ভোজন কর না? যে সকল মিত্র আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগকে ত উহা প্রদান করিয়া থাক? বৎস! দেখ, প্রজাগণের দণ্ডদাতা মহীপাল ধর্ম্মানুসারে সমস্ত পালন ও সমগ্র পৃথিবী লাভ করিয়া অন্তে স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

একাধিকশততম সর্গ।

রাম ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে প্রশ্নছলে এইরূপ উপদেশ দিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাচীর ধারণ করিয়া, কি কারণে এই স্থানে আইলে? স্পষ্ট বল, শুনিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইতেছে।

তখন ভরত কথঞ্চিৎ শোকবেগ সংবরণ করিয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিতে লাগিলেন, আর্য্য! পিতা কেকয়ীর নিয়োগে অতি দুস্কর কার্য্য সাধন করিয়া পুত্রশোকে সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। বলিতে কি, আমার জননী হইতেই এই অযশস্কর গুরুতর পাপ আচরিত হইয়াছে। রাজ্যভোগের কথা দূরে থাক, তিনি বিধবা ও শোকার্ত্তা হইয়া অতঃপর ঘোর নরকে নিমগ্ন হইবেন। আর্য্য! আমি আপনার দাস, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন এবং স্বয়ং দেবরাজের ন্যায় রাজ্য অধিকার করুন। এই সমস্ত প্রজা ও বিধবা মাতৃ-গণ আপনার সন্নিধানে আসিয়াছেন, এক্ষণে প্রসন্ন হউন। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, অভিষেক আপনাকেই অর্শে, এক্ষণে আপনি ধর্ম্মানুসারে রাজ্য গ্রহণ করিয়া, আত্মীয় স্বজনের কামনা পূর্ণ

করুন। বসুমতী আপনাকে পতিত্বে লাভ করিয়া বৈধব্য হইতে বিমুক্ত হউন। আমি মন্ত্রিগণের সহিত আপনার চরণে ধরি, আমি আপনার ভ্রাতা শিষ্য ও দাস, আপনি প্রসন্ন হউন। এই সমস্ত অমাত্য পুরুষপরম্পরাগত, ইহাঁরা কখন উপেক্ষিত হন নাই. ইহাঁদিগকে অতিক্রম করা আপনার উচিত হইতেছে না। এই বলিয়া ভরত বাষ্পাকুললোচনে রামের পদতলে নিপতিত হইলেন।

তখন রাম, ভরতকে দুঃখভরে মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, আমি সৎবংশোদ্ভব ও তেজস্বী, রাজ্যের নিমিত্ত মদ্বিধ লোক, কিরূপে পাপ আচরণ করিবে? আমার বনবাস বিষয়ে তোমার অণুমাত্র দোষ নাই। তুমিও অজ্ঞানতা নিবন্ধন তোমার জননীর প্রতি অকারণ দোষারোপ করিও না। উপযুক্ত পুত্র ও কলত্রে গুরুজনের স্বেচ্ছাচার অবিহিত নহে। ইহলোকে সাধুরা, ভার্য্যা পুত্র ও শিষ্যদিগকে যেমন স্বৈরনিয়োগের পাত্র বলিয়া জানেন, মহারাজের পক্ষে আমরাও তদ্রূপ। তিনি আমাকে চীর পরিধান করাইয়া বনে দিতে পারেন এবং রাজ্য অপণেও তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভুতা আছে। পিতার যতদূর গৌরব, মাতারও তদ্রূপ, আমাকে

যখন তাঁহারা বনবাসে নিয়োগ করিয়াছেন, তখন কিরূপে অন্যপ্রকার আচরণ করিব ? এক্ষণে তুমি অযোধ্যায় গিয়া রাজ্য শাসন কর, আর আমি বল্কল পরিধান করিয়া দণ্ডকারণ্যে অবস্থান করি। মহারাজ সর্ব্বজনসমক্ষে এইরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য। তিনি তোমায় যে ভাগ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, তুমি গিয়া তাহা উপভোগ কর। সেই ইন্দ্র-তুল্য মহাত্মা আমায় যাহা কহিয়াছেন, তাহা আমার হিত-কর, রাজ্য. কোন মতেই প্রীতিকর হইতেছে না।

দ্ব্যধিকশততম সর্গ ।

ভরত কহিলেন, আর্য্য ! আমি ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়াছি সুতরাং রাজধর্ম্মে আর আমার প্রয়োজন কি ? জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠের রাজ্যাধিকার নিষিদ্ধ, এই ব্যবহারই আমাদের পুরুষপরম্পরায় আদৃত হইয়া আসিতেছে। অতএব এক্ষণে আপনি আমার সহিত অযোধ্যায় চলুন, এবং বংশের অভ্যুদয়কামনায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন। যাঁহার কার্য্য ধর্ম্মানুগত ও অলোকসামান্য, সকলে যদিও সেই রাজাকে মনুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে কিন্তু তিনি দেবতা। আর্য্য ! আমি যখন কেকয় দেশে, আপনি অরণ্য-বাসে, এই অবকাশে সেই যজ্ঞশীল রাজা দেহত্যাগ করিয়া-ছেন। অযোধ্যা হইতে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত, আপনার নিষ্ক্রান্ত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি শোকভরে অভিভূত হইয়া লোকলীলা সংবরণ করেন। এক্ষণে আপনি উত্থিত হইয়া তাঁহার তর্পণ করুন ; আমরা পূর্ব্বেই এই কার্য্য অনুষ্ঠান করি-

য়াছি। আপনি পিতার অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, প্রিয়প্রদত্ত বস্তু [illegible]লোকে অক্ষয় হইয়াথাকে। হা! মহীপাল আপনার [illegible]লসায়, উদ্দেশে কতই শোক করিয়াছেন ; তিনি কোন মতে আপনা হইতে চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, আপনার বিয়োগেই রুগ্ন হইলেন, এবং আপনাকে স্মরণ করিতে করিতেই প্রাণত্যাগ করিলেন।

ত্র্যধিকশততম সর্গ।

রাম, ভরতের মুখে এই বজ্রপাতসদৃশ নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাহুপ্রসারণ পূর্ব্বক পরশুচ্ছিন্ন কুসুমিত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তখন তদীয় ভ্রাতৃগণ ও জানকী উৎখাত-কেলি-পরিশ্রান্ত মাতঙ্গের ন্যায় তাঁহাকে ধরাশায়ী দেখিয়া, বাষ্পাকুললোচনে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদনের নিমিত্ত জলসেক করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ রামের সংজ্ঞা লাভ হইল। তিনি রোদন করিতে করিতে দীনভাবে কহিলেন, ভরত! পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে আমি অযোধ্যায় গিয়া কি করিব? সেই রাজকুল-কেশরী-বিরহিত নগরীকে অতঃপর আর কেই বা প্রতিপালন করিবে? আমি অতি অশুভজন্মা, আমা হইতে পিতার কোন্ কার্য্য সাধিত হইবে? যিনি আমার শোকে দেহপাত করিয়াছেন, আমি তাঁহার অগ্নিসংস্কারাদি কিছুই করিতে পারিলাম না! ভরত!

তুমি ধন্য, তুমি ও শত্রুঘ্ন তোমরা পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসকাল অতিক্রান্ত হইলেও, আমি আর সেই নিরাশ্রয় বহুনায়ক অযোধ্যায় যাইব না; পিতা দেহত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং যাইলেও অতঃপর কে আমায় হিতাহিত উপদেশ দিবে? আমি কোন কার্য্য সুচারুরূপ নির্ব্বাহ করিলে, তিনি আমাকে যে সমস্ত বাক্যে অভিনন্দন করিতেন, এক্ষণে সেই প্রকার শ্রুতিসুখকর কথাই বা আর কে শুনাইবে?

অনন্তর রাম পূর্ণচন্দ্রাননা জানকীর সম্মুখীন হইয়া শোকাকুলমনে কহিলেন, সীতে! তোমার শ্বশুর দেহত্যাগ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ! তুমি পিতৃহীন হইয়াছ। অদ্য ভ্রাতা ভরত এই শোক-সংবাদ প্রদান করিলেন!

রাম এইরূপ কহিলে তৎকালে সকলেরই নেত্র হইতে প্রবলবেগে বাষ্পবারি বহিতে লাগিল। তখন তাঁহারা রামকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আপনি এক্ষণে মহারাজের তর্পণ করুন।

শ্বশুরের স্বর্গারোহণবার্ত্তা শ্রবণে জানকীর নয়নযুগল বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তিনি আর রামকে নিরীক্ষণ করিতে পারিলেন না। তখন রাম তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া দুঃখিতমনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি ইঙ্গুদীফল ও নূতন বল্কল আনয়ন কর, আমি এক্ষণে মন্দাকিনীতে গিয়া পিতার তর্পণ করিব। জানকী অগ্রে অগ্রে গমন করিবেন, তুমি ইহাঁর

অনুসরণ করিবে, আমি সর্ব্বশেষে যাইব। দেখ, শোককালে এই রূপে গমন করাই শাস্ত্রসঙ্গত।

অনন্তর চিরানুচর সুমন্ত্র রামের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে মন্দাকিনীতীর্থে আনয়ন করিলেন। ভরত প্রভৃতি অন্যান্য সকলেও তথায় উপস্থিত হইলেন। তখন রাম দক্ষিণাস্য হইয়া, অঞ্জলিপূর্ণ জল লইয়া, গলদশ্রুলোচনে কহিলেন, পিতঃ! আপনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে মৎপ্রদত্ত এই নির্ম্মল জল আপনাকে পরিতৃপ্ত করুক। পরে তিনি ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নদীতীরে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং দর্ভময় আস্তরণে বদরীমিশ্রিত ইঙ্গুদী-পিণ্ড সংস্থাপন পূর্ব্বক দুঃখিতমনে রোদন করিতে করিতে কহিলেন, পিতঃ! আপনি প্রীত হইয়া এই পিণ্ড ভক্ষণ করুন; আমরা এক্ষণে বনমধ্যে এইরূপ বস্তুই ভোজন করি। পুরুষের যে বস্তু ভোগের, তাহার পিতৃলোকেরও তাহাই উপযোগের হইয়াথাকে।

পরে তিনি নদীতট পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথ দিয়া পর্ব্বতে উত্থিত হইলেন, এবং পর্ণকুটীর-দ্বারে উপস্থিত হইয়া, দুই হস্তে ভরত ও লক্ষ্মণকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় তাঁহারা পিতৃশোকে অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং জানকীর সহিত মিলিত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। উঁহাদের রোদন শব্দ সিংহনাদের ন্যায় পর্ব্বত

প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল। ঐ তুমুল ধ্বনি শ্রবণে ভরতের সৈন্যগণ মনে মনে নানা আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইল, এবং পরস্পর কহিতে লাগিল, বোধ হয়, ভরত রামের সহিত সমাগত হইয়া থাকিবেন। তাঁহারা পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, তাহারই এই মহা কোলাহল উত্থিত হইয়াছে। এই বলিয়া অনেকে অশ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক সেই শব্দমাত্র লক্ষ্য করিয়া অনন্যমনে ধাবমান হইল। যাহারা অত্যন্ত সুকুমার, তাহাদের মধ্যে কেহ হস্তী কেহ অশ্ব এবং কেহ বা রথে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিল। অল্প দিন হইল, রাম বনবাসী হইয়াছেন, কিন্তু সকলেই যেন তাঁহাকে চিরপ্রবাসীর ন্যায় অনুমান করিল, এবং তাঁহার দর্শন লাভার্থ অত্যন্ত উৎসুক হইয়া ত্বরিতপদে আশ্রমাভিমুখে চলিল। বনভূমি রথচক্রে দলিত ও তুরগখুরে সমাহত হইয়া, মেঘাচ্ছন্ন গগনের ন্যায় গভীর শব্দ করিতে লাগিল। করেণু-পরিবৃত মাতঙ্গেরা অতিশয় ভীত হইয়া, মদগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করত বনান্তরে প্রবেশ করিল। বরাহ, মৃগ, মহিষ সিংহ, সৃমর, ব্যাঘ্র, গোকর্ণ, গবয়, ও পৃষত সকল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। চক্রবাক, বক, হংস, কোকিল, ও ক্রৌঞ্চগণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, এবং ভূলোক ও দ্যুলোক মনুষ্য ও পক্ষিগণে আকীর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব এক শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর ভরতের অনুচরগণ আশ্রমে প্রবেশ পূর্ব্বক দেখিল, নিষ্কলঙ্ক রাম চত্বরে উপবেশন করিয়া আছেন। দেখিয়াই উহাদের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইল, এবং উহারা মন্থরার সহিত কৈকেয়ীর যথোচিত নিন্দা করিতে করিতে তাঁহার নিকট গমন করিল। তখন রাম উহাদিগকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বাৎসল্যভাবে আলিঙ্গন করিলেন; উহারাও তাঁহাকে প্রণাম করিল। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া রোদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ মৃদঙ্গনাদ সদৃশ রোদনধ্বনি পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল।

চতুরধিকশততম সর্গ।

এ দিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ রামদর্শনাভিলাষে রাজমহিষীদিগকে অগ্রে লইয়া আশ্রমের সন্নিহিত হইলেন। মহিষীরা নদীতট দিয়া মৃদুপদে গমন করিতেছেন, দেখিলেন, মন্দাকিনীর এক স্থানে রামলক্ষ্মণের অবতরণার্থ সোপানপথ রহিয়াছে। তদ্দর্শনে কৌশল্যা সজলনয়নে শুষ্কমুখে দীনা সুমিত্রা ও অন্যান্য সপত্নীকে কহিলেন, দেখ, যাঁহারা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, এইটী সেই অনাথদিগেরই তীর্থ। সুমিত্রে! তোমার পুত্র লক্ষ্মণ স্বয়ং নিরলস হইয়া, রামের জন্য এই সোপান-পথ দিয়া জল লইয়া যান। তিনি যদিও নীচকার্য্যে নিযুক্ত আছেন, তথাচ নিন্দনীয় হইতেছেন না, যাহা জ্যেষ্ঠের অনাবশ্যক, তাহাই তাঁহার গর্হিত। যাহা হউক, এক্ষণে লক্ষ্মণ যে ক্লেশ স্বীকার করিতেছেন, ইহা কোনও মতে তাঁহার

যোগ্য নহে, তিনি আজ এই দুঃখজনক জঘন্য কার্য্য পরিত্যাগ করুন।

এই বলিয়া কৌশল্যা গমন করিতেছেন, ইত্যবসরে ভূতলে দক্ষিণাভিমুখ দর্ভোপরি ইঙ্গুদী ফলের পিণ্ড নিরীক্ষণ পূর্ব্বক সপত্নীগণকে কহিলেন, দেখ এই স্থানে রাম যথাবিধানে মহাত্মা ইক্ষ্বাকুনাথের পিণ্ড দান করিয়াছেন। যিনি বিবিধ ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই দেবতুল্য মহারাজের কিছুতেই এইরূপ দ্রব্য ভোজন করা যোগ্য হইতেছে না। যাঁহার প্রভাব ইন্দ্রের ন্যায়, এবং যিনি সসাগরা পৃথিবীর রাজা ছিলেন, এক্ষণে তিনি ইঙ্গুদী ফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন। রাজকুমার রাম এইপ্রকার পিণ্ড দান করিলেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। যাহার যেরূপ অন্ন, তাহার পিতৃলোককে তাহাই আহার করিতে হয়, এই লোকপ্রসিদ্ধ কথা এক্ষণে সত্য বোধ হইল। যাহাই হউক, এই শোচনীয় ব্যাপার দেখিয়া, আজ আমার হৃদয় কেন সহস্রধা বিদীর্ণ হইল না!

অনন্তর মহিষীরা নিতান্ত কাতর হইয়া, কৌশল্যাকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করত আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, ভোগ-পরিশূন্য স্বর্গভ্রষ্ট-দেবতা-সদৃশ রাম তন্মধ্যে অবস্থান করিতেছেন; দেখিয়াই শোকে অধীর হইলেন, এবং সস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাম গাত্রোত্থান করিয়া উহাঁদিগকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি প্রণাম করিলে উহাঁরা সুখস্পর্শ সুকোমল পাণিতল দ্বারা তাঁহার পৃষ্ঠের ধূলি মার্জ্জনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর লক্ষ্মণ দুঃখিতমনে ভক্তিসহকারে উহাঁদিগকে অভিবাদন করিলেন। উহাঁরা রাম নির্ব্বিশেষে তাঁহাকেও সবিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতে লাগিলেন। পরে বনবাসক্লশা জানকী অশ্রুপূর্ণলোচনে শ্বশ্রুগণের পাদবন্দনা করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। তদ্দর্শনে কৌশল্যা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহাকে দুহিতার ন্যায় আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, হা! বিদেহরাজের কন্যা, দশরথের পুত্রবধূ, রামের ভার্য্যা, কিরূপে এই নির্জ্জন বনে দুঃখ ভোগ করিতেছেন! বৎসে! তোমার মুখখানি শুষ্ক কমলের ন্যায়, দলিত রক্তোৎপলের ন্যায়, ধূলিলিপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় এবং মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখিয়া, অগ্নি যেমন কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, সেইরূপ শোক আমার অন্তর্দ্দাহ করিতেছে!

অনন্তর সুরপতি যেমন বৃহস্পতিকে, তদ্রূপ রাম অগ্নিতুল্য বশিষ্ঠকে নমস্কার করিয়া, তাঁহারই সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ভরতও মন্ত্রী সেনাপতি ও ধর্ম্মপরায়ণ পৌরগণের সহিত তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে কৃতাঞ্জলিপুটে উপবেশন করিলেন। তিনি রামকে যথোচিত সৎকার করিয়া কি বলিবেন, তৎকালে

সকলেরই মনে এই এক কৌতূহল হইতে লাগিল। ঐ সময় ঐ তিন ভ্রাতা সুহৃদ্গণে পরিবৃত হইয়া, সদস্য সহিত তিন অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। রজনীও উপস্থিত হইল।

পঞ্চাধিকশততম সর্গ।

রাজকুমারগণ আত্মীয় স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া, পিতার উদ্দেশে শোক করিতেছেন, ইত্যবসরে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল। তখন উঁহারা ও অন্যান্য সকলে মন্দাকিনীতীরে প্রাতঃকালীন হোম ও সাবিত্রী জপ সমাপন করিয়া, রামের সন্নিহিত হইলেন, এবং তূষ্ণীংভাব অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত সুহৃজ্জনসমক্ষে রামকে কহিলেন, আর্য্য! পিতা যে রাজ্য দিয়া আমার জননীকে সান্ত্বনা করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে তাহা আপনার হস্তে সমর্পণ করিতেছি, আপনি নিষ্কণ্টকে ভোগ করুন। বর্ষাকালে প্রবল-জলবেগ-ভগ্ন সেতুর ন্যায় এই রাজ্য-খণ্ড আপনি ভিন্ন আর কে আবরণ করিয়া রাখিতে পারিবে? যেমন গর্দ্দভ অশ্বের এবং পক্ষী বিহগরাজ গরুড়ের গতি অনুকরণ করিতে পারে না, আপ-

নার নিকট আমাকেও তদ্রূপ জানিবেন। আর্য্য! অন্যে যাহার অনুবৃত্তি করে, তাহার জীবন সুখের, আর যে ব্যক্তি অপরের মুখাপেক্ষা করিয়া থাকে, তাহার জীবন যার পর নাই অসুখের; সুতরাং রাজ্যভার গ্রহণ আপনারই সমুচিত হইতেছে। কেহ একটী বৃক্ষ রোপণ ও যত্নের সহিত পোষণ করিতে লাগিল; উহার স্কন্ধ ও শাখা প্রশাখা সকল বিস্তীর্ণ এবং উহা খর্ব্বাকার পুরুষের একান্ত দুরারোহ হইয়া উঠিল; এক্ষণে ঐ বৃক্ষ পুষ্পিত হইয়া যদি ফল প্রসব না করে, তবে যে ব্যক্তি রোপণ করিয়াছিল, তাহার কিরূপে সন্তোষ লাভ হইবে? আর্য্য! এই দৃষ্টান্ত আপনারই নিমিত্ত প্রদর্শিত হইল। দেখুন, আপনি আমাদের রক্ষক, আমরা আপনার আশ্রিত ভৃত্য, পালন করিবার প্রকৃত সময়ে আপনি যখন ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রয়াস যে ব্যর্থ হইল, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে। অতঃপর নানা শ্রেণীর প্রধান লোকেরা আপনাকে প্রখর সূর্য্যের ন্যায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত দর্শন করুন; মত্ত মাতঙ্গ সকল আপনার অনুগমনার্থ আনন্দনাদ পরিত্যাগ করুক, এবং অন্তঃপুরের মহিলারাও যার পর নাই আহ্লাদিত হউন। ভরত এইরূপ কহিবামাত্র তৎকালে তত্রত্য সকলেই তাঁহাকে যথোচিত সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তখন সুধীর রাম প্রবোধবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস!

জীব অস্বতন্ত্র, সে স্বেচ্ছানুসারে কোন কার্য্য করিতে পারে না, এই কারণে কৃতান্ত ইহকাল ও পরকালে তাহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। সমুদায় বস্তুর নাশ আছে, উন্নতির পতন আছে, সংযোগের বিয়োগ ও জীবনেরও মৃত্যু আছে। যেমন সুপক্ক ফলের বৃক্ষ হইতে পতন ভিন্ন অন্য কোন রূপ ভয় নাই, তদ্রূপ মৃত্যুব্যতীত মনুষ্যের আর কোনও আশঙ্কা দেখি না। যেমন দৃঢ়স্তম্ভলম্বিত গৃহ জীর্ণ হইলেই ভঙ্গপ্রবণ হয়, তদ্রূপ মনুষ্য জরামৃত্যুবশে অবসন্ন হইয়া পড়ে। যে রাত্রি অতিক্রান্ত হইল, তাহা আর প্রতিনিবৃত্ত হইবে না; যমুনার স্রোত পূর্ণ সমুদ্রে যাইতেছে, তাহাও আর ফিরিবে না। যেমন গ্রীষ্মের উত্তাপ জলাশয়ের জলশোষ করে, সেইরূপ গমনশীল অহোরাত্র মনুষ্যের আয়ুক্ষয় করিতেছে। তুমি এক স্থানেই থাক, বা ইতস্তত পর্য্যটন কর, তোমার আয়ু ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তুমি আপনার অনুশোচনা কর, অন্যের চিন্তায় তোমার কি হইবে? মৃত্যু তোমার সহিত গমন করিতেছে, তোমার সহিত উপবেশন করিতেছে, এবং তোমারই সহিত বহু পথ পরিভ্রমণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জরানিবন্ধন দেহে বলী দৃষ্ট হইল, কেশজাল শুক্ল হইয়া গেল, এবং পুরুষও জীর্ণ হইয়া পড়িল, বল দেখি, কি উপায়ে এই সকল নিবারিত হইবে? মনুষ্য সূর্য্যোদয়ে

আনন্দিত হয়, রজনীসমাগমে পুলকিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার যে আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে বুঝিল না। যখন সম্পূর্ণ নূতনাকারে ঋতুর আবির্ভাব হয়, তখন লোকে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু ঋতুপরিবর্ত্তে যে, তাহার আয়ুঃক্ষয় হইল, তাহা সে জানিতে পারিল না। যেমন মহাসমুদ্রে কাষ্ঠে কাষ্ঠে সংযোগ, আবার কালবশে বিয়োগ হইয়া থাকে, ধনজন স্ত্রীপুত্রের বিষয়ও সেইরূপ জানিবে। এই জীব-লোকে জন্মমৃত্যুশৃঙ্খল অতিক্রম করা অসম্ভব, সুতরাং যে অন্যের দেহান্তে শোক করিতেছে, আপনার মৃত্যু নিবারণে তাহার সামর্থ্য নাই। যেমন এক জন পথিক আর এক জনকে অগ্রে যাইতে দেখিয়া, তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষেরা যে পথে গিয়াছেন, সকলকেই তাহা আশ্রয় করিতে হইবে। অতএব যখন তাহার ব্যতিক্রম দুঃসাধ্য, তখন মৃত লোকের নিমিত্ত শোক করা কি উচিত হয়? জলপ্রবাহের ন্যায় যাহার প্রত্যাবৃত্তি নাই, সেই বয়সের হ্রাস দেখিয়া আপনাকে সুখ-সাধন ধর্ম্মে নিয়োগ করা শ্রেয় হইতেছে, কারণ সুখই সকলের লক্ষ্য। বৎস! সেই সজ্জন-পূজিত ধর্ম্মপরায়ণ পিতা যজ্ঞানুষ্ঠানবলে স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হইতেছে না। তিনি জীর্ণ মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মলোক-

বিহারিণী দৈবী সমৃদ্ধি অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার উদ্দেশে, শোক করা তোমার বা আমার তুল্য জ্ঞানী বুদ্ধিমানের সঙ্গত হইতেছে না; সকল অবস্থাতেই শোক বিলাপ ও রোদন পরিত্যাগ করা সুধীর লোকের কর্ত্তব্য। অতঃপর তুমি পিতৃবিয়োগদুঃখে অভিভূত হইও না, রাজধানীতে গিয়া বাস কর; পিতা তোমাকে এই রূপই অনুমতি করিয়াছেন। আর আমি যথায় যে কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি, তথায় তাহারই অনুষ্ঠান করিব। তিনি আমাদের পিতা ও বন্ধু; তাঁহার আদেশ অতিক্রম করা আমার শ্রেয় হইতেছে না, তাঁহাকে সম্মান করা তোমারও উচিত। দেখ, যিনি পারলৌকিক শুভ সঞ্চয়ে অভিলাষ করেন, গুরু লোকের বশীভূত হওয়া তাঁহার বিধেয়। বৎস! পিতা স্বকর্ম্মপ্রভাবে সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তুমি তদ্বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হও, এবং ধর্ম্মে মনোনিবেশ পূর্ব্বক আপনার হিতচিন্তা কর। ধর্ম্মপরায়ণ রাম ভরতকে এই বলিয়া তূষ্ণীংভাব অবলম্বন করিলেন।

ষড়ধিকশততম সর্গ।

অনন্তর ভরত কহিলেন, আর্য্য! আপনি যেরূপ, এই জীবলোকে এ প্রকার আর কে আছে? দুঃখ আপনাকে ব্যথিত এবং সুখও পুলকিত করিতে পারে না। আপনি বৃদ্ধগণের নিদর্শনস্থল হইলেও, ধর্ম্মশংসয়ে উহাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আপনার নিকট জীবন ও মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ উভয়ই সমান; যখন আপনি এইরূপ বুদ্ধি ধারণ করিতেছেন, তখন আপনার আর পরিতাপের বিষয় কি? বলিতে কি, যিনি আপনার ন্যায় সপ্রপঞ্চ আত্মতত্ত্ব অবগত আছেন, বিপদ উপস্থিত হইলেও তাঁহাকে বিষণ্ণ হইতে হয় না। আপনি দেবপ্রভাব সর্ব্বদর্শী সত্যপ্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ; জীবের উৎপত্তি-বিনাশ আপনার অবিদিত নাই, সুতরাং দুর্বিসহ দুঃখ ভবাদৃশ ব্যক্তিকে কিরূপে অভিভূত করিবে? আর্য্য! আমি যখন প্রবাসে ছিলাম, ঐ সময় ক্ষুদ্রাশয়া জননী আমার জন্য যে অকার্য্য অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহা আমার অভি-প্রেত নহে। এক্ষণে প্রসন্ন হউন; আমি কেবল ধর্ম্মানু-

রোষে ঈদৃশ অপরাধেও ঐ পাপীয়সীর প্রাণদণ্ড করিলাম না। পুণ্যশীল রাজা দশরথ হইতে জন্ম গ্রহণ এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুধাবন করিয়া, কিরূপে গর্হিত আচরণ করিব। আর্য্য! মহারাজ আমাদের গুরু পিতা ও দেবতা, কেবল এই সকল কারণে এক্ষণে আমি তাঁহার নিন্দা করিলাম না. কিন্তু যে ব্যক্তি ধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, স্ত্রীর হিতকামনায় এইরূপ কামপ্রধান পাপকর্ম্ম করা কি তাঁহার উচিত? প্রসিদ্ধি আছে, যে আসন্নকালে লোকের বুদ্ধিবৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে, মহারাজের এই ব্যবহারে এক্ষণে তাহা সত্য বলিয়াই বিশ্বাস হইতেছে। যাহাই হউক, ক্রোধ মোহ ও অবিমৃষ্যকারিতা নিবন্ধন তাঁহার যে ব্যতিক্রম হইয়াছে, শুভ-সংসাধনোদ্দেশে আপনি তাহার প্রতিবিধান করুন। পতন হইতে পিতাকে রক্ষা করে বলিয়াই, পুত্রের নাম অপত্য, এই বাক্য সার্থক হউক। পিতার দুর্ব্ব্যবহারে অনুমোদন করা আপনার উচিত নহে; তিনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত ধর্ম্মবহির্ভূত ও একান্তই গর্হিত। এক্ষণে আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া, আপনি সকলকে পরিত্রাণ করুন। কোথায় অরণ্য, কোথায় বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম, কোথায় জটা, কোথায় বা রাজ্যশাসন, এইরূপ বিসদৃশ কার্য্য কোনও মতে আপনার উপযুক্ত হইতেছে না। প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম, কোন্ ক্ষত্রিয়াধম এই প্রত্যক্ষ ধর্ম্মে উপেক্ষা করিয়া, সংশয়াত্মক ক্লেশদায়ক বার্দ্ধক্য ধর্ম্ম আচরণ

করিবে? যদি ক্লেশসাধ্য ধর্ম্ম আপনার এতই অভিমত হইয়া থাকে, আপনি ধর্ম্মানুসারে বর্ণ চতুষ্টয়কে পালন করিয়া ক্লেশ ভোগ করুন। ধার্ম্মিকেরা কহেন, যে, চার আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আপনি কি নিমিত্ত তাহা পরিত্যাগের বাসনা করিয়াছেন? আর্য্য! আমি বিদ্যায় আপনার নিকট বালক, এবং জন্মেও কনিষ্ঠ, আপনি বিদ্যমানে রাজ্য পালন করা আমার কি রূপে সম্ভব হইবে? আমি বুদ্ধিহীন, আপনার সাহায্য ব্যতীত প্রাণ ধারণ করিতেও পারি না। এক্ষণে আপনি বন্ধুবর্গের সহিত সমগ্র পৃথিবী শাসন করুন। বশিষ্ঠ প্রভৃতি মন্ত্রবিৎ ঋত্বিকেরা প্রকৃতিগণের সহিত এই স্থানেই আপনাকে অভিষেক করিবেন। অভিষেকান্তে আপনি অযোধ্যায় গমন পূর্ব্বক ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্রের ন্যায় বাহুবলে প্রতিপক্ষদিগকে পরাভূত করিয়া, রাজ্য রক্ষায় প্রবৃত্ত হউন। দৈব পৈত্র্য প্রভৃতি তিনি ঋণ হইতে আত্মমোচন, শত্রুবর্গের দুঃখবর্দ্ধন ও সুহৃদ্গণের সুখসাধন পূর্ব্বক আমাকে শাসন করুন। এবং আমার জননী কৈকেয়ীর কলঙ্ক দূর করিয়া পূজ্যপাদ পিতা দশরথকে পাপ হইতে রক্ষা করুন। আমি আপনার চরণে প্রণিপাত পূর্ব্বক বারংবার প্রার্থনা করিতেছি, ঈশ্বর যেমন সমস্ত ভূতের প্রতি কৃপা করিতেছেন, তদ্রূপ আপনি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ করুন। যদি আপনি আমার অনুরোধ না রাখিয়া

বনান্তরে প্রবেশ করেন, নিশ্চয় কহিতেছি, আমিও আপনার সমভিব্যাহারে গমন করিব।

ভরত প্রণিপাত পূর্ব্বক এইরূপ প্রার্থনা করিলে, রাম তদ্বিষয়ে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তত্রত্য সকলে তাঁহার পিতৃআজ্ঞা পালনে দৃঢ়তর অনুরাগ ও অদ্ভুত স্থৈর্য্য দর্শন করিয়া, যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদ প্রাপ্ত হইল; অঙ্গীকার রক্ষায় বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া হর্ষ এবং প্রতিগমনে অসম্মতি দেখিয়া বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর পুরবাসী, ঋত্বিক, ও কুলপতিগণ এবং রাজমহিষীরা বাষ্পাকুললোচনে ভরতের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন, এবং রামকে প্রতিগমনের নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

সপ্তাধিকশততম সর্গ।

তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি রাজা দশরথ হইতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছ, এক্ষণে যেরূপ কহিলে, তাহা তোমার সমুচিত হইতেছে। কিন্তু দেখ, পূর্ব্বে পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণ-কালে কেকয়রাজকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক কহিয়াছিলেন, রাজন্! তোমার এই কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হইবে, আমি তাহাকেই সমস্ত সাম্রাজ্য অর্পণ করিব। অনন্তর দেবাসুরসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তিনি তোমার জননীর শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হইয়া, দুইটি বর অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে তোমার জননী তোমার রাজ্য ও আমার বন এই দুই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মহারাজও অগত্যা তদ্বিষয়ে সম্মত হন, এবং আমাকে চতুর্দ্দশ বৎ-সরের নিমিত্ত বনবাসে নিয়োগ করেন। এক্ষণে আমি তাঁহার সত্য পালনার্থ জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত এই স্থানে আসি-য়াছি; তুমিও পিতার নিদেশে এবং তাঁহারই সত্য রক্ষার উদ্দেশে অবিলম্বে রাজ্য গ্রহণ কর। বৎস! আমার প্রীতির জন্য মহারাজকে ঋণমুক্ত করা, এবং দেবী কেকয়ীকে অভিনন্দন

করা তোমার উচিত হইতেছে। দেখ, গয়া প্রদেশে মহাত্মা গয় যজ্ঞকালে পিতৃলোকের প্রীতি কামনায় এই শ্রুতি গান করিয়াছিলেন, "যিনি পুৎ নামে নরক হইতে পিতাকে পরিত্রাণ করেন, তিনি পুত্র, এবং যিনি তাঁহাকে সকল প্রকার সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন, তিনিও পুত্র। জ্ঞানী গুণবান বহু পুত্রের কামনা করা কর্ত্তব্য, কারণ ঐ সমষ্টির মধ্যে অন্তত একজনও গয়া যাত্রা করিতে পারে।" ভরত! পূর্ব্বতন রাজর্ষিগণের এইরূপই বিশ্বাস ছিল। অতএব তুমি এক্ষণে পিতাকে নরক হইতে রক্ষা কর, এবং অযোধ্যায় গিয়া ব্রাহ্মণগণ ও শত্রুঘ্নের সহিত প্রজারঞ্জনে প্রবৃত্ত হও। অতঃপর আমায়ও অবিলম্বে জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। ভাই! তুমি মনুষ্যের রাজা হও, আমি বন্য মৃগগণের রাজাধিরাজ হইয়া থাকিব; তুমি আজ হৃষ্টচিত্তে মহানগরে গমন কর, আমিও পুলকিত মনে দণ্ডকারণ্যে যাত্রা করিব; শ্বেত ছত্র আতপ নিবারণ পূর্ব্বক, তোমার মস্তকে শীতল ছায়া প্রদান করুক, আমিও এই সকল বন্য বৃক্ষের তদপেক্ষাও শীতল ছায়া আশ্রয় করিব; ধীমান্ শত্রুঘ্ন তোমার সহায়, লক্ষ্মণও আমার প্রধান মিত্র। এক্ষণে আইস, আমরা চারি জনে মিলিয়া এই রূপে পিতৃসত্য পালনে প্রবৃত্ত হই।

অষ্টাধিকশততম সর্গ ।

অনন্তর জাবালি কহিলেন, রাম! তুমি অতি সুবোধ, সামান্য লোকের ন্যায় তোমার বুদ্ধি যেন অনর্থদর্শিনী না হয়। দেখ, কে কাহার বন্ধু? কোন্ ব্যক্তিরই বা কোন্ সম্বন্ধে কি প্রাপ্য আছে? জীব একাকী জন্মগ্রহণ করে, এবং একাকীই বিনষ্ট হয়। অতএব মাতা পিতা বলিয়া, যাহার স্নেহাশক্তি হইয়া থাকে, সে উন্মত্ত। যেমন কোন লোক প্রবাসে গমন করিবার কালে, গ্রামের বহির্দ্দেশে বাস করে, আবার পরদিন সেই আবাস-সম্বন্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রস্থান করিয়া থাকে, পিতা মাতা গৃহ ও ধন তদ্রূপই জানিবে; সজ্জনেরা কোনও মতে উহাতে আসক্ত হন না। সুতরাং পিতার অনুরোধে পৈতৃক রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, দুঃখজনক দুর্গম সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য আশ্রয় করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। এক্ষণে তুমি সুসমৃদ্ধ অযোধ্যায় প্রতিগমন কর; সেই একবেণীধরা নগরী তোমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তুমি তথায় রাজভোগে কালক্ষেপ করিয়া, দেবলোকে

সুররাজ ইন্দ্রের ন্যায় পরমসুখে বিহার করিবে। দশরথ তোমার কেহ নহেন, তুমিও তাঁহার কেহ নও; তিনি অন্য, তুমিও অন্য, সুতরাং আমি যেরূপ কহিতেছি, তুমি তাহারই অনুষ্ঠান কর। দেখ, জন্মবিষয়ে পিতা নিমিত্তমাত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হন, বস্তুত মাতা ঋতুকালে গর্ভে যে শুক্রশোণিত ধারণ করেন, তাহাই জীবোৎপত্তির উপাদান। এক্ষণে রাজা দশরথ যেস্থানে যাইবার, গিয়াছেন, ইহাই মনুষ্যের স্বভাব, কিন্তু বৎস! তুমি স্ববুদ্ধিদোষে বৃথা নষ্ট হইতেছ। যাহারা প্রত্যক্ষসিদ্ধ পুরুষার্থ পরিত্যাগ করিয়া কেবল ধর্ম্ম লইয়া থাকে, আমি তাহাদিগের নিমিত্ত ব্যাকুল হইতেছি, তাহারা ইহলোকে বিবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, অন্তে মহাবিনাশ প্রাপ্ত হয়। লোকে পিতৃদেবতার উদ্দেশে অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে, দেখ, ইহাতে কেবল অন্ন অনর্থক নষ্ট করা হয়, কারণ কে কোথায় শুনিয়াছে যে, মৃত ব্যক্তি আহার করিতে পারে? যদি এক জন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে উহার সঞ্চার হয়, তবে প্রবাসীর উদ্দেশে এক ব্যক্তিকে আহার করাও, উহাতে কি ঐ প্রবাসীর তৃপ্তি লাভ হইবে? কখনই না। যে সমস্ত শাস্ত্রে দেবপূজা, যজ্ঞ, দান, ও তপস্যা প্রভৃতি কার্য্যের বিধান আছে, ধীমান মনুষ্যেরা কেবল লোকদিগকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত, সেই সকল শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। অতএব, রাম! পরলোকসাধন ধর্ম্মনামে কোন

পদার্থই নাই, তোমার এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক। তুমি প্রত্যক্ষের অনুষ্ঠান এবং পরোক্ষের অননুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। ভরত তোমাকে অনুরোধ করিতেছেন, তুমি সর্ব্বসম্মত বুদ্ধির অনুসরণ পূর্ব্বক রাজ্যভার গ্রহণ কর।

নবাধিকশততম সর্গ।

জাবালীর এই কথা শুনিয়া রামের কিছুমাত্র ভাব-বৈপরীত্য ঘটিল না, তিনি তখন ধর্ম্মবুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তপোধন! আপনি আমার হিত কামনায় এক্ষণে যাহা কহিলেন, তাহা বস্তুত অকার্য্য, কিন্তু কর্ত্তব্যবৎ প্রতীয়মান হইতেছে, বস্তুতই অপথ্য, কিন্তু পথ্যের ন্যায় সপ্রমাণ হইতেছে। যে পুরুষ পামর ও বিপথগামী এবং যে জনসমাজে শাস্ত্রবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া থাকে, সে সাধুলোকের নিকট কখনই সম্মান পায় না। উচ্চ কি নীচ বংশীয়, বীর কি পৌরুষাভিমানী, শুচি কি অপবিত্র, চরিত্রই তাহার পরিচয় দিয়া থাকে। এক্ষণে আপনি যে রূপ কহিলেন, তদনুরূপ আচরণ করিলে নানা অনর্থ ঘটিবে। আপনার মত অত্যন্ত অপ্রশস্ত। ইহার বলে, লোক, কার্য্যত অনার্য্য হইলেও যেন ভদ্র, কদাচার হইলেও যেন শুদ্ধস্বভাব, এবং দুর্দ্দর্শন হইলেও যেন লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া আপনাকে অনুমান করিয়া থাকে। আমি যদি এইরূপ লোকদূষণ অধর্ম্মকে ধর্ম্মবেশে গ্রহণ করি, এবং প্রকৃত শ্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবৈধ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে বিজ্ঞের

নিকট অনাদৃত ও কুলাচার হইতে পরিভ্রষ্ট হইব। প্রতিজ্ঞা-লঙ্ঘন জন্য উৎকৃষ্ট গতি লাভের আর প্রত্যাশা থাকিবে না। এবং প্রকৃতিরাও আমায় ধর্ম্মবিপ্লবকারী ও স্বেচ্ছাচারী দেখিয়া, আমার অনুকরণ করিবে, কারণ রাজার যেরূপ আচার প্রজার তদ্রূপই হইয়া থাকে। অতএব, তপোধন! আপনি যেরূপ কহিলেন তাহা কোনও মতে প্রীতিকর বোধ হইতেছে না।

দেখুন, অনাদি-শাস্ত্রসিদ্ধ দয়াপ্রধান রাজত্ব স্বয়ং সত্য, এই নিমিত্ত লোকে রাজ্যকে সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সত্যের প্রভাব অতি চমৎকার, সমস্ত লোক সত্যে বিধৃত রহিয়াছে, দেবতা ও ঋষিগণ সত্যেরই সবিশেষ সমাদর করেন, সত্যবাদীর ব্রহ্মলোক লাভ হয়, সত্যনিষ্ঠ ধর্ম্ম সকলের মূল, সত্য ঈশ্বর, সত্যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন, সকল বিষয়ই সত্যমূলক এবং সত্য অপেক্ষা পরম পদ আর কিছুই নাই। দান যজ্ঞ হোম ও তপঃপ্রতিপাদক বেদশাস্ত্র সত্যকে আশ্রয় করিয়া আছে। যে ব্যক্তি সত্যপরায়ণ, তাঁহাকেই ভূমি যশ ও কীর্ত্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতএব সত্যপর হওয়া সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ক্ষুদ্র নীচাশয় নৃসংশ লুব্ধ পামরেরা যাহার সেবা করে, আমি অতঃপর সেই নামমাত্র ধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিব। কর্ম্মপাতক তিন প্রকার, কায়িক বাচিক

ও মানসিক ; ক্ষত্রিয়বৃত্তি সামান্যত দেহসাধ্য হইলেও নিজের চিন্তা ও অন্যের সহিত পরামর্শ এই সম্বন্ধে, অপর দুই পাতকেরও অন্তর্গত হইতেছে। এক জনই কুল রক্ষা করে, এক জনই নরকস্থ হয় এবং একজনেই দেবলোকে আদৃত হইয়া থাকে ; এইরূপ ব্যবস্থা সত্ত্বে, আমার সত্যসন্ধ পিতা, ত্রিসত্যে বদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি কেন তাহা অপহেলা করিব। আমি তাঁহার নিকট সত্যে প্রতিশ্রুত আছি, এক্ষণে ক্রোধ লোভ মোহ বা অজ্ঞানতা বশতই হউক, কোনমতে গুরুলোকের সত্যসেতু ভেদ করিব না। যে ব্যক্তি অসত্যপ্রতিজ্ঞ ও অস্থিরমতি, শুনিয়াছি তাহার নিকট দেবতা ও পিতৃলোক কিছুই গ্রহণ করেন না। এই আধ্যাত্মিক সত্যপালনধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সাধুলোকেরা ইহার ভার বহন করিয়া আসিয়াছেন বলিয়া, আমি তদ্বিষয়ে এইরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি। এক্ষণে আপনি সবিশেষ অবধারণ ও হেতুবাদ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমায় যে কথা কহিলেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত বোধ হইতেছে। আমি পিতার অগ্রে অঙ্গীকার করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি, সুতরাং ভরতের কথায় কিরূপে সম্মত হইব। আরও আমি সত্যে বদ্ধ হইয়াছি বলিয়া, কৈকেয়ী অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এক্ষণে কিরূপেই বা তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিব। অতএব অতঃপর আমাকে

শ্রদ্ধাবান শুদ্ধসত্ত্ব ও মিতাহারী হইয়া ফলমূলে দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তি সাধন পূর্ব্বক লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া, যাহা শুভ তাহারই অনুষ্ঠান শ্রেয়। অগ্নি বায়ু ও সোম ইহাঁরা শুভ কর্ম্মের প্রভাবে স্ব স্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। দেবরাজ ইন্দ্র শত সংখ্য যজ্ঞ আহরণ পূর্ব্বক দেবলোক লাভ করিয়াছেন এবং মহর্ষিগণও তপস্যার বলে উৎকৃষ্ট লোকে বাস করিতেছেন।

তপোধন! সত্য, ধর্ম্ম, তপস্যা, দয়া, প্রিয়বাদিতা, এবং দেবপূজা ও অতিথিসৎকার এই সকল স্বর্গের পথ, ব্রাহ্মণেরা ঐ গুলিকে মুখ্যফলপ্রদ বলিয়া শ্রবণ এবং তর্কদ্বারা সম্যক অবধারণ করিয়া, যথা বিহিত ধর্ম্মাচরণ পূর্ব্বক, উৎকৃষ্ট লোক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আপনার বুদ্ধি বেদবিরোধিনী, আপনি ধর্ম্মভ্রষ্ট নাস্তিক, আমার পিতা যে আপনাকে যাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাঁহার এই কার্য্যকে যথোচিত নিন্দা করি। যেমন বৌদ্ধ তস্করের ন্যায় দণ্ডার্হ, নাস্তিককেও তদ্রূপ দণ্ড করিতে হইবে, অতএব যাহাকে বেদবহিষ্কৃত বলিয়া পরিহার করা কর্ত্তব্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণও করিবেন না। আপনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণেরা নিষ্কাম হইয়া শুভকার্য্য সাধন করিয়াছেন, এবং এখনও অনেকে অহিংসা

তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ফলতঃ যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ দানশীল অহিংস্রক ও পবিত্র সেই সকল মহর্ষিরাই লোকে পূজনীয় হইয়া থাকেন।

রাম রোষভরে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে, জাবালি বিনয়বচনে কহিলেন, রাম! আমি নাস্তিক নহি, নাস্তিকের কথাও কহিতেছি না। আর পরলোক প্রভৃতি যে কিছুই নাই, তাহাও নহে। আমি সময় বুঝিয়া আস্তিক হই, আবার অবসর ক্রমে নাস্তিক হইয়া থাকি। যে কালে নাস্তিক হওয়া আবশ্যক, সেই কাল উপস্থিত, এক্ষণে তোমাকে বন হইতে প্রতিনয়ন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ কহিলাম এবং তোমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্তই আবার তাহার প্রত্যাহার করিয়া লইলাম।

দশাধিকশততম সর্গ ।
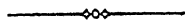
অনন্তর মহর্ষি বশিষ্ঠ রামকে ক্রোধাবিষ্ট দেখিয়া কহিলেন, বৎস! জাবালি লোকের গতাগতির বিষয় সম্যক জ্ঞাত আছেন। এক্ষণে তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত ইনি ঐরূপ কহিলেন। যাহা হউক, অতঃপর আমি লোকোৎপত্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর।

অগ্রে সমুদায়ই জলময় ছিল, ঐ জল মধ্যে এই পৃথিবী নির্ম্মিত হয়। পরে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা দেবগণের সহিত উৎপন্ন হইলেন এবং বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া, জল হইতে বসুন্ধরাকে উদ্ধার পূর্ব্বক প্রজাগণের সহিত সমস্ত চরাচর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এই ব্রহ্মা, স্বয়ং ঈশ্বর হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি নিত্য ও অবিনাশী। ইহাঁ হইতে মরীচি, মরীচি হইতে কশ্যপ জন্মেন। কশ্যপের আত্মজ বিবস্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হইয়াছেন। এই মনুই প্রজাপতি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। ইক্ষ্বাকু পিতা হইতে সমস্ত পৃথিবী অধিকার করেন। ইনিই অযোধ্যার

আদি রাজা। ইক্ষ্বাকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র জন্মে। কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতাপ বাণ, বাণের পুত্র মহাতপা তেজস্বী অনরণ্য, ইহাঁর শাসনকালে অনাবৃষ্টি কি দুর্ভিক্ষ কিছুই হয় নাই, এবং তস্করের নামও ছিল না। অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর পুত্র ত্রিশঙ্কু; ইনি স্বীয় সত্যের বলে স্বশরীরে স্বর্গ লাভ করেন। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নামে এক পুত্র জন্মে। ধুন্ধুমারের পুত্র মহারথ যুবনাশ্ব, যুবনাশ্বের পুত্র মান্ধাতা। মান্ধাতার পুত্র সুসন্ধি, সুসন্ধির দুই পুত্র-ধ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ। তন্মধ্যে ধ্রুবসন্ধি হইতে যশস্বী ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাতেজা অসিত। হৈহয় তালজঙ্ঘ ও শশবিন্দু ইহরা এই অসিতের প্রতিপক্ষ হইয়া ছিল। দুর্ব্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং ঐ যুদ্ধে পরাভূত ও রাজ্যচ্যুত হইয়া, মহিষী দ্বয়ের সহিত হিমাচলে গমন পূর্বক, মানবলীলা সংবরণ করেন। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজ অসিতের দুই মহিষী সসত্ত্বা ছিলেন। ইহাঁদিগের মধ্যে একজন অপটির গর্ভ নষ্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্য দ্রব্যে বিষ সংযোগ করিয়া দেন।

ঐ রমণীয় হিমাচলে ভৃগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করিতেন। রাজমহিষী কালিন্দী স্বপত্নীর অত্যাচারে যৎপরোনাস্তি ভীত হইয়া তাঁহাকে গিয়া অভিবাদন করেন। তখন মহর্ষি

প্রসন্ন হইয়া তাঁহার পুত্রোৎপত্তির উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, মহাভাগে! তোমার গর্ভে এক প্রবলপরাক্রম পুত্র অচিরাৎ গরলের সহিত জন্মিবেন, এবং তাঁহা হইতেই বংশরক্ষা হইবে।

অনন্তর কালিন্দী ভগবান চ্যবনকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার গর্ভে পদ্মপলাশলোচন পদ্মকোষসদৃশপ্রভ এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সপত্নী গর্ভবিনাশ বাসনায় যে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কালে তাহাও নির্গত হয়, এই কারণে উহাঁর নাম সগর হইল। ইনিই দীক্ষিত হইয়া সকলের মনে ভয় উৎপাদন পূর্ব্বক সাগর খনন করেন। ইহাঁর পুত্র অসমঞ্জ। অসমঞ্জ অতি পাপাত্মা ছিলেন, এই নিমিত্ত ইহাঁর পিতা জীবদ্দশাতেই ইহাঁকে নগর হইতে নিস্কাসিত করিয়া দেন। অসমঞ্জ হইতে অংশুমান উৎপন্ন হন। অংশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম গ্রহণ করেন। রঘুর পুত্র তেজস্বী প্রবৃদ্ধ। ইহাঁর অপর নাম কল্মাষপাদ। ইনি শাপপ্রভাবে মাংসাশী রাক্ষস হন। প্রবৃদ্ধের পুত্র শঙ্খণ। শঙ্খণের পুত্র সুদর্শন, সুদর্শনের পুত্র অগ্নিবর্ণ, অগ্নিবর্ণের পুত্র শীঘ্রগ, শীঘ্রগের পুত্র মরু, মরুর পুত্র প্রশুশ্রুক, প্রশুশ্রুকের পুত্র অম্বরীষ। অম্বরীষ হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র

যযাতি, যযাতির পুত্র নাভাগ, নাভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ। রাম! তুমি সেই রাজা দশরথেরই জ্যেষ্ঠ পুত্র, অতএব এক্ষণে রাজ্য গ্রহণ এবং রাজকার্য্য সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ কর। ইক্ষ্বাকুবংশীয়দিগের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠই রাজা হন, জ্যেষ্ঠ সত্ত্বে কনিষ্ঠ কখন সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে পারেন না, এই চিরপ্রচলিত বংশাচার পরিহার করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে না। তুমি রাজা দশরথের ন্যায় ধনরত্নসঙ্কুল রাষ্ট্রবহুল পৃথিবীকে শাসন কর।

একাদশাধিক শততম সর্গ।
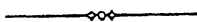
বশিষ্ঠ পুনর্ব্বার কহিলেন, বৎস! আচার্য্য, পিতা, ও মাতা, পৃথিবীতে এই তিন জন গুরু। পিতা জন্ম দান করেন, এই নিমিত্ত তিনি গুরু, এবং আচার্য্য জ্ঞান প্রদান করেন, এই কারণে তাঁহাকেও গুরু বলা যায়। রাম! আমি তোমার পিতার ও তোমার আচার্য্য, আমার কথা রক্ষা করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। এই তোমার পারিষদ, এই সকল বন্ধুবান্ধব, এবং এই সমস্ত অধীন রাজা, ইহাঁদিগের রক্ষাসাধন করিলে সদ্গতি লাভ হইবে। তোমার জননী কৌশল্যা ধর্ম্মশীলা ও বৃদ্ধা, ইহাঁর বাক্য লঙ্ঘন করা উচিত হয় না। ভরত বারংবার তোমার প্রতিগমন প্রার্থনা করিতেছেন, ইহাঁকে উপেক্ষা করাও সঙ্গত হইতেছে না।

রাম মহর্ষি বশিষ্ঠের এই মধুর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক কহিলেন, তপোধন! মাতা পিতা সাধ্যানুসারে দুগ্ধাদি দান করেন, নিদ্রা আহরণ ও অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দেন এবং প্রিয়োক্তি প্রয়োগ ও ক্রীড়ায় নিয়োগ করিয়া থাকেন। এইরূপে তাঁহারা

নিরন্তর সন্তানের যে উপকার সাধন করেন, তাহার প্রতিশোধ করা অত্যন্ত সুকঠিন। সুতরাং আমার জনয়িতা পিতা যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারিব না।

তখন ভরত নিতান্ত বিমনা হইয়া সন্নিহিত সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি শীঘ্র এই স্থানে কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া দেও, যাবৎ আর্য্য রাম প্রসন্ন না হন, তদবধি আমি ইহাঁর উদ্দেশে প্রত্যুপবেশন করিব। উত্তমর্ণ ব্রাহ্মণ যেমন স্বধন গ্রহণের নিমিত্ত অধমর্ণের দ্বাররোধ করে, তদ্রূপ আমি সর্ব্বাঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া যতক্ষণ না ইনি প্রতিগমন করিবেন, অনাহারে এই পর্ণ-কুটীরের সম্মুখে শয়ন করিয়া থাকিব।

সুমন্ত্র, আদিষ্ট হইলেও রামের মুখাপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে ভরত স্বয়ংই কুশাসন আস্তীর্ণ করিয়া ভূতলে শয়ন করিলেন। তখন রাম কহিলেন, বৎস! আমি এমন কি করিতেছি যে, তুমি আমার জন্য প্রত্যুপবেশন করিলে? দেখ, এইরূপ বিধি ব্রাহ্মণেরই বিহিত হইয়াছে, ক্ষত্রিয়ের ইহাতে অধিকার নাই। অতএব তুমি এক্ষণে এই দারুণ ব্রত পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া মহানগরী অযোধ্যায় গমন কর।

অনন্তর ভরত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রাম ও নগরের অভ্যাগত সমস্ত লোকদিগকে কহিলেন, তোমরা কি জন্য আর্য্যকে কিছু বলিতেছ না? উহারা কহিল, আপনি ইহাঁকে

যাহা কহিলেন, তাহা কোন অংশে অসঙ্গত নহে। আর এই মহানুভবও যে, পিতৃআজ্ঞা পালনে নির্ব্বন্ধ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহাও অন্যায় হইতেছে না। এই কারণে আমরা এই বিষয়ে নিরুত্তর হইয়া আছি। তখন রাম কহিলেন, ভরত! তুমি ত এই সকল সাধুদর্শী সুহৃদের কথা শুনিলে? এক্ষণে ইহাঁরা উভয় পক্ষ আশ্রয় করিয়া যেরূপ আত্মমত ব্যক্ত করিলেন, তুমি তাহা সম্যক বিচার করিয়া দেখ, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া আচমন কর।

তখন ভরত ভূমিশয্যা হইতে উত্থান ও আচমন করিয়া কহিলেন, সভ্যগণ! শ্রবণ কর, মন্ত্রিবর্গ! তোমরাও শুন, আমি পৈতৃক রাজ্য প্রার্থনা করি নাই, জননীকেও অসৎ অভিসন্ধি সাধনের পরামর্শ দি নাই, এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাম যে অরণ্য আশ্রয় করিবেন, তাহাও জানিতাম না। এক্ষণে পিতার বাক্য পালন এবং এইরূপে কাল যাপন যদি ইহাঁর অভিমত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমিই প্রতিনিধি রূপে চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাসী হইয়া থাকিব।

ভরত এইরূপ বলিলে রাম নিতান্ত বিস্মিত হইলেন এবং গ্রাম ও নগরের সকল লোককে অবলোকন পূর্ব্বক কহিলেন, দেখ, পিতা জীবদ্দশায় যাহা ক্রয়, বিক্রয়, অথবা বন্ধকস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন, তাহার অপলাপ করা আমার বা ভরতের

উচিত হইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে অরণ্যবাস বিষয়ে প্রতিনিধি নিয়োগ আমার পক্ষে অত্যন্ত অপযশের হইবে। দেবী কৈকেয়ী যাহা কহিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, এবং পিতা যেরূপ আচরণ। করিয়াছেন, তাহাও ন্যায়োপেত হইতেছে। আমি ভরতকে জানি, ইনি ক্ষমাশীল ও গুরুজনের মর্য্যাদারক্ষক। ইহাঁর কোন অংশে কিছুই দূষণীয় নহে। আমি বন হইতে প্রতিগমন করিলে ইহাঁরই সহিত পৃথিবীর রাজা হইব। ভাই ভরত! কৈকেয়ী আমায় যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, আমি তদনুরূপ কার্য্য করিয়াছি, এক্ষণে তুমিও পিতাকে প্রতিজ্ঞাঋণ হইতে মুক্ত কর।

দ্বাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও ভরত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এই অবসরে দেবর্ষি রাজর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় আগমন করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতেছিলেন। উহাঁরা ঐ উভয় ভ্রাতার সমাগম দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইয়া উহাঁদের যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কহিলেন, এই দুই ধর্ম্মবীর যাঁহার পুত্র তিনিই ধন্য। ইহাঁদের বাক্যালাপ শুনিয়া, অদ্য আমরা সবিশেষ প্রীত হইলাম। অনন্তর তাঁহারা মনে মনে রাবণের নিধনকামনা করিয়া ভরতকে কহিলেন, বীর! তুমি সৎবংশোদ্ভব যশস্বী ও বিজ্ঞ। এক্ষণে যদি পিতার মুখাপেক্ষা করা তোমার অভিমত হয়, তাহা হইলে রাম যাহা কহিতেছেন, তাহাতে সম্মত হও। ইনি সত্যপালন পূর্ব্বক পিতৃ-ঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। ইনি প্রতিজ্ঞা করাতেই দশরথ কৈকেয়ীর নিকট অঋণী হইয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। এই বলিয়া উহাঁরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। উহাঁরা প্রস্থান করিলে, প্রিয়দর্শন রাম প্রফুল্লমনে উহাঁদিগকে বারং বার সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত কৃতাঞ্জলিপুটে স্খলিত বাক্যে সভয়ে কহিলেন, আর্য্য! আপনি আমাদিগের কুলক্রমানুরূপ রাজধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া জননী কৌশল্যার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। আমি একাকী সেই বিস্তীর্ণ রাজ্য শাসন করিতে পারিব না, এবং প্রজা-রঞ্জনও আমা হইতে হইবে না। কৃষিজিবী যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ সমস্ত প্রকৃতি জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধবেরা আপনারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব আপনি রাজ্য গ্রহণ করিয়া কোন ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করুন। আপনি যাহাকে অর্পণ করিবেন, সে অবশ্যই প্রজাপালনে সমর্থ হইবে।

নীরদশ্যাম পদ্মপলাশলোচন ভরত, এই বলিয়া, রামের পদতলে নিপতিত হইলেন, এবং তাঁহার সন্নিধানে বারংবার ইহাই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন রাম তাঁহাকে অঙ্কে গ্রহণ পূর্ব্বক কলহংসসদৃশ মধুরস্বরে কহিলেন, বৎস! যাহা শিক্ষাপ্রভাবোৎপন্ন ও স্বাভাবিক, তোমার সেই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে। তুমি রাজ্যভার বহনেও সাহসী হইতেছ। এক্ষণে বুদ্ধিমান মন্ত্রী ও সুহৃদ্গণের পরামর্শ লইয়া, তৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। চন্দ্র হইতে শোভা অপনীত হইতে পারে, হিমালয় হিম পরিত্যাগ করিতে পারেন, এবং সাগরও হয়ত বেলাভূমি লঙ্ঘন করিবেন, কিন্তু আমি পিতৃসত্য পালনে কখনই বিরত হইব না। বৎস! তোমার জননী ত্বৎসংক্রান্ত স্নেহ বা লোভ

বশতই হউক যে কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তুমি মনেও আনিও না, মাতাকে যেমন ভক্তি করিতে হয়, তাঁহাই করিবে।

অনন্তর ভরত দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী দ্বিতীয়া-চন্দ্রের ন্যায় সুদর্শন রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! এক্ষণে আপনি পদতল হইতে এই কনকখচিত পাদুকাযুগল উন্মুক্ত করুন, অতঃপর ইহাই লোকের যোগক্ষেম * বিধান করিবে। তখন রাম পাদুকা উন্মোচন করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিলেন। ভরত প্রণিপাত পুরঃসর উহা গ্রহণ করিয়া কহিলেন, আর্য্য! আমি সমস্ত রাজ্যব্যাপার এই পাদুকাকে নিবেদন পূর্ব্বক, জটাচীর ধারণ ও ফলমূল ভক্ষণ করিয়া, আপনার প্রতীক্ষায় চতুর্দ্দশ বৎসর নগরের বহির্দ্দেশে বাস করিব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিবসে যদি আপনার দর্শন না পাই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমায় হুতাশনে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

রাম ভরতের কথায় সম্মত হইলেন, এবং তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! আমি ও জানকী আমরা তোমায় দিব্য দিতেছি, তুমি জননী কৌশল্যাকে রক্ষা করিও, তাঁহার প্রতি কদাচ রুষ্ট হইও না। এই বলিয়া তিনি সজল নয়নে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

---

* অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপণ এবং প্রাপ্তের রক্ষা সাধন।

অনন্তর সুশীল ভরত, ঐ উজ্জ্বল পাদুকা এক মাতঙ্গের মস্তকে অবস্থাপন পূর্ব্বক, রামকে প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন ধৈর্য্যে হিমাচলের ন্যায় অটল রাম, কুলগুরু বশিষ্ঠকে যথোচিত অর্চ্চনা করিয়া, অনুক্রমে ভরত ও শত্রুঘ্নকে এবং মন্ত্রী ও প্রকৃতিগণকে বিদায় দিলেন। ঐ সময় তদীয় মাতৃগণের কণ্ঠ বাষ্পভরে অবরুদ্ধ হইয়াছিল, তন্নিবন্ধন তাঁহারা আর বাক্য-স্ফূর্ত্তি করিতে পারিলেন না। রামও তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিলেন।

ত্রয়োদশাধিক শততম সর্গ।
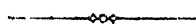
অনন্তর ভরত, মস্তকে রামের পাদুকা লইয়া, শত্রুঘ্নের সহিত রথারোহণ পূর্ব্বক হৃষ্টমনে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব ও জাবালি ইঁহারা অগ্রে অগ্রে চলিলেন। উত্তরে মন্দাকিনী, সকলে তথা হইতে পূর্ব্বাভিমুখী হইলেন, এবং গিরিবর চিত্রকূটকে প্রদক্ষিণ করিয়া, বিবিধ ধাতু অবলোকন পূর্ব্বক উহার পার্শ্ব দিয়া যাইতে লাগিলেন। অদূরে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রম দৃষ্ট হইল। ভরত তথায় উপনীত হইয়া, রথ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে গিয়া প্রণাম করিলেন। তখন ভরদ্বাজ প্রীতমনে জিজ্ঞাসিলেন, বৎস! রামের সহিত তোমার ত সাক্ষাৎ হইয়াছিল? কার্য্য ত সফল হইয়াছে? ভরত কহিলেন, তপোধন! আমি ও বশিষ্ঠদেব, আমরা, রামকে আনিবার নিমিত্ত বারংবার অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি তাহাতে সবিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বশিষ্ঠকে কহিলেন, পিতা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমায় যাহা আদেশ করি-

য়াছেন, আমি চতুর্দ্দশ বৎসর তাহাই পালন করিব। তখন গুরুদেব কহিলেন, তবে তুমি এক্ষণে প্রসন্নমনে এই স্বর্ণোজ্জ্বল পাদুকাযুগল অর্পণ কর, এবং ইহা দ্বারা অযোধ্যায় যোগক্ষেমকর হও। তাপস! রাম এইরূপ অভিহিত হইবামাত্র পূর্ব্বাস্য হইয়া, রাজ্যের রক্ষা বিধানার্থ আমায় পাদুকা প্রদান করিলেন। আমি এক্ষণে তাহা লইয়া তাঁহারই আদেশে অযোধ্যায় চলিয়াছি।

ভরদ্বাজ ভরতের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতিসুশীল ও সচ্চরিত্র, রামও লোকের স্বভাব বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন, তিনি যে তোমার প্রতি সৎব্যবহার করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি, উৎসৃষ্ট জল ত নিম্নাভিমুখী হইয়াই থাকে। এক্ষণে বোধ হইতেছে, তোমার ন্যায় ধর্ম্মবৎসল পুত্র যাঁহার বিদ্যমান, মৃত্যু সেই দশরথকে এককালে লুপ্ত করিতে পারে নাই।

অনন্তর ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজকে কৃতাঞ্জলিপুটে আমন্ত্রণ, অভিবাদন, ও পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক মন্ত্রিগণের সহিত অযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সৈন্য সকল হস্ত্যশ্বে রথে ও শকটে আরোহণ পূর্ব্বক নানা স্থানে বিস্তীর্ণ হইয়া চলিল। সম্মুখে উর্ম্মিমালিনী যমুনা, উহারা ঐ নদী উত্তীর্ণ হইয়া নির্ম্মলসলিলা জাহ্নবীকে দেখিতে পাইল। তখন ভরত সসৈন্যে উহা পার হইয়া, শৃঙ্গবের পুরে প্রবেশ করিলেন, এবং

তথা হইতে অযোধ্যাভিমুখী হইলেন। যাইতে যাইতে অযোধ্যাকে নিরীক্ষণ করিয়া দুঃখিত মনে সুমন্ত্রকে কহিলেন, সুমন্ত্র! দেখ, এই নগরী অত্যন্ত শোভাহীন হইয়া আছে, আজ ইহাতে আনন্দ নাই, কোলাহলও শ্রুতিগোচর হইতেছে না।

চতুর্দ্দশাধিক শততম সর্গ।

এই বলিয়া ভরত রথের গম্ভীর রবে চারিদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, উহার ইতস্তত বিড়াল ও উলূক সকল সঞ্চরণ করিতেছে. গৃহদ্বার সমুদায় অবরুদ্ধ. তিমিরাচ্ছন্ন শর্ব্বরীর ন্যায় যেন উহা প্রভাশূন্য হইয়া আছে। শশাঙ্কশ্রীলাঞ্ছিতা রোহিণী উদিত রাহুর উৎপাতে যেন অশরণা হইয়াছেন। আবিলসলিলা উত্তাপ-সন্তপ্ত-বিহঙ্গকুল-সমাকুলা ক্ষীণপ্রবাহা লীনগ্রাহা গিরিনদীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। অনলশিখা ধূমশূন্য ও স্বর্ণবর্ণ ছিল, পশ্চাৎ যেন জলসেকে নির্বাণ হইয়া গিয়াছে। যথায় যান বাহন চূর্ণ, বর্ম্ম ছিন্ন ভিন্ন, বীরেরা মৃতদেহে নিপতিত এবং অবশিষ্ট সৈন্য সকল বিষণ্ণ, এই নগরী সেই সমরাঙ্গনের ন্যায় পরিদৃশ্যমান হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গ মহাশব্দে ফেন উদ্গার পূর্ব্বক উত্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে যেন সমীরণের মৃদুমন্দ হিল্লোলে নীরবে কম্পিত হইতেছে। স্রুক স্রুবাদি কিছু নাই,

বেদজ্ঞ ঋত্বিক নাই, ইহা যেন যজ্ঞাবসানের সেই বেদির ন্যায় নিস্তব্ধ। ধেনু বৃষবিরহে গোষ্ঠে একান্ত উৎকণ্ঠিত ও কাতর হইয়া যেন নূতন তৃণে নিস্পৃহ হইয়া আছে। মসৃণ উজ্জ্বল উৎকৃষ্ট পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিহীন নবরচিত মুক্তাবলীর ন্যায় ইহা নিতান্তই শোভাবিহীন। তারকা পুণ্যক্ষয় নিবন্ধন নিষ্প্রভ হইয়া যেন গগণতল হইতে স্খলিত হইয়াছে। বসন্তের অবসানে কুসুমশোভিত অলিকুলসঙ্কুল বনলতা যেন প্রবল দাবানলে ম্লান হইয়া গিয়াছে। রাজপথে লোকের সমাগম নাই, আপণ সকল নিরুদ্ধ, নভোমণ্ডল যেন মেঘাচ্ছন্ন ও চন্দ্র তারকা অন্তর্হিত হইয়াছে। সুরা নাই, শরাব সকল ভগ্ন, এবং মদ্যপায়ীরাও মৃত্যুমুখে নিমগ্ন, সেই অপরিচ্ছন্ন পানভূমির ন্যায় ইহাকে অত্যন্ত শোচনীয় বোধ হইতেছে। ভগ্নমৃৎপাত্রপূর্ণ এবং ভগ্নস্তম্ভ-সমাকীর্ণ বিদীর্ণতল শুষ্কজল সরোবরের ন্যায় ইহা পরিদৃশ্যমান হইতেছে। পাশসংযুক্ত অতিবিশাল মৌর্ব্বী যেন শরচ্ছিন্ন হইয়া শরাসন হইতে স্খলিত হইয়াছে। বড়বা যেন সমরনিপুণ আরোহীর প্রযত্নে পরিচালিত ও প্রতিপক্ষীয় সৈন্যহস্তে নিহত হইয়া পতিত আছে।

সুমন্ত্র! আজ অযোধ্যাতে পূর্ব্ববৎ গীত বাদ্যের গভীর শব্দ কেন শ্রুতিগোচর হইতেছে না। মদ্যের উন্মাদকর গন্ধ, মাল্য ধূপ ও অগুরুর সৌরভ সর্ব্বত্র কেন বহিতেছে না।

রথের ঘর্ঘর শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব এবং মত্ত হস্তীর বৃংহিত-ধ্বনি কেন শুনিতেছি না। তরুণ বয়স্কেরা রামের বিয়োগে একান্ত বিমনা হইয়া আছেন, এক্ষণে তাঁহারা চন্দন লেপন ও মাল্য ধারণ করিয়া বহির্গত হন না, এবং উৎসবেরও আর আয়োজন নাই। ফলত অযোধ্যার সেই শ্রী, ভ্রাতা রামের সহিত এস্থান হইতে অপসৃত হইয়াছে। মেঘাবৃত শুক্লপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় এক্ষণে ইহার আর কিছুমাত্র শোভা নাই। হা! কবে রাম সাক্ষাৎ উৎসবের ন্যায়, নিদাঘের মেঘের ন্যায়, উপস্থিত হইয়া, সকলের মনে হর্ষ উৎপাদন করিবেন!

রাজকুমার ভরত এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে নগর প্রবেশ করিয়া মৃগরাজবিরহিত গিরিগুহাসদৃশ পিতৃগৃহে উপ-নীত হইলেন। এবং উহা সংস্কারশূন্য ও শ্রীহীন দেখিয়া, দুঃখভরে অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ।

অনন্তর তিনি মাতৃগণকে অযোধ্যায় রাখিয়া, শোকসন্তপ্তমনে বশিষ্ঠপ্রভৃতি পুরোহিতবর্গকে কহিলেন, বিপ্রগণ! আমি নন্দিগ্রামে যাইব, তজ্জন্য আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ করিতেছি। তথায় গিয়া ভ্রাতৃবিয়োগজনিত সমস্ত দুঃখ সহিব। পিতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, গুরু রাম অরণ্যে আছেন, ইহা অপেক্ষা অসুখের আর আমার কিছুই নাই। এক্ষণে রাজ্যের নিমিত্ত রামেরই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, তিনিই রাজা।

তখন বশিষ্ঠ ও মন্ত্রিগণ ভরতের কথা শুনিয়া কহিলেন, রাজকুমার! তুমি ভ্রাতৃস্নেহে যাহা কহিলে, উহা সর্ব্বাংশেই প্রশংসনীয়, ও তোমারই অনুরূপ হইতেছে। তুমি অতি সাধু, স্বজনানুরাগ ও ভ্রাতৃবাৎসল্য তোমার বিলক্ষণই আছে, সুতরাং তোমার এই বাক্যে কে না অনুমোদন করিবেন?

ভরত তাঁহাদের মুখে অভিলাষানুরূপ প্রীতিকর কথা শ্রবণ করিয়া সারথিকে কহিলেন, সূত! তুমি রথে অশ্ব যোজনা

করিয়া আনয়ন কর। অনন্তর অবিলম্বে রথ আনীত হইল। তিনি মাতৃগণকে সম্ভাষণ করিয়া, শত্রুঘ্নের সহিত উহাতে আরোহণ করিলেন, এবং মন্ত্রি ও পুরোহিতবর্গে পরিবৃত হইয়া প্রীতমনে নন্দিগ্রামে গমন করিতে লাগিলেন। বশিষ্ঠপ্রভৃতি দ্বিজাতিগণ পূর্ব্বাস্য হইয়া সকলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। হস্ত্যশ্ব-বহুল সৈন্য সকল ও পুরবাসিরা আহূত না হইলেও উহাঁদের অনুগমন করিতে লাগিল। নিকটে নন্দিগ্রাম. ভরত রামের পাদুকা মস্তকে লইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, পুরোহিতগণকে কহিলেন, দেখুন, আর্য্য রাম অযোধ্যা-রাজ্য ন্যাসস্বরূপ আমায় অর্পণ করিয়াছেন, এক্ষণে এই কনকখচিত পাদুকা তাহা পালন করিবে। এই বলিয়া তিনি পাদুকাকে প্রণিপাত পূর্ব্বক দুঃখিতমনে প্রকৃতিগণকে কহিলেন, প্রকৃতিগণ! তোমরা শীঘ্র এই পাদুকার উপর ছত্র ধারণ কর, ইহা রামের প্রতিনিধি, এক্ষণে ইহারই প্রভাবে রাজ্যে ধর্ম্মব্যবস্থা থাকিবে। রাম সম্ভাবনিবন্ধন ন্যাসরূপে এই রাজ্য আমায় দিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার পুনরাগমনকাল পর্য্যন্ত ইহার রক্ষা সাধন করিতে হইবে। তিনি আসিলে আমি স্বহস্তে এই পাদুকা পরাইয়া তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিব, এবং তাঁহার উপর সমস্ত ভারার্পণ পূর্ব্বক তাঁহারই সেবায় বীতপাপ হইব।

এই বলিয়া সেই জটাচীরধারী সুধীর, সসৈন্যে নন্দিগ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, এবং তথায় পাদুকাকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া, স্বয়ংই উহার সম্মানার্থ ছত্রচামর ধারণ করিয়া রহিলেন। তৎকালে যা কিছু রাজকার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, অগ্রে উহাকে জ্ঞাপন করিয়া, পশ্চাৎ তাহার যথাবৎ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন, এবং যা কিছু উপহার উপনীত হইতে লাগিল, সমস্তই উহাকে নিবেদন করিয়া, পরিশেষে কোষগৃহে সঞ্চয় করিতে লাগিলেন।

ষোড়শাধিকশততম সর্গ।

এ দিকে রাম চিত্রকূটে আছেন, একদা দেখিলেন, যে সমস্ত তাপস পূর্ব্ব হইতে তাঁহার আশ্রয়ে সুখে কালযাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। ঐ সময় উহাঁরা রামকে নির্দ্দেশ করিয়া, সভয়ে নেত্র ও ভ্রূকুটী-সঙ্কেতে একান্তে কথোপকথন করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে রাম অত্যন্ত শঙ্কিত হইলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে কুলপতিকে কহিলেন, ভগবন্! যাহাতে তাপসগণের মন বিকৃত হইতে পারে, আমার ব্যবহারে পূর্ব্বরাজগণের অননুরূপ কি কিছু প্রত্যক্ষ করিতেছেন? লক্ষ্মণ অসাবধানতা নিবন্ধন কি কোন অবৈধ আচরণ করিয়াছেন? জানকী সততই আপনাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন, এক্ষণে তিনি আমার সেবানুরোধে সেই স্ত্রীজনোচিত কার্য্য হইতে কি বিরত হইয়াছেন?

তখন এক তপোবৃদ্ধ জরাজীর্ণ তাপস কম্পিতদেহে কহিতে লাগিলেন, বৎস! তপস্বিসংক্রান্ত কোন বিষয়ে এই কল্যাণিনী

সীতার কিছুমাত্র শৈথিল্য দেখি না। এক্ষণে আমাদের উপর অত্যন্ত রাক্ষসের উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া, নির্জ্জনে নানা প্রকার জল্পনা করিতেছি। এই স্থানে খর নামে এক নিশাচর বাস করিয়া থাকে, সে রাবণের কনিষ্ঠ। ঐ মাংসাসী অতি নৃশংস গর্ব্বিত ও নির্ভয়, সে জনস্থাননিবাসী ঋষিগণকে অত্যন্ত উৎপীড়ন করিতেছে। তোমার প্রভাব উহার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না। তুমি যদবধি এই স্থানে আসিয়াছ, ঐ দুরাত্মা সেই পর্য্যন্ত অন্যান্য নিশাচরের সহিত আমাদের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত করিতেছে। কখন ক্রূর ও বীভৎস বেশে আসিতেছে, কখন বিকট মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতেছে, কখন বা নানারূপে বিরূপ হইয়া সকলের হৃৎকম্প জন্মাইতেছে। উহারা আসিয়া আমাদিগের উপর অপবিত্র বস্তু সকল নিক্ষেপ করে, এবং যাহাকে সম্মুখে পায় তাহাকেই যন্ত্রণা দিয়া থাকে। অল্পপ্রাণ তাপসেরা নিদ্রায় অচেতন হইয়া আছেন, ইত্যবসরে উহারা নিঃশব্দপদসঞ্চারে আগমন ও উহাঁদিগকে বাহুপাশে বন্ধন পূর্ব্বক মহাহর্ষে বিনাশ করিয়া থাকে। যজ্ঞকালে যজ্ঞীয় দ্রব্য সকল নষ্ট করে, কলশ চূর্ণ করিয়া ফেলে, এবং অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দেয়। জানি না, ঐ দুরাত্মারা আমাদের মধ্যে কবে কাহার প্রাণনাশ করিবে। এক্ষণে কেবল এই কারণে ঋষিরা আশ্রমত্যাগের সঙ্কল্প

করিয়া, অন্যত্র যাইবার নিমিত্ত বারংবার আমায় ত্বরা দিতে-ছেন। অদূরে মহর্ষি কণ্বের এক সুরম্য তপোবন আছে, ঐ স্থানে ফল মূল বিলক্ষণ সুলভ, অতঃপর আমরা সকলেই তথায় প্রস্থান করিব। বৎস! এক্ষণে যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমিও আমাদের সমভিব্যাহারে চল। ঐ দুরাত্মা তোমার উপরও উপদ্রব করিবে, তুমি সতত সাবধান ও উৎপাত নিবা-রণে সমর্থ হইলেও ভার্য্যার সহিত এই স্থানে কখনই সুখে থাকিতে পারিবে না।

কুলপতি এইরূপ কহিলে, রাম আর তাঁহাকে নিষেধ করিতে পারিলেন না। তখন মহর্ষি তাঁহাকে সম্ভাষণ, অভি-নন্দন ও সান্ত্বনা করিয়া, স্বগণে তথা হইতে যাত্রা করিলেন। প্রস্থানকালে তিনি রামকে পুনঃ পুনঃ স্থানত্যাগের পরামর্শ দিতে লাগিলেন। রামও কিয়দ্দূর উহাঁর অনুগমন করিলেন, এবং প্রণামান্তে তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ করিয়া পর্ণকুটীরে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রতিনিবৃত্ত হইয়া অবধি তিলেকের নিমিত্তও কুটীর পরিত্যাগ করিতেন না। তৎকালে যে সকল ঋষি ঐ আশ্রমে ছিলেন, তাঁহারা উহাঁর বিপত্তিনাশের শক্তি আছে জানিয়া, উহাঁকেই আশ্রয় করিয়া রহিলেন।

সপ্তদশাধিক শততম সর্গ।

অনন্তর নানা কারণে রামের তথায় বাস করিতে আর প্রবৃত্তি রহিল না। ভাবিলেন, আমি এখানে ভরত মাতৃগণ ও পুর বাসিদিগকে দেখিতে পাইলাম, উহাঁরা সকলেই আমার শোকে একান্ত আকুল, আমি কোন মতে উহাঁদিগকে বিস্মৃত হইতে পারিতেছি না। বিশেষত ভরতের স্কন্ধাবার স্থাপনে এবং হস্তী ও অশ্বের করীষে এই স্থান অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং এক্ষণে অন্যত্র প্রস্থান করাই শ্রেয় হইতেছে।

এই চিন্তা করিয়া, রাম জানকী ও লক্ষ্মণের সহিত তথা হইতে মহর্ষি অত্রির আশ্রমে চলিলেন, এবং তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন। তখন অত্রি তাঁহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে গ্রহণ ও আতিথ্য করিয়া, সীতা ও লক্ষ্মণকে সস্নেহে দেখিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ধর্ম্মপরায়ণা অনসূয়া তথায় আগমন করিলেন। তপোধন সেই সর্ব্বজন-পূজনীয়া তাপসীকে আমন্ত্রণ ও সীতাকে প্রদর্শন পূর্ব্বক

কহিলেন, প্রিয়ে! তুমি এক্ষণে এই সীতাকে প্রতিগ্রহ কর। অত্রি অনসূয়াকে এই কথা বলিয়া, রামকে কহিলেন, বৎস! দশবৎসর অনাবৃষ্টিপ্রভাবে লোক সকল নিরন্তর দগ্ধ হইতেছিল. তৎকালে এই অনসূয়া ফলমূল সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং আশ্রমমধ্যে গঙ্গাকেও প্রবাহিত করিয়া দেন। তপ ও ব্রতে ইহাঁর অত্যন্ত নিষ্ঠা। ইহাঁর তপস্যায় দশসহস্র বৎসর অতীত হইয়া যায়, এবং কঠোর ব্রতে তাপসগণের তপোবিঘ্ন নিবারিত হয়। একদা মহর্ষি মাণ্ডব্য এক ঋষিপত্নীকে "রাত্রি প্রভাতে বিধবা হইবি" বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন। তখন এই তাপসী প্রতিশাপে দশরাত্রি পরিমিত কাল এক রাত্রিতে পরিণত করেন। বৎস! তুমি ইহাঁকে জননীর ন্যায় দেখিও। ইনি অতি শান্তশীলা, পূজনীয়া ও বৃদ্ধা। এক্ষণে অনুরোধ করি, তোমার সহচারিণী জানকী ইহাঁর সন্নিহিত হউন।

মহর্ষি অত্রি এইরূপ কহিলে, রাম জানকীকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, রাজপুত্রি! তুমি ত মহর্ষির কথা শুনিলে! এক্ষণে আত্মহিতের নিমিত্ত শীঘ্র ঋষিপত্নীর নিকটে যাও। যিনি স্বকার্য্য প্রভাবে অনসূয়া নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তুমি শীঘ্র তাঁহার নিকটে যাও।

তখন সীতা অনসূয়ার সন্নিহিত হইলেন। ঋষিপত্নী অত্যন্ত বৃদ্ধা, সর্ব্বাঙ্গ বলিরেখায় অঙ্কিত, সন্ধিস্থল একান্ত শিথিল,

এবং কেশজাল জরাপ্রভাবে শুক্ল হইয়া গিয়াছে। তিনি বায়ু-ভরে কদলীতরুর ন্যায় অনবরত কম্পিত হইতেছেন। সীতা স্বনাম উল্লেখ পূর্ব্বক সেই পতিব্রতাকে প্রণাম করিলেন, এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার সকল বিষয়ের কুশল জিজ্ঞাসিলেন। তখন অনসূয়া তাঁহাকে অবলোকন পূর্ব্বক সান্ত্বনা বাক্যে কহিলেন, জানকি! তোমার ধর্ম্মদৃষ্টি আছে। তুমি আত্মীয় স্বজন ও অভিমান বিসর্জ্জন করিয়া ভাগ্যক্রমেই বনচারী রামের অনুসরণ করিয়াছ। স্বামী অনুকূল বা প্রতিকূলই হউন, নগরে বা বনেই থাকুন, যে নারী একমাত্র তাঁহাকে প্রিয় বোধ করেন, তাঁহার সদ্গতি লাভ হয়। পতি দুঃশীল, স্বেচ্ছা-চারী বা দরিদ্রই হউন, পূজ্যস্বভাব স্ত্রীলোকের তিনিই পরম দেবতা। সেই সঞ্চিত তপস্যার ন্যায় সর্ব্বাংশে স্পৃহণীয় স্বামী হইতে বিশেষ বন্ধু আমি ভাবিয়াও আর দেখিতে পাই না। যাহারা কেবল ভোগ সাধন করিতে তাঁহাকে অভিলাষ করে, সেই সকল স্বৈরিণীরা এই সমস্ত গুণ দোষ কিছুই হৃদয়ঙ্গম্ করিতে পারে না। জানকি! তাদৃশ দুশ্চরিত্রা সকল অধর্ম্মে পতিত ও অযশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু তোমার তুল্য যাহাদের হিতাহিত জ্ঞান আছে, সেই সমস্ত গুণবতী, পুণ্যশীলার ন্যায় স্বর্গে পূজিত হইয়া থাকেন। অতএব এক্ষণে তুমি সকল বিষয়ে পতিরই অনুব্রতা হইয়া থাক।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

জানকী অনসূয়ার এইরূপ কথা শুনিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, আপনি যে আমায় শিক্ষা দিবেন, আপনার পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যের কি। কিন্তু আর্য্যে! স্বামী যে স্ত্রীলোকের গুরু, আমি তাহা বিশেষ জানিয়াছি। তিনি যদিও দুশ্চরিত্র ও দরিদ্র হন, তথাচ কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া, তাঁহার পরিচারণায় নিযুক্ত থাকিতে হইবে। কিন্তু যিনি জিতেন্দ্রিয় গুণবান দয়ালু স্থিরানুরাগী ও ধার্ম্মিক, এবং যিনি মাতৃসেবাপর ও পিতৃবৎসল, তাঁহার বিষয়ে আর বলিবার কি আছে। রাম যেমন কৌশল্যাকে, সেইরূপ অন্যান্য রাজপত্নীকেও শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। রাজা দশরথ যে নারীকে একবার নিরীক্ষণ করিয়াছেন, রাম অভিমানশূন্য হইয়া তাঁহার প্রতি মাতৃবৎ ব্যবহার করেন। তাপসি! আমি যখন এই ভীষণ অরণ্যে আসি, তখন আর্য্যা কৌশল্যা আমায় যাহা উপদেশ দেন, আমি তাহা বিস্মৃত হই নাই, এবং বিবাহের সময় জননী অগ্নিসমক্ষে যে প্রকার আদেশ করেন, তাহাও ভুলি নাই। ফলত পতিসেবাই স্ত্রীলোকের তপস্যা, আত্মীয় স্বজন এ কথা আমার বিলক্ষণ হৃদ্বোধ করিয়া দিয়াছেন। সাবিত্রী ইহার বলে স্বর্গে পূজিত হইতেছেন।

আপনি উহাঁরই ন্যায় উৎকৃষ্ট লোক আয়ত্ত করিয়াছেন, এবং রমণীর অগ্রগণ্যা রোহিণীও শশাঙ্ক ব্যতীত মুহূর্ত্তকাল আকাশে উদিত হন না। দেবি! বলিতে কি, এইরূপ বহুসংখ্য পতিব্রতা পুণ্যফলে সুরলোক অধিকার করিয়াছেন।

অনসূয়া সীতার এইরূপ বাক্য শ্রবণে পুলকিত হইয়া, তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎসে! আমি নিয়মপরতন্ত্র হইয়া, বিস্তর তপঃ সঞ্চয় করিয়াছি। বাসনা, সেই তপোবল আশ্রয় করিয়া তোমায় বরপ্রদান করিব। তুমি যাহা কহিলে, তাহা সর্ব্বাংশে সঙ্গত, শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলাম। এক্ষণে তোমার সঙ্কল্প কি, প্রকাশ কর? তখন সীতা অতিমাত্র বিস্মিতা হইয়া, হাস্যমুখে কহিলেন, দেবি! আপনার প্রসন্নতাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম।

তখন অনসূয়া জানকীর এই কথায় অধিকতর প্রীত হইয়া কহিলেন, বৎসে! আমি তোমার দিব্য বিভবে আজ আপনাকে চরিতার্থ করিব। এক্ষণে এই সুরুচির মাল্য বস্ত্র আভরণ ও অঙ্গরাগ প্রদান করিতেছি, ইহাতে তোমার দেহে অপূর্ব্ব শ্রী হইবে। এই সমস্ত তোমারই যোগ্য, উপভোগেও এ সমুদায় কখন মসৃণ বা ম্লান হইবে না। তুমি এই অঙ্গরাগে সর্ব্বাঙ্গ রঞ্জিত করিয়া, দেবী কমলা যেমন নারায়ণকে, সেইরূপ রামকে সুশোভিত করিবে।

তখন সীতা অনসূয়ার প্রীতি-দান গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহারই সমীপে উপবেশন করিয়া রহিলেন। অনন্তর তপস্বিনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, বৎসে! শুনিয়াছি, এই যশস্বী রাম স্বয়ংবরে তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে তুমি সেই বৃত্তান্ত সবিস্তরে কীর্ত্তন কর, শুনিতে আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। তখন জানকী কহিলেন, দেবি! শ্রবণ করুন। জনক নামে এক ধর্ম্মপরায়ণ মহীপাল ন্যায়ানুসারে মিথিলায় রাজ্যশাসন করেন। একদা তিনি লাঙ্গলহস্তে যজ্ঞ-ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছিলেন, ঐ সময় আমি ভূমি উদ্ভেদ করিয়া উত্থিত হই। তৎকালে তিনি মৃত্তিকা মুষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিষম স্থল সমতল করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, দেখিলেন, আমি ধূলি-ধূসরদেহে তথায় নিপতিত আছি। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত বিস্মিত হইলেন, এবং নিঃসন্তান বলিয়া স্নেহপূর্ব্বক আমায় ক্রোড়ে লইলেন। ইত্যবসরে অন্তরীক্ষ হইতে যেন মনুষ্য-কণ্ঠ-স্বরে এই কথা উচ্চরিত হইল, "মহারাজ! ধর্ম্মানুসারে এই কন্যা তোমারই তনয়া হইলেন।" শুনিয়া জনক যার পর নাই সন্তোষ লাভ করিলেন, এবং আমাকে পাইয়া অবধি সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিলেন।

পরে তিনি আমায় লইয়া পুত্রার্থিনী জ্যেষ্ঠা মহিষীর হস্তে অর্পণ করিলেন। পুণ্যশীলা স্নিগ্ধহৃদয়া রাজমহিষীও মাতৃস্নেহে

আমাকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ আমার বিবাহ-যোগ্য বয়স উপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে, অর্থনাশে দরিদ্র যেমন চিন্তিত হয়, রাজা জনক সেইরূপ চিন্তিত হইলেন। কন্যার পিতা যদিও ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন হন, তথাচ কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে, সমকক্ষ বা অপকৃষ্ট হইতেও তাঁহাকে অবমাননা সহ্য করিতে হয়। জনক সেই অবমাননা অদূরবর্ত্তিনী দেখিয়া, অপার চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। আমি তাঁহার অযোনিসম্ভবা কন্যা, তিনি আমার জন্য কুলশীলে সুসদৃশ ও রূপগুণে অনুরূপ পাত্র বিশেষ অনুসন্ধানেও নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন ভাবিলেন, ধর্ম্মত কন্যার স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান করাই শ্রেয় হইতেছে।

দেবি! পূর্ব্বে মহাত্মা বরুণ প্রীত হইয়া, যজ্ঞকালে রাজর্ষি দেবরাতকে এক উৎকৃষ্ট শরাসন, অক্ষয় শর ও দুই তূণীর প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ শরাসন অত্যন্ত ভারসম্পন্ন ছিল; মহীপালগণ বহুযত্নে স্বপ্নেও উহা সন্নত করিতে পারিতেন না। আমার সত্যবাদী পিতা সেই কার্ম্মুক প্রাপ্ত হইয়া, নৃপতি-সমবায়ে সকলকে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক কহিলেন, যিনি এই শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক ইহাতে জ্যা-গুণ যোজনা করিতে পারিবেন, আমি তাঁহাকেই আমার কন্যা অর্পণ করিব। পরে নৃপতিগণ গুরুত্বে পর্ব্বততুল্য সেই ধনু দর্শন করিয়া, উহাকে প্রণিপাত

পূর্ব্বক প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইয়া গেল।

অনন্তর তপোধন বিশ্বামিত্র, রাম ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞদর্শনার্থ মিথিলায় উপস্থিত হইলেন, এবং পূজিত হইয়া আমার পিতাকে কহিলেন, মহারাজ! মহাত্মা দশরথের পুত্র রাম ও লক্ষ্মণ, কার্ম্মুক দর্শন করিবার অভিলাষে এখানে আসিয়াছেন। পিতা এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই দেবদত্ত ধনু আনয়ন করাইয়া রামকে দেখাইলেন। মহাবল রাম মুহূর্ত্ত-মধ্যে উহা আনত করিলেন, এবং উহাতে গুণসংযোগ করিয়া মহাবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ধনু তদ্দণ্ডে দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। উহা ভগ্ন হইবামাত্র বজ্রনিপাতের ন্যায় এক ভীষণ শব্দ হইল। তখন সত্যপ্রতিজ্ঞ পিতা জলপাত্র গ্রহণ পূর্ব্বক রামের সহিত আমার বিবাহ দিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু সুশীল রাম তৎকালে মহারাজ দশরথকে না জানাইয়া পাণিগ্রহণে সম্মত হইলেন না। অনন্তর রাজা জনক আমার বৃদ্ধ শ্বশুরকে অযোধ্যা হইতে আনাইলেন, এবং তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া, রামের হস্তে আমায় সম্প্রদান করিলেন। উর্ম্মিলা নাম্নী আমার এক প্রিয়দর্শনা ভগিনী আছেন, পিতা তাঁহারও লক্ষ্মণের সহিত বিবাহ দিলেন। দেবি! সেই অবধি আমি ধর্ম্মত স্বামীর প্রতি অনুরক্তই রহিয়াছি।

একোনবিংশাধিকশততম সর্গ।

ধর্ম্মপরায়ণা অত্রিপত্নী অনসূয়া সীতার মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন ও তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ পূর্ব্বক কহিলেন, জানকি! তুমি অতি মধুর বাক্যে স্বয়ংবর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে। শুনিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইলাম। এক্ষণে সূর্য্য রজনীকে নিকটে আনিয়া স্বয়ং অস্তশিখরে আরোহণ করিলেন। ঐ শুন, বিহঙ্গেরা সমস্ত দিন আহারান্বেষণে পর্য্যটন ও সন্ধ্যাকালে বিশ্রামার্থ কুলায়ে অবস্থান পূর্ব্বক মধুর ধ্বনি করিতেছে। মহর্ষিগণ অভিষেকসলিলে সিক্ত হইয়া স্কন্ধে জলপূর্ণ কলশ গ্রহণ পূর্ব্বক আর্দ্র বল্কলে আসিতেছেন। যথাবিধি হুত অগ্নিহোত্র হইতে কপোতকণ্ঠের ন্যায় অরুণ বর্ণ ধূম বায়ুবশে উত্থিত হইতেছে। যে বৃক্ষের পত্র অতি বিরল, অন্ধকার প্রভাবে তাহা যেন ঘনীভূত হইয়াছে। এই সমস্ত আশ্রমমৃগ বেদিমধ্যে শয়ান। রাত্রিচর জীবজন্তুগণ ইতস্তত সঞ্চরণ করিতেছে।

দূরতর প্রদেশে দিক সকল আর অনুভূত হইতেছে না। এক্ষণে নিশাকাল উপস্থিত; চন্দ্র জ্যোৎস্নায় অবগুণ্ঠিত হইয়া আকাশে উদিত হইয়াছেন, নক্ষত্রও দৃষ্ট হইতেছে। জানকি! এখন আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি, তুমি গিয়া পতিসেবায় প্রবৃত্ত হও। তুমি আজ মধুর কথা কীর্ত্তন করিয়া আমায় পরিতুষ্ট করিলে। এক্ষণে আবার আমার সমক্ষে বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া সন্তুষ্ট কর।

অনন্তর সুরকন্যারূপিণী সীতা নানালঙ্কারে অলঙ্কৃতা হইয়া তাপসীর পাদবন্দন পূর্ব্বক রামের নিকট গমন করিলেন। রাম তাঁহাকে দর্শন করিয়া, অনসূয়ার প্রীতি-দানে অতিশয় প্রীত হইলেন। তাপসী যে বসন ভূষণ ও মাল্য দিয়াছেন, সীতা তাহা তাঁহার গোচর করিলেন। তৎকালে উহাঁর অমানুষসুলভ সৎকার নিরীক্ষণে লক্ষ্মণের আর আহ্লাদের পরিসীমা রহিল না।

অনন্তর রাম তাপসগণ কর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া, অত্রির আশ্রমে নিশা যাপন করিলেন। পরে রাত্রি প্রভাত হইলে লক্ষ্মণের সহিত কৃতস্নান হইয়া মহর্ষিগণকে বনান্তর প্রবেশের পথ জিজ্ঞাসিলেন। তখন ঐ সমস্ত বনবাসী ঋষিগণ তাঁহাদিগকে প্রস্থানার্থ উদ্যত দেখিয়া কহিলেন, রাজকুমার! এই বনবিভাগ রাক্ষসে পরিপূর্ণ। মনুষ্যাশী নানা প্রকার রাক্ষস ও শোণিতপায়ী হিংস্র জন্তু সকল এই মহারণ্যে নিরন্তর বাস করিয়া থাকে। তাপ-

সেরা অশুচি বা অসাবধান থাকুন, উহারা আসিয়া তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করে। অতএব এক্ষণে তুমি উহাদিগকে নিবারণ কর। এইটি মুনিগণের ফলাহরণের পথ। এই পথ দিয়া তুমি দুর্গম বনে প্রবেশ করিতে পারিবে।

তাপসগণ কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ কহিলে রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ পূর্বক জানকীর সহিত মেঘমণ্ডলে সূর্য্যের ন্যায় গহন কাননে প্রবেশ করিলেন।

অযোধ্যাকাণ্ড সমাপ্ত।